আফিমের ফুল

অনিরুদ্ধ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
১০ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৩।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর জীবনে রোমান্সের উপাদান বড় অল্প। এই উপন্যাস খানির বিষয়বস্তু অভিনব—ইহাতে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের দুঃসাহসপূর্ণ গুপ্তরহস্য ও তৎসঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের দুর্ঘটনাপূর্ণ এক লুপ্ত অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

এই চিত্রশালায় নানা চরিত্র ভিড় করিয়াছে। এগুলি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া লিখিত নয়, নিরপেক্ষ চরিত্র হিসাবেই সৃষ্ট হইয়াছে।

সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পূর্ব্বকথা—মাদকদ্রব্যের চোরা বাজার	১
২	উদ্যোগ পর্ব্ব—পথ নির্দ্দেশ	১৩
৩	কার্য্যক্ষেত্রে গোয়েন্দা সন্ধান	২৫
৪	মাশিদি পেশোয়ারীর বাড়ী হানা—দাঙ্গাহাঙ্গামা	২৯
৫	পুলিশ তদন্ত	৩৮
৬	মাশিদির জবাব	৪২
৭	মাশিদির নিজস্ব মতামত—'অবাধ বাণিজ্য'	৪৯
৮	ইডেন গার্ডেনে নানা চরিত্রের মেলা	৫২
৯	ধনকুবের আব্রাহাম ও ধনী ইজারাদার আমীর বক্স	৬৩
১০	মোমের পুতুল শিশু	৬৯
১১	নলিনীর দেশসেবা	৭৫
১২	গোয়েন্দা প্রাপ্তি	৮১
১৩	আমীর বক্সের মকদ্দমা	৮৮
১৪	চীনা মেমের বৈঠকখানা	৯৪
১৫	রাজারামের গৃহ	১০১
১৬	বেলুড়ে নকুড়-লীলা	১১৪
১৭	বেলুড়ের ব্যাপার—বাধাবিপত্তি	১১৯
১৮	রাজারামের সতর্কতা	১২৮
১৯	বাজি মাৎ	১৩৩

২০	তদন্ত শেষ ; মকদ্দমার ফলাফল	১৩৯
২১	মাশিদির ধৃষ্টতা ও পলায়ন	১৪২
২২	নলিনীর প্রোগ্রাম	১৪৫
২৩	চণ্ডুচক্র	১৬৩
২৪	নলিনীর নিগ্রহ	১৭০
২৫	গুপ্ত কেন্দ্র	১৭৯
২৬	মোটর ডাকাতি	১৮৩
২৭	উল্টাডাঙ্গার কাণ্ড	১৮৬
২৮	নলিনী-নিরঞ্জনের অন্তর্দ্ধান	১৯৯
২৯	বাকী খবর	২০৪
৩০	বনভূমি	২০৯
৩১	ইস্‌মাইলের সংবাদ—তদন্তের ধারা	২১৪
৩২	স্বকুমার বাবুর ডায়ারী	২২৭
৩৩	নিরঞ্জনের গ্রেপ্তার—নলিনীর পরীক্ষা	২৩৯
৩৪	ইজরাইল (যমদূত) আসিয়াছে	২৫৫
৩৫	নলিনীর পত্র	২৬২
৩৬	আসিয়া বিবির সঙ্কট	২৬৭
৩৭	সমুদ্র কুটীরে	২৮১
৩৮	কাশেমালীর স্ত্রী—'পরস্ত্রী'	২৯৪
৩৯	আলাপ-আলোচনা	৩০৯
৪০	আফিম ফুলের খুনখারাপি রঙ	৩২১
৪১	ফিরে এস	৩২৪

চিত্রাবলী

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	অক্ষক্রীড়া ও চণ্ডুসেবা	মুখপত্র
২	মাণ্ডু টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ওয়ারেণ্ট ছিঁড়িয়া ফেলিল	৩৩
৩	"আমীর বক্স নিরীহদর্শন বৃদ্ধ…কখনও সন্দেহ হয় নাই"	৬৫
৪	শিশুটিকে…হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে ফেলিতে গেল	৭১
৫	"নলিনীর হাত পরিষ্কার—মনও পরিষ্কার হইয়া যাইবে"	৯৭
৬	"আমাদের 'খোদা'র সম্মুখে তোমাকে দীক্ষিত করি"… আ-ময় মাথা নামাইয়া নমস্কার করিল।	১৬৫
৭	নলিনী বলিল, তোমাদের কৃতকর্ম্মে আমার মন সায় দেয় নাই	১৮৭
৮	রাজারাম লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন…স্ত্রী-মূর্ত্তির পায়ের কাছে বসিয়া পুরুষ বাঁশী বাজাইতেছে	২১১
৯	"বোরখা খুলিলে দেখিলাম, রমণী—আসিয়া বিবি"	২২৫
১০	সমুদ্র কুটীরে	২৮৩



পৃষ্ঠা (১৬৩)

আফিমের ফুল

পূর্ব্বকথা

মাদক দ্রব্যের চোরা বাজার

ইন্সপেক্টর রাজারাম দত্ত নূতন কার্য্যে যোগ দিবার পর বাড়ী ফিরিয়া জলযোগান্তে একখানি পুস্তিকা মন দিয়া পড়িলেন। বিশেষজ্ঞের লেখা চটি বই—পড়িয়া তাঁহার কৌতূহল তৃপ্ত হইল। পরে অবশ্য নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের গল্পের ঘটনাসংস্থান এবং পটভূমিকা (background) বুঝিবার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া ইহার একটা বিবরণ দেওয়া গেল।

রাজারাম দেখিলেন, ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের মধ্যে অহিফেন, কোকেন ও চরস লইয়া গুপ্তভাবে বিস্তৃত কারবার চলিতেছে।

অহিফেনের অর্থ সর্পের গরল বা আফিম। অহিফেন বা আফিম ভেষজশাস্ত্রে একটি প্রধান ঔষধ, কিন্তু নেশার জন্য ইহার প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। আফিমের নেশায় সুলেখক ডি কুইন্সি চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কবি কোলরিজ অপরূপ

কাব্য Kubla Khan লিখিয়াছেন, কবি কীট্‌স্‌ অনুরূপ বিষ-নির্য্যাস (hemlock) পান করিয়া নাইটিঙ্গেল পক্ষীর অপূর্ব্ব বন্দনা গাহিয়াছেন। পারসিক কবিগণ বুলবুলের ন্যায় গুলে-লালার অর্থাৎ এই লাল ফুলের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত আফিমের ঘোরে বঙ্গসাহিত্যে উপাদেয় দপ্তর উপহার দিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গকবিগণ আফিম ফুলের সৌন্দর্য্যে মশগুল হইয়াছেন। আফিম ফুলের উপরে সঞ্চিত কালো বিষ নরুনের সাহায্যে সংগ্রহ—পশ্চিমা রমণীদের একটি সুন্দর শিল্পকার্য্য। উহারা আফিমের ফল চিরিয়া বীজ বাহির করিয়া পোস্তদানা প্রস্তুত করে; ইহা এক পরিচিত খাদ্যসামগ্রী।

আফিমের ব্যবসায় এক লাভজনক কুটীর-শিল্প। বৃটিশ সরকারের প্রয়োজনীয় আফিম যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং সরকারি ফ্যাক্টরি হইতে পরিষ্কৃত হইয়া এই বহুমূল্য সামগ্রী প্রত্যেক জেলার সরকারি ট্রেজারিতে রক্ষিত হয়। আফিম মধ্যভারত ও রাজপুতানার রিয়াসৎ বা দেশী রাজ্যগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উহা হইতে 'মালব' বা 'গোয়ালিয়র' আফিম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আফিমের বাট্‌ বা কেক্‌ চতুষ্কোণ এবং একটির ওজন একসের। মালব আফিমের আকৃতি গোল, টেনিস বলের চেয়ে কিছু বড়, তিনটিতে একসের ওজন হয়। গোয়ালিয়র আফিম চেপটা, অনেকগুলি টুকরায় একসের হয়। দেশীয় আফিম অপরিষ্কার অর্থাৎ রিফাইন করা হয় না। দেশীয় রাজ্যে আফিমের চাষের উপর দেশীয় রাজগণের তেমন সতর্ক দৃষ্টি নাই। স্থানীয় চাষীগণ রাজ্যের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু পরিমাণে আফিম উৎপাদন করে। তাহারা এই উদ্বৃত্ত আফিম চোরাই

ব্যবসায়ের জন্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা সের হিসাবে কারবারী বা স্মাগলার-গণের নিকটে বিক্রয় করে। কলিকাতা মোকামে ঐ চোরাই একসের আফিমের দাম আশী টাকা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বা ট্রেজারির আফিমের মুল্য প্রায় দেড় শত টাকা। সুতরাং দেশীয় রাজ্য বা রিয়াসৎ হইতে কলিকাতায় মাদক দ্রব্যের চোরা বাজারে ঐ মাল আনিয়া ফেলিতে পারিলে প্রায় চারিগুণ বেশী দামে বিক্রয় হয়। রিয়াসতে মাল ক্রয়ের সময় হইতে কলিকাতায় জাহাজে মাল রপ্তানি করা পর্য্যন্ত এক মাসের অধিক সময় লাগে না; সুতরাং কারবারীর মূলধন মুনাফাসহ ঘুরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। এই রূপে বারো মাসে বারোবার টাকাটা প্রচুর লাভসহ ঘুরিয়া আসিলে বাৎসরিক শতকরা বহু শত টাকা উপার্জ্জন হয়। এমন লোভনীয় ব্যবসায় আর নাই। অবশ্য পথিমধ্যে ধরা পড়িলে মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত ও মালবহনকারীর কারাবাস ও জরিমানা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বহনকারী যাহাতে মূল কারবারীর নাম না প্রকাশ করে তাহার জন্য উৎকোচ দিতে হয় এবং জেলে থাকিবার কালে তাহার সংসার প্রতিপালনের জন্য কারবারীকে অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ইহাদের কার্য্যপ্রণালী ও মন্ত্রগুপ্তি এত চৎমকার যে একশতটি মালের মধ্যে হয়ত একটি মাত্র ধরা পড়ে এবং মাল ধরা পড়িলে অনুচর প্রভুর বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করে না এবং নিজ স্কন্ধে সকল দায়িত্ব লইয়া জেলে যায়। বামালসহ ভৃত্য ধরা পড়িলেই মালিক জানিতে পারিয়া আত্মগোপন করে; কিন্তু ভৃত্যকে গোপনে সাহায্যদানে বিরত হয় না।

কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে চোরাই আফিম আমদানী হয়। ইহার কতক অংশ কলিকাতা সহরেই ব্যবহৃত হয়। চীনাপাড়ার

চণ্ডুখানায় গোপনে কিছু পরিমাণে চোরাই আফিম কাটে এবং মেছুয়াবাজার ও সহরতলীর বস্তিস্থিত মোদক বা গুলির আড্ডায় গুপ্তভাবে ঐ আফিম অল্পবিস্তর বিক্রয় হয়। চণ্ডু ও গুলির আড্ডায় ব্যবহৃত আফিমকে 'পাকা মাল' বলে। 'কাঁচা'-আফিমখোরগণ চোরাই আফিম পছন্দ করে না, কারণ ইহা রিফাইন করা নহে। এই চোরাই আফিমের আসল বাজার রেঙ্গুন, ষ্ট্রেটস্‌সেটল্‌মেণ্ট ও চীন মুল্লুকে। কলিকাতা চোরাই আফিমের একটি বৃহৎ ডিপো মাত্র। পশ্চিমা পাইকারগণ মাল রপ্তানি করিয়া কলিকাতার পাইকারের হাতে দেয় এবং ইহারা নানা গুপ্তস্থানে মাল গুদাম-জাত করিয়া ক্রমশঃ তাহা কাটাইবার বন্দোবস্ত করে। পশ্চিমা পাইকার ছাড়া পশ্চিমা চাষীরাও খুচরা মাল লইয়া আসে। কলিকাতাস্থিত অনেক খুচরা ব্যাপারীও মাল সওদা করে। পশ্চিমা কারবারীগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া মাল আনিবার জন্য যে ফন্দী, ফিকির কৌশল ও সাহস প্রদর্শন করে তাহা শুনিলে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। আফিম কলিকাতায় পৌঁছিলে উহা কলিকাতানিবাসী পেশোয়ারী ও পশ্চিমা লোক এবং পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের হাতে পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ আবার বাহক (carrier) রূপেও এই ব্যবসায়ে ভাগ বসায়। দেশীয় কারবারীগণ মাল রপ্তানীর জন্য চীনা কারবারীগণের কাছে যায়। এই চীনামানগণ সমুদ্রযোগে চীনদেশ পর্য্যন্ত মাল পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে। সুদূর প্রাচ্যে দুইটি বড় ষ্টীমার কোম্পানীর জাহাজ যাত্রী ও মাল লইয়া যাওয়া আসা করে; উভয় লাইনেই চীনা নাবিক বেশী এবং উহাদের মধ্যে কারবারীদের লোক থাকে। জাহাজের বড় অফিসরগুলি ইংরাজ বা আমেরিকান হইলেও তাহাদের কেহ কেহ লোভে পড়িয়া এই চোরাই ব্যবসায়ে গোপনে

যোগদান করিয়া লাভবান হয়; 'টাল্মা' জাহাজের সেকেণ্ড অফিসর মিঃ গ্রেগরি এই রূপ মালসহ কলিকাতায় ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছেন। দেশীয় ও চীনা কারবারীদের মধ্যে প্রথমে আফিমের নমুনা পরীক্ষা ও দরদস্তর ঠিক হয়; পরে উটরাম ঘাট, প্রিন্সেপস্ ঘাট ও খিদিরপুরের পূর্ব্ববঙ্গীয় মাঝিগণের সঙ্গে জাহাজে মাল তুলিয়া দিবার, এবং জাহাজের উপরিস্থিত নাবিকগণের সঙ্গে মাল তুলিয়া লইবার বন্দোবস্ত হয়। প্রাচ্যের জাহাজগুলি প্রায় এক পক্ষকাল কলিকাতার ঘাটে ও খিদিরপুরের ডকে কাল যাপন করে। ইহার মধ্যে সুবিধা বুঝিয়া পুলিশ ও কাষ্টম অফিসারদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া মাল জাহাজে উঠান হয়। জাহাজের নাবিকগণের পক্ষে জাহাজগুলি তাহাদের ঘরবাড়ী। বিরাট জাহাজগুলির মধ্যে এমনভাবে মালগুলি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখে যে সুদক্ষ কাষ্টম কর্ম্মচারীগণের পক্ষেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সম্ভব হয় না। একবার কোনপ্রকারে জাহাজে মাল চড়াইতে পারিলে কারবারীগণ মাল মারা যাওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। কলিকাতার উপকূল হইতে জাহাজের গর্ভজাত হইলেই মালের দর সের করা ২০৲ বাড়িয়া যায়। এইরূপে রেঙ্গুনে পৌছিয়া উপকূলে নামাইয়া সহরের মধ্যে নিরাপদে আনীত হইলে সেখানে আফিমের দাম ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। চীনদেশে আফিমের চাষ আছে কিন্তু চীনা আফিম ভারতীয় আফিমের মত পরিষ্কার নহে এবং তাহাতে তেমন তেজ বা মাদকতা নাই। এই জন্য চীনা আফিম দরে সস্তা হইলেও চীনবাসীরা তাহা পছন্দ করে না। কলিকাতায় চীনাপাড়ায় কখন কখন এই চীনা আফিম দেখা গিয়াছে, ভারতীয় নেশাখোরগণও তাহা পছন্দ করে না। চীনদেশের যেহোল (Jehol) প্রদেশে আফিমের চাষ হয়। এই

প্রদেশে দস্তুর মত আবাদ করিলে ভূম্যধিকারীর অদৃষ্টে সোণা ফলিবার সম্ভাবনা। চীনের প্রতিবেশী জাপানের অনেক দিন হইতে ইহার উপর দৃষ্টি আছে। জাপান পূর্ব্বেই মাঞ্চুরিয়া জয় করিয়াছে এবং চীনের সহিত গত যুদ্ধে এই প্রদেশ দখল করিয়াছে। এইবার বোধ হয় জাপান উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ করিয়া চীনা আফিমের উন্নতিসাধন করিবে এবং ভারতীয় আফিমের চোরাই আমদানী বন্ধ করিয়া এই ব্যবসায়ে বিপুল লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে ভারতগভর্ণমেণ্ট ভারতীয় আফিম চীনদেশে উচ্চ মূল্যে সরবরাহ করিতেছিল। চীন আফিম ব্যবসা অবৈধ ঘোষণা করিয়া বিশ হাজার সিন্দুক আফিম নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে চীনে এক যুদ্ধ ঘটে; ইহা 'ওপিয়ম ওয়ার' নামে খ্যাত। চীন ক্রমাগত এই আফিম প্রেরণের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে থাকিলে ভারত সরকার অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর আফিম রপ্তানি দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ কমাইয়া পরে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে রাজী হইয়াছিল। আফিম রপ্তানী হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় পাঁচ কোটী টাকা লাভ হইত। এইরূপে প্রকাশ্যভাবে ভারত হইতে সরকারী আফিম বন্ধ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চীনদেশে আফিমের নেশা লুপ্ত হয় নাই; বস্তুতঃ চোরাই আফিমের চাহিদা বাড়িয়াছে। স্মাগ্‌লার বা গুপ্ত ব্যবসায়ীগণ এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারত ও চীন গভর্ণমেণ্টকে কোনরূপ রাজস্ব না দিয়া গোপনে এই পাইকারী আফিমের ব্যবসা চালাইয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করিতেছে। এই ষড়যন্ত্রে নানাজাতীয় লোক আছে, স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত হাতে কলমে কাজ করিতেছে। এইরূপ একটী স্ত্রীলোককে জনৈক খ্যাতনামা বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁহার পুস্তকের নায়িকা সাজাইয়া তাহার

দ্বারা রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। বইখানি এখন পাওয়া যায় না।

শুনা যায়, বর্ত্তমানে চীন দেশের জাতীয় (Nationalist) গভর্ণমেণ্ট আফিমের বিষম অপকারিতা বুঝিয়া চীনা ব্যাপারী এবং চীনা আফিম ও চণ্ডুখোরদিগের উপর খুব কড়া আইন জারি করিতেছে; কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সংবাদপত্রে একবার পড়া গিয়াছিল যে এই সঙ্ঘের প্রলোভনে পড়িয়া চীন গভর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী গুপ্তভাবে এই নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়াছে এবং তাহার ষ্টীম্-বোটে বিস্তর পরিমাণে আফিম পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ চীনা অফিসারের নিন্দা করিবার জন্য লিখিত হইল না, কারণ সকল দেশেই দুর্ব্বল-চরিত্র অফিসর থাকিতে পারে। ইহাতে কারবারী সঙ্ঘের দিগন্তব্যাপী ষড়যন্ত্র এবং স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য বিপুল চেষ্টা, সাহস ও অজস্র অর্থব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইতেছে।

চরস গাঁজার আটা জাতীয় নেশার জিনিস। ইহা মধ্য-এসিয়ার ইয়ারকন্দ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ইহা তামাকের মত তাল পাকাইয়া বস্তাবন্দী হইয়া আসে। ভারত গভর্ণমেণ্ট চরসের বিধিসঙ্গত বিলিব্যবস্থা করিয়া প্রচুর রাজস্ব লাভ করে। কিন্তু পেশোয়ারীগণ ইহাতেও গোপনে প্রতিযোগিতা করে। চোরাই চরস পেশোয়ার হইতে নামমাত্র মূল্যে আমদানী হইয়া কতক কলিকাতায় কাটে এবং কতক আফ্রিকা মহাদেশে চালান যায়। সরকারী চরসের দাম সেরকরা প্রায় দেড়শ টাকা, শুল্কবিহীন চোরাই চরস পঞ্চাশ টাকা দরে বিকাইতেছে। আগে এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অল্প ছিল কিন্তু চরসের নেশাবিস্তারের সঙ্গে এই ব্যবসায়ের

প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। চরসের ব্যবসায় ভারতবর্ষে কেবল দেশীয় লোকের হাতে আছে।

কোকেনের ইতিহাস বিচিত্র। ইহা কোকা (Coca) নামক গুল্মের পাতা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইজন্য ইহার নাম কোকেন হইয়াছে। ইহা প্রস্তুত হইলে সাদা চক্‌চকে ও সূক্ষ্ম দানাদার গুঁড়ায় পরিণত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ নাই, এলোপ্যাথী চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার আছে। জীবদেহে লাগাইয়া অস্ত্রোপচার করিতে, বিশেষতঃ দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসায় ইহার প্রয়োজন হয়। ইহা পাশ্চাত্য দেশে নেশার জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। উহারা কোকেন চূর্ণের নস্য লয় এবং কোকেন জলে মিশাইয়া নানাবিধ উপায়ে সেবন করে। য়ুরোপ-আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহার ব্যবহার আছে, কখন কখন সম্ভ্রান্ত সমাজেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহা কয়টি নিরঙ্কুশ য়ুরোপীয় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে আনীত হয়। আমাদের দেশের লোক কোকেন, পান ও চুনের সহিত মিশাইয়া খায়। কলিকাতায় একটি হিন্দুস্থানী পানওয়ালী এবং কলিকাতা-প্রবাসী এক পেশোয়ারী এই নূতন নেশা লুফিয়া লইয়া একটি অভিনব ও অতি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করে এবং দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই পানওয়ালী এখন অগাধ সম্পত্তি করিয়াছে। পেশোয়ারীটিও অতি দরিদ্র ও নীচ বংশের ছিল, দেশ হইতে 'চোর' বদনাম লইয়া বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিল, কিন্তু পরে সেও লক্ষপতি হইয়াছিল। উহারা গোপনে পুলিশের কাছে নিজ স্বার্থের বিরোধী ছোট কারবারীদিগকে ধরাইয়া দিয়া ভালোমানুষ সাজিয়াছিল এবং পেশোয়ারীটি দুঃসাহসী ও হীনচরিত্র হইলেও

অর্থের খ্যাতি এবং প্রতারণা দ্বারা রিভলভারের লাইসেন্স পাইয়াছিল। সুলেখক চারুবাবু ঐরূপ এক স্ত্রী-চরিত্র "চোরকাঁটা" উপন্যাসে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে এক বাঙ্গালীও যোগ দিয়াছিল, কিন্তু সে আর্থিক উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা বলে, বাঙ্গালীর 'ছাতির জোর' ছিল না। পরে রাজারাম কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

কোকেন প্রথমে জর্ম্মনী ও অষ্ট্রীয়ার ঔষধের কারখানাগুলি হইতে ১০।১৫৲ টাকা আউন্স হিসাবে ক্রীত হইয়া কলিকাতায় ৪০।৫০৲ দরে বিকাইত। ইহার অপব্যবহার বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসায় নিষিদ্ধ করিলে কলিকাতায় ইহার দর বাড়িয়া যায়। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে ঐ সব দেশ হইতে সমুদ্র দিয়া কোকেন আসিবার রাস্তা একরূপ বন্ধ হইয়া যায় এবং য়ুরোপীয় নাবিকগণের হাত হইতে এই কাযটি চলিয়া যায়। এখন ইহা জাপানের পথে আসে এবং এই কায এখন জাপানী ও চীনা কারবারীদের হাতে গিয়াছে। এই দুই দেশের সমুদ্রকূলস্থ সহরগুলি হইতে এই মাল সমুদ্রপথে রপ্তানী হইয়া রেঙ্গুন ও কলিকাতা বন্দরে নামে এবং পাইকারগণ উহা বণ্টন করিয়া লইয়া গুদামজাত করে। কলিকাতা হইতে ইহা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে চালান যায়। খাস কলিকাতাতেও কোকেনের কাট্‌তি কম নহে। প্রথমে চীনা ও জাপানী কারবারীর হাতে কোকেন আসে। দেশীয় লোকগণ যেমন চীনা ও জাপানীর নিকট হইতে কোকেন লইতে ব্যগ্র, এই পীতবর্ণ জাতিও তেমনি দেশীয় লোকের নিকট হইতে আফিম ক্রয় করিবার জন্য উৎসুক। কোকেন বিস্কুটের বাক্সের মত চৌকা চেপ্টা টিনে ২৫ আউন্স প্যাক্ হইয়া আসে, কখন কখন সাদা তেলা কাগজের মজবুত

থলেতে প্যাক্ হইয়া আসে। জাহাজের চীনা ও পূর্ব্ববঙ্গীয় লস্করগণ কলিকাতার বন্দরে খুব বেশী দামে বিক্রয় করিবার আশায় দশ বিশ আউন্স খুচরা কোকেনও লুকাইয়া লইয়া আসে। দেশী ও চীনা কারবারীগণের মধ্যে আফিম ও কোকেনের বিনিময় চলে। কোকেনের প্যাক্ ভাঙ্গিয়া বড়, মাঝারি, ছোট নানা আকারের পুরিয়া প্রস্তুত হয়; কোকেনের আড্ডাগুলিতে গোপনে উহা বিক্রয় হয়। অবস্থাপন্ন সৌখীন কোকেনখোরগণ আউন্স বা ড্রামের দরে কোকেন সংগ্রহ করে। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ মেছুয়াবাজার ও চীনাপাড়ার কোকেনের আড্ডাগুলি হইতে চারি আনা হইতে এক টাকা মূল্যে বিভিন্ন আকৃতির পুরিয়া কিনিয়া খায়। কোকেন ব্যয়বহুল দ্রব্য, একজন কোকেনখোর এক রাত্রে ১৫।২০৲ টাকার কোকেন খাইয়া ফেলিতে পারে। এক বোতল বিলাতী মদের দাম ৭।৮৲ টাকা মাত্র, কিন্তু তাহা একজন একরাত্রে শেষ করিয়া ফেলিতে পারে না। সুতরাং কোকেনের চেয়ে খরচান্ত নেশা আর নাই। শুনা যায়, শরীরের উপর ইহার ক্রিয়া অদ্ভুত। কোকেনভক্তগণ বলে যে শরীরের রক্তে ইহা প্রবেশ করিলে কোকেনখোরের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সে বিহ্বল হইয়া সুখের সপ্তম স্বর্গ দেখে। এরূপ চমৎকার নেশা নাকি আর কোনও মাদক দ্রব্যে পাওয়া যায় না। কোকেনের স্নায়ুমণ্ডলীর উন্মাদনা ও অসাড় করিবার (anœsthetic) গুণটি একশ্রেণীর নিত্য-উত্তেজনা-প্রিয় লোকের নিকটে আদরণীয়। ইহা সাধারণতঃ নীচ শ্রেণীর লোকের ও বেশ্যাগণের নিকট প্রচলিত, কিন্তু তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আমোদ প্রমোদের বেশী ভক্ত এবং সদাই নূতন সুখ ও উত্তেজনার জন্য ব্যাকুল ব্যক্তিগণও ইহা গ্রহণ করে। গুপ্ত অনুসন্ধান দ্বারা দেখা যায় যে

কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহের উচ্ছৃঙ্খল নরনারী এই নেশার কবলে পড়িয়া অনেক অর্থ নষ্ট করিয়াছেন এবং বহু অপকার্য্য করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের মতে ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অন্যান্য মাদক অপেক্ষা বেশী অনিষ্টকারক; ইহা লোকের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায় এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেয়। কোকেনের একটা সদ্‌গুণের কথা পড়া গিয়াছে। শার্লক হোমসের ডিটেকটিভ গল্পে দেখা যায় যে গ্রন্থকার নিগূঢ় রহস্যের মধ্য হইতে তথ্য আবিষ্কারের জন্য কোকেনের উত্তেজনা প্রয়োজনীয় মনে করেন। যখন ডিটেকটিভ কোন দুর্ভেদ্য কেসের কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন কোকেনের ইনজেকশন লইয়া তাঁহার বুদ্ধি খুলিয়াছে এবং মকদ্দমা সম্বন্ধে নূতন আলোক পাইয়া অনুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। দেশে যত কোকেনের প্রচলন বাড়িয়াছে তত দেশবাসীগণ ইহার অপকারিতা বুঝিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে কোকেন ঘটিত আইনকানুন কড়া হইয়াছে।

লীগ অফ নেশন্‌স্ (রাষ্ট্রসঙ্ঘ)-এর রাজনৈতিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকিলেও ইহার অন্তর্গত নানাবিভাগে নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের সমবেত চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহার মধ্যে য়ুরোপীয় জাতিগণ একজোট হইয়া White Slave Traffic (শ্বেতাঙ্গিনীদের লইয়া পণ্যের প্রথা) বন্ধ করিবার চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। নানা জাতির প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক বিপজ্জনক ঔষধ ও মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং অনিষ্টকর মাদক দ্রব্যগুলি বিপজ্জনক ঔষধের কোঠায় ফেলিয়া তাহার সম্বন্ধে কড়া আইন-কানুন প্রণয়ন এবং নেশা নিবারণের সমবেত চেষ্টা, লীগ অফ নেশনস্-এর আর একটী বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন সভ্য। পূর্ব্বে এদেশে কোকেন সংক্রান্ত

অপরাধের জন্য এক বৎসর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের বেশী শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। লীগ-এর চেষ্টায় এখন Dangerous Drugs Actএ (বিপজ্জনক ঔষধের আইন) দুই বৎসর জেল ও অপরিমিত জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে। আফিম সংক্রান্ত নানা অপরাধের শাস্তিরও কঠিনতর ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাড়পত্র ব্যতীত আফিমের ধূমপান নিষিদ্ধ ও একাধিক ব্যক্তির একত্রে মোদক (গুলি) বা চণ্ডু সেবন গুরু অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এখন বিবিধ মাদক দ্রব্য সম্বন্ধীয় যত প্রকার অপরাধ আছে তাহার মধ্যে কোকেন সম্পর্কীয় অপরাধের জন্য সর্ব্বাপেক্ষ অধিক কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

২

উদ্যোগ-পর্ব্ব

পথনির্দ্দেশ

কলিকাতা সহর। ডালহৌসী স্কোয়ারে লালদীঘির চারিদিকে অট্টালিকা শ্রেণী। উত্তর দিকে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়াট। ইহার দ্বিতলে বড় রাস্তার ধারে কতকগুলি বৃহৎ ঘর লইয়া ফৌজদারী ও রাজস্ব তদন্ত বিভাগের একটি শাখা। ডেপুটি কমিশনর সাহেবের খাস কামরায় দুইটি লোক মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন—একজন খোদ সাহেব বাহাদুর, অন্য ব্যক্তি, ইনস্পেক্টর রাজারাম দত্ত। দ্বারে উর্দ্দিপরা এক আরদালি পাহারা দিতেছিল।

বড় সাহেব বলিলেন, রাজারামবাবু, আপনি জয়েনিং টাইম লইয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আপনার নূতন কার্য্যে শীঘ্র যোগ দিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আপনি এতদিন সাধারণ বিভাগে কায করিয়াছেন, এখন এই ডিটেকটিভ বিভাগে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের ভার লইয়া আপনাকে নিষ্ঠা ও সততার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। অপর সহকর্ম্মী ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে সাধারণতঃ একযোগে কায করিবার নিয়ম থাকিলেও আপনার নিজ ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা থাকিবে এবং যতক্ষণ না ক্ষমতার অপব্যবহার হয় ততক্ষণ আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না বা কেহ আপনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। আপনার কার্য্য প্রলোভন ও দায়িত্বপূর্ণ এবং কতকটা বিপদের ভয়ও আছে। আশা করি, সাবধানে ও নির্ভীক

ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনি সুনাম লইবেন। বোধহয় ইতিমধ্যে আপনি সরকারী গেজেট ও কাগজপত্র দেখিয়া আপনার নূতন কর্ত্তব্যের ধারণা করিয়া লইয়াছেন।

রাজারাম বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, আপনার সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ; আমি কর্ত্তব্য পালনে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিব না। কিন্তু কার্য্যভার লইবার পূর্ব্বে আমার নূতন কার্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার উপদেশ পাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। আপনি জানেন, আমি অল্পপরিসর কার্য্যক্ষেত্রে এতাবৎ আমার পদোচিত সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া আসিয়াছি এবং মধ্যে কয়েক বৎসর সহরতলি ও সহরের বাহিরেও কাটাইয়াছি।

বড় সাহেব। হাঁ, তাহা জানি। ইহাও আমি জানিতে পারিয়াছি যে কলিকাতা সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এবং ডিটেকটিভের কার্য্যে আপনার উৎসাহের অভাব হইবে না। যাহা হউক, এই বিশেষ-বিভাগে আপনাকে কোন্ জাতীয় কার্য্যের তদন্তে লিপ্ত থাকিতে হইবে তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিতেছি।

আপনাকে বলিতে হইবে না যে কলিকাতা বিশাল সহর; ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর—এবং দিন দিন ইহা বাড়িয়াই চলিতেছে। কলিকাতার নিজ সহর ও সহরতলিতে অনেকগুলি পুলিশ-থানা আছে। আপনার কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বত্র। আপনাকে সময়ে সময়ে ভারতের দূর-দুরান্তর প্রদেশের খবর রাখিতে হইবে এবং কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইতে হইবে। ভারতের বাহিরে সুদূর প্রাচ্যেরও (Far East) খবর রাখিতে হইবে। আপনাকে সমুদয় রেলপথ ও সমুদ্রপথের খবর রাখিতে হইবে। আপনাকে ভারতের মধ্যে দীর্ঘতম রাজপথ—কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড—এবং দেশীয় রাজগুলি ও তাহার ভিতরের পথ ঘাটেরও সন্ধান রাখিতে হইবে। রেল, মোটর, জাহাজের সংবাদ ত রাখিবেনই; যেরূপ চক্রান্ত চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র উড়োজাহাজগুলির খবর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে।

যে সকল লোকের সম্বন্ধে সন্ধান রাখিতে হইবে তাহারা ধনী ও ক্ষমতাবান এবং তাহাদের প্রচুর লোকবল আছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের ষড়যন্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ লোক-সমাজে প্রতিপত্তি করিয়াছে এবং রাজদরবারে পর্য্যন্ত প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যাহারা এইরূপ প্রতিপত্তি করিয়াছে বা রাজসম্মানলাভের চেষ্টায় আছে, তাহাদের উপর সহজে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যতদিন না আমরা সাবধানে তদণ্ড করিয়া পরে প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হই ততদিন আমরা এই ছদ্মবেশী ব্যক্তিগণকে স্পর্শ করিয়া লোকমতের উপর রূঢ় আঘাত করিব না। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ বর্ণচোরা লোকের সংখ্যা এখনও অতি অল্প।

কলিকাতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন মহাদেশের নানা জাতির নানা চরিত্রের ব্যক্তিগণের আবাসস্থল। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যাহার নিদর্শন কলিকাতায় পাওয়া যাইবে না। আফ্রিকার নিগ্রো জাতি হইতে ইয়োরোপামেরিকার সকল জাতি এখানে আছে। বর্ম্মা এবং সুদূর চীন ও জাপানের বিস্তর লোক এখানে পাইবেন। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও পেশোয়ার প্রদেশের লোক ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলের লোকে সহর ছাইয়া ফেলিতেছে। আপনি তদন্ত উপলক্ষে অল্পবিস্তর এই বিভিন্ন জাতির লোকের সংস্পর্শে

আসিবেন। তাহাদের আচার ব্যবহার ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুধাবন করিয়া নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে থাকিবেন। মানব-চরিত্র অধ্যয়নের বহু সুযোগ ঘটিবে এবং যদিও আপনার কার্য্যের সম্পর্কে তাহার ময়লা বা কালো দিকটা বেশী দেখিতে পাইবেন তথাপি আপনার ভাগ্যে থাকিলে তাহার সাদা দিক বা উজ্জ্বল অংশ কিছু কিছু দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইবেন। দোষে গুণে মিশান মানুষও অনেক দেখিবেন এবং এই মিশ্র চরিত্রের যথোচিত অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিতে করিতে যথেষ্ট আমোদ ও শিক্ষা লাভ করিবেন।

যে ধরণের তদন্তে আপনাকে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহা এখন খুলিয়া বলিব। সাধারণতঃ নাগরিকদের সাহায্যে চুরি, জুয়াচুরি, খুন, ইত্যাদি অপকর্ম্ম পুলিশ দমন করিয়া থাকে কিন্তু আপনার পক্ষে উহা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে। আপনার নিজের কর্ত্তব্যের কথা মন দিয়া শুনুন।

আপনাকে বিশেষভাবে মাদক দ্রব্যের চোরাই ব্যবসায়—যাহাকে উহারা 'অবাধ বাণিজ্যে'র (free trade) তালিকায় ফেলিতে চায়—তাহা লইয়া তদন্ত করিতে হইবে। আপনি দেখিবেন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত এই ব্যবসায় দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং উহারাই বোধ হয় পিস্তল রিভলভার কার্ত্তুজের ব্যবসায় সংগোপনে চালাইতেছে। আমি পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি যে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র দিগন্তপ্রসারী, এবং এই ব্যবসায়ে সকল জাতির লোকই গোপনে অল্পবিস্তর লিপ্ত আছে। ইহাদের অর্থসংস্থান ও লোকবলের কথাও কিছু বলিয়াছি। ইহাদের অনেকে গুণ্ডাপ্রকৃতি এবং কলিকাতার বিরাট গুণ্ডাদল ইহাদের মুঠার মধ্যে আছে। ইহাদের গৃহের আশেপাশে ও নিকটস্থ

ফুটপাথের উপর অনেক ভিখারী দেখিবেন। এই দুঃস্থ লোকগণ ইহাদের নিয়মিত সাহায্য পায় এবং পুলিশের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়া গোপনে ইহাদিগকে খবর দেয়। জুয়া খেলিবার আড্ডাগুলি এবং অনেক হোটেল ইহাদিগের অধিকারে আছে। ইহারা বড় চতুর। ইহাদের অবৈধ ব্যবসায় অন্যের হস্তে সাধিত হয়, নিজেরা পণ্যদ্রব্যের নিকটে যায় না এবং ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ হয় না। শুনা গিয়াছে, কেহ কেহ বাড়ীতে ভীষণপ্রকৃতি কুকুর রাখিয়াছে, অথবা বাড়ী ইলেক্‌ট্রিসিটির (বিদ্যুৎ-প্রবাহের) দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছে। পুলিশ আসিলে সদর দরজায় কুকুরের চীৎকারে অথবা ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরের লোকগণকে সতর্ক করিয়া দেয়। এইরূপে কুকুর ও ইলেক্‌ট্রিক সাহায্যে পুলিশ কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রমণ বা খানাতল্লাস নিবারণ হয়। ইহাদের বাড়ীতে একাধিক গুপ্তদ্বার আছে। ইহারা সময় পাইলে বামাল সহ, নহিলে বামাল ফেলিয়া, পিছনের দ্বার দিয়া পলায়ন করে।

এই চোরা ব্যবসায়ীগণকে জাতিহিসাবে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা পেশোয়ারী, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও চীনামান। ঐ দেখুন, দেওয়ালে লম্বিত কলিকাতার মানচিত্র, তাহাদের অবস্থানগুলি কৃষ্ণ বর্ণে চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রতি বৎসরে তাহাদের চোরাই মাল ধরাপড়া ও দণ্ডের ক্রমগুলি (graphs) প্রস্তুত আছে; উহা দেখিলে ঐ জাতীয় অপরাধের ধারাবাহিক বৃদ্ধি বা হ্রাস বুঝা যাইবে। এই যে মসীচিহ্নিত অংশ দেখিতেছেন ইহা লোকবহুল সিন্দুরিয়াপটি ও মেছুয়াবাজার অঞ্চল। এখানে গুণ্ডার দল অনেক। অর্থ ও সাহস দেখাইয়া যে চোরাই মালের

ব্যবসায়ীগণ গুণ্ডাদলকে গোপনে সাহায্য করে, তাহারা—অর্থাৎ মুরুব্বিগণও—এই অঞ্চলে থাকে। ইহারা ধনী, মান-সম্ভ্রমের দাবী করে; অনেকের বড় বাড়ী, জমিজমা, বস্তি ও মোটরগাড়ী আছে। ইহারা স্থানীয় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চৌধুরীগণকে হাতে রাখিয়াছে। এই চৌধুরী ও গাড়োয়ানগণ কিরূপ দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি এবং কিরূপ দলাদলি করিয়া হঠাৎ মারপিট করে এবং পুলিশকে সে সময়ে কিরূপ হয়রান করে—তাহা আপনার জানা থাকিতে পারে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সময় এই মাদক ব্যবসায়ীগণ গোপনে গোপনে দলপতি হইয়া পড়ে; তখন অবস্থা সঙ্গীন বুঝিলে শান্তি রক্ষার জন্য স্থানীয় পুলিশকে বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে হাতে রাখিতে হয় এবং তখন ইহাদিগের গুপ্ত ব্যবসায় বিষয়ে ঘাঁটায় না। ইহারাও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সুযোগ পাইয়া পুলিশের সহিত খাতির জমাইতে এবং একটা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত থাকে। এই মসীচিহ্নিত স্থানে অবৈধ ব্যবসায়ীগণ বেশীভাগ মুসলমান এবং এই স্থান প্রধানতঃ মুসলমান পাড়া বলিয়া ইহাদের এ অঞ্চলে প্রতাপ বেশী। ইহারা বঙ্গদেশীয় মুসলমান নহে—ইহারা পেশোয়ার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির লোক; যেমন চতুর তেমনি দুঃসাহসী ও বলবান। বহু বৎসর বঙ্গদেশে বাস করিয়া ইহারা সৎ বা অসৎ উপায়ে অনেক সম্পত্তি করিয়াছে; ভদ্রবেশ ধরিয়া জনসাধারণ ও পুলিশের সহিত অতি মোলায়েম ব্যবহার করে; কিন্তু লোকে তাহাদের অপকর্ম্মে বাধা দিলে কিংবা পুলিশের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায় লইয়া সংঘর্ষ বাধিলে ইহারা নিজমূর্ত্তি ধরে এবং প্রভূত লোকবল ও অর্থবলের দ্বারা সময় সময় পুলিশকে পর্য্যন্ত হটাইয়া দেয়। মানচিত্রে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ ব্যবসায়ের আড্ডা—চায়না-

টাউন বা চীনাপাড়া, দেখুন; ইহাও মসীরেখায় চিহ্নিত আছে। এখানকার চণ্ডু ও কোকেনের গুপ্ত আড্ডাগুলির সম্বন্ধে আপনার কিছু কিছু জানা থাকিতে পারে, কিন্তু চীনাম্যানদিগকে আপনি চোরাই মালের খুচরা ব্যবসায়ীমাত্র মনে করিবেন না। ইহাদের অনেকে বিত্তশালী ও ধড়িবাজ। ইহারা সমুদ্র-পারের লোক; ইহারা নাবিকের কার্য্য করে বলিয়া চীন ও জাপানের সহিত জলপথে চোরা ব্যবসায় চালাইতে ইহারা বেশী উদ্যোগী হইয়াছে। এই দেখুন, খিদিরপুর ও জাহাজের ডকের নিকটস্থ স্থানগুলি কালো রেখায় বেষ্টিত রহিয়াছে; এগুলি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীবাসী ব্যবসায়ীদের অধিকারে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'চাটগেঁয়ে কারবারী' বলে। ইহারা সাগরযাত্রী জাহাজে লস্কর ও খালাসীর কার্য্য করে এবং গঙ্গার উপর নৌকাগুলি এ অঞ্চলে ইহাদের একচেটে অধিকারে থাকায় ইহারা চোরা ব্যবসায় করিতে বিশেষ সুবিধা পাইয়াছে।

রাজারাম দেওয়ালে লম্বিত চিত্রে গঙ্গার পূর্ব্বকূলস্থ বড়বাজারের ঘাট হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি স্থূল মসীরেখা দেখাইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দাগের অর্থ কি?

সাহেব। এই অঞ্চলে সারি সারি জাহাজ লাগিয়া থাকে এবং অসংখ্য নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য ওঠা-নামা করে। অসংখ্য জেলেডিঙ্গি চাটগেয়ে দাঁড়ী-মাঝিদের দ্বারা চালিত হইয়া গঙ্গার উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। পোর্ট পুলিশ ও কাষ্টম অফিসারগণ নজর রাখে বটে, কিন্তু ডাঙ্গা অথবা জলের উপর পাহারার অভাব দেখিলেই তাহারা ফাঁকতালে মাদক দ্রব্য ডাঙ্গা হইতে জাহাজে তুলিয়া দেয় অথবা জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় আনিয়া ফেলে। সুতরাং গঙ্গার উপকূলের এই অংশ মসীচিহ্নিত হইয়াছে।

রাজারাম। কিন্তু এই যে সারিবন্দি বিন্দুর দ্বারা গঠিত লাইন গঙ্গার কূলে কূলে সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত টানা রহিয়াছে, ইহার অর্থ কি ?

সাহেব। আপনি এই বিষয়ে পরে ক্রমশঃ সব জানিতে পারিবেন। তবে ইহা জানিয়া রাখুন যে এই দীর্ঘ জলপথে কারবারীদের সহিত চল্‌তি জাহাজের যোগাযোগ থাকে এবং তাহারা অদ্ভুত অধ্যবসায় ও দুঃসাহসের সহিত কাষ্টম ও জলপুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য এই পথে জাহাজে উঠায় ও নামাইয়া লয়। চাটগেঁয়েগণ জলদস্যুর মত ডিঙ্গি লইয়া এই পথে বিচরণ করে এবং তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

রাজারাম সাহেবের নিকট হইতে তখনকার মত বিদায় লইলেন।

রাজারাম পরে এই দীর্ঘ জলপথে জীবন বিপন্ন করিয়া কারবারীদের জটিল ষড়যন্ত্র ও অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন! জলপুলিশ, কাষ্টম ও ইংরাজ নাবিককে লইয়া স্মাগলারদিগের গঙ্গার উপর দুঃসাহসিক লুকাচুরী খেলা এক বিচিত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বড় সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া রাজারাম পাশের সাধারণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ডিটেক্‌টিভ বিভাগের কয়েকজন সহযোগী কর্ম্মচারী বসিয়াছিলেন। রাজারাম ইন্সপেক্টর কক্স্ (Cox), আহম্মদ ও দাসগুপ্তের সহিত পরিচিত হইলেন এবং ইন্সপেক্টর খাসনবিশের নিকটে কার্য্যভার বুঝিয়া লইলেন। তিনি ইন্সপেক্টর খাসনবিশকে একান্তে পাইয়া কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে তিনি দীর্ঘ অবকাশ লইয়াছেন এবং পরের দিনই কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। রাজারামের ইচ্ছা ছিল যে অনেক কাযের কথা তাঁহার নিকটে

জানিয়া লইবেন, কিন্তু সময়াভাবে কয়েকটি মাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ঘটিল।

রাজা। আপনার নিযুক্ত গোয়েন্দা বা গুপ্তচরগণের নামগুলি জানিতে পারিলে উপকৃত হইব। কোন্ কোন্ কাগজপত্রে তাহাদিগের সন্ধান পাইব ?

খাসনবিশ। আমি কারবারীদের নিকটেই খবর সংগ্রহ করিয়া কেস্ (মকদ্দমা) করিয়াছি। কারবারীরা সরকারী কাগজপত্রে তাহাদিগের নাম প্রকাশ করিতে দেয় না; তাহাদের অনুচর বা আত্মীয়স্বজনের নাম পাইবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে ইহারাও ঐরূপ খবর দিয়াছে বলিয়া আপনার নিকটে স্বীকার করিবে না। কারবারীরা অনেক সময়ে যে সকল বামাল (নিষিদ্ধ আবগারী দ্রব্য) আমরা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া অনুমান করে এবং যাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারে,—আমি বামাল ক্রোক করিয়া বাজেয়াপ্ত করিবার পূর্ব্বেই,—তাহারা আমার কাছে গোয়েন্দা রূপে সেই সব কেসের পাকা সন্ধান দিয়া, তাহাদের নষ্ট সামগ্রীর বিনিময়ে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতি অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া, কিছু টাকা উদ্ধারের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সরকার তরফে ইহা নির্দ্দোষ বন্দোবস্ত নহে কিন্তু অল্প চেষ্টায় কায দেখাইবার জন্য আমাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

রাজা। সে কিরূপ ? একটু খোলসা করিয়া বলুন।

খাসনবিশ। ধরুন, ডাকঘরের পার্শেল কেসগুলি। আফিম বা চরস-ভর্ত্তি পার্শেলগুলি মধ্য-ভারত বা রাজপুতানার নেটিভ ষ্টেট হইতে আসে কিন্তু সযত্নে প্যাক করা সত্ত্বেও পার্শেলগুলি এই সুদূর রাস্তা আসিতে কখন কখন ড্যামেজ হইয়া

যায়। ডাকঘরের লোকেরা নিষিদ্ধ দ্রব্যের আইন অনুসারে পার্শেল পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ করিলে, পার্শেলে 'সন্দেহজনক' (doubtful) লেবেল লাগাইয়া দিয়া অনেক সময়ে আমাদিগকে খবর দেয়। সকল বারেই যে ঠিক খবর আসে তাহা নহে, তবে ডাকঘরের নিয়ম অনুসারে তাহারা আমাদিগকে জানাইয়া ঐ সকল পার্শেল মালিককে ডেলিভারি দেয়। পার্শেলে বামাল বাহির হইলে, যে সকল ডাকঘরের লোক সন্দেহ করিয়াছিল তাহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়। কারবারীরা অতি চতুর; তাহারা পূর্ব্ব হইতে কৌশলে ডাকঘরের পিয়নের কাছে তাহাদের মালের কোনও বিপদ হইয়াছে কি না খবর লয় এবং ডাকঘরের সন্দেহের কথা জানিতে পারিলেই পূর্ব্বাহ্নেই আমার নিকট অনুচরসহ আসে এবং গোয়েন্দা বলিয়া অনুচরের নাম লিখাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। পোষ্টাফিস হইতে কেসের খবর হইলে তাহাতে আমার কেরামতি থাকিবে না; সুতরাং আমি সেরূপ খবর আসিবার পূর্ব্বেই ডাকঘরে যাইয়া তদন্ত সুরু করিয়া দিই। খোদ কারবারীদের দেওয়া খবর বলিয়া পোষ্টাফিসে আমার কোন কেস ফাঁক যায় না। তবে নিজেদের ত পুরস্কারের বালাই নাই; পোষ্টাফিসের লোকদেরও কিছু কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া দিই। কারবারী প্রভুরাই বেশী টাকা বেনামী বন্দোবস্তে আদায় করিয়া লয়। এই ব্যবস্থা বোধ হয় ঠিক নয়, কিন্তু উপায় কি?

রাজা। আর কোন রূপ কেসে কারবারীর সাহায্য পাইয়াছেন?

খাসনবিশ। দুই একটি রেলওয়ে পার্শেল কেসেও এইরূপ ঘটিয়াছে। রেলকর্ম্মচারীরাও রেলের নিয়ম অনুসারে সন্দেহ করিয়া পার্শেল আটকাইয়া আমাকে সংবাদ দিয়াছে। কারবারীগণ কৌশলে

খালাসীদের কাছে আগেই রেল কর্ম্মচারীদের সন্দেহের কথা জানিয়া লয় এবং তাহাদের লিখিত রিপোর্ট আসিবার পূর্ব্বেই আমার নিকট গোয়েন্দা খাড়া করিয়া খবর লিখাইয়াছে এবং তাহাদের সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেক মূল্য উদ্ধার করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ডাকঘর বা রেলের পার্শেল কেসে কখনও আসামী ধরা পড়ে নাই; কেবল নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

রাজারাম বুঝিলেন, তাঁহার সহযোগী পুরাতন-পন্থী, শ্রমবিমুখ ও ঈর্ষাপরায়ণ। রাজারাম মনে মনে এই কার্য্যপ্রণালী পছন্দ করিলেন না, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া বিদায় লইলেন।

৩

কার্য্যক্ষেত্রে গোয়েন্দা সন্ধান

কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া রাজারামের প্রথম কর্ত্তব্য হইল কারবারীদের যথাসাধ্য চেনা, উহাদের পল্লীগুলি পরিদর্শন এবং সর্ব্বোপরি উপযুক্ত গোয়েন্দার অনুসন্ধান। বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মধারায় ডিটেকটিভগণ উপন্যাসবর্ণিত ডিটেকটিভের অনুকরণে ঝুটা গোঁফ দাড়ি রাখে না, বা ছদ্মবেশ ধরিয়া বহুরূপী সাজে না, বা অপরাধীর কণ্ঠস্বর নকল করে না।* পুলিশের কার্য্যধারায় মূল উত্তরসাধক গুপ্তচর বা গোয়েন্দা। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেক বিভাগে গুপ্তকার্য্যে ব্যয়ের জন্য প্রচুর অর্থের (secret service money) ব্যবস্থা আছে। ইন্‌ফরমার (informer) বা গোয়েন্দা অপরাধীকে বামালের সঙ্গে ধরাইয়া দিলে প্রচুর পুরস্কার পায়। মাদকদ্রব্য ধরা পড়িলে ঐ মূল্যবান দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকার লাভবান হয়। আফিম ও চরস রিফাইন হইয়া বা ভোল ফিরাইয়া আবগারী দোকানগুলিতে যায়। কোকেন ব্যবহারোপযোগী থাকিলে হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত মূল্যে চালান দেওয়া হয়। সুতরাং বড় বড় ব্যাপারে গুপ্তচরকে মোটা টাকা পুরস্কার দিলে সরকারের লোকসান হয় না। কিন্তু গোয়েন্দাকে লইয়াই যত মুস্কিল; উহা

---

* পুলিশের জন্য ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল পূর্ব্বে ছিল এবং তাহাতে এই সব বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু কার্য্যকালে নানা কারণে ঐ শিক্ষা তেমন কাযে লাগিত না। টিপচিহ্ন ও হস্তলিপি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বহু কাযে লাগে; এই শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা আছে।

ডুমুরের ফুলের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য। চোরাই কারবারের গণ্ডীর লোক ছাড়া অন্যের পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপনীয় খবর ঠিকরূপে জানা অসম্ভব। আবার যে লোক কারবারের মধ্যে আছে সে নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়া ভিতরের খবর বলিবে না। অন্য ব্যবসায়ের মত এই কারবারীদের দলে কয়েকটি দালালও আছে। ইহাদিগকে কারবারীগণ বিশ্বাস করে এবং ইহারা মালের অনেক সন্ধান রাখে। ইহারা মূল কারবারে মোটা লাভ পায় না এবং মাল বেচাকেনা হইলে সামান্য দালালী মাত্র লইয়া চলিয়া আসে। সুতরাং একটা মোটা লেনদেনের কাযের সন্ধান পুলিশকে দিয়া ঠিক সময়ে কারবারীকে মালসহ ধরাইয়া দিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে দুইটি বিপদ আছে। প্রথম, কারবারী ও মাল ধরাইয়া দিলে তাহারা তখনি সন্দেহ করিবে এবং ব্যাপারী মহলে বদনাম রটিয়া তাহার অন্ন মারা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, কারবারীগণ বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ লইবে, তাহার অঙ্গহানি করিবে কিংবা তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। দ্বিতীয় দফার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গোয়েন্দার নাম প্রকাশে নানা বিভ্রাট ঘটিতে পারে বলিয়া আদালতে গোয়েন্দার নাম সঙ্গোপনের আইনসঙ্গত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ধূর্ত্ত ব্যাপারীগণ সন্দেহপরায়ণ এবং লক্ষণ বিচার করিয়া ঠিক গোয়েন্দা ধরিয়া ফেলে। অতএব এই দালালগণের নিকট সাহায্য পাওয়া দুরাশা মাত্র। দুই একটি দালালের সঙ্গে রাজারাম চেষ্টা করিয়া দেখা করিলেন, কিন্তু ব্যাপারীদের বাহ্যাড়ম্বর,—জুয়া, মদ বা স্ত্রীলোকে আসক্তির সাধারণ কথা ছাড়া ইহারা ভিতরের কোন খবর বলিল না বা কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার করিল না।

রাজারাম কারবারীদের পল্লীগুলি ঘুরিলেন। তাহাদের লোকলস্কর,

বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর ও রক্ষিতাদের কথা জানিলেন এবং তাহাদের কয়েকটিকে চিনিয়া ফেলিলেন। রাজারাম পল্লীস্থ কয়েকটি নিকৃষ্ট অপরাধীর (যথা সিঁদেল চোর, জুয়াচোর, পকেটমার ইত্যাদি) সহিত মিশিলেন; দেখিলেন, তাহারা ব্যাপারীগণকে দস্তুর মত ভয় ও ভক্তি করে। কয়েকটি নিরীহ নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া বুঝিলেন যে ধনী বলিয়া কারবারীদিগকে তাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এবং তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিবে না। রাজারাম পল্লীস্থ ভদ্র অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবে উহাদের অপকর্ম্মের নিন্দা করিলেন এবং এই গুণ্ডাদিগের আশ্রয়গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজারামকে সাহায্য করিয়া এই দুর্জ্জনদিগের ক্রোধভাজন হইতে স্বীকৃত হইলেন না।

রাজারাম অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে এই ব্যাপারীদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় করিবেন, তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, পরস্পরের মধ্যে কারবার ঘটিত ঈর্ষা বা স্ত্রীলোকঘটিত কোন দ্বন্দ্ব থাকিলে তাহার সন্ধান লইবেন এবং সুযোগ বুঝিয়া ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন।

রাজারাম বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সাহেব বলিলেন, এই কারবারীগণ কিরূপ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক তাহা আপনি জানেন। আপনি যে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন!

রাজা। আমি ত খানাতল্লাসি করিতে শত্রুভাবে তাহাদের কাছে যাইতেছি না। আমার মনে হয় না তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র

আক্রমণ করিবে। প্রথমেই ভয়ের কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি অবশ্য সকল সময়ে সশস্ত্র থাকিব।

সাহেব। আপনার দুঃসাহসকে ধন্যবাদ, কিন্তু তাহারাও সশস্ত্র থাকিতে পারে। তা ছাড়া, তাহারা আপনাকে খানাপিনা, স্ত্রীলোক ও অর্থের প্রলোভন দেখাইবে। ইহারা ভয়ানক প্রলোভন দেখাইবে এবং ইহাতে পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা আছে।

রাজা। এ সব বিষয়ে আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন।

সাহেব। আমি অবিশ্বাস করিতেছি না, তবু আমার কর্ম্মচারীর উপর আমাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর একটা কথা আছে। ধরুন, আপনি কোন কারবারীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, সেই সময় অন্য ইন্স্‌পেক্টর উহার বিরুদ্ধে বামাল রাখার সংবাদ পাইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাসের সময় আপনাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন। তখন আপনি একজন অপরাধীর সঙ্গে গোপনে তাহার বাড়ীতে মিশিবার বিষয়ে কি জবাবদিহি করিবেন?

রাজা। আমি ত আপনার অনুমতি লইয়া দেখা করিব।

সাহেব। তাহাই প্রকাশ করিবেন? তাহাতে না হয় আপনার সহকর্ম্মীদের নিকট মান বাঁচাইলেন। কিন্তু কারবারী যদি আপনার উপস্থিতির সুযোগ পাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের বাঁচিবার রাস্তা প্রস্তুত করে? যদি বলে—আপনি তদন্তকারী দলের পূর্ব্বে গিয়া তাহার নিকটে ঘুষ চাহিয়াছিলেন এবং সে তাহা দিতে অস্বীকার করায় আপনি মিথ্যা খবর দিয়া আপনার সহযোগীকে ডাকিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতেছেন? যদি বামাল পাওয়া যায়—তখন যদি বলে যে আপনি উহা সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বাহ্নেই তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছেন? আর একটা কথা। আমি একজন

ইন্সপেক্টরকে কারবারীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিলে তাহা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন অন্য কর্ম্মচারীগণও ঐরূপ অনুমতি চাহিতে পারেন। আমাকে ন্যায়তঃ তাঁহাদিগকেও অনুমতি দিতে হইবে। তখন ইহা একটি সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িবে। ইন্সপেক্টরদের সহিত কারবারীদের দেখাসাক্ষাৎ জানাজানি হইয়া পড়িলে জনসাধারণের চক্ষে ইহা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িবে। এই কারবারীদের সহিত দেখাশুনা ব্যাপার হইতে নানা অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। আমার বোধ হয় ইহা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। তদন্তের জন্য আপনাদের যে কোন অপরাধীর বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিবার অথবা তাহাকে ডাকিবার অধিকার আছে। তবে যদি কোনও বিশেষ কাযের জন্য গোপনীয় ভাবে তাহার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা করা প্রয়োজন মনে করেন তখন আমাকে জানাইলে, বোধ হয় সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য সাময়িক অনুমতি দিতে আপত্তি হইবে না।

রাজা। আমি তদন্তের সুবিধার জন্য তাহাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অধিকার চাহিতেছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি তাহার সুবিধা হইবে না।

সাহেব। আপনি মনঃক্ষুণ্ণ বা অধৈর্য্য হইবেন না। আপনি অন্য ইন্সপেক্টরদের মকদ্দমায় যোগ দিবেন, তাহাতে অনেক সুলুক সন্ধান পাইবেন এবং আপনার দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। আপনার আগ্রহ আছে; আমি আশা করি, আপনি অবিলম্বে কোন নামজাদা বদমাইসকে ধরিয়া এবং বামাল গ্রেপ্তার করিয়া কার্য্যে সুনাম লইতে পারিবেন।

৪

মাশিদি পেশোয়ারীর বাড়ী হানা—দাঙ্গাহাঙ্গামা

ইহার অল্পদিন পরে রাজারামকে অন্য সহযোগীদের সহিত এক বিখ্যাত কারবারীকে ধরিবার চেষ্টায় একযোগে কর্ম্ম করিতে হইল। এই মকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া তিনি প্রত্যক্ষভাবে কারবারীদের সাহস, লোকবল, ধূর্ত্ততা ও অর্থের সামর্থ্য বুঝিতে পারিলেন।

একদিন ইন্সপেক্টর আহম্মদ রাজারামকে একটি কেসে সাহায্য করিবার জন্য বলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিবার স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিলেন।

পরদিন বেলা চারিটার সময় রাজারাম লালবাজার পুলিশ ব্যারাকে গিয়া আহম্মদ ও অন্য দুই সহযোগীর দেখা পাইলেন। অবিলম্বে চারিজন সার্জ্জেণ্ট ও বত্রিশ জন কনষ্টেবল সজ্জিত হইয়া আসিল। ইন্সপেক্টরগণ পুলিশ ফৌজ লইয়া দশখানি ট্যাক্সি গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

আহম্মদের ইঙ্গিতে ট্যাক্সিগুলি চিৎপুর রোড ধরিয়া উত্তরমুখে দৌড়িল এবং সিন্দুরিয়াপটির মোড়ে আসিয়া হ্যারিসন রোড ধরিল। মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দ্রুতগামী মোটরগুলি দেখিয়া হাত তুলিয়া থামাইতেছিল, কিন্তু ভিতরে উর্দ্দিপরা সার্জ্জেণ্ট ও কন্সটেবল দেখিয়া হাত নামাইল। মোটরগুলি হ্যারিসন রোড ধরিয়া কিছু দূর মাত্র গিয়াই একটি গলির মোড়ে দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে থামিল।

আহম্মদ শীঘ্র মোটর হইতে নামিয়া অন্য এক ইন্সপেক্টরকে ঐ বাড়ী ঘেরাও করিতে বলিলেন এবং নিজে কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া দ্রুতগতিতে পিছনের আস্তাবল ঘেরাও করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত আর একজন ইন্সপেক্টর সিন্দুরিয়াপটির মোড়ে গিয়া এক পেশোয়ারীর মেওয়া ফলের দোকান ঘিরিয়া ফেলিলেন। দুইজন সার্জ্জেণ্ট দ্বিতল বাড়ীতে রহিল, একজন আস্তাবলে গেল এবং অবশিষ্ট সার্জ্জেণ্ট ফলের দোকানে হাজির হইল। কন্সটেবলগণ সমান অংশে বিভক্ত হইয়া ঐ তিন স্থানে মোতায়েন রহিল।

আহম্মদ স্ফূর্ত্তির সহিত ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আস্তাবলে মাল আছে, দুই পেটী আফিম দেখিয়াছি। সকলে মালের সঠিক সন্ধান পাইয়া উল্লসিত হইলেন।

আহম্মদ দেখিলেন দ্বিতল বাড়ী যথাযথ ঘেরাও হইয়াছে এবং সার্জ্জেণ্ট ও কন্সটেবলগণসহ চড়াও হইলেন। রাস্তার ধারে সিঁড়ি বাহিয়া চাতালে উঠিলে সহসা একটি ঘরের ভিতর হইতে পাঁচছয়জন পেশোয়ারী বাহির হইয়া উহাদিগকে বাধা দিল।

পেশোয়ারীগণ সকলেই বলবান ও সুপুরুষ। তাহাদের গাত্রে রঙীন ও জরির কাজ করা আঙরাখা, মাথায় জরির কুল্লা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা। তাহারা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলাবলি করিল। একটি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক অগ্রসর হইল। যুবকের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত এবং ওষ্ঠাধর গর্ব্বে পরিপূর্ণ। এই ব্যক্তি বিখ্যাত কারবারী মাশিদ্দি খাঁ বা মাশু পেশোয়ারী। তাহার অংশীদার, বিখ্যাত ব্যবসায়ী নাসিরুদ্দিন খাঁ ওরফে খান সাহেব ওরফে নক্ষু পেশোয়ারীকে সে দলে দেখা গেল না।

মাশু পরিষ্কার উর্দ্দু ভাষায় বলিল, আপনারা আমার বাড়ী

চড়াও হইয়াছেন কেন? আস্তাবলে ও মেওয়ার দোকানে পুলিশ কেন?

আহম্মদ। আমরা আপনার বাড়ী খানাতল্লাস করিব। আপনি বে-আইনি আফিম রাখিয়াছেন।

মাশু। আমি ও সব কথা জানি না। আমি আপনাকে কোনমতে তল্লাস করিতে দিব না।

আহম্মদ। আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন। আপনি আমাদিগের সরকারী কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না। ইহার জন্য ফৌজদারীতে পড়িবেন।

মাশু। আহা! আপনি চটেন কেন? একটু অপেক্ষা করুন। আমি উকিল সাহেবকে খবর দিয়াছি, তিনি আমার তরফে খানাতল্লাসীতে হাজির থাকিবেন; শুনিয়াছি, আপনারা ভদ্রলোককে ধরিয়া বাঁধিয়া তাহার বাড়ীতে আফিম কোকেন ফেলিয়া দিয়া অপদস্থ করেন।

আহম্মদ। আপনার উকিলের জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে পারিব না। তিনি আসিলেও তাঁহার এই তদন্তের মধ্যে থাকিবার অধিকার আছে কি না বিবেচনার বিষয়। নিরপেক্ষ সাক্ষীর সম্মুখে আপনার বাড়ী খানাতল্লাস হইবে সুতরাং আপনার কোন অন্যায় বিপদের আশঙ্কা নাই।

মাশু। আমার তরফে দুইজন ভাল সাক্ষী ডাকাইতেছি, তাঁহারা থাকিলে আপনারা অন্যায় কার্য্য করিতে পারিবেন না। আপনি অপেক্ষা করুন। —বলিয়া মাশু ডাকহাঁক সুরু করিল।

আহম্মদ এই চতুর ও দুঃসাহসী স্মাগলারের কার্য্যাবলীর ধারা কিছু কিছু জানিতেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে মাশু নানা

কৌশলে সময় লইতেছে ও লোক ডাকিতেছে। তাহার অংশীদার ধুরন্ধর নাসিরুদ্দিন এই খানাতল্লাসের বেড়াজালের মধ্যে পড়ে নাই। মাশু হয়ত তাহার পরামর্শ বা সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছে। আহম্মদ সাক্ষী ডাকিতে লোক পাঠাইলেন এবং অবিলম্বে তদন্ত শেষ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়ে আস্তাবল ও ফলের দোকান হইতে ইন্সপেক্টরগণ আহম্মদকে তদন্তের কার্য্য শেষ করিবার জন্য তাড়া দিয়া পাঠাইলেন।

দুইজন সাক্ষী আসিলে আহম্মদ মাশুকে বলিলেন, আপনি অনর্থক দেরি করিতেছেন। আমরা আপনার নিজস্ব সাক্ষীর জন্য অথবা উকিলের জন্য আর অপেক্ষা করিব না। আপনি সরুন, সরকারী কার্য্যে বাধা দিবেন না; আমরা এখনি তদন্ত শেষ করিব।

মাশু। অত সহজে হয় না। আমার বাড়ীতে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগকে খবর দিব; তাহারা সরিয়া গেলে তবে আপনারা ঘরে ঢুকিবেন।

আহম্মদ। আমি জানি এখানে আপনার জেনানা নাই; ইহা আপনার দলিজ বা বৈঠকখানা মাত্র। আমি এখানে স্ত্রীলোক থাকিবার কথা বিশ্বাস করি না। আমি আর সময় দিব না।

এই সময় একজন পুলিশ জমাদার আসিয়া বলিল, রাস্তায় খুব ভিড় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহু পেশোয়ারী ও পশ্চিমা লোক আছে। শীঘ্র তদন্ত সারিয়া লউন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সাক্ষীগণ ইহা শুনিতে পাইল; তাহারা ভীত হইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগকে অনেক কষ্টে বুঝাইয়া আটক করা হইল। আহম্মদ হাতঘড়ি দেখিলেন,—পাঁচটা বাজিয়াছে, ইতিমধ্যে প্রায় একঘণ্টা সময় চলিয়া গিয়াছে।



মাণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ওয়ারেণ্ট ছিঁড়িয়া ফেলিল

আহম্মদ উপস্থিত দুইজন সার্জ্জেণ্টকে মাশুর ভাবভঙ্গীর কথা বলিলেন এবং কনষ্টেবলদিগকে ঠিক থাকিতে হুকুম করিলেন। পরে তিনি সার্জ্জেণ্টদ্বয়কে লইয়া মাশুর ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইলেন।

মাশু সদর্পে বাধা দিয়া বলিল, আপনি ওয়ারেণ্ট আনিয়াছেন? ওয়ারেণ্ট না দেখাইলে কিছুতেই ঢুকিতে দিব না।

আহম্মদ। নিশ্চয় ওয়ারেণ্ট আছে। এই দেখুন—

আহম্মদ ওয়ারেণ্ট বাহির করিবামাত্র মাশু এক লম্ফে তাহা ধরিয়া কাড়িয়া লইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে উহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আহম্মদ হতভম্ব হইলেন। ঠিক সেই সময়ে পিছনের আস্তাবলে একটা গণ্ডগোলের শব্দ হইল এবং কে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, ইহারা মারপিট্ করিতেছে মাল ছিনাইয়া লইতেছে …শীঘ্র আপনারা আসুন।

আহম্মদ মাশুকে আটক রাখিবার জন্য সার্জ্জেণ্টদ্বয়কে অনুরোধ করিয়া উপর হইতে হাঁকিলেন, মাল কোন রকমে আট্‌কান্, লোক পলাইলেও পরে তদন্ত করিয়া কেসের কিনারা হইবে।— পরক্ষণে আহম্মদ সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন।

আহম্মদ লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া পিছনের আস্তাবলের দিকে দৌড়িলেন। তিনি দেখিলেন, বড় বড় বাঁশের লাঠি ঘুরাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া পনেরো কুড়ি জন জোয়ান পেশোয়ারী পুলিশের লোকদিগকে হঠাইয়া দিতেছে। দেখিলেন, অন্য দিক হইতে দুইটি লোক আসিয়া আস্তাবল হইতে আফিমের পেটি দুইটি লইয়া সরিয়া গেল। আহম্মদ সেই দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্মুখে ঘূর্ণায়মান লাঠির বাধা পাইলেন।

পরক্ষণে মোড়ের মেওয়ার দোকানের দিক হইতে গালাগালি ও মারপিটের কোলাহল আসিল।

আহম্মদ মাশুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া মেওয়ার দোকানের দিকে যাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখিলেন, বাড়ীর দ্বিতলে মাশু ও অন্য পেশোয়ারীগণ সার্জ্জেণ্টদিগকে তাড়া করিয়াছে এবং পরে একটি সার্জ্জেণ্টকে উপরে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। বাড়ীর সম্মুখে জনকতক পেশোয়ারী ও পশ্চিমা গুণ্ডা লাঠি ঘুরাইতেছে এবং 'মার্ মার্' শব্দে চীৎকার করিতেছে। পুলিশের দল ছত্রভঙ্গ হইতেছে। বাড়ী তল্লাসকারী এবং আস্তাবলের পুলিশ-বাহিনী হ্যারিসন রোডের উপরে মিলিত হইবার চেষ্টা করিলে পঞ্চাশ যাট জন দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বেপরোয়া লাঠি চালাইতে লাগিল। পুলিশের ফৌজের অপেক্ষা তাহাদের দল সংখ্যায় অনেক বেশী; ইন্সপেক্টর, সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালারা চোট খাইতে লাগিল। ফলের দোকানে স্থিত পুলিশ ও অন্য কতকগুলি গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হইল। পুলিশ একবার লাঠি চালাইয়া বাধা দিবার বৃথা চেষ্টা করিল। দাঙ্গাকারী গুণ্ডার দল সশস্ত্র ও দলে পুরু দেখিয়া ইন্সপেক্টরগণ নিজ দল ডাকিয়া যথাসম্ভব একত্র হইয়া তখনকার মত সেই স্থান হইতে হটিয়া আসিতে লাগিলেন এবং আহত সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবল লইয়া চিৎপুর রোড ধরিয়া ক্রমশঃ লালবাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাস্তার লোকচলাচল ও ট্রামগাড়ী বন্ধ হইল।

হেড্ কোয়ার্টারে পৌছিয়া সংক্ষেপে ঘটনা রিপোর্ট করিয়া পুলিশ আহত লোকদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিরাট পুলিশ ফৌজ লইয়া ইনস্পেক্টরগণ পুনরায় সিন্দুরিয়াপটিতে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু কোথায় দাঙ্গাবাজ গুণ্ডার দল? তাহারা হাঙ্গামার পর কে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। একটা ঝড়ের পর প্রকৃতি যেরূপ শান্ত হয়, লোকবিরল রাস্তা, বাড়ী ও দোকানগুলির অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

পুলিশ পুনরায় দ্বিতল বাড়ী, আস্তাবল ও মেওয়ার দোকান ঘেরাও করিল এবং আস্তাবলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পেটী পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছিল; কেবল দুই তিনটা আফিমের গোলা পড়িয়াছিল। আফিম কেসের প্রমাণস্বরূপ এই সামান্য আফিম পাইয়াই পুলিশ হাঁফ ছাড়িল। একে পেশোয়ারীরা দুর্দ্ধর্ষ জাতি বলিয়া বদনাম আছে, তাহার উপর প্রবল পরাক্রান্ত পুলিশ বাহিনীকে মারপিট করিয়া হটাইয়া দিয়াছে; স্থানীয় দোকানদার ও ভদ্রলোকগণ এই তদন্তে সাক্ষী হইতে স্পষ্ট অস্বীকার করিলেন। দূরস্থ পাড়ার চলতি লোক ডাকিয়া এবং বুঝাইয়া পড়াইয়া পুলিশ তাহাদিগকে সাক্ষী করিল।

মারপিটের মকদ্দমা তদন্ত করিবার জন্য স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর আসিয়া পৌঁছিলেন। আক্রান্ত পুলিশ সন্দেহক্রমে যে সকল লোককে সনাক্ত করিল তাহারা গ্রেপ্তার হইল।

বাড়ী আস্তাবল ও মেওয়ার দোকান তন্ন তন্ন তল্লাস করিয়া আর আফিম বা অন্য মাদক দ্রব্য পাওয়া গেল না, কিন্তু আফিমের গুঁড়া মাখা দাঁড়ি-পাল্লা, বাটখারা, লেবেলযুক্ত খালি কোকেনের শিশি এবং সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গেল।

পরে ইন্সপেক্টরগণ হাসপাতালে আহত লোকদিগকে দেখিতে গেলেন। যে দুইটী সার্জ্জেণ্ট মাগুর বাড়ীতে উঠিয়াছিল তাহারা

উভয়েই বিশেষরূপে আঘাত পাইয়াছিল; যাহাকে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহার বাম হাতের হাড় ভাঙ্গিয়াছে, অপর সার্জ্জেণ্টের পা মচকাইয়াছে। পাঁচজন কনষ্টেবল মাথায়, ঘাড়ে, হাতে ও পায়ে লাঠির আঘাতে অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে।

৮

পুলিশ তদন্ত

এই আবগারী ও মারপিটের মকদ্দমা দুইটির তদন্ত শেষ হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। অপর অপরাধীগণ ক্রমশঃ ধরা পড়িল, কিন্তু ঘটনার পর অনেক খুঁজিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত মাশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সে কোথায় গিয়াছিল এবং কি করিতেছিল, সে রহস্য ও চতুরতার কাহিনী অনেক পরে প্রকাশ পায় এবং তাহার জন্য পুলিশকে অনেক বেগ পাইতে হয়।' যখন মাশু নিজে ধরা দিবে স্থির করিল, তখন সে পুলিশের নিকট হাজির হইয়া জবাব দিহির দায় এড়াইবার ব্যবস্থা করিল। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছিল। মাশু উকিল কৌশলীর সাহায্যে পূর্ব্বেই জামিনের ব্যবস্থা করিয়া সরাসরি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে পুলিশের অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিল।

এই ঘটনার তদন্তে পুলিশকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সিন্দুরিয়াপটিতে পেশোয়ারী ও পশ্চিমা লোকেরই বাস। দিন দুপুরে দাঙ্গা ঘটিয়া থাকিলেও তাহারা ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলিয়া বসিল। এমনিই নির্লিপ্ত লোকগণ পুলিশের হাঙ্গামায় থাকিতে চাহে না; মাশু ও নাসিরুদ্দিনের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য, পুলিশ নানারূপে ভজাইলেও তাহারা পিছাইয়া রহিল।

কেবল মাগুর একজন প্রতাপশালী শত্রুর নিকট কিছু কিছু খবর পাওয়া গেল। এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামার মকদ্দমায় ভাল- স্থানীয় সাক্ষী প্রায় পাওয়া যায় না; পুলিশের লোকদিগের সাক্ষ্য, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শরীরে ক্ষতচিহ্নের প্রমাণ ও খুন-জখম সম্বন্ধে চিকিৎসকের রিপোর্টের উপর পুলিশকে মকদ্দমা খাড়া করিতে হয়।

রাজাবাজারে বেলোয়ারুদ্দিন নামে এক পশ্চিমা মুসলমান মাগুর প্রবল শত্রু ছিল। এই শত্রুতার এক পূর্ব্ব ইতিহাস আছে। পুলিশের দপ্তরে প্রকাশ, বেলোয়ার জুয়ার আড্ডা রাখে ও সিঁদ, পকেটমারা ও রাহাজানির মূল্যবান দ্রব্যগুলি স্বল্প মূল্যে আত্মসাৎ করে। ইহার দয়াদাক্ষিণ্যও আছে, বিস্তর গরীবদুঃখীকে অর্থ সাহায্য করে। ফলে, এই অঞ্চলের খাতক ব্যক্তিগণ তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। যদি কোন ভদ্রলোক পকেটমার বা গুণ্ডাদের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং থানায় না গিয়া সহজে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বেলোয়ারকে ধরিয়া পড়ে, তখন বেলোয়ার অনেক সময়ে নষ্ট সামগ্রীর অধিকাংশ ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করে। অনেক সময়ে পুলিশও বেলোয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও চাপ দিয়া সম্পত্তি উদ্ধারের বন্দোবস্ত করে। বেলোয়ারের প্রতিপত্তির জন্য তাহার সঙ্গে মাগু ও তাহার কাকা খলিফা পাঞ্জাবীর রেষারেষি ছিল। তাহারা বেলোয়ারকে 'ছিচঁকে চোরের সর্দ্দার' বলিত এবং কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিত। খলিফা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির লোক ছিল। একদিন খলিফা বেলোয়ারের বাড়ী চড়াও হইয়া তাহার অনুচর, পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীদিগের সম্মুখে তাহাকে অকথ্য গালিগালাজ করিয়াছিল। বেলোয়ারের বয়স হইয়াছিল, সে সাহসী অথচ ধীরপ্রকৃতির লোক। সে তখন কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং তাহার হস্ত

মুষ্টিবদ্ধ' হইল। সেইদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ব্যক্তি খলিফার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনে। পরক্ষণেই পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় এবং খলিফা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যায়। তাহার বাড়ীর লোকজন শীঘ্র বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, খলিফা রক্তাক্ত দেহে ফুটপাথে লুটাইতেছে। তাহাকে তখনি উঠাইয়া লইল। তাহার কপালে সাংঘাতিক ভাবে গুলী লাগিয়াছিল; সে হাসপাতালে যাইবার পথে মারা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্ত করে এবং বেলোয়ারের সহিত খলিফার বিবাদের কথা জানিতে পারে। বেলোয়ারকে লইয়া টানাটানি হয়, কিন্তু খলিফা মরিবার পূর্ব্বে কাহারও নাম করিতে না পারায় এবং বেলোয়ারের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপে মকদ্দমা দাঁড়াইল না। তবে খলিফার দল সন্ধান দেয় যে হীরা নামে বেলোয়ারের এক অনুচরকে ঘটনার পূর্ব্বে ঐ স্থানে দেখা গিয়াছিল এবং হীরা ঘটনার পরেই নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পুলিশ বহুদিন হীরার অনেক খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু কোন ক্রমে তাহার সন্ধান পায় নাই।

মাশুর বাড়ী ও নিকটস্থ স্থানে হানা দিবার সময়ে পুলিশের দলে প্রায় চল্লিশ জন লোক ছিল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাশুকে ও বামাল উদ্ধার করিবার জন্য তাহার দ্বিগুণ লোক জড় হয় ও দাঙ্গা করিয়া পুলিশ বাহিনীকে তাড়াইয়া দেয়—ইহা তাজ্জব ব্যাপার! মাশুর শত্রু বেলোয়ারের নিকট পুলিশ এই হঠাৎ লোকসংগ্রহ ও মারপিটের কারণ শুনিতে পাইয়াছিল। রহমৎ নামে মাশুর এক স্থানীয় বন্ধু ছিল। মাশুর বন্ধু হইলেও রহমতের অন্য রোজগার ছিল। রহমৎ মহল্লার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চৌধুরী বা

সর্দ্দার। অতি অল্প সময়ে রহমৎ নিকটস্থ বস্তি হইতে বিস্তর পশ্চিমা গাঁড়োয়ান সংগ্রহ করিয়া মাগুকে উদ্ধার করিবার জন্য দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল। নাসিরুদ্দিনের বাড়ীতে ও মেওয়ার দোকানগুলিতে অনেক সাহসী পেশোয়ারী ছিল, তাহারা নাসিরুদ্দিনের পরামর্শে আফিমের পেটী উদ্ধার ও মারপিটে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পুলিশ রহমৎ, নাসিরুদ্দিন ও কয়েকটি অনুচরকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল এবং সন্দেহক্রমে ধৃত কয়েকটী লোককে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়িয়া দিল।

৬

মাশিদির জবাব—*alibi* (অকুস্থানে গরহাজিরা)

মাণ্ড আদালতে হাজির হইবার পর মকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। সরকার-পক্ষ মাণ্ড ও নাসিরুদ্দিন ওরফে নস্রুকে প্রধান আসামী করিয়া দুই পেটীতে দুই মণ চোরাই আফিম (মূল্য ১২,০০০ টাকা) রাখা, মাল ছিনাইয়া লওয়া, মারপিট করা ইত্যাদি কয়েক দফা চার্জ আনিল। বামালের হিসাবে মাত্র তিন গোলা (এক সের) আফিম ও তৎসংক্রান্ত খুচরা জিনিসগুলি উপস্থিত করিল। পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ঘটনার সকল কথা বলিলেন; সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলগণ নিজেদের জখম দেখাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট মকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া আসামীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে মোটামুটি প্রমাণ পাইয়া তাহাদের জবাব চাহিলেন। ইন্সপেক্টর ও সার্জ্জেণ্টগণ আনন্দিত হইল এবং মাণ্ড কি জবাব দেয় তাহা শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিল। আসামীরা বলিল—তাহারা নির্দ্দোষ। প্রধান আসামী মাণ্ড অবশ্য দোষ অস্বীকার করিল; উপরন্তু সে plea of alibi লইল, অর্থাৎ বলিল যে সে ঘটনাস্থলে আদৌ উপস্থিত ছিল না।

মাণ্ড প্রধান আসামী; মাণ্ড সকল নষ্টের মূল। তাহার সাফ জবাব শুনিয়া পুলিশ অফিসরগণ বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা হলফ লইয়া মাণ্ডর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিবার কথা

বলিয়াছেন; এখন মাশু কিরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তাহার অকুস্থলে অনুপস্থিতি বা অন্যত্র অবস্থান প্রমাণ করিবে? ইন্সপেক্টরগণ কি শেষে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবেন? ইন্সপেক্টরগণ পৃথকভাবে মাশুর সাফাই জবাবের রহস্য সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। মাশুর লোকবল, অর্থবল ও প্রতিপত্তির সীমা নাই, সে অঘটন ঘটাইতে পারে; সেই জন্য এই বিপুল চেষ্টা ও সতর্কতা। প্রতিদিন আদালতে মাশু শমন করিবার জন্য কোন্ কোন্ সাক্ষীর তালিকা দিতেছে তাহার সন্ধান চলিতে লাগিল। বেলোয়ার এই মাত্র খবর দিল যে ঘটনার পরেই মাশু ট্যাক্সি চড়িয়া ঝড়বেগে শ্যামবাজারের দিকে যায়; আর ঘটনাস্থলের নিকটস্থ কাহাকেও সে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করে নাই। এত চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ সময় থাকিতে সাক্ষীর তালিকা দেখিতে পাইয়া প্রস্তুত হইতে পারিল না।

মকদ্দমার দিন পুলিশ আদালতে খবর পাইল যে পূর্ব্বদিন বৈকালে মাশুর কৌঁশলী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত খাসকামরায় দেখা করিয়া সাক্ষীদিগের শমন বাহির করিয়া লইয়াছেন। শীঘ্র মকদ্দমার ডাক হওয়ায় আর সাক্ষীর তালিকা দেখিবার অবসর হইল না। পুলিশ, পাব্লিক প্রসিকিউটর বা সরকারী উকিল লইয়া হাজির হইল। প্রথম যে সাক্ষীর ডাক পড়িল তিনি টিটাগড় থানার পুলিশ অফিসর। এই থানা কলিকাতা হইতে বারো মাইল দূরে এবং ২৪পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায়। সাক্ষী হলফ লইয়া বলিলেন যে ঘটনার দিন বেলা ৪টার সময় মাশিদি পেশোয়ারী নামে একব্যক্তি মদ খাইয়া রাস্তায় মাতলামী করিবার অপরাধে টিটাগড়ে গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাকে থানার ফাটকে বন্ধ করা হয়। টিটাগড়ের

পুলিশ অফিসর ডায়ারী দাখিল করিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষী ব্যারাকপুর কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের পেশকার। তিনি হলফ লইয়া বলিলেন যে মাশিদি পেশোয়ারী পাঁচ আইনের (মাতলামী) মামলায় ঘটনার পরের দিন আসামীরূপে কোর্টে হাজির ছিল এবং তাহার পাঁচটাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক সপ্তাহের কারাদণ্ড হইয়াছে। পেশকার মাশিদিকে সনাক্ত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট লেখা বন্ধ করিয়া একবার সাক্ষীগণ ও অভিযোগকারী ইন্সপেক্টরদিগের দিকে চাহিলেন। এক প্রস্থ পুলিশের লোক মাশুকে ঘটনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতায় আফিম ও মারপিটের কেসে যোগ দেওয়ার কথা বলিল; আর এক প্রস্থ পুলিশ ও আদালতের লোক ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাশুর বারো মাইল দূরে টিটাগড় থানায় আটক থাকিবার প্রমাণ দিতেছে! ইহা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও আদালতের লোকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; পাব্লিক প্রসিকিউটর স্তম্ভিত হইলেন এবং বাদী পুলিশ কর্ম্মচারীগণ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। সরকারী উকিল মকদ্দমায় কোথায় একটা বিষম গলদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সাক্ষীদিগকে তখনি জেরা করিলেন না এবং তাহাদের তালিকা বিলম্বে দাখিল হওয়া ও তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর জেরা করিবার কথা তুলিয়া মকদ্দমার মুলতুবি প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একটু দ্বিধা বোধ করিলেন কিন্তু পরে সম্মত হইলেন; মকদ্দমার তারিখ পড়িয়া গেল।

আদালত-গৃহ হইতে উকিল, ইন্সপেক্টর ও আসামীগণ বাহিরে আসিলে মাশু হাসিতে হাসিতে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় ইন্সপেক্টর আহম্মদকে বলিল, আপনারা আমাকে ও আমার গরীব ভাইদের মিছামিছি হয়রান করিতেছেন। আপনাদের জুড়িদার দোস্ত পুলিশ

কি বলিল শুনিলেন ত? আপনাদের ঝুটা মকদ্দমা, শেষ পর্য্যন্ত আদালতে টিকিবে না। আপনারা না-হক্ তকলিফ্ করিতেছেন। আপনারা মকদ্দমা উঠাইয়া লউন ও আপোষ করুন, আমি গার্ডেন পার্টি করিয়া অপেনাদের দাওয়াৎ (নিমন্ত্রণ) দিব।

পরে ইন্সপেক্টরগণ সরকারি উকিলের ঘরে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন? আপনাদের কী বলিবার আছে?······মকদ্দমা উঠাইয়া লউন।

আহম্মদ। আপনি রাগ করিবেন না, স্যার্। আমরা সত্য মকদ্দমা করিয়াছি। মাণ্ড প্রকৃতই ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিল এবং মারপিট করিয়া সার্জ্জেণ্ট ও কনেষ্টবলের হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

সরকারী উকিল। অপর পক্ষের কথা শুনিলেন ত? আপনাদেরই পুলিশ ভ্রাতারা আপনাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতেছে। আমি কাহার কথা বিশ্বাস করিব?···বোধ হয়, আমাকে এই কেস সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিতে হইবে।

আমম্মদ। আমরা এই হঠাৎ ঘটনার এখনই কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারিতেছি না। আমি এখনি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা বলিয়া উপদেশ চাহিব। তবে বিশ্বাস করুন যে আমি জ্ঞাতসারে কোন অন্যায় করি নাই।

সরকারী উকিল। কিন্তু আপনি একটা বিশ্রী হাঙ্গামা বাধাইয়াছেন, ইহার কোথায় শেষ হইবে জানি না। আচ্ছা, আপনি এখন যান। আমিও একবার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব।

পরে বড় সাহেবের সঙ্গে সরকারী উকিল ও ইন্সপেক্টর

আহম্মদের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে শুনা যায় সেই দিনই না কি বৈকাল বেলা বড়সাহেব ইন্সপেক্টর আহম্মদকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে লইয়া ২৪ পরগণার পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আলিপুরে দেখা করেন এবং পুলিশ সাহেবকে লইয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া টিটাগড় থানায় আসেন। শুনা যায় যে সাক্ষী পুলিশ অফিসর শ্রীরামপুর কোর্টে একটি কেসে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার দরুণ ঘটনার সময়ে থানায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই ; রাইটার কন্সটেবল ডিউটিতে ছিল কিন্তু সে-ও পাড়ায় এক তাসের আড্ডায় গিয়াছিল। কলিকাতায় মারপিট করিয়াই মাশু দ্রুতগামী মোটরে পলাইয়া আসে এবং স্থানীয় পেশোয়ারীদের আড্ডায় যায়। মাশু তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়া জানিতে পারে যে থানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসর নাই এবং রাইটার কন্সটেবল অন্যত্র তাস খেলিতে গিয়াছে। এই সামান্য সংবাদে মাশু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পরিত্রাণের রাস্তা দেখিতে পায় এবং অবিলম্বে মৎলব ঠিক করিয়া ফেলে। পরে সে থানার সম্মুখে টিটাগড়ে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে দাঁড়াইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মাতলামি স্বরু করে। থানার পাহারাওয়ালা তাহাকে সদর রাস্তার উপর হাল্লা করিতে দেখিয়া থানায় আটক করিয়া রাখে এবং রাইটর কন্সটেবলকে খবর পাঠায়, কিন্তু ঐ পুলিশ কর্ম্মচারী সামান্য মকদ্দমা ভাবিয়া গ্রাহ্য করে না এবং তাসখেলা সারিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পরে থানায় উপস্থিত হয়। সে কন্সটেবলের নিকট শুনিয়া তাড়াতাড়ি আন্দাজ করিয়া কয়েক ঘণ্টা আগের সময় দিয়া মাশুর কেস লিখে। যাহা হউক, এই দেখা সাক্ষাতের ফলে আলিপুরের পুলিশ সাহেব বুঝেন, যে তাঁহার অধীনস্থ টিটাগড় পুলিশের একটি সামান্য মকদ্দমায় ত্রুটির জন্য একটি সঙ্গীন মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি তাঁহার তাঁবের লোকের

অপকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মামলা শেষ হইলে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। পরামর্শে স্থির হইল যে পদস্থ ও আহত পুলিশ কর্ম্মচারীগণ আদালতে মাশুকে সনাক্ত করিয়া মকদ্দমা প্রমাণ করিয়াছে, এখন আর টিটাগড় থানার ডায়ারীমূলক ত্রুটি আলোচনায় লাভ নাই। অতএব মকদ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে আদালত যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্ব হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মকদ্দমার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং আসামীগণ দোষী বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। একদিকে বহু পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী দিন দুপুরে লোকাকীর্ণ সহরের রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মাশু ও তাহার দল কর্ত্তৃক মারপিট ও জখমের কথা বলিতেছে ও জখম দেখাইতেছে, অপরদিকে মফঃস্বলের এক সামান্য পুলিশ কর্ম্মচারীর লিখিত এক নথী আসামীপক্ষ উপস্থিত করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারীদের কথা বিশ্বাস করিয়া টিটাগড়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিলেন এবং সাবধানে এক যুক্তিপূর্ণ রায় লিখিলেন। তিনি মাশুর জেল ও অর্থদণ্ড করিলেন, কয়েকটি অনুচরকে জেলে পাঠাইলেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে নাসিরুদ্দিন ও রহমৎকে খালাস দিলেন। ভাল বা মন্দ ফলের জন্য মাশুর কৌঁশুলী প্রস্তুত ছিলেন; তখনি হাইকোর্টে আপীল পেশ ও দণ্ড মুলতুবির দরখাস্ত হইল এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাশুকে জামিনে বাহির করিয়া লওয়া হইল। মাশু পুলিশ আদালতে পরাজিত হইলেও পাঁচজনের নিকট বলিয়া বেড়াইল যে হাইকোর্টের উচ্চ আদালতে ঠিক ইন্‌সাফ (বিচার) হইবে, সেখানে এই

'ঝুটা' মকদ্দমা টিকিবে না এবং সে নিশ্চয়ই 'খোদার' নিকটে কোনরূপে 'গুনাগার' (অপরাধী) নহে।

মাণ্ড ও তাহার সঙ্গীদের মকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিলে মাণ্ড বিস্তর খরচ করিয়া বড় কৌঁশুলী দিয়া মামলা লড়িল। জজগণ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের যুক্তিপূর্ণ রায় দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং মাণ্ডর আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। মাণ্ডর অনুচরগণের দণ্ডও বহাল রহিয়া গেল।

৭

মাশিদির নিজস্ব মতামত—'অবাধ বাণিজ্য'

এই মকদ্দমা সম্পর্কে রাজারামের সহিত মাশুর পরিচয় ঘটে। একদিন উভয়ের মধ্যে এইরূপ খোলাখুলি আলাপ হইয়াছিল; ইহা হইতে এই পেশোয়ারী স্মাগ্লারের মনোভাব বুঝা যাইবে।

রাজা। আপনার নিজের বাড়ী, বহু সম্পত্তি ও একখানি ভাল মেওয়া ফলের দোকান আছে। আপনি বেশী লেখাপড়া শেখেন নাই তবু আপনার বুদ্ধি বেশ প্রখর। আপনি কেন এই চোরাই ব্যবসায় করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন?

মাশু। আমি স্বীকার করি আমার অবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজন লোকলস্কর অনেক আছে। তাহাদের ত একটা রোজগার দিয়া প্রতিপালন করা চাই। আপনি ভুলিবেন না আমরা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় পেশোয়ারী। আমাদের লইয়া বৃটিশ রাজকে সীমান্ত প্রদেশে অনেক ভোগ ভুগিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত উহারা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে নাই। আমাদের মেজাজ ঠাণ্ডা নহে, আমরা লুটতরাজ দাঙ্গা হাঙ্গামা ফ্যাঁসাদ লইয়াই থাকি। আমরা বন্দুক পিস্তল কিরীচ তরবারি বর্শাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া জানি। আপনি বোধ হয় জানেন, সীমান্ত জাতিরা একটা বন্দুক বা পিস্তলের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে। আপনি পেশোয়ারীদের কূটনীতির খ্যাতিও শুনিয়া থাকিবেন।

রাজা। সুদূর সীমান্ত প্রদেশে যাহাই করুন, খাস কলিকাতা সহরে আপনাদের এই চুরির ব্যবসায় ও অন্যায় জুলুম চলিবে না।

মাগু। আপনি চুরির ব্যবসায় কাহাকে বলেন? মনুষ্য সমাজে একের দ্রব্য অপরে আত্মসাৎ করিলে অপহৃত ব্যক্তির ক্ষতি ও মনঃকষ্ট হয়। আমি সমাজের কোন্ ব্যক্তির দ্রব্য চুরি করিতেছি বা কাহাকে কষ্ট দিতেছি? আমার কার্য্যে একমাত্র সরকার বাহাদুরের স্বার্থে আঘাত লাগে। কোন্ নীতি বলে সরকার মাদক দ্রব্যগুলিতে একচেটিয়া অধিকার রাখিয়াছে? আমরাও বাঁচিতে চাই, আমাদের বহুলোকের ইহাতে অন্ন সংস্থান হইতেছে। সরকার আফিম, চরস ও অন্য মাদক দ্রব্যকে আইনসঙ্গত স্থির করিল, দোকান খুলিল এবং একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল; কিন্তু কোকেনকে সে অধিকার দিল না, তাহার ছাড়পত্র করিল না। আফিমের চেয়ে কোকেন কিসে বেশী অপকারী? কোকেন খাইয়া কয়টা লোককে মরিতে দেখিয়াছেন? কোকেন আমাদের পরিচালিত নেশা, সরকার কোন প্রকারে তাহা মানিবে না বা আমাদিগকে অধিকার দিবে না। আমরা কোকেনের ব্যবসা খুলিলে সরকার তাহা স্বতঃপরতঃ দমন করিয়াছে, কড়া আইন জারি করিয়াছে। সরকার বলিবে, 'আবগারী' শব্দটি হইতে বুঝা যায় যে মুসলমান রাজত্বেও উহার প্রচলন ছিল এবং উহা বাদসাহের একটা রাজস্ব ছিল। কিন্তু উহা অতি অল্প পরিমাণে ছিল; বাদসাহী দরবার কড়া আইন কানুন করে নাই এবং গরীব কারবারী ও নেশাখোরদের উপর খড়্গহস্ত ছিল না। দেখুন, আমরা বিদেশের খবরও রাখি। আমেরিকা মদের স্রোতে ভাসিতেছিল; হঠাৎ সরকার মদ বন্ধ করিয়া দেশটা 'শুষ্ক' (dry) করিতে চাহিল। তাহার ফলে আমেরিকা কি সত্যই মদ ছাড়িল?

মদের ব্যবসায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছিল এবং তাহারা সরকারে সম্মান পাইতেছিল। এই বণিকরাজগণ (wine kings) কি এখন 'অস্পৃশ্য জাতি' হইয়া পড়িল? একদিনে তাহাদের পুরাতন কারবারগুলি নষ্ট হইতে পারে না। অনেকে গোপনে এই কারবার চালাইতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের মতিগতি লক্ষ্য করিতেছে। গভর্ণমেণ্টের মত ফিরিলে এই অবৈধ ব্যবসায়ীগণই আবার বৈধ ব্যবসায়ী হইবে এবং পদস্থ ব্যক্তি হইয়া রাজসম্মান লাভ করিবে।

মাশু গোঁয়ার হইলেও একেবারে মূর্খ নহে। তাহার আমেরিকায় মদ্যচলন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে।

রাজারাম মাশুকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুঝাইলেন যে জনসাধারণের প্রতীকরূপে সরকারের মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে, দেশের মঙ্গলকল্পে সরকার নেশার দ্রব্য বিক্রয়ের পাত্র, পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধে কঠোর নিয়মাবলী করিয়াছে, সকল সভ্য দেশের রীতি অনুসারে সরকারের কয়েকটি শুল্ক সম্বন্ধে monopoly বা একচেটিয়া অধিকার আছে এবং মাদক দ্রব্যের রাজস্ব হইতে ব্যয়বহুল 'জাতি-সংগঠন' বিভাগগুলির (nation-building departments) বহু পরিমাণে ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; কিন্তু কথাগুলি মাশুর বিদ্বেষপূর্ণ ও স্বার্থান্ধ চিত্তে স্থান পাইল না। মাশু ক্রমশঃ অধৈর্য্য ও উদ্ধত হইতেছে দেখিয়া এবং তাহাকে এই অপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করা একরূপ অসম্ভব বুঝিয়া রাজারাম তখনকার মত এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

৮

ইডেন গার্ডেনে নানা চরিত্রের মেলা।

বৈকাল বেলা রাজারাম এক অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে লইয়া উত্তর কলিকাতার এক পল্লী দিয়া যাইতেছিলেন। একটা গলি পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িবার মুখে একটা ছোট দ্বিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া গোয়েন্দা বলিল, এই বাড়ীটা লক্ষ্য করুন। রাজারাম দেখিলেন, বাড়ীর বাহিরের দিকে একটি ছোট ঘর আছে এবং এক বলিষ্ঠ, শ্যামবর্ণ, চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া বাঙ্গালা 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' পড়িতেছে। তাঁহারা গলি ও বড় রাস্তা পার হইয়া 'রেস্তরাঁ' মার্কা মারা এক চায়ের দোকানে ঢুকিলেন, এবং চা ও বিস্কুট চাহিয়া খাইতে বসিলেন। সে স্থান হইতে বাড়ীটা দেখা যাইতেছিল।

গুপ্তচর বলিল, যে লোকটিকে দেখিলেন উনি স্বনামধন্য মুকুন্দলাল বাবু। উনি 'স্বদেশীর' গোঁড়া এবং কংগ্রেসের একজন বড় 'কর্ম্মী'। উনি পুলিশের চিহ্নিত লোক। উনি চোরাই মাদকদ্রব্য ও চুরি ডাকাতির মাল নাড়াচাড়া করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন এবং শুনা যায় নিজেও কখন কখন চুরি ডাকাতিতে যোগ দিয়াছেন। পাড়ায় ক্রমশঃ বদনাম রটিতে থাকিলে উনি 'সাধারণের কার্য্যে' যোগ দেন এবং কুস্তির আখড়া, সখের যাত্রা-থিয়েটার এবং দেব-মন্দিরের সেবা ইত্যাদিতে মোড়লি করেন। উনি এক মন্দিরের ট্রষ্টি এবং কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি নিজে ভোগদখল করিতেছেন। উনি হরিজনদের মন্দির প্রবেশের পাণ্ডা, বারনারীদের গানের মিছিল

করিয়া দেশের নামে পথে পথে চাঁদা আদায় কার্য্যে অগ্রণী; উনি মোহন্তের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ' যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করেন। কংগ্রেসে উঁহার প্রতিপত্তি আছে এবং করপোরেশনে ও কাউন্সিলের ইলেক্‌সনে উনি মাতব্বরি করায় এই পল্লীর বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ উঁহাকে খাতির করেন ও হাতে রাখেন। একদিকে গান্ধীজীর 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' চলিতেছে, অন্য দিকে স্বদেশী ডাকাতি ও খুন জখম চলিতেছে; এখন এই কংগ্রেসের বর্ণচোরা মুরুব্বিটি গোপনে কি কীর্ত্তি করিতেছেন তাহা জানিবার বিষয়। কংগ্রেস 'অহিংসা' ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু ইঁহার মত লোকের গুপ্ত অপকর্ম্মে সে ঘোষণার অপলাপ হইতেছে।

এই সময়ে একখানি 'মোটর গাড়ী গলির মুখে দাঁড়াইল। একটি চব্বিশ-পঁচিশবর্ষীয়া খদ্দর-পরিহিতা সুরূপা গৌরবর্ণা ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া মুকুন্দলালের গৃহে ঢুকিল। গাড়ীতে ড্রাইভারের জায়গায় তাহার সমবয়স্ক এক খদ্দরপরিহিত শ্যামবর্ণ যুবক বসিয়া রহিল।

গোয়েন্দা বলিল, মহিলাটি কংগ্রেসের এক প্রধান নায়িকা, নাম শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দেবী। ইনি বিখ্যাত প্রফেসর সুকুমার গুপ্তের স্ত্রী। ইনি কলেজে পড়া মেয়ে ও গোঁড়া স্বদেশী। ইঁহার উৎসাহে পড়িয়া ইঁহার স্বামী 'স্বদেশী' করিতে গিয়া জেল খাটিয়াছেন। ইনি সন্তানের মা, কিন্তু দেশের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের উচ্চস্তরের পাণ্ডাগণকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এবং শুনা যায় যে এক 'স্বদেশী' এটর্ণির সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইনি ইঁহাদের নিকট হইতে কংগ্রেসের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং দেশের জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয় করেন। ইনি

কংগ্রেসের বেকার ও বিপ্লবী কর্ম্মীগণের মধ্যে বিশেষ প্রিয়। ইহারা উঁহাকে সংক্ষেপে ও সাঙ্কেতিক ভাষায় 'মৌ-রাণী', (অর্থাৎ মক্ষি-রাণী) বলে। এই নারীসঙ্গহীন কর্ম্মীগণের চক্ষে ইনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ও রহস্যময়ী রমণী, তাহারা যেন ইঁহার রূপের ধাঁধাঁয় অন্ধ হইয়া ইঁহাকে স্পর্শ করিতে গিয়াও নাগাল পাইতেছে না। মৌ-রাণীর অনুগ্রহ লাভের জন্য এই বেকার বিপ্লবী দলের মধ্যে মারামারি হানাহানি হইতে শুনা যায়। মুকুন্দলাল অবিবাহিত। মহিলাটির দুঃসাহসের সীমা নাই—উঁহার ঘরে একাকী প্রবেশ করিতে দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু মুকুন্দলালের নিকট মৌ-রাণীর মোটা টাকা আদায় করার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইঁহার সঙ্গী বা অঙ্গরক্ষী বা মোটর ড্রাইভারের নাম নিরঞ্জন খাস্তগীর; গ্রাজুয়েট, প্রফুল্লনলিনী বা নলিনী দেবীর সহপাঠী ছিলেন; ইনিও এই দলের একজন।

কিছুক্ষণ পরে নলিনী ঐ গৃহ হইতে বাহির হইল। মুকুন্দলাল তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিয়া নিজেও উঠিয়া বসিল। রাজারাম ইহাদিগকে চিনিয়া রাখিলেন এবং ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মোটর চলিতে আরম্ভ করিলে রাজারাম ও গোয়েন্দা একখানি ট্যাক্সি লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

পূর্ব্বগামী মোটরখানি ইডেন গার্ডেনে পৌঁছিল। আরোহীগণ নামিয়া বাগানে ঢুকিল এবং বার্ম্মীজ্ প্যাগোডার মধ্যে যাইয়া বসিল। রাজারাম ও গোয়েন্দা তাহাদিগকে নজরবন্দি রাখিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অদূরে ষ্ট্রাণ্ডের ধারে বসিলেন।

গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু বহিতেছিল। অদূরে নানা দেশের পণ্যবাহী জাহাজ উট্‌রাম ঘাটের নিকট জলে ভাসিতেছিল। সাহেব, মেম,

নানাজাতীয় লোক বাগানে ফোয়ারার ধারে সারি সারি বেঞ্চিতে বসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছিল।

একখানি সৌখীন লাণ্ডোগাড়ী হইতে একটি সুসজ্জিত—কিন্তু কুরূপা ও স্থূলকায়া—মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক একটি সমবয়সী পুরুষকে লইয়া নামিল। পুরুষ সঙ্গীটির আকৃতি ষণ্ডামার্ক গুণ্ডার মত। গোয়েন্দা বলিল, স্ত্রীলোকটি আসমানী বাড়ীওয়ালী ও পুরুষটি তাহার বন্ধু মহাতাপ। আপনি শুনিয়া থাকিবেন আসমানী কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে আফিম কোকেনের বড় ব্যবসায়ী হইয়া কলিকাতা সহরে অগাধ সম্পত্তি করিয়াছে। এখন সে প্রায় এক হাজার টাকা মাসিক বাড়ীভাড়া পায়। তাহার এই হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের ইতিহাস সহরের অনেক পুরাতন লোক জানে। ইডেন গার্ডেনে বহু গন্যমান্য বড় লোক বেড়াইতে আসেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও হাই-কোর্টের জজ সাহেবরাও আসেন। আসমানীর কদর্য্য চেহারা ও সৌখীন জুড়িগাড়ী অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেকে কৌতূহল বশতঃ এই স্ত্রীলোকটির পূর্ব্বাপর ইতিহাস জানিয়াছেন। এত পয়সা সত্ত্বেও সে নিজের স্বভাব ছাড়ে নাই। সে সম্প্রতি ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে। কিন্তু তাহাকে ধরা সহজ ছিল না। সে সদর দরজা বন্ধ রাখিয়া তাহার প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতলের ঘরে কোকেনের পুরিয়া প্রস্তুত করিত এবং জানাশুনা খরিদ্দারকে একটা চুপড়িতে সুতা বাঁধিয়া কোকেন নামাইয়া দিত, এবং ঐ চুপড়িতেই পয়সা উঠাইয়া লইত। ইহার ফলে খরিদ্দার তাহাকে চিনিত না ও সে সনাক্ত হইত না। পুলিশ হানা দিলে দরজা খুলিতে বা দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিতে যে সময় পাইত তাহাতে সে পূর্ব্বে সাবধান হইয়া দ্বিতলের ঘরগুলি হইতে সমস্ত বামাল তাড়াতাড়ি

সরাইয়া ফেলিত। নীচের তলায় সে অনেকগুলি কুকুর রাখিয়াছিল। তাহারা নূতন লোক দেখিলে চীৎকার করিত এবং ফলে আসমানী সতর্ক হইত। একবার পুলিশ সদর দরজা খোলা পাইয়া হঠাৎ প্রবেশ করিলে সে ডালকুত্তা ছাড়িয়া দেয় এবং কুকুর কয়েকটি পুলিশের লোককে ঘায়েল করে। কোর্টে এই লইয়া মামলা হয়। আসমানী জবাব দেয় যে চোরের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজ গৃহে কুকুর রাখিয়াছিল, পুলিশ হঠাৎ প্রবেশ করিয়া জখম হইয়াছে, এবং সেজন্য সে দায়ী নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসমানীর কথা বিশ্বাস করেন নাই, কুকুর লেলানোর জন্য তাহার অর্থদণ্ড করেন। শেষকালে পুলিশ আগে হইতে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া আসমানীকে হাতে নাতে ধরিয়াছিল। পুলিশ নোটের নম্বর টুকিয়া রাখিয়া গোয়েন্দার হাতে নোট পাঠাইয়া আসমানীর নিকট হইতে পাইকারী দরে কোকেন ক্রয় করে। পরে পুলিশ ফায়ার ব্রিগেড্ হইতে লম্বা সিঁড়িযুক্ত মোটর লরী সংগ্রহ করে এবং সদল বলে আসমানীর বাড়ীতে হানা দেয়। সদর দরজা খুলিতে বিলম্ব করিলে কয়েক জন মোটর ভ্যান হইতে উঁচু লম্বা সিঁড়ি আসমানীর বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় লাগাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠিয়া পড়ে। আসমানী নীচে গোলমাল শুনিয়া কাঁড়ি প্রমাণ কোকেনের পুরিয়ায় আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া নষ্ট করিতেছিল। তাহাকে ছাদ টপকাইয়া তখনি ধরিয়া ফেলা হয়। কিন্তু নম্বরী নোট উদ্ধার করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। নীচের তলের এক ভাড়াটিয়ার সাহায্যে উহা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় এবং অনেক তদন্তের পর উহা পাওয়া যায়। আসমানী ধরা পড়িবার পর বহু ব্যয় করিয়া অনেক বিচক্ষণ ও কূটবুদ্ধি উকিল কৌশলি নিযুক্ত করিয়াছিল। আসমানী ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ

তদন্তকারী অফিসারকে আক্রমণ করিয়া এক জবাব দাখিল করে। সে বলে, উক্ত অফিসার তাহার সহিত বিবাদ করিয়া মিথ্যা মকদ্দমা করিয়াছেন এবং সে এ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য-সাবুদ খাড়া করিল। সরকার পক্ষ প্রবল প্রমাণ দিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইতিপূর্ব্বে অনেক খুচরা কোকেন-বিক্রেতা ও কোকেনখোরদিগের মামলা বিচার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের কাছে আসমানীর পাইকারী কোকেন ব্যবসায়ের বিবরণ শুনিয়াছিলেন। তিনি আসমানীর জবাব বিশ্বাস করিলেন না এবং তাহাকে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড ও একটা মোটা টাকা জরিমানা করিলেন। মামলা হাইকোর্টে গেলে আসমানী এক কৌঁশলীকে অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করে। আসমানী নাকি বলিয়াছিল যে তাহার দীর্ঘ ইতিহাস অনেকেই জানে এবং তাহার ইডেন গার্ডেনে লাণ্ডোয় গমন ও ভ্রমণের জন্য অনেকেই তাহাকে চিনে; মকদ্দমার অবস্থা যেরূপ হউক, তাহার কলিকাতা হাইকোর্টে বেকশুর খালাস পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কৌঁশলী সাহেব বুঝাইয়া দেন যে মহামান্য আদালত কেবলমাত্র নথিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া ন্যায় বিচার করিবেন। পাপীর মন বিভীষিকা দেখিতেছিল—কৌঁশলী বুঝাইয়া দিলে তবে তাহার ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। যাহা হউক, কৌঁশলী আসমানীকে একেবারে খালাস করিতে না পারিলেও স্বীয় বাগ্মিতায় ও আইনের কৌশলে তাহার কতক দণ্ড হ্রাস করাইয়াছিলেন। আসমানীর ব্রত পার্ব্বণ দান ধ্যান আছে। সে এই মকদ্দমার পর সাবধান হইয়াছে। আসমানী নানা অপরাধীর অনেক গুপ্ত কথা জানে; পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক রহস্যের সন্ধান আদায় করিয়াছে। আসমানী এখন কারবার গুটাইতেছে।

এই সময় সন্ধ্যার ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল এবং উভয়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। গোয়েন্দা হঠাৎ রাজারামকে এক পাশে টানিয়া ষ্ট্রাণ্ডে আগত একখানি নূতন মোটর গাড়ী দেখাইল। রাজারাম দেখিলেন, এক দীর্ঘাকৃতি, মধ্যবয়স্ক, সুন্দর ও সুবেশ পেশোয়ারী দুইটি ফিরিঙ্গি মেমকে নামাইয়া লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। গোয়েন্দা বলিল, ইনি বিখ্যাত সদাগর নাসিরুদ্দিন ওরফে নক্রু পেশোয়ারী, মাশিদির অংশীদার বা ওস্তাদ। ইনি অগাধ জলের মৎস্য। এখানে মেম দুটিকে লইয়া কি খেলা খেলিতেছেন তাহা বুঝা শক্ত।

নাসিরুদ্দিন মেমদের ব্যাণ্ডের নিকট গোলাকার বেঞ্চিতে বসাইল এবং দু একটি কথা কহিয়া নিজে প্যাগোডার দিকে গেল। মুকুন্দলাল দাঁড়াইয়া উঠিল এবং নক্রুকে লইয়া নলিনীর দিকে অগ্রসর হইল। রাজারাম ও গোয়েন্দা সাধারণ বায়ুসেবীর মত অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া কাছের আর একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন এবং গোপনে উহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

মুকুন্দলাল বলিল, খান সাহেব, ইনি কংগ্রেসের নেত্রী শ্রীমতী নলিনী দেবী। আমি ইঁহাদের একজন কর্ম্মী মাত্র।—পরে নলিনীকে বলিল, ইনিই খান সাহেব, মিষ্টার নাসিরুদ্দিন। ইঁহার কংগ্রেসের কাযে খুব উৎসাহ ও সহানুভূতি আছে। ইনি সিন্দুরিয়াপটির একজন বড় মার্চেণ্ট বা আড়তদার।

নক্রু মহিলাকে সম্ভ্রম দেখাইয়া বিলাতী কায়দায় হাত বাড়াইয়া দিল। নলিনী সৌজন্য দেখাইতে একবার হাত ছোঁয়াইয়া সরাইয়া লইল।

নক্রু। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া বড় সুখী হইলাম। মুকুন্দবাবুর কাছে আপনার বিদ্যাবত্তা, স্বদেশের জন্য মহৎ

প্রাণ, সেবা ও ত্যাগের কথা শুনিয়াছি। আপনি ভাবিবেন না যে আমরা স্বদেশের কাযে খুব পিছাইয়া আছি। গান্ধীজীর মত পেশোয়ারেও বড় নেতা জন্মিয়াছেন।

নলিনী। হাঁ শুনিয়াছি। দেশ সকল দিক হইতে জাগিলে তবে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।

মুকুন্দলাল। আপনারা যাই বলুন, শুধু ফাঁকা আন্দোলনে কায হয় না। কর্ত্তারা কোন্‌টা সারবান, কোন্‌টা ভুয়া তাহা জানেন, ফাঁকা আওয়াজে ভুলেন না। নানা আন্দোলনে কর্ম্মীদের সময় যাইতেছে, তাহাদের খরচ যোগান মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। তবে—হাঁ—তাহাদের মধ্যে দু চারিটি কাযের লোক আছে, তাহাদের সাহস ও মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতা আছে। (গাঢ়স্বরে) নলিনী দেবী, আপনি নেত্রী স্থানীয়া, আপনার উৎসাহ পাইলে ইহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। (উৎসাহের সঙ্গে) খান সাহেব, আপনি ক্ষমতাবান লোক, আপনিও স্বদেশীর কাযে সাহায্য করুন।

নস্রু। (নলিনীর প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) নলিনী দেবী যদি ইহার ভার লন, আমি যথাসাধ্য অর্থ ও মাল-মসলা দিয়া সাহায্য করিব। বিশ্বাসী লোক পাইলে আমিও কায দিতাম।

মুকুন্দ। (উৎফুল্ল ভাবে নলিনীর প্রতি) শুনিলেন খাঁ সাহেবের কথা! উনি আমীর লোক, তায় পাকা ব্যবসাদার। ওঁর কাছে আমরা নানারকমে কায পাইব। নলিনী দেবী, আপনি রাজি হইয়া কথা দিন।

নলিনী। (চিন্তিত ভাবে) আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; আমাকে ভাবিতে সময় দিন। আপনারা নিজেও একটা কাযের খসড়া তৈয়ারী করিয়া আমাকে বলিতে পারেন। আমি ভাবিয়া দেখিব।

মুকুন্দ। আচ্ছা, তাড়া নাই।—খাঁ সাহেব, আমরা এ বিষয়ে পরে কথা কহিব।—নলিনী দেবী, খাঁ সাহেবের সঙ্গে দু'একটা কাযের কথা কহিয়া লই।—খাঁ সাহেব, কারবারের খবর কি?

নক্স। মন্দ নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে অনেকদিন কোন কায হয় নাই। নূতন সওদা আছে?*

মুকুন্দ। কিছু কায হাতে আছে। এক জাপানী ব্যাপারীর কাছে দুই শ রেশমী থান(১) আছে। কি দর বলিবে?

নক্স। এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা (২) মাল ত? ৬০৲ টাক হিসাবে দিতে পারি। নমুনা দেখাইবেন।

মুকুন্দ। আর—কম্বলের (৩) দর কি দিবেন? নম্বরী মাল (৪) বিশটা আছে। এক গোয়ালিয়রের ব্যাপারী কিছু টিকিয়া মাল (৫) আনিয়াছে। তাহারই বা কি দর দিবেন?

নক্স। আসল নম্বরী—৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। টিকিয়া ৬৫৲ পর্য্যন্ত। নমুনা না দেখিলে পাকা কথা দেওয়া যায় না। কম্বল অনেক জমিয়াছে। রেশমী থানেরই চাহিদা বেশী। দানাদার মাল পাইলে দরে আটকাইবে না।

মুকুন্দ। ঘোড়ার (৬) কি দর? আপনার কাছে কিছু সওদা করিতে চাই।

---

*স্মাগলারগণ নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যকে সাধারণত 'সওদা' নামে অভিহিত করে। এই বিষয়ে ব্যবসায়ের নাম 'কাম' বা 'কায'। বিবিধ নিষিদ্ধ দ্রব্য সম্বন্ধে তাহাদিগের নিজস্ব পরিভাষা আছে। এই শব্দ বা সঙ্কেত গুলি কথাবার্ত্তায় ও কাগজপত্রে তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং অন্যের চক্ষে সহজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া উহা স্মাগলারদিগের মধ্যে গুপ্ত

নস্কু। (নলিনীর দিকে চাহিয়া লইয়া) বটে। ঘোড়ার চাহিদা পেশোয়ারে বেশী, কুলাইয়া উঠা মুস্কিল। জাহাজে কয়েকটা বিলাতী টাট্টু আসিতেছে, আগে জানাইবেন, চেষ্টা করিয়া দেখিব। কি পড়তা পড়িবে না দেখিয়া, এখন ঠিক দর বলিতে পারিব না। মুকুন্দবাবু, আপনি আবার শীঘ্র দেখা করিবেন। এখন উঠি, আমার সঙ্গে অন্য লোক আছে।—নস্কু আবার হাত বাড়াইয়া বিলাতী কেতায় উভয়ের করমর্দ্দন করিল।

নস্কু ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ডের দিকে ফিরিয়া গেল এবং মেম দুইটিকে লইয়া তাহার মোটরে উঠিল। মুকুন্দলাল ও নলিনী অন্যদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। রাজারাম ও গোয়েন্দা একখানা ট্যাক্সিতে চড়িলেন এবং দূরে দূরে থাকিয়া নস্কুর গাড়ীর নম্বর টুকিয়া লইয়া পিছু লইলেন।

নস্কুর মোটর চৌরঙ্গী রোডে পড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিল এবং পার্কষ্ট্রীট ধরিয়া একটা বিরাট চারিতলা অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। বাড়ীটি বিখ্যাত এডওয়ার্ড কোর্ট। নস্কু ও মেম দুজন নামিল। নস্কু একজন বিবিকে সঙ্গে লইয়া একটা গলি ধরিয়া বাড়ীর পিছন

অর্থ বহন করে। বহু স্মাগলারের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া ঐরূপ পরিভাষাযুক্ত চিঠিপত্র, হিসাববহি, টেলিগ্রাম ধরা পড়িয়াছে এবং আদালতে তাহা উপস্থিত করিয়া অভিজ্ঞ অফিসরগণ তাহার অর্থ বলিয়া দিয়াছে এবং আদালত তাহা গ্রাহ্য করিয়াছে। মুকুন্দ নলিনীকে পরে সাঙ্কেতিক শব্দগুলির অর্থ বলিয়া দিয়াছিল।

(১) রেশমী থান—কোকেন। (২) জাপানে প্রস্তুত কোকেনের ট্রেডমার্ক। (৩) কম্বল—আফিম। (৪) নম্বরী মাল—গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীর চোরাই আফিম। (৫) টিকিয়া—একপ্রকার চৌকা ও চেপটা চোরাই আফিম। (৬) ঘোড়া বা টাট্টু—চোরাই মশার রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল।

দিকে চলিল। অপরবিবি বাড়ীর সামনের সিঁড়ি ধরিয়া তরতর করিয়া উপর তলায় উঠিয়া গেল।

রাজারাম গোয়েন্দাকে ইশারা করিলেন, সে নক্রুর অনুসরণ করিল। নক্রু প্রথমা বিবিকে লইয়া পৃথক একটি ছোট ফিটফাট দোতলা বাড়ীতে উঠিল। গোয়েন্দা বাড়ীটার কাছে গিয়া একটা তাম্রফলক দেখিতে পাইল, তাহাতে লেখা আছে—

মিঃ জ্যাকব এজরা
ম্যানেজার, এডওয়ার্ড কোর্ট

গোয়েন্দা ফিরিয়া আসিলে রাজারাম ট্যাক্সি বিদায় দিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার ঘটনাবলী নিজমনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নক্রু ও মুকুন্দলালের মধ্যে সওদার কথাগুলির সাঙ্কেতিক অর্থ কি, বাঙ্গালী মহিলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, নক্রুর সঙ্গিনী বিবিগণ কে এবং কি করে, ম্যানেজার এজরা সাহেবের কাছে নক্রুর কি কায থাকিতে পারে—এই সকল সমস্যা তাঁহাকে চিন্তিত করিল। রাজারাম বুঝিলেন, রহস্য ক্রমশঃ ঘনাইতেছে, কে বলিবে, কখন ও কিরূপে যবনিকা অপসারিত হইবে!

৯

ধনকুবের আব্রাহাম ও ধনী ইজারাদার আমীর বক্স

পরের দিন আফিসে রাজারাম থ্যাকারের ডাইরেক্টরী ও টেলিফোনের বহি খুঁজিয়া কয়েকটি স্মাগলারের ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং এডওয়ার্ড কোর্টের বাড়ীওয়ালার ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

বেলা চারিটার সময় সাহেবপাড়ায়—ষ্ট্রীটে এক অট্টালিকায় পৌঁছিয়া রাজারাম দ্বারবানকে দিয়া নিজ নামের কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সত্বর তাঁহার ভিতরে ডাক পড়িল। এক প্রৌঢ় ইহুদী ভদ্রলোক আফিস ঘরে রাজারামকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন।

রাজারাম বলিলেন, আমি বোধ হয় ক্রোড়পতি মিঃ আব্রাহামের সঙ্গে কথা কহিতেছি? আমি একটা বাড়ীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি।

আব্রাহাম। হাঁ, আমি সিনিয়র আব্রাহাম। আপনি কোন্ বাড়ীর কথা জানিতে চাহেন?

রাজা। চৌরঙ্গী রোডের এডওয়ার্ড কোর্ট বোধ হয় আপনাদেরই সম্পত্তি। এই বাড়ীর ম্যানেজার মিঃ এজরা ও দুইটী মেম সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিতে চাই।

আব্রাহাম। হাঁ, উহা আমাদেরই বাড়ী; কিন্তু উহা মাসিক ৪০০০৲ টাকা ভাড়ায় এক ব্যক্তিকে লীজ্ দিয়াছি। মিঃ এজরা জারাদারের নিযুক্ত ম্যানেজার। ঐ বাড়ীতে প্রায় পাঁচশত কামরা

আছে। আমরা ত এখন লীজ দিয়াছি, খাসে থাকিলেও আমাদের পক্ষে সকল ভাড়াটিয়ার সন্ধান রাখা বা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হইত না।

রাজা। যেমন মস্ত ভাড়া তেমনি মস্ত বাড়ী! কলিকাতায় বোধ হয় ইহার সমান বড় বাড়ী বেশী নাই। কিন্তু ইজারাদারটি কে এবং তাঁহার ঠিকানা কি?

আব্রাহাম। হাঁ, ইহা একখানা বড় বাড়ী। ইজারাদার মিঃ আমীর বক্স,--নং জানবাজার গলিতে থাকেন।

রাজারাম ইজারাদারের নাম শুনিয়া ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নোটবহি বাহির করিয়া ঠিকানাটা মিলাইয়া লইলেন। আব্রাহাম সাহেব তাহা লক্ষ করিলেন।

আব্রাহাম। মিঃ আমীর বক্স কোন পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িয়াছেন না কি? যদি বাধা না থাকে তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে তাহা আমাকে বলুন। আমি নিজে মিঃ আমীর বক্স ও মিঃ এজরা সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা বলিতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। দেখুন, তাহাদের বিরুদ্ধে এখনও কোন স্পষ্ট চার্জ্জ নাই। কথাটা আপনাকে বলিতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না, তবে আশা করি ইহা গোপন রাখিবেন। পুলিশের কাগজ পত্রে প্রকাশ যে এই আমীর বক্স লোকটির দেশ পেশোয়ায়। সে গরীব ছিল—দেশে ঘেসেড়ার কায করিত। লোকে তাহাকে চোরের সর্দ্দার বলিত। সে পেশোয়ার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপুল ধন সঞ্চয় করে। এই দুরাকাঙ্খ ও উচ্চাভিলাষী পেশোয়ারীর প্রভূত ধন সঞ্চয়ের কাহিনী অপূর্ব্ব রহস্য জড়িত। মাঝের কয় বৎসরের খবর নাই, এখন শুনা



"আমীর বক্স নিরীহদর্শন বৃদ্ধ···কখনও সন্দেহ হয় নাই"

যায় সে কলিকাতায় নানা অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এই ব্যক্তি এক বাড়ীতে বেশী দিন থাকে না, সুতরাং পুলিশ তাহার চালচলনের উপর সব সময়ে নজর রাখিতে পারে না। আচ্ছা, সে ইজারা লইবার পর আপনার বাড়ী হইতে কেমন লাভ করিতেছে? তাহার ম্যানেজার মিঃ এজরাই বা কি চরিত্রের লোক?

আব্রাহাম। আমীর বক্স নিরীহদর্শন বৃদ্ধ, তাহার প্রতি আমার কখনও সন্দেহ হয় নাই। আমার ভাড়া লইয়া কথা, তা সে নিয়মিত ভাড়া দেয়। শুনিয়াছি, প্রথমে সে ইজারা লইয়া লাভ করিতে পারে নাই। তবে মিঃ এজরাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার পর এখন লাভ হইতেছে কিনা বলিতে পারি না। মিঃ এজরা ইহুদী এবং তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে; পূর্ব্বে নানা ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছিল, কিন্তু আমীর বক্সের কাছে থাকিয়া তাহার অবস্থা ফিরিয়াছে এবং চালচলন বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মিঃ এজরার নামও পুলিশের দপ্তরে আছে নাকি?—থাকা অসম্ভব নহে।

রাজা। হাঁ, সেও সন্দেহজনক চরিত্রের লোক। আপনি সিন্দুরিয়া-পটির মেওয়া ফলের আড়ৎদার নাসিরুদ্দিন বা নক্স পেশোয়ারীকে চিনেন? তাহাকে মিঃ এজরা ও এডওয়ার্ড কোর্টের কোন কোন মেমের সঙ্গে মিশিতে দেখা গিয়াছে?

আব্রাহাম। নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে সে আড়ৎদার ও ধনী ব্যক্তি বলিয়া তাহার নাম শুনিয়াছি। শুনা যায়, সে নানা চরিত্রের ফিরিঙ্গি, ইহুদি ও য়ুরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও তাহাদের পিছনে অজস্র অর্থ ব্যয় করে। সে তাহাদিগকে লইয়া কখন কখন দেশভ্রমণে যায়, কখন কখন খরচপত্র দিয়া

তাহার সঙ্গীদিগের সহিত তাহাদিগকে পশ্চিমাঞ্চলে হাওয়া খাইতে পাঠাইয়া দেয়। নাসিরুদ্দিনের চেহারা ও চালচলন আমীর ওমরাহের মত; তাহাকে এই শ্রেণীর মেয়েরা 'প্রিন্স' কিংবা 'খান সাহেব' বলে এবং অত্যন্ত সমাদর করে। নাসিরুদ্দিন কোন কোন মেমকে বিবাহ করিয়া বেগম বানাইবার প্রলোভন দেখাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দরিদ্র মেয়েরা মুসলমানের গৃহে সপত্নীদর্শনের ভয় সত্ত্বেও মুসলমানী হইয়া অবস্থা ফিরাইবার এবং সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারে। আপনি যে মেমের কথা বলিলেন, তাহাদিগকেও ঐরূপ প্রলোভন দেখাইয়া থাকিবে। তবে আজ পর্য্যন্ত নাসিরুদ্দিন কোন মেমের সহিত কুব্যবহার করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যায় নাই।

রাজারাম আব্রাহাম সাহেবের সরল ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজারাম রাস্তায় আসিয়া নূতন সংবাদগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ইডেন গার্ডেনের দিকে চলিলেন। আমীর বক্স ও নাসিরুদ্দিনের বিলাস বিভ্রম ও বিচিত্র চরিত্র তাঁহাকে গোলক ধাঁধার মধ্যে ফেলিল, তাহাদের কর্ম্মের ধারা বুঝিতে ও মীমাংসা করিতে পারিলেন না। চৌরঙ্গী পৌঁছিলে সন্ধ্যায় বিলাতী দোকানগুলির অসংখ্য রং-বেরং-এর আলো, চওড়া রাস্তায় বহুদূরবিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ সাদা ইলেকট্রিক আলো এবং মোটর ও লোকজনের অজস্র চলাচলে তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটিল। রাজারাম ভাবিতে লাগিলেন, এই ঐশ্বর্য্যময়ী নগরীর উপযুক্ত সুখভোগের আয়োজন হয়ত এই ভাগ্যান্বেষী পেশোয়ারীগণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহাকে শুষ্ক কর্ত্তব্যের পথে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট উন্নতিতে সন্তুষ্ট হইয়া হয়ত ঐ ধনী ভোগসুখমগ্ন ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে তাঁহার ত কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নাই,

কিন্তু ইহাই বিধিলিপি। ক্রমে তাহাদের অন্যায় সৌভাগ্যের প্রতি রাজারামের ঈর্ষা জন্মিল এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত প্রতিহিংসার ভাব মিশ্রিত হইয়া তাঁহার চিত্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাজারাম কিছুক্ষণ ময়দানের সান্ধ্য বায়ু সেবন করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মস্তিষ্ক শান্ত ও সহজ ভাব ধারণ করিল এবং তিনি সাময়িক উত্তেজনার জন্য লজ্জিত হইলেন। রাজারাম ধীরে ধীরে স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও কর্ম্মের প্রেরণা ফিরিয়া পাইলেন।

বহুদর্শী বড় সাহেব তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মতিগতি ও শুভাশুভ বিষয়ে অকারণ উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই।

১০

মোমের পুতুল শিশু

রাজারাম ষ্ট্রাণ্ডে পৌঁছিয়া দেখিলেন, একখানি চীনা জাহাজ উট্রাম ঘাটে লাগিয়াছে এবং বহু চীনামান নিশান, মালা, তোড়া ও ব্যাণ্ড লইয়া ডেকের উপর আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। রাজারাম কাষ্টম প্রিভেণ্টিভ অফিসর মিঃ স্মিথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, চীনাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী নহে বলিয়া কলিকাতায় এতদিন চীনা কন্‌সাল বা রাজদূত ছিল না। রেঙ্গুনে অধিক চীনা থাকায় সেখানে কন্‌সাল আছে। কলিকাতায় এখন চীনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় চীন গভর্ণমেণ্ট হইতে নূতন চীনা কন্‌সাল ও ভাইস্‌-কন্‌সাল নিযুক্ত হইয়া পরিজনবর্গের সহিত এই জাহাজে আসিয়াছেন। মিঃ স্মিথ রাজারামকে চীনা জাহাজের উপর তামাসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, চীনা কন্‌সাল ও ভাইস-কন্‌সাল য়ুরোপে শিক্ষিত, ইংরাজী-নবিশ এবং য়ুরোপীয় পোষাকে সুসজ্জিত। তাঁহাদের পুরুষ সঙ্গীদের পোষাক ঢিলা কিন্তু কেতাদুরস্ত। মেয়েদের পা গুলি বনিয়াদী ঘরের নিয়ম অনুসারে খঞ্জ বা ছোট করা হয় নাই; তাঁহারা উজ্জ্বল চীনাংশুকে সুশোভিতা। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এক ইংরাজ রাজপুরুষ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য যাত্রীরা সরিয়া দাঁড়াইয়া ইঁহাদিগকে নামিবার জন্য পথ করিয়া দিল। একটি চীনা যুবতী একটু দূরে দাঁড়াইয়া এক সুন্দর চীনা শিশুকে বুকে ধরিয়া দোলা দিতেছিল। মিঃ স্মিথ একদৃষ্টে সেই চীনা যুবতীকে দেখিতেছিলেন।

তিনি রাজারামকে নিম্নস্বরে বলিলেন, কি সুন্দর শিশুটি, দেখুন। কিন্তু ওকি! উহার মাতা উহাকে দোলা দিলেও উহার চোখের তারা নড়িতেছে না বা চোখের পাতা পড়িতেছে না! আসুন, পাশ কাটাইয়া আমরা একবার ঐ দিকে যাই। এই সময়ে ইংরাজ প্রতিনিধি চীনা রাজদূতগণকে লইয়া জাহাজ হইতে নামিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজারাম ও মিঃ স্মিথ চীনা যুবতীর পাশ কাটাইয়া যাইবার সময়ে ইউনিফর্ম পরিহিত মিঃ স্মিথকে দেখিয়া চীনা যুবতী ভ্রূকুটি করিল এবং সে দ্রুত সরিয়া দাঁড়াইতে যাওয়ায় জাহাজের এক খুঁটিতে তাহার শিশুর মাথা ঠুকিয়া গেল। রমণী শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শিশুটি এই আঘাতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল না! চীনা রমণী অগ্রগামী কন্সালের পরিজনবর্গের পিছনে দ্রুত ধাবিত হইল। মিঃ স্মিথ উত্তেজিত ভাবে রাজারামকে বলিলেন, শীঘ্র সঙ্গে আসুন, কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাহায্য করুন। তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া রমণীর পথ আটক করিলেন। রমণী চীনা ভাষায় চেঁচামেচি করিয়া একটা অনর্থ বাধাইল। কন্সালের পরিজনবর্গ গোলমাল শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভাইস-কন্সাল প্রথমে চীনা রমণীর দিকে ও পরে মিঃ স্মিথের দিকে চাহিলেন। মিঃ স্মিথ বলিলেন, মাপ করিবেন—কিন্তু ইনি কি আপনাদের পরিজনদের মধ্যে একজন,—না সাধারণ যাত্রী? চীনা রমণী উৎসুক হইয়া দীন নয়নে ভাইস-কন্সালের দিকে চাহিল। ভাইস-কন্সাল যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন, যেন তাহার দুঃখে দয়া বোধ করিলেন; কিন্তু পর মুহূর্ত্তে পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, ঐ নারী আমাদের কেহ নহে, সাধারণ যাত্রী মাত্র। চীনা রাজদূতগণ পরিজনদের লইয়া নামিয়া গেলেন। রাজারামের আর তীরে নামিয়া কন্সালদের অভ্যর্থনা



শিশুটিকে···হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে ফেলিতে গেল

দেখা ঘটিল না। তিনি মিঃ স্মিথের সঙ্গে থাকিয়া চীনা রমণীকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। কিন্তু রমণী তাহাদের ভাষা বুঝিল না, বরঞ্চ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রমণী হঠাৎ জাহাজের রেলিংএর ধারে জলের নিকটে সরিয়া গেল এবং উন্মত্তের মত শিশুটিকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে ফেলিতে গেল। রাজারাম ও মিঃ স্মিথ দৌড়াইয়া গেলেন। মিঃ স্মিথ ঠিক সময়ে শিশুটিকে ধরিয়া ফেলিয়া রমণীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। রাজারাম শিশুর দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—উহাতে তাপ নাই, উহা মোটে নড়িতেছে না; উহা নির্জীব ও প্রাণহীন।

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া জাহাজের কাপ্তেন, ডাক্তার ও জল-পুলিশ আসিয়া পড়িল। চীনা রমণী গর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহাকে রাজারাম সাবধানে ধরিয়া রাখিলেন। মিঃ স্মিথ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া শিশুটির বুক চিরিতে উদ্যত হইলেন। চীনা রমণী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। দর্শকগণ নিস্পন্দচক্ষে দেখিতে লাগিল। মিঃ স্মিথের ছুরি ক্রমে শিশুর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পেট পর্য্যন্ত ফাঁড়িয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! শিশুর রক্ত বা নাড়িভুঁড়ির পরিবর্ত্তে কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণ শিশি বাহির হইয়া পড়িল। একটা শিশি খোলা হইল; মিঃ স্মিথ ভিতরের গুঁড়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ঠিক! কোকেনই বটে! কি শয়তানী!"—শিশিগুলির মধ্যে প্রায় আট হাজার টাকা মূল্যের কোকেন ছিল। শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া বুঝা গেল যে উহা উৎকৃষ্ট চীনা শিল্পীর মোমের দ্বারা প্রস্তুত সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত পুতুল মাত্র। মিঃ স্মিথ চীনা রমণী ও কোকেন জল-পুলিশের জিম্মায় রাখিয়া বলিলেন, রাজদূতদিগের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে নিশ্চয় কোন বড় চীনা কারবারী ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া এই মাল

নিরাপদে নামাইবার চেষ্টায় আছে। ভাইস-কন্সাল বোধ হয় এই রমণীর—দলে ভিড়িয়া পলাইবার চেষ্টা ও উহার অপকর্ম্মের বিষয়ে ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি চীনের রাজপুরুষ, স্বদেশবাসিনী হইলেও দোষীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। ঐ দেখুন, জেটির উপরে ভিড়ের মধ্যে কারবারী ছাই-ফি চীনামান ও আ-ইন-ময় ওরফে আ-ময় চীনা মেম রহিয়াছে।

রাজারাম জাহাজের রেলিংএর নিকটে ফিরিয়া গিয়া মিঃ স্মিথের নির্দ্দিষ্ট চীনা সাহেব ও চীনা মেমকে লক্ষ্য করিলেন। ছাই-ফি স্থূলকায়, বয়স পঞ্চান্ন বৎসর, গোঁফ দাড়ী নাই, পরিধানে ইংরাজী পোষাক। আ-ময় মেম গৌরবর্ণ, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, ছোট-খাট মানুষটি, পরিধানে উজ্জ্বল চীনাংশুক। মিঃ স্মিথ এক দো-ভাষীকে ডাকিয়া ধৃত রমণীর জবানবন্দী লইতে চাহিলেন। সে কিছু বলিল না, কেবল এক অজ্ঞাত সঙ্গীর কথা বলিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। রাজারাম তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া জেটিতে ছাই-ফি ও আ-ময়ের কাছে লইয়া চলিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আর সেই দুই মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন না। তাহারা সহসা ভিড়ের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল।

পরের দিন কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা শুনিয়া দো-ভাষীর সাহায্যে চীনা রমণীর জবাব চাহিলেন। সে দোষ স্বীকার করিল কিন্তু কলিকাতায় কাহাকেও সে চিনে বলিয়া প্রকাশ করিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড মাত্র করিলেন, স্ত্রীলোক বলিয়া জেলে পাঠাইলেন না। এই সহায়সম্পত্তি ও বান্ধবহীনা রমণীর জন্য বড় উকিল দাঁড়াইয়াছিল এবং অর্থদণ্ড হইবামাত্র অল্প সময়ের মধ্যে এক হাজার টাকা রাজকোষে জমা হইয়া গেল। উকিল বলিলেন,

কলিকাতার চীনা ভদ্রলোকগণ দয়াবশতঃ চাঁদা করিয়া এই দরিদ্রা রমণীর মকদ্দমার খরচ ও অর্থদণ্ড দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একটু হাসিলেন; তিনি কথাটা বিশ্বাস করিলেন বলিয়া বোধ হইল না।

কলিকাতার কংগ্রেস একজিবিশনে প্রফেসর ফাড়্কের প্রদর্শনীতে যাঁহারা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন ও ভারতমাতার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে মোমের মুর্ত্তি কত সুন্দর ও জীবন্ত দেখাইতে পারে। মোমের শিশুর ঘটনাটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নূতন ধরণের মকদ্দমা দেখিবার জন্য আদালতে দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। চীনা মিস্ত্রীর কাঠের কায ও অন্যান্য শিল্পে সুনাম থাকিলেও মোমের তৈয়ারী এই অপূর্ব্ব শিশু-মূর্ত্তির সুষমা দেখিয়া অনেকে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই কেসে চীনা কারবারীগণের মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ের এক অভিনব কৌশল ধরা পড়ে। মিঃ স্মিথের উর্দ্ধতন অফিসরগণ এই ঘটনায় মিঃ স্মিথের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও তৎপরতার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং চীন হইতে কলিকাতাব্যাপী ব্যবসায়ে চীনা কারবারীর মাদক দ্রব্য গোপনের নূতন প্রণালী ও বিচিত্র আধার আবিষ্কার করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের একটা পন্থা নষ্ট করায় মিঃ স্মিথের জন্য প্রচুর আর্থিক উৎসাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১১

নলিনীর দেশ সেবা

প্রফুল্লনলিনী ভদ্রগৃহস্থঘরের মহিলা। কলেজে পড়া বিদ্যা ও বয়সের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমতী হইলেও তাঁহার চরিত্রে হৃদয়াবেগ প্রবল এবং দেশসেবার নামে সে অনেক সময়ে হঠকারিতার কার্য্য করিয়া ফেলে। সে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহার মনে ডেমোক্রাসির আইডিয়া (গণতন্ত্রের ভাব) প্রবল। কংগ্রেসের পতাকাতলে নানা জাতির নানা প্রকৃতির লোক জুটিয়াছিল। দেশের নামে কে কতটা ত্যাগ স্বীকার করে তাহার নিরিখ ধরিয়া কংগ্রেস জাতি-বর্ণ-চরিত্র নির্ব্বিশেষে লোক সংগ্রহ করিতেছিল। একটি প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক হত্যার নিন্দা করিয়া পরে হত্যার নায়কের উদ্দেশ্য ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসা হইয়াছিল। স্বরাজ্য পার্টির হাতে কলিকাতা করপোরেশন আসিয়া পড়িলে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রভুত্ব, সম্পদ ও সাহায্য করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তগত হইল। কয়েকটি কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক অপরাধী স্বরাজ্য পার্টির কৃপায় করপোরেশনে প্রবেশ করিল। কংগ্রেস বে-আইনি ঘোষিত হইবার পর দেশসেবার নামে প্রভাবিত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্থসাহায্য ও লোকবল দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্যে উৎসাহ দিতেছিল। বিলাতী দ্রব্য ও মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চলিতেছিল, বে-আইনি লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছিল এবং দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইতেছিল। এই সময়ে নলিনী

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় এবং তাহার শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে কংগ্রেসের অন্যতম নায়িকা হইয়া পড়ে।

গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে স্বরাজলাভের শীঘ্র সুবিধা হইল না দেখিয়া অনেকে অধৈর্য্য হইয়াছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেকার ও বেপরোয়া লোকের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। ইহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্বরাজের জন্য সোজা সড়ক বানাইবার নানা প্ল্যান' গজাইতেছিল। এই যুবাদল আবেগ ও উত্তেজনায় সর্ব্বদা অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত এবং ইহাদের কল্পনা বা সাহসের অভাব ছিল না। এই বেকার দলে অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও ছিল। ইহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া নলিনী ক্রমশঃ ইহাদের ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইহাদের মনে গান্ধীজীর 'অহিংসা' গোপনে উগ্র হিংসার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কংগ্রেসের নামে ইহারা নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মী ও অর্থ সংগ্রহ করিত এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করিয়া ষড়যন্ত্রের সূচনা করিয়াছিল। কয়েকটি লোক মিলিয়া এক গুপ্ত-সমিতি চালাইত এবং অর্থসংগ্রহের নামে চুরি-ডাকাতি-ন পর্য্যন্ত করিতে পিছাইত না। বিলাতী রাজপুরুষ বা অপ্রিয়ভাষী বেসরকারী ইংরাজকে গুপ্তহত্যা করা ইহাদের কার্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। নরহত্যা করিয়া ধরা পড়িলে অপরাধীর রাজদ্বারে দোষ স্বীকার করিয়া কৃপাভিক্ষার এবং অনুতাপ বশে ইহাদের দলের গুপ্ত কথা বলিয়া দিবার আশঙ্কা আছে; সেইজন্য ইদানীং হত্যাকারীর হাতে পিস্তলের সঙ্গে তীব্র বিষ দেওয়া হইত এবং ধরা পড়িবামাত্র বিষপান করিয়া মৃত্যু-বরণ করিবার উপদেশ ছল। আলিপুর বোমাকেসের প্রথম বিপ্লবী দলের ষড়যন্ত্র বিফল

হয় বলিয়া ইহারা সতর্কভাবে দুষ্কার্য্য সমাধা করিত। পুরাতন দ্বীপান্তর বা জেল-ফেরৎ দুই একজন বোমার আসামী গা ঢাকা দিয়া এই দলে যোগদান করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইহাদের কার্য্যাবলী বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে এখন এক গ্লানিকর অধ্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

নলিনী কংগ্রেসের নায়িকা হইলেও যথার্থ দেশের কার্য্যের জন্য সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিত। সে প্রথমে এই উগ্রপন্থী দলের কথা জানিত না। ইহারা বুঝাইত যে উদ্দেশ্য মহৎ হইলে তাহার পন্থা লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে—সকলেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইবে—উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে সকল দোষ ক্ষালন হয় এবং লোকে তখন সফলতার প্রশংসা করে। তাহারা নলিনীকে রাশিয়ার নিহিলিষ্টদিগের সম্বন্ধে পুস্তক এবং নানাদেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে দিয়াছিল। এই রমণী-সঙ্গ-বর্জ্জিত উগ্র বিপ্লবীর দলে নারী-নায়িকা নলিনীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সে ইহাদিগকে যথাসাধ্য শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিত এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, বিপ্লবীগণ আদর করিয়া তাহাকে 'মৌ-রাণী' বা মধুকরী বলিত। তাহাদের কেহ কেহ নলিনীকে, তাহার সামাজিক মর্য্যাদার সুযোগ লইয়া রাজপুরুষদিগের সহিত মিশিতে এবং গভর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে গুহ্যকথা বাহির করিয়া লইতে পরামর্শ দিত। কেহ বা রুষ-জাপান যুদ্ধে কোন্ এক জাপানী কাউণ্টের কন্যা কিরূপে রুষ জেনারলের নিকট নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া যুদ্ধের গুহ্য কথা বাহির করিয়া লইয়াছিল এবং পরে সে সংবাদ জাপানী জেনারেলকে জানাইয়া কিরূপে দেশ-সেবার চরম কার্য্য করিয়াছিল, তাহার কাহিনী সবিস্তারে শুনাইত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের নারী গোয়েন্দা 'মাতাহারির' মত

নলিনীকে কেহ বা রূপ ও কলাবিদ্যায় রাজপুরুষদিগের মনোহরণ করিয়া বিপ্লব-সমিতির সভ্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের 'অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও উহা দমন করিবার জন্য তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় বা কার্য্যের সংবাদ আনিয়া দিতে অনুরোধ করিত। এইরূপ প্রসঙ্গে নলিনী লজ্জা পাইয়া কথা ঘুরাইয়া লইত কিংবা বক্তাকে ধমক দিত। তাহাদের প্রস্তাবগুলিতে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখা যাইত কিন্তু নলিনী তাহা ঠিক বুঝিতে পারিত না, দুঃসাহসপূর্ণ কল্পনায় তাহার মন মাতিয়া উঠিত। সে পর্দ্দা প্রথা ও 'দীঘল ঘোমটা নারী' পছন্দ করিত না, 'সতীত্ব' অপেক্ষা 'নারীত্বকে' অর্থাৎ নারীর সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিকে উচ্চ স্থান দিত এবং দেশসেবার ভাবকে সর্ব্বদা বড় করিয়া দেখিত। সর্পের ক্রুর চক্ষুর সম্মোহনে শশক যেমন মুগ্ধ ও নির্জীব হইয়া পড়ে, এই চক্রীদের ষড়যন্ত্রে সে সেইরূপ ক্রমশঃ নানা রকমে জড়াইয়া পড়িতেছিল। সে নারীসুলভ অনুভবের দ্বারা বুঝিত যে বিপ্লবীদের অনেকে তাহাকে কামনা করে। সে ইহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিত না, এবং কোমল অথচ সংযত ব্যবহারের দ্বারা এ বিষয়ে একটা দূরত্ব রক্ষা করিত। নলিনী ইহাদের উপর এমন একটা মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল যে তাহার সামান্য ইচ্ছাকেও ইহারা আজ্ঞা বলিয়া মনে করিত এবং তাহা পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। তাহারা নলিনীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত এবং নলিনীর নিকট তাহাদের আবদারের সীমা ছিল না। বর্ত্তমানে তাহারা বন্দুক ও পিস্তলের ব্যবহার শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল এবং নলিনীকে কিছু অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল।

নলিনী মুকুন্দলালের সঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল। কংগ্রেসে বেকার দলের সংখ্যা ও অর্থসঙ্কটের কথা

উঠিল। মুকুন্দলাল প্রসঙ্গক্রমে নলিনীকে স্বদেশী ডাকাতির দ্বারা' অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা, এবং তাহার উপায় স্বরূপ বিশিষ্ট কর্ম্মী ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ইঙ্গিত করিয়াছিল। নলিনী 'বীরাষ্টমী' দলের মেম্বর ছিল, ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন বুঝিত, কিন্তু অতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিল না। মুকুন্দলালের একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে নাসিরুদ্দিনকে নানা অবৈধ ব্যবসায় সূত্রে জানিত। সে তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে পুলিশ স্বদেশী চুরি ডাকাতি রূপ রাজনৈতিক অপরাধ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চোরাই ব্যবসায়ের উপর নজর রাখিবে না, অতএব স্বদেশী কার্য্যে তাহার সাহায্য করা উচিত। নস্রু সম্মত হইয়াছিল। মুকুন্দলাল মনে করিত, নস্রুর চোরাই পিস্তল ও কার্ত্তুজের কারবার আছে এবং সে সীমান্ত প্রদেশের জাতিগণকে পিস্তল যোগাইয়া বেশ দুই পয়সা লাভ করিতেছে। স্বদেশী চুরি ডাকাতিতে নলিনীর অনুমতি লইয়া কংগ্রেসের টাকা হইতে পিস্তল ক্রয় করাইয়া মুকুন্দলাল মোটা দালালি পাইবার আশা করিতেছিল। এই সকল কারণে সে নস্রুর সঙ্গে নলিনীর আলাপ করাইয়া দিয়াছিল। নলিনী অল্প বয়স ও সাংসারিক জ্ঞানের অভাবে এই দুইজন ভয়ঙ্কর লোককে চিনিতে পারে নাই।

মুকুন্দলাল আর একজনের সঙ্গে নলিনীর আলাপ করাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু সে পুরুষ নহে, এক চীন-রমণী, নাম আ-ময় মেম। ইহাকে উট্‌রাম ঘাটে চীনা রাজদূতের সম্বর্দ্ধনায় দেখা গিয়াছিল। দুর্দ্দান্ত পুরুষগুলি অপেক্ষা এই কোমলা রমণীই নলিনীর বেশী অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। শুনা যায়, আ-ময় মেম বহুকাল হইতে কলিকাতায় মাদক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায় করিতেছে। চীনাপাড়ায় তাহার সুসজ্জিত বাড়ী, গাড়ী ও প্রসারপ্রতিপত্তি ঐ পল্লীবাসীদের সম্ভ্রমের

উদ্রেক করিত। আ-ময় মধ্য বয়সী বিধবা, কিন্তু সে নানারূপ নেশা করিত এবং তাহার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। তাহার সাহস, চতুরতা ও ব্যবসায় বুদ্ধি প্রখর ছিল। সে নারী হইলেও এই চোরাই ব্যবসায়ের জন্য দুর্দ্দান্ত পেশোয়ারী, পাঞ্জাবী, শিখ, হিন্দু ও মুসলমান কারবারীগণের সঙ্গে মিশিতে বাধ্য হইত এবং পুরুষদিগের সহিত সমান তেজে এই বিপদপূর্ণ কারবার চালাইত।

রাজারাম অনুসন্ধান করিতে করিতে সঙ্গোপনে এইরূপ নানা কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিতেন যে নলিনী দেবী বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা হইয়া 'স্বদেশী' কাযে কংগ্রেস সংক্রান্ত বহু বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে মিশিবার পরও পেশোয়ারী প্রভৃতি ভিন্ন জাতির ভিন্ন চরিত্রের স্মাগলারদের সহিত মিশিতে সুরু করিয়াছে। তিনি নলিনীর সদ্বংশ ও উচ্চশিক্ষার জন্য তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে চাহিতেন কিন্তু কুচক্রে ও কুসঙ্গে পড়িয়া তাহার অধঃপতন এবং মারাত্মক অপরাধের দিকে ঝোক দেখিয়া তাঁহার মন বিরূপ হইতেছিল এবং তাহার উপর তাঁহাকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

১২

গোয়েন্দা প্রাপ্তি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর কলিকাতার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত চোরাই মাদক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায় চলে। এই চোরা বাজারের রহস্য আবিষ্কার করা এবং ঠিক সময় বামাল সহ অপরাধীগণকে ধরিয়া ফেলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চুরি ডাকাতি খুন ইত্যাদি পুলিশ কেসে একজন বাদী থাকে, সে নিজের স্বার্থের জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় এবং পুলিশ তাহাদের নির্দ্দেশ মত তদন্ত করিয়া মকদ্দমার কিনারা করে। কিন্তু টাকাজাল, নোটজাল, মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায়ের মামলায় জনসাধারণের প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থহানি হয় না; সেইজন্য কেহ বাদী হইয়া পুলিশকে সংবাদ দেয় না বা ডায়ারী করে না। এই সব কেসে গভর্ণমেণ্টের স্বার্থহানি হয় এবং পুলিশকে ভারতসম্রাটের তরফে বাদী হইয়া অপরাধের তদন্ত করিতে হয়। এই সব মামলায় গোয়েন্দার আবশ্যক হয়। গোয়েন্দাকে স্বার্থের জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় বলিয়া সমাজে তাহার সম্মান নাই; সে রাজদ্বারে সাক্ষ্য দিলেও অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়; কিন্তু রামচন্দ্রের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত গুপ্তচর রাজ্যশাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। পূর্ব্বে জানা গিয়াছে যে এই গুপ্ত লাভজনক মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে গোয়েন্দাগণের অনেক সময় যোগ থাকে এবং তাহাদের কোনরূপ স্বার্থহানির আশঙ্কা থাকিলে তাহারা পুলিশকে এই সব

কেসের কোনরূপ খবর দেয় না। এই জন্য বিশ্বাসী গোয়েন্দা পাওয়া দুষ্কর। দুর্দ্দান্ত কারবারীগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইলে গোয়েন্দার প্রকৃত ভয়ের কারণ আছে। তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের পয়সা খাইয়া তাহাদের কারবারের গুপ্ত সংবাদ জানিয়া পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অধিক লাভের আশায় কর্ত্তৃপক্ষগণকে সংবাদ দিলে কারবারীগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে; তখন গোয়েন্দার প্রাণসংশয় ঘটে। গোয়েন্দার এইরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকায় পুলিশের কাগজপত্রে বা আদালতের মকদ্দমায় তাহার নাম প্রকাশের আইনসঙ্গত নিষেধ আছে বটে, কিন্তু চতুর ব্যবসায়ীগণ তাহার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া এবং গোপনে খোঁজখবর লইয়া প্রকৃত গোয়েন্দা কে তাহা বুঝিয়া লয়; তখনি তাহাকে প্রাণ হাতে করিয়া দিন কাটাইতে হয় অথবা সহর ছাড়িয়া পালাইতে হয়।

সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে অপরাধীগণের একটা গুপ্ত জগৎ আছে যাহাকে পাতাল পুরী (under-world) বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষা, গুণ বা দোষবিভাগ এবং শৃঙ্খলার অভাব নাই। যে, যে অপরাধ করিতে শিক্ষা পাইয়াছে, সে, ধরা পড়িলেও সহজে সেই ব্যবসায় ছাড়ে না। এই নিয়ম প্রায় সকল প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে খাটে। আনাড়ী অপরাধীকে দলের লোক খাতির করে না। বেদে জাতির বালক অল্প বয়স হইতেই চুরি বিদ্যা শিখিতে থাকে। তাহার একটা পরীক্ষা আছে। গাছের উপর পাখীর বাসা, তাহাতে পাখী ডিম পাড়িয়াছে এবং পক্ষী-মাতা উপস্থিত আছে। বালককে গাছে চড়িয়া পক্ষী-মাতার অগোচরে ডিম চুরি করিয়া আনিতে হইবে। কৃতকার্য্য হইলে তবে পরীক্ষায় পাশ হইল। সিঁদেল চোরকে বাড়ীর দেওয়ালে এমন ভাবে সিঁদ কাটিয়া গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হইবে যে

গৃহস্বামী টের না পায়। চোর গর্ত্তের ভিতর মাথা না বাড়াইয়া প্রথমে পা বাড়াইয়া ঢুকিবে। যদি গৃহবাসী তাহার পা ধরিয়া ফেলে তখন বাহিরের সঙ্গীর সাহায্যে পা টানিয়া বাহির করিবে। আবার চোরকে উদ্ধার করিতে না পারিলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া যায় না, কারণ চোর চেনা পড়িলে দলশুদ্ধ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় সঙ্গীগণ গৃহের ভিতরে তাহার লাস ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে তাহার ধড় কাঁটিয়া লইয়া সরিয়া পড়ে, ইহাতে চোর চেনা পড়ে না। কোন পক্ষে আপত্তি করিবার কিছু নাই; ইহাই তাহাদের নিয়ম। 'পেয়ালাতোড়' বা তালাভাঙ্গা চোরকে তালার কল কব্জার জ্ঞান এবং নানা চাবি সংগ্রহ করিতে হয়। কেহ কেহ একরূপ 'সব-খোল' চাবির ব্যবহার অনেক কষ্ট করিয়া শিখে। পরচাবি দিয়া তালা খুলিতে অক্ষম হইলে বা সময়াভাব ঘটিলে তবেই তালা ভাঙ্গিয়া চুরি করে। পকেটমারকে অনেকদিন ধরিয়া ভদ্রলোকের পকেট হাল্কা করিবার বিদ্যা শিখিতে হয়। তাহাদেরও একটা পরীক্ষা আছে। দলের লোকের সম্মুখে তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিয়া—কিছু পরে তাহার পকেট হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে রুমাল বা অন্য কোন জিনিষ উঠাইয়া লইতে পারিলে তবে পরীক্ষা পাশ হয়। পাকা পকেট-মারের অস্ত্র ছুরি কাঁচি নহে, এক ক্ষুরধার কাচের টুকরা মাত্র। উহা দুই আঙ্গুলের মধ্যে লুকাইয়া ধরিয়া এমন ভাবে পকেট কাটা কার্যে ব্যবহার করে যে গরম জামা, শার্ট ও গেঞ্জি কাটিয়া শরীরে আঁচড় লাগিলেও ভদ্রলোক টের পায় না। পকেটমার ও তাহার সঙ্গীগণ ভদ্রবেশী, সন্দেহ করা যায় না, হাতে হাতে তাহারা অতি শীঘ্র বামাল সরাইয়া ফেলে। চোর ধরা পড়িবার পর বামালের জন্য তাহার জামা কাপড় খোঁজা হয়, সেজন্য কোন কোন চোর

তাহার দেহের মধ্যে বামাল লুকাইতে শিখে। তাহারা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিলে তাড়াতাড়ি নোট টাকাকড়ি মুখে পুরিয়া দেয় এবং একটু চিবাইয়া ঢোঁক গিলে, মনে হয় উহা গিলিয়া ফেলিয়া গর্ভসাৎ করিল। কিন্তু তাহা নহে। সে বামাল কসের চোয়াল দিয়া নামাইয়া দিয়া গলার পাশে চামড়ার থলিতে ভরিয়া লয়। সে কসের নীচে একটি ছিদ্র তৈয়ার করিয়াছে, সুতরাং বামাল এই নূতন গলনালিতে চলিয়া যায়। ইহা একটি কষ্টদায়ক বহুদিনব্যাপী প্রক্রিয়া। প্রথমে ছিদ্র ছোট থাকে এবং তাহার নীচের চামড়া টান থাকে, কিন্তু ক্ষারক রসায়ন দ্রব্যের দ্বারা ছিদ্র বড় করিয়া নুড়ি পুরিয়া গলার চামড়া শিথিল ও বড় করিয়া এই দ্বিতীয় গলনালি প্রস্তুত করে। এইরূপে মুখের এবং গলার ভিতর অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘা থাকে এবং ক্রমাগত নুড়ির চালনায় কষ্ট পাইতে থাকে; কিন্তু শেষে ঘা শুকাইয়া গিয়া, উষ্ট্রের গলায় জল রাখিবার আধারের মত এই দ্বিতীয় গলনালির সৃষ্টি হয়। চোরের এইরূপ গলনালিতে পোনের ষোল খানি মোহর ধরিতে দেখা গিয়াছে। জুয়াচুরির মধ্যে এলাচি বা চীনা গুটীর জুয়াখেলা এক চমৎকার বিদ্যা। ইহাতে সাজ সজ্জা, রাজা মন্ত্রী কোটাল বণিক প্রভৃতি লইয়া একটি চূড়ান্ত অভিনয় হয়। ইহা একটা মজার আর্ট, দেখিবার ও শিখিবার জিনিস। নোট জাল বিদ্যাও অল্প শিক্ষাসাপেক্ষ নহে এবং জাল নোট বাজারে কাটাইতে কম মস্তিষ্কের ব্যবহার হয় না। একজন খ্যাতনামা আর্টিষ্ট সুন্দর হাফটোন ব্লকের কার্য্য করিতেন। শিল্পীর কষ্টসাধ্য কার্য্যে তাড়াতাড়ি বড়লোক হইতে না পারায় তিনি কারেন্সী নোট জাল করিতে গিয়া একাধিকবার ধরা পড়েন এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিষপ্রয়োগকারী (poisoners) অপহরণের জন্য

কেবল বিষ ব্যবহার করে। আফিম কেসের আসামী বারবার আফিম কেসেই ধরা পড়ে। যে যে-অপকর্ম্মে পটু সে সেই অপকর্ম্মই করে। সকল শ্রেণীর অপরাধের মধ্যেই একটি ধারাবাহিক ভাব ও গুপ্ত শৃঙ্খলা আছে। রাজারাম বুঝিলেন, মাদক ব্যবসায়ের নিগূঢ় লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে।

এদিকে কর্ত্তৃপক্ষ রাজারামকে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া কোন কারবারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

রাজারাম দেখিলেন, কারবারীগণ প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করে এবং পুলিশকে দেখাইবার জন্য একটা না একটা প্রকাশ্য রোজগার রাখিয়াছে। ইহাদিগকে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত আইনে ধরিতে হইলে ইহাদিগের অধিকারে বামাল পাওয়া চাই; কিন্তু কারবারীগণ এত সাবধান যে তাহাদিগকে বামাল সহ হাতে নাতে ধরা অতি কঠিন। ডাকঘরে, রেল ষ্টেশনে, সিটি পার্শেল ডেলিভারি আফিসে আফিম ও চরস আসে এবং কেবল ঐ মালগুলি মাত্র ধরিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে পারিলেও সরকারের কিছু কায হয়। ইতিপূর্ব্বে রাজারাম কারবারীদের সাহায্য লইয়া কেস সংগ্রহ করা উচিত মনে করেন নাই, সুতরাং সে দিক দিয়াও গেলেন না।

রাজারাম বহু গুপ্তচর লাগাইয়া নানারূপ সন্ধান লইলেও এ পর্য্যন্ত তিনটি মাত্র নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দার পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা কারবারীদের সঙ্গে অল্পবিস্তর লিপ্ত ছিল, নহিলে তাহাদের ঠিক সন্ধান দেওয়া সম্ভব হইত না। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, নাম নকুড়চন্দ্র নাগ। নিম্নলিখিত ঘটনা সম্পর্কে রাজারামের সহিত নকুড়ের পরিচয় ঘটে।

কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে নকুড়ের বাড়ী। সে বিপত্নীক, বয়স

পঁয়তাল্লিশ বৎসর ; ই. আই. রেলওয়েতে চাকরি করে। ঐ পল্লীতে নব রাহা নামে এক ধনী ভূসিমালের সওদাগর, রাধা নামে এক গোয়ালিনীকে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ আশ্রয়ে অবিদ্যা রূপে রাখিয়াছিল এবং তাহাকে অনেক গহনাপত্র দিয়াছিল। নকুড়ের নাম রোমাণ্টিক না হইলেও সে সুপুরুষ, রাধা তাহাকে গোপনে কৃপা করে। নব রাহা ইহা জানিতে পারিয়া গহনাগাঁটি কাড়িয়া লইয়া রাধাকে তাড়াইয়া দেয়। রাধা তখন একখানি ঘর ভাড়া করিয়া নকুড়ের রক্ষিতা রূপে বাস করিতে থাকে। নব ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এক ষড়যন্ত্র করে। তাহার ফলে পুলিশ রাধার ঘর খানাতল্লাস করে এবং তাহার বিছানার নীচে এক শিশি কোকেন পায়। রাধা তখন গ্রেপ্তার হয় এবং এই মামলা তদারকের ভার রাজারামের উপর পড়ে। রাজারামের প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। নকুড় রাজারামের সঙ্গে দেখা করিয়া ভিতরের সব খবর অকপটে বলিয়া দেয় এবং ন্যায় বিচারের জন্য রাজারামের সাহায্য ভিক্ষা করে। অপর পক্ষে নবর লোক মামলা কোর্টে চালান দিবার জন্য ধরিয়া বসে। এইরূপ মামলায় রাধার জেল হইবার সম্ভাবনা ছিল। রাজারাম অনুসন্ধান সূত্রে জানিতে পারেন যে নকুড় বেলুড় রেল-ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারের কায করে এবং রাধার ব্যয়ভূষণের জন্য স্মাগলারদের সঙ্গে নকুড় ভাব করিয়াছে। রাজারাম মকদ্দমাটি যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজারাম নকুড়ের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন। নকুড় প্রতিজ্ঞা করিল যে রাজারাম রাধাকে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলে নকুড় রাজারামকে একটি ভাল আফিম কেসের সন্ধান দিবে। রাজারাম অবশ্য এই গোয়েন্দার কার্য্যের জন্য নকুড়ের উপযুক্ত পুরস্কারের

ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজারামের রিপোর্টে রাধা গোয়ালিনী মুক্তি পাইল। পরে রাজারাম বারবার নকুড়কে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া কেস দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। নকুড় প্রতিবার এক জবাব দিল—আপনি তাড়া দিবেন না, আমি কেস দিব; কিন্তু ছোটখাট কাযে হাত দিব না। একটা বড় রুই-কাৎলা চারে আসিলে তবে খবর দিব। নকুড় বয়োজ্যেষ্ঠ ও রাশভারি লোক; রাজারাম তাহার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

রাজারাম অপর যে দুই জন গোয়েন্দার সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাদের নাম ইসমাইল ও আবদুল সাঁই। দুই জনই পশ্চিমা মুসলমান। প্রথমটি দাগী জেলফেরৎ—আফিম কেসের আসামী; দ্বিতীয়টি পুলিশের নামকাটা সেপাই। রাজারাম ইহাদের নিকট হইতে অনেক বিলম্বে কেস পান।

১৩

আমীর বক্সের মকদ্দমা

একদিন বৈকালে রাজারাম আফিসে গিয়া শুনিলেন যে বড় সাহেব তাঁহাকে আফিসে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। একটু পরেই টেলিফোনে তাঁহার ডাক পড়িল।

"হ্যালো, ইন্স্পেক্টর রাজারাম বাবু আছেন?"

"আমি রাজারাম, স্যর।"

"আপনি একখানা ট্যাক্সি ধরিয়া শীঘ্র—নং জান বাজার গলিতে আমীর বক্সের বাড়ীতে আসুন। আমরা লালবাজার হইতে পুলিশ ফোর্স লইয়া ঐ বাড়ী ঘেরাও করিতে যাইতেছি। দুইটা টর্চ্চ লইয়া আসিবেন।"

রাজারাম টেলিফোন ছাড়িয়া আলো দুইটা লইয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিলেন।

জানবাজারের মোড়ে পৌঁছিয়া রাজারাম অগ্রগামী পুলিশের মোটরের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং সহযোগীদের সঙ্গে নামিয়া ছোট একটি গলির মধ্যে ঢুকিলেন। তাঁহারা একটি সুসজ্জিত দ্বিতল বাড়ী ঘেরাও করিলেন। বড় সাহেব মুফ্তি পোষাকে ছিলেন, তিনি ইউনিফরমবিহীন একজন ইন্সপেক্টর ও একজন সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে লইয়া ফটক খুলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ষাট বৎসর বয়স্ক, দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত গৌরবর্ণ স্থূলকায় এক ব্যক্তি, সাদা মসলিনের ঢিলা পায়জামা ও কোর্ত্তা পরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে

নামিতে বলিল, আপনারা কে? আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে চিনি না। আমি আত্মরক্ষার্থে গুলী করিব।—সঙ্গে সঙ্গে একটি ছয়ঘরা রিভলভার বাহির করিয়া বাগাইয়া ধরিল। তাহার পিছনে গুণ্ডার মত চেহারা দুইটা পশ্চিমা লোক আসিয়া দাঁড়াইল।

বড় সাহেবের ইশারায় সার্জেণ্ট দ্রুতগতি উঠিয়া গিয়া তাহার কব্জিতে লাঠির আঘাত করিল। রিভলভার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া আওয়াজ হইয়া গেল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলী কাহাকেও আঘাত করিল না। বৃদ্ধ আমীর বক্স ও বাড়ীর অন্য লোকদিগকে শীঘ্র বন্দী করা হইল।

পুলিশ দস্তুরমত খানাতল্লাস আরম্ভ করিল। তদন্তে জানা গেল আমীর বক্স রিভলভারের লাইসেন্স লইয়াছে। "এইরূপ দুর্দ্দান্ত লোককে লাইসেন্স দেওয়া উচিত হয় নাই"—বলিয়া সাহেব রিভলভার ও লাইসেন্স কাড়িয়া লইলেন। তল্লাস করিয়া কোন মাদক দ্রব্য পাওয়া গেল না; কেবল একটা টেবিলের উপর কোকেনের মত দেখিতে একটু সাদা গুঁড়া পাওয়া গেল। অনেকে হতাশ হইল।

পরে বুঝা গেল যে সাহেব এই রাঘব বোয়ালটিকে ঠিক গাঁথিয়াছেন।

তদন্তের সময় সাহেবের গোয়েন্দা বলিল যে সে সাহেবের প্রদত্ত কারেন্সী নোট দিয়া আমীর বক্সের নিকট হইতে তিন দিনে তিন লেফাফা বা তিন আউন্স কোকেন—১৫০৲ টাকা আউন্স হিসাবে ৪৫০৲ দিয়া ক্রয় করিয়াছে। সে বলিল যে পূর্ব্বের দুই দিনের কোকেন সাহেবের নিকট জমা দিয়াছে এবং সে ঐ দিনে ক্রীত একটি লেফাফা প্রমাণ স্বরূপ বাহির করিয়া দেখাইল এবং বিধিমতে

আমীর বক্সকে সনাক্ত করিল। অতি সতর্ক ভাবে খানাতল্লাসের ফলে দ্বিতলস্থিত বৈঠকখানা ঘরে একটা কৌচের গদীর ফাঁকে লুক্কায়িত একতাড়া নোট পাওয়া গেল। সাহেব তখন তাঁহার নোট-বহির ভিতর হইতে সযত্নে একখানি স্লিপ্ বাহির করিলেন; তাহাতে কয়েকটি নম্বর লেখা ছিল। সেই নম্বরগুলির সহিত নোটের নম্বর মিলিয়া গেল।

আমীরের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। সাহেব প্রথম হইতেই সেখানে লোক মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে তিনি নিজে গিয়া রিসিভার ধরিলেন। সাহেব ইংরাজীতে জবাব দিলেন,—"হাঁ, আমীর সাহেব আছেন। আপনি কোথা হইতে কথা বলিতেছেন?...

না, এখানে ত কোন পুলিশ আসে নাই।...যা হোক, আমি এখনি মালিককে সতর্ক করিয়া দিতেছি। আর কোন কথা আছে...নাই?... ধন্যবাদ।"

সাহেব রিসিভার রাখিয়া রাজারামকে এক প্রান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, লোকটা আমীর বক্সের কোন ফিরিঙ্গি বন্ধু; আমীরকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল। নাম বলিল, জ্যাকব এজরা; বাড়ীর ঠিকানা বলিল না। আপনি লোকটাকে জানেন?

রাজা। মিঃ এজরার বাড়ী আমি জানি। সে আমীরের লিজ্ লওয়া এডওয়ার্ড কোর্টের ম্যানেজার। সেখানে তাহার পৃথক কোয়ার্টার আছে।

সাহেব। ধন্যবাদ। আপনি একটা দরকারী খবর দিয়াছেন। এখানে আমীরের গুদাম নাই দেখিতেছি; সম্ভবতঃ এজরার কোয়ার্টারে আছে। আপনি শীঘ্র জনকতক লোক লইয়া এজরার বাড়ীতে গিয়া খানাতল্লাস করুন। কিন্তু সে এত শীঘ্র আমাদের এখানে আসার

বিষয়ে কি করিয়া সন্দেহ করিল? হয়ত সে নিজেও ইতিমধ্যে সাবধান হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি শীঘ্র ট্যাক্সি লইয়া যান; আপনার খবর কোন কাযে লাগে কি না দেখা যাউক।

রাজারাম লোকজন লইয়া অতি দ্রুত মিঃ এজ্রারার বাড়ী গেলেন। তিনি ভিতরে ছিলেন, বাহিরে আসিয়া রাজারাম ও তাঁহার দলবলকে দেখিলেন। রাজারাম আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে তিনি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি বাধা দিব না। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে; আমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত, আপনারা গোলমাল করিবেন না। দুইজন মাত্র অফিসার ভিতরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে সব দেখিতে পারেন।

রাজারাম রাজি হইলেন। একজন মাত্র সহযোগী ও দুইজন সাক্ষী লইয়া বাড়ী খানাতল্লাস করিলেন। ঘরগুলি বহুমূল্য আসবাবে পরিপূর্ণ। বসিবার ঘরে টেলিফোন ছিল; রাজারাম লক্ষ্য করিলেন, নীল টেলিফোন কার্ডে আমীর বক্স ও অন্য কারবারীর টেলিফোন নম্বর রহিয়াছে। শয্যাগৃহে মিঃ এজরা আগে ঢুকিয়া মমতাপূর্ণ স্বরে 'সোফি!' বলিয়া তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে ডাকিলেন। এক পরমাসুন্দরী রমণী চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন; তিনি একবার আয়ত লোচন খুলিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই, বোধ হয় রোগের ঘোরে, চক্ষু বুজিয়া সোফায় পড়িয়া রহিলেন। মিঃ এজরা সযত্নে তাঁহার গাত্রাবরণ টানিয়া দিলেন। রাজারাম সতর্ক ভাবে গৃহের সকল স্থান খুঁজিলেন, লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিলেন। পরে গোসলখানা, বাবুর্চিখানা ও খানসামার ঘরগুলি খুঁজিলেন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে কোথাও মাদক দ্রব্যের সন্ধান পাইলেন না।

রাজারাম ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে সকল কথা

বলিলেন। সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোক বলিয়া মর্য্যাদা দিতে হয় কিন্তু মিসেস্ এজরা সত্যই রুগ্না কিনা আমাদের তাহা জানা উচিত ছিল। এজরার নিকট কৌশলে ডাক্তারের নাম বা পেস্ক্রিপশন দেখিতে চাহিলে ব্যাপারটা কতক বুঝা যাইত। এজরার স্ত্রী যে সোফায় শুইয়াছিল তাহা পরীক্ষা করা হয় নাই। আমীরের বৈঠকখানায় সোফার মধ্যে কিন্তু নম্বরী নোটের তাড়া পাওয়া গিয়াছিল।

রাজা। আমি বিষম ভুল করিয়াছি। আমি ভবিষ্যতে আরও সাবধান হইব।—রাজারাম লজ্জিত হইয়াছিলেন। সাহেব সন্দেহ করায় হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে মেমটিকে নস্কর সঙ্গে দেখিয়াছিলেন।

সাহেব বলিলেন, হাঁ, ভুল হইয়াছে। ঘটনাস্থলে চট্ করিয়া কোন মৎলব বাহির করিয়া কায করা ভারি শক্ত। তবে এই কারবারীরা অতি চতুর, এবং পুলিশকে সব ব্যাপারই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হইবে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমীরের মত বড় ব্যাপারীর নিশ্চয় কোথাও বড় গুদাম আছে, আমরা তাহার সন্ধান পাইলাম না। এডওয়ার্ড কোর্টের অসংখ্য কুঠরির কোন গুপ্ত কামরায় গুদাম করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই কেসে আমীরের কোকেন বিক্রয়ের অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহাতেই বোধ হয় সে জব্দ হইবে। পুলিশ তাহার বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়াছিল, চরিত্র সম্বন্ধে সকল খবর না পাইয়াই রিভলভারের লাইসেন্স দিয়াছিল; তাহার রিভলভার ও লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হইবে।

আমীর বক্স বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বড় কৌশলী ও উকিল নিযুক্ত করিল এবং বহুকাল ধরিয়া পুলিশ কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা

লড়িল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে কারাবাস ও অর্থদণ্ড হইতে রক্ষা পাইল না। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে পোনের বৎসর পূর্ব্বে আমীর একবার এইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; পুলিশ অনেক খোঁজ করিয়া পুরাতন নথিপত্র বাহির করিয়াছিল। আমীর দাগী আসামী প্রমাণিত হওয়ায় এবার তাহার দীর্ঘ কারাদণ্ড হইল।

আমীর কারাগারে গেলে মিঃ এজরা তাহার কাযকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। আমীর বৃদ্ধ হইয়াছিল, জেলে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে; জেল হইতে ফিরিয়া আর সে কাযকর্ম্মে তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। সে অল্পে অল্পে কারবার গুটাইয়া কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। কারবার সূত্রে নস্কর সহিত মিঃ এজরার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল। শুনা যায়, মিঃ এজরা পরে নস্কর দলে যোগ দিয়াছিলেন।

১৪

চীনা মেমের বৈঠকখানা

রাজারাম চীনাপাড়ায় আ-ময় মেমের সান ইয়াং-সেন ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে গুপ্তচর লাগাইয়াছিলেন। সে এক হিন্দুস্থানী ফুটফুটে চেহারার ছোকরা, নাম নুনু পাঁড়ে। সে চেষ্টা করিয়া চীনা মেমের নূতন 'বেবি অষ্টিন' গাড়ীর ক্লীনারের কাযে নিযুক্ত হইয়াছিল। গাড়ীখানা আ-ময়ের বাড়ীর নীচে গ্যারেজে থাকিত; সেইখানেই নুনু পাঁড়ের আস্তানা জুটিয়াছিল। আ-ময় নিজে গাড়ী চালাইতে জানিত এবং অল্প দিনের মধ্যে ক্লীনারকেও গাড়ী চালাইতে শিখাইয়াছিল। এক চীনা যুবক ড্রাইভারের কায করিত। মাঝে মাঝে কেরামৎ নামে এক সুদক্ষ চালক আ-ময়কে লইয়া দূরের পাড়ি দিয়া আসিত। কেরামৎ আ-ময়ের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল।

নুনু পাঁড়ে খুব চালাকচতুর ছোকরা। সে আ-ময়ের বাড়ীতে সর্ব্বদা চক্ষু ও কর্ণ সজাগ রাখিত। বাড়ীর অনেকগুলি ঘরে তাহার গতিবিধি ছিল। সে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও বড় যাইত না; কেবল মাঝে মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজারামের নিকট খবরাখবর করিত।

রাজারাম পাঁড়ের কাছে জানিতে পারিলেন যে য়ুরোপীয়, চীনা এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় লস্করগণ আ-ময়ের বাড়ীতে স্যুট্‌কেশ ও ব্যাগ লইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করে। নজ্রু পেশোয়ারীও কখন কখন ফিরিঙ্গি মেম লইয়া আ-ময়ের বাড়ীতে আসে এবং খানাপিনা করিয়া চলিয়া যায়। চীনা কারবারী ছাই-ফি ও ওয়াং-থেন আ-ময়ের বাড়ীতে 'মাজুন' (চীনা জুয়া) খেলে ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে। মুকুন্দলা

নলিনীকে আ-ময়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়াছে এবং উভয়ে আসা যাঁওয়া করিতেছে। মিঃ এজরা তাঁহার রুগ্না মেম সোফিয়াকে লইয়া প্রায় বেড়াইতে আসেন। ইঁহারা কখন কখন সখ করিয়া স্থানীয় ন্যান্‌কিন্ হোটেলে খানাপিনা করেন এবং চীনা চণ্ডুখানা বা কোকেনের আড্ডাগুলিতে বেড়াইতে যান। পাঁড়ে বাড়ীর মধ্যে প্রায় হট্টগোল শুনিতে পায় এবং আ-ময়ের বিহ্বল কলকণ্ঠে বুঝিতে পারে যে গৃহকর্ত্রী নেশায় বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেছে।

একদিনের ঘটনা পাঁড়ে বিশদ ভাবে বলিল।

সন্ধ্যাকাল; আ-ময় বাড়ীতেই আছে। নলিনী, মিসেস্ এজরা, মুকুন্দলাল ও মিঃ এজরা বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। মুকুন্দলাল ও মিঃ এজরা আলাপ করিতে করিতে বাহিরে গেল। নলিনীও উঠিতেছিল, কিন্তু আ-ময় তাহাকে সযত্নে টানিয়া বসাইল। আ-ময় চীনা চা (green tea) ও কেক আনাইয়া মিসেস্ এজরা ও নলিনীকে খাইতে জিদ করিল। চীনা চায়ে দুধ ও চিনি থাকে না। ইহার রং সবুজ, আস্বাদ তিক্ত, কিন্তু ইহা অবসাদনাশক ও সুগন্ধে ভরপুর। আ-ময়ও তাহাদের সঙ্গে পেয়ালা ধরিল। চা পানে তাহাদের দেহের জড়তা কাটিল এবং মন প্রফুল্ল হইল। তারপর আ-ময় সিগারেট ধরাইল। নলিনী সারাদিন বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া ক্লান্ত ছিল; সেও লঘু আমোদ প্রমোদে যোগ দিল। সে চীনাদের আচার ব্যবহার ও দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিতে চাহিলে আ-ময়, নলিনী ও ইহুদী মেমকে লইয়া, চীনা হোটেল, কিউরিয়স্ শপ্, জুয়া ঘর, চণ্ডু ও কোকেনের আড্ডাও নেশাখোরদিগকে দেখাইয়া দিল। জুয়া, কোকেন ও চণ্ডুর আড্ডাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। নলিনী পীত জাতির এই বিচিত্র অনুষ্ঠানগুলি দেখিয়া আকৃষ্ট হইল এবং

যথেষ্ট কৌতুক ও আমোদ উপভোগ করিল। ফিরিয়া আসিয়া নলিনী আ-ময়ের নিকটে প্রসঙ্গক্রমে চণ্ডু ও কোকেনের নেশা বৈজ্ঞানিক ভাবে দেহ মন ও মস্তিষ্কে কিরূপ ক্রিয়া করে তাহা জানিতে চাহিল। আ-ময় যথাসাধ্য উত্তর দিল। পরে ইহুদী মেমের দিকে একটা ইসারা করিয়া নলিনীকে বলিল, "সোফিয়া এজরা ভাল হাত দেখিতে জানে; উহার নিকটে তোমার ভবিষ্যৎ গণনা করাইয়া লও।" নলিনী কৌতূহলী হইয়া ইহুদী মেমের কোচে গিয়া বসিল এবং ব্লাউসের হাতা গুটাইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল। ইহুদী মেম একবার আ-ময়ের দিকে চোখ তুলিল; আ-ময় একটা সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিল। ইহুদী মেম এক হাতে নলিনীর হাতখানি ধরিয়া কররেখা দেখিতে লাগিল এবং অন্য হাত তাহার জ্যাকেটের পকেটে একবার দিয়াই বাহির করিয়া লইল। তাহার মদালস চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হঠাৎ নলিনী মণিবন্ধে মৌমাছির হুল ফুটার মত একটা ব্যথা বোধ করিল এবং পরক্ষণেই সে "উহুঃ" বলিয়া তাহার হাত টানিয়া লইল। আ-ময় হাসিয়া বলিল, "ও কিছু নয়, একটা পিঁপড়া কামড়াইয়াছে, এখনি সারিয়া যাইবে।" ইহুদী রমণী সেই হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "নলিনীর হাত বেশ পরিষ্কার। এখনি উহার মনও বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।" নলিনী বুঝিয়াছিল যে ইহুদী মেম সূচ্যগ্র সিরিঞ্জ্ দিয়া তাহার মণিবন্ধে ইঞ্জেকসন করিল কিন্তু কি বস্তু দিল তাহা জানিতে পারিল না। প্রথমে সে দেহমধ্যে একটা জড়তা অনুভব করিল কিন্তু ক্রমশঃ সে ভাব দূর হইয়া গেল এবং সে পূর্ব্বের মত স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইল। আ-ময় বলিল, "মিসেস এজরা তোমাকে 'সাদার' নেশায় বিলাতী প্রথা মত দীক্ষিত করিয়াছে। এদেশের পান ও চুণের অনুপানের সঙ্গে কোকেনের পুরিয়া চাটিয়া



"নলিনীর হাত পরিষ্কার···মনও পরিষ্কার হইয়া যাইবে"

খাওয়া এক জঘন্য প্রথা; আমি ঐ নোংরামো দুচক্ষে দেখিতে পারি না।" নলিনী কোকেন ইঞ্জেকসনের কথা শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল না; সঙ্গদোষে তাহার মনে নষ্টামী বুদ্ধি জাগিল। সে নিজের দেহে স্পষ্ট ভাবে কোকেনের ক্রিয়া অনুভব করিতে ব্যস্ত হইল; তাহার দেহে 'সাদা শয়তান' প্রবেশ করিল। এই দুষ্ট কৌতূহল ও অন্যায় সাহসের কি বিষময় ফল তখন তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না।

নলিনী আ-ময়ের বাড়ীতে অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে যাতায়াত করিতে লাগিল। সেখানে নস্রুকে দেখিতে পাইল এবং তাহার সঙ্গেও কথা চালাইল। নলিনী ছাই-ফি ও বুড়া ওয়াং-থেনের সঙ্গে পরিচিত হইল। ওয়াং-থেনের পুত্র ফুকশিনের সঙ্গেও তাহার আলাপ হইল। কিন্তু অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্য শীঘ্র সফল হইল না।

অবৈধ-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ, শিক্ষিতা বাঙ্গালী দেশসেবিকা নলিনীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। তাহারা মাদক ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আইন কানুনের জন্য অবশ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ঘৃণা করিত এবং তাহাদের মধ্যে কেহ গ্রেপ্তার হইলে, বা তাহাদের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ধরা পড়িয়া বাজেয়াপ্ত হইলে, তাহারা সকলেই গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশ কামনা করিত। কিন্তু স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা ব্যসনাসক্ত স্মাগলারগণ, স্বার্থত্যাগিনী সহৃদয়া স্বাধীনতাভিলাষিণী নলিনীকে বিশ্বাস করিতে পারিত না। চতুর ব্যবসায়ীগণ তবু কোনরূপে নলিনীকে করায়ত্ত করিতে চাহিল। উর্ব্বরমস্তিষ্ক কারবারীসঙ্ঘ অল্পবয়স্কা সংসারজ্ঞানহীনা নারীর বিরুদ্ধে শয়তানী ষড়যন্ত্র করিল। কারবারীগণের লোকচরিত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল এবং তাহাদিগের পণ্য-দ্রব্যের মহিমা ভালরূপ জানিত। তাহারা জানিত, মহাবীর সীজার হইতে সামান্য মানুষ পর্য্যন্ত কিরূপ মাদক দ্রব্যের মায়াজালে বলহীন

হইয়া পড়ে; দ্বাপর যুগে বলরাম কিরূপ প্রমত্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যদুকুলে সুরার স্রোত বহাইয়াছিলেন, অভিজাত বংশীয় যদুনারীগণ কিরূপ অনার্য্য পুরুষের আলিঙ্গন গ্রহণ করিয়া রক্তের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিল এবং এই উৎকট দানবীয় নেশা কিরূপ যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। তাহারা বুঝিত যে বিশালকায় হস্তী হইতে ক্ষুদ্র মূষিককে পর্য্যন্ত মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অক্লেশে বশ করা যায়। তাহারা স্থির করিল যে নলিনীকে কোনরূপে একটা নেশায় আকৃষ্ট করিতে পারিলে ক্রমশঃ তাহার চরিত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, সে তাহাদের বশীভূত হইবে। তখন আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহারা কংগ্রেস সংক্রান্ত অনেক টাকা হস্তগত করিবে। এই চক্রান্তের ফলে আ-ময় নলিনীকে চীনা চায়ের (green tea) সঙ্গে গোপনে কোকেন বা আফিমের আরক মিশাইয়া খাইতে দিতেছিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঘনিষ্টতা জন্মিলে মিসেস্ এজরা প্রকাশ্যভাবে নলিনীর মণিবন্ধে কোকেনের ইঞ্জেকসন দিয়াছিল। নলিনীর দেহ মনে অজ্ঞাতসারে নারকটিক (narcotic) বিষের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং সে প্রতিদিন বৈকাল বেলা এক অব্যক্ত কারণে আ-ময়ের বাড়ীর দিকে আকর্ষণ বোধ করিত। মুকুন্দলাল অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল এবং সে নলিনীকে রোজ আ-ময়ের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিত। আ-ময়ের চীনা চায়ের বৈঠকে নলিনীর এতটা টান জন্মিয়াছিল যে মুকুন্দলালকে সঙ্গীরূপে না পাইলেও সে ড্রাইভার ও বন্ধু নিরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া নিজের মোটরে একবার অল্পক্ষণের জন্যও এই আড্ডা ঘুরিয়া যাইত। মিসেস্ এজরা তাহার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলিয়া নলিনীকে ক্রমশঃ তাহার হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ ও কোকেনের অ্যাম্পিউল (আরক-ভরা ছোট ফুঁকা শিশি) দেখাইয়াছিল

এবং 'অ্যাম্পিউল ভাঙ্গিয়া দ্রব পদার্থ সিরিঞ্জে ভরিয়া কিরূপে ইঞ্জেকসন দিতে হয় তাহা নিজ দেহে ও আ-ময়ের শরীরে সিরিঞ্জ ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। ক্রমশঃ নলিনী নিজে মিসেস্ এজরার কাছে নিয়মিত ইঞ্জেকসন লইতে লাগিল এবং নিজ দেহে অন্যের সাহায্য ব্যতীত কিরূপে ইঞ্জেকসন লইতে হয় তাহাও শিখিল। এইরূপে এক সর্ব্বনেশে নেশার কবলে পড়িয়া নলিনী মনের দৃঢ়তা হারাইতেছিল এবং সকল রকমে তাহার দেহ ও মনের ধ্বংসের সূত্রপাত হইতেছিল। মিসেস্ এজরা কোকেনে নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু নক্স তাহার সহিত অন্তরঙ্গ-ভাবে ঠাট্টা তামাসা করিলেও তাহাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বড় মিশিতে দেখা যাইত না। আ-ময়ের কোন নেশা জানিতে বাকি ছিল না তবে রাত্রিকালে বহুমূল্য ফরাসী মদই তাহাকে বিহ্বল করিত। চরিত্র সম্বন্ধে এই গৌরবর্ণা বিধবা নিরঙ্কুশ ছিল এবং তাহার মত্ত অবস্থায় এ দেশীয় পুরুষগণ পর্য্যন্ত তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিত। তাহার স্বভাবের এই দুর্ব্বলতা তাহাকে গুপ্ত ব্যবসায়ী সমাজে আদরণীয় করিয়াছিল; কিন্তু রাত্রির সম্বন্ধ সে দিবাকালে ভুলিয়া যাইত। ব্যবসায়ী মহলে প্রিয় এই চীনা রমণী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে নিজ ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল ব্যাপার বুঝিত এবং অন্য ব্যাপারীদের নিকট হইতে পুরাদস্তুর নিজ পাওনাগণ্ডা আদায় করিয়া লইত।

নলিনী আ-ময়ের বাড়ীতে সহজ ভাবে চলা ফেরা করিলেও তখনও বাড়ীর পিছনের অংশ দেখে নাই। মিসেস্ এজরা এই দিকটার private chambers বা 'খাস মহল' নাম দিয়াছিল। পরে এই স্বর্গ বা নরক দর্শন নলিনীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

১৫

রাজারামের গৃহ

একটা বড় পর্ব্ব উপলক্ষে কয়দিনের ছুটিতে আফিস ও কোর্ট বন্ধ ছিল। রাজারাম বৈকাল বেলায় কিছুক্ষণ মূলারের একসার্সাইজ (ব্যায়াম) করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে আসবাব পত্র বিরল, তথাপি টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে একখানি আরাম-কেদারা, এক আলমারী বই এবং দেশী কায়দায় তক্তাপোষের উপর একটি ফরাস বিছানার ব্যবস্থা ছিল।

রাজারাম ঢালা বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলায় ধূমপান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নেশার মধ্যে এক তামাক ছিল; বাড়ীতে গুড়গুড়ি এবং কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে থাকিলে বর্ম্মা চুরুট ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই সামান্য নেশাটিতেও তাঁহার বাড়ীতে সদর-অন্দর ভেদ ছিল; কারণ তাঁহার স্ত্রী সুষমাসুন্দরী তামাকের গন্ধ একেবারে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না এবং গুড়গুড়ি হুঁকা কলিকার দৃশ্য দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজারামের পক্ষেও একটা মহৎ দোষ ঘটিয়াছিল; তিনি অসাবধানে বা অন্যমনস্কভাবে ধূমপান করিতে করিতে দুই একবার তামাক বা চুরুটের আগুনে গৃহিণীর সখের জাজিম ও তাঁহার নামলেখা সরু কাটীর মাদুর পুড়াইয়াছিলেন। রাজারাম পারতপক্ষে বাড়ীর ভিতরে তামাক খাইতেন না এবং ফলে নানা কাযকর্ম্মের মধ্যে বেশী সময় বাহিরের ঘরে কাটাইয়া দিতেন। ইদানীং সুষমা

থিয়েটারে গিয়া 'মা' নাটকের একটি স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় অভিনেত্রী চারুশীলার উচ্চকণ্ঠে নিপুণ ব্যঙ্গোক্তি 'তা-মা-ক'! 'তা-মা-ক'! শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। রাজারাম বৈঠকখানায় থাকিলে সুষমা গৃহকর্ম্মের মধ্যে—মানুষটা বাড়ীতে আছে কিন্তু সাড়াশব্দ নাই কেন—দেখিবার জন্য বাহিরের ঘরে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া যাইতেন। রাজারাম তাহা টের পাইতেন। যদিও পরিণত বয়সে ঠিক প্রণয়ের চাঞ্চল্য বোধ করিতেন না, তথাপি গৃহিণীর খবর লওয়ার ধরণ দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ কৌতুক ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। তাঁহার একটিমাত্র কন্যা—সম্প্রতি সৎপাত্রে তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

ছুটির জন্য রাজারাম একটা নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করিতেছিলেন। ফৌজদারী বালাখানার মিঠেকড়া তামাক অগুরু ধূপের মত পুড়িয়া মিষ্ট গন্ধ বাহির করিতেছিল এবং তাহার তরল ও উষ্ণ ধূম আলবোলার গর্ভস্থিত শীতল জলে স্নিগ্ধ হইয়া শটকার মধ্য দিয়া রাজারামের মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছিল এবং পরে মুখ ও নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া যাইতেছিল। এই ধূমপানের ফলে তিনি মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা মৃদু উত্তেজনা অনুভব করিতেছিলেন ও তাঁহার চোখে একটা অলস তন্দ্রার ভাব ঘনাইয়া আসিতেছিল। তিনি কখন কখন এই অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার মকদ্দমা ঘটিত জটিল সমস্যায় নিমগ্ন হইয়া তাহার সমাধানের জন্য চিত্তের তরল অবস্থাটাকে আলোড়িত করিতেন—ধ্যানধারণায় নূতন গঠন দিয়া, নূতন আলোকপাত করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিতেন। তিনি কখনও বা চাকরির বিষয়-বস্তুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারের আবহমান বিচিত্র ঘটনাবলীর একটা দার্শনিক ব্যাখ্যার চেষ্টায় অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করিতেন—সমগ্রভাবে

জাগতিক ব্যাপার বুঝিবার আগ্রহ বাড়িত এবং চিত্তের এই সজ্ঞান ও নিরপেক্ষ অবস্থায় একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও বৈরাগ্য অনুভব করিতেন। বর্ত্তমানে রাজারাম এই কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মধুর অবসরটির বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার তাম্রকূটাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে এই ভাবটিই অনুরণিত হইতেছিল যে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মচেষ্টায় শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে; তখন কর্ম্মের ক্ষণিক ছেদ বা বিরতিই সেই কর্ম্মধারাকে বাঁচাইবার প্রকৃষ্ট উপায়; এই ক্ষণিক অবসরে কর্ম্মে নূতন প্রাণসঞ্চার হয় এবং বুদ্ধি বহুধা হইয়া কর্ম্মে সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা দেয়; এই অবসর প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের হানি করে না; ইহা কর্ম্মেরই একটা অঙ্গ এবং কর্ম্মের মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা; ব্রহ্মার চক্ষের পলক-পড়ার ন্যায় কর্ম্মীর পক্ষে এই অবসরের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিল; তাঁহার বাল্যবন্ধু ডাক্তার আদিত্যনাথ বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজারাম বলিলেন, এস ডাক্তার। কদিন ছুটি আছে—চাকরির ভাবনা নয়—একটা রিক্রিয়েশনের (অবসর-বিনোদনের) প্রোগ্রাম কর।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার ত বন্ধু বাঁধা মাহিনা, ছুটিটা একেবারে নিঃশেষে উপভোগ করিতে পার। কিন্তু আমার ত তা করিলে চলিবে না—আমার ছুটিপত্র নেই—ডাক পড়িলেই দুটা টাকার জন্যে দৌড়িতে হইবে।—যা'ক, তা হ'লে তোমার আশা আছে—এমনি ত 'কায' 'কায' করিয়া শ্বশুর-বাড়ী পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ রাখিবার সময় পাও না; তোমার সুমতি দেখিয়া সুখী হইলাম। আমিও কদিন ও পাড়ায় যাই নাই; চল, আজ সন্ধ্যায় ম্যাডানের সিনেমায় একটা নূতন ফিল্ম দেখিয়া আসি।

রাজারাম। বেশ, যাইব। এখনও প্রায় দুই ঘণ্টা সময় আছে। তাড়া নাই, ব'স। নূতন খবর কি ?

ডাক্তার। দেখ, তুমি সেদিন জীবদেহে নেশা কি রকম কায করে, জানিতে চাহিয়াছিলে। আমি এ বিষয়ে নানা ডাক্তারী বই ঘাঁটিয়াছি এবং নিজেও দু একটা পরীক্ষা করিয়াছি। জীবদেহে মাদকদ্রব্য প্রয়োগের ফল অব্যর্থ; ইহা রক্তের সহিত মিশিয়া শিরা উপশিরা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে। নিয়মিত আফিম প্রয়োগে জন্তুগণ নেশার স্বাদ পাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নেশার 'খোরাকের' জন্য প্রয়োগকর্ত্তার নিকটে আসিয়া মূক আবেদন জানাইয়াছে। সার্কাসে হিংস্র জন্তুগণকে বশ করিয়া খেলোয়াড়গণ কিরূপে তাহাদিগকে আজ্ঞা পালন করায় এবং তাহাদিগের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করে তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। গৃহপালিত কুকুর বেড়াল খরগোস ও পাখী আফিমের নেশা করিতে শিখিয়া অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্যসময়ে যেখানে থাকুক না কেন, নেশার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পালকের নিকট তীর্থের কাকের মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী স্কাইলার্ক পাখীকে তাহার খাদ্যবস্তু ব্রাণ্ডিতে ভিজাইয়া খাইতে দেওয়ায় সে মত্ত হইয়াছে এবং অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া অনবরত গান করিয়াছে। পশুপক্ষীর দেহে এইরূপ; মনুষ্য দেহে নেশার প্রভাব ত কার্য্যক্ষেত্রে নিত্য দেখিতে পাইতেছ। নেশার মধ্যে আদিম নেশা সুরা। শুনা যায়, সাগরমন্থন করিয়া চন্দ্র ও উর্ব্বশীর সঙ্গে ইহার উৎপত্তি, এই অমৃতভাণ্ড লইয়া সুরাসুরের দ্বন্দ্ব; মর্ত্তলোকে আজও ইহার জন্য কি কলহ ও কি অনর্থপাত হইতেছে তাহা নিত্য দেখা যাইতেছে। এই বকযন্ত্র জাত আরকে মুমূর্ষু ব্যক্তি তাজা হইয়া

উঠে, তাজা. ব্যক্তি বলদৃপ্ত ও অসাধ্য সাধনের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহা পানে মানুষের মনে যুগপৎ ভাবের আবেগ ও প্রগল্‌ভতা আনে; আবার করুণ ভাবের আতিশয্যে মাতাল কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। অহিফেন মহাচীনের অবদান; ইহা শান্ত নেশা,—নেশায় সুখ থাকিলেও ইহার অবিরত চর্চ্চায় মানুষকে জড়ভরত করিয়া ফেলে। গাঁজার অপর নাম তুরীয়ানন্দ। ইহা সেবন করিলে চট্‌ করিয়া নেশা মাথায় চড়িয়া যায়, নেশা ছাড়িতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে এবং অল্প খরচে এই নেশায় সুখ পাওয়া যায়।

রাজারাম। আফিম বা কোকেনের নেশায়—নূতন নেশাখোর কি করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে?

ডাক্তার। একথা বলা বড় শক্ত। যতই প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা থাকুক না কেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত মনের জোর ব্যতীত কেহ কোন নেশা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না। নেশার প্রধান দোষ—উহা সুরু হইতেই মানুষের সকল শুভ সংকল্প শিথিল করিতে থাকে, মনের জোর নষ্ট করে এবং একবার নেশার বশীভূত হইয়া পড়িলে নেশা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই ইচ্ছাশক্তির বিনাশেই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। যাহার মনের বল অত্যন্ত বেশী সে-ই কেবল প্রথমে চেষ্টা করিলে—ভূত ঝাড়ার মত নেশার ভূত ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে।

রাজারাম কিছুক্ষণ নলিনীর কথা চিন্তা করিলেন; পরে বলিলেন, আমাদের চেনা একটি লোকের অবস্থা স্মরণ হওয়ায় কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। থাক সে কথা। এই প্রসঙ্গে একটা বড় কথা উঠিতেছে। আমার মনে হয় অপরাধ-তদন্তকারীর চিকিৎসাঘটিত বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহিত নানা

অপরাধে পরামর্শ করা বিশেষ প্রয়োজন। ধর—বিষতত্ত্ব। আফিম, মর্ফিয়া, কোকেন ছাড়া অনেক রকম বিষ আছে; ডাক্তারী শাস্ত্রে উহাদের ব্যবহার আছে, অপরাধীরাও কম ব্যবহার করে না। নূতন অপরাধতন্ত্রে সাঙ্ঘাতিক রোগের বীজাণু পর্য্যন্ত 'কালচার' করিয়া সিরিঞ্জ দ্বারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করাইয়া অতি অল্প সময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হত্যা দেখা যাইতেছে। এই সব বিষয়ে তদন্তকারীর—চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অতি সূক্ষ্ম medico-legal জ্ঞান ভিন্ন এ সমস্ত অপরাধের একদম কিনারা হইতে পারে না।

ডাক্তার। তা'ত বটেই। আমি অপরাধী কর্ত্তৃক চতুরতার সহিত বিষের অপপ্রয়োগ দ্বারা নানা অপরাধের অনুষ্ঠান মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করি এবং পুলিশের নিকট ঘটনার বিবরণ জানিয়া শিক্ষা লাভ করি এবং যথাসম্ভব তদন্তে সাহায্য করি। অপরাধীর মনস্তত্ত্ব ও কর্ম্ম প্রণালী এক সূক্ষ্ম পরীক্ষার বিষয়; এ দেশে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই। আমার মনে হয় এ দেশের ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রকৃতপক্ষে অপরাধী সংশোধন করিতে অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হয় নাই। বোধ করি, অপরাধী-সংশোধন ঐরূপ বাহির হইতে মুষ্টিযোগ চিকিৎসায় সিদ্ধ হয় না। আমার মনে হয় 'অপরাধ'টা মানবসমাজের একটা ব্যাধির লক্ষণ এবং ইহার প্রতিকার পুলিশের হাতে না দিয়া ধুরন্ধর সমাজসংস্কারকদের ও মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসকের হাতে থাকা উচিত। প্রত্যেক অপরাধীর 'অপরাধ' রোগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সামাজিক ও মনস্তত্ত্বমূলক চিকিৎসার প্রয়োজন। এই কার্য্যে সমাজ-সেবক ও চিকিৎসক একযোগে অক্লান্ত ভাবে প্রকৃত 'দরদ' দিয়া চেষ্টা করিলে যে ফললাভ হইবে তাহা 'দণ্ডবিধি'র সাহায্যে সম্ভব হইবে না।

রাজা। আর একটা কথা আছে। পুলিশে বহু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোক আছেন কিন্তু তাঁহারা নানা মকদ্দমার তদন্তে এত ব্যস্ত থাকেন যে অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্ম কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় পান না। ম্যাজিষ্ট্রেটও নানা মকদ্দমার বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকেন; অবসর নাই। পুলিশ ও দণ্ডবিধির কাজ অবশ্য সীমাবদ্ধ। এক অপরাধী পুনরায় অপরাধ করিয়া কেন জেলে যাইতেছে এবং দণ্ডের যে উদ্দেশ্য—সংশোধন—তাহা কেন ব্যর্থ হইতেছে তাহা অবশ্য বিবেচনার বিষয়। কিন্তু রাজদ্বারে দোষীগণ মন খুলিয়া কথা বলিবে না। এ বিষয়ে বোধ হয় নির্লিপ্ত বা বে-সরকারী লোকের দ্বারা বেশী কায হইতে পারে। প্রকৃত দরদী ব্যক্তি তীক্ষ্ণ সহানুভূতির সহিত অপরাধীর সঙ্গে মিশিয়া তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ বুঝিয়া তাহার হৃদয় জয় করিয়া নানা সুদৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা তাহার উন্নতির চেষ্টা করিলে তবে তাহার প্রকৃত সংশোধন সম্ভব হয়। ডাক্তার, এত বড় প্রচেষ্টা বোধ হয় ঠিক পুলিশের গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ এবং আইন পরিষদের সভ্যগণের একযোগে অগ্রসর হইয়া মূল বিষয়গুলি বুঝিয়া দেখা উচিত এবং আইন কানুন অল্পবিস্তর সংশোধন করা দরকার। ডাক্তার, তোমার শিক্ষা দীক্ষা আছে, তুমি আরও গভীরভাবে বিষয়টি বুঝিয়া একটা কার্য্যোপযোগী প্ল্যান খাড়া করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিতে পার। তুমি ঠিক পথে চলিলে সমাজের হিতকামী রাজপুরুষদের সহানুভূতি পাইবে।

ডাক্তার। এ কায খালি মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টা থাকিলেই হইবে না। সমগ্র জাতির চেতনা বা বিবেক না জাগিলে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আইন পরিষদ ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যও

দরকার; মন্ত্রীমহাশয়দিগকে বুঝাইয়া আমাদের এই দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করাইতে হইবে। যাহা হউক, আমি এ বিষয়ে সুযোগ্য সমাজ-সংস্কারকদের কাছে আলোচনা করিব।

সন্ধ্যাকালে চা ও জলযোগান্তে রাজারাম আদিত্যবাবুকে লইয়া সিনেমা দেখিতে গেলেন। সেদিন চলচ্চিত্রের বিষয় ছিল ভিক্টর হিউগোর অমর উপন্যাস, 'লা মিজারেবল'। তাঁহারা ঠিক সময়ে পৌঁছিয়াছিলেন, আসন গ্রহণ করিবামাত্র রঙ্গগৃহের আলো নিবিয়া গিয়া ছবি দেখান সুরু হইল। কয়েকখানি বিজ্ঞাপনের দৃশ্যের পর আসল পুস্তক আরম্ভ হইল। অনেকে উহার গল্পাংশ জানেন। নিপুণ অভিনেতৃগণের কলাকৌশলে ও প্রযোজকের গুণে ছায়াচিত্রে চরিত্র ও ঘটনাবলী মূর্ত্ত ও বাস্তব হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধুর চিত্ত কাব্যরসে অভিষিক্ত হইল। অভিনয়ের গুণে পাত্রপাত্রীগণ—অপরাধী জিন ভ্যালজিন, পাদ্রি মহাশয়, সিষ্টার ও ইন্স্পেক্টর জ্যাভার্ট—যেন সশরীরে চিত্রপট ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। তাহাদের বিচিত্র চরিত্র এবং উন্নত কার্য্যাবলীতে আর্টের মধ্য দিয়া একটা নৈতিক সত্তা ফুটিয়া উঠিল। দুই বন্ধু অনুভব করিলেন, প্রকৃত আর্টের প্রধান লক্ষণ সমঝদারকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করা, তাহাকে নূতন সৃষ্টির রসে মজাইয়া তাহার সুপ্ত চিত্তবৃত্তিকে উস্কাইয়া দেওয়া, তাহার মগ্ন চৈতন্যে একটা অনুকরণের স্পৃহা জন্মাইয়া তাহাকে উন্মুখ ও ব্যগ্র করিয়া তাহাকে একটা মহৎ আদর্শের সাধনায় লিপ্ত করা। এই পুস্তক লিরিক বা গীতিনাট্য নহে, ইহা অপেরা বা মেলোড্রামা বা স্বপ্নবিভ্রমময় প্রেমের নাটক নহে, ইহা অল্প কয়েকটি ক্ষুদ্র ব্যক্তির ছোটখাট ঘরোয়া সুখদুঃখের গল্পও নহে। ইহার পরিকল্পনা দিগন্তপ্রসারী,

ইহার ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টিতে উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান। মানব-প্রকৃতি ও অন্তরস্থ ঘাতপ্রতিঘাত দেখাইয়া ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া মহাকবি সুস্থ ও সবল কল্পনার সাহায্যে বিচিত্র মায়াজাল ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। জিন ভ্যালজিনের অবস্থা বিপর্য্যয়ে অপকর্ম্ম ও ক্রমশঃ সংশোধন, পাদ্রীর মহৎ হৃদয় ও উন্নত শিক্ষাপ্রণালী, ব্লাডহাউণ্ড কুকুরের মত ইন্‌স্‌পেক্টর জ্যাভার্টের অপরাধীর অনুসরণ ও অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, জিন ভ্যালজিনের পরবর্ত্তী মহৎ চরিত্রে সিষ্টারের মুগ্ধ হওয়া ও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যাকথন—যাহা অনেক দুরভিসন্ধিযুক্ত সত্যকথনের চেয়ে বড়; এই উচ্চাঙ্গের ঘটনা ও চরিত্রগুলি মানবজাতিকে যুগ যুগ ধরিয়া মনুষ্যত্বের ভাস্বর পথে আহ্বান করিয়াছে ও মহৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং নানা রকমে মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নতির দিকে পথনির্দ্দেশ করিয়াছে। শুনা যায়, এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের ফলে ফ্রান্সের কারাগারের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছিল। এই চিত্র-কাব্যে দুই বন্ধু তাহাদের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত আলোচনার উপজীব্য ভাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

হঠাৎ রঙ্গালয়ে আলো জ্বলিয়া উঠিল; দুই বন্ধুর রূপ ও ভাবের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন কিন্তু এই সময়ে পিছনের দিকে উপবিষ্ট কয়েকটি মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়ায় রাজারাম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সিনেমা শেষ হইলে ইহারা ভিড় ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

পিছনে নলিনী, মুকুন্দলাল, নিরঞ্জন ও একটি বালক বসিয়াছিল।

মুকুন্দলাল বলিতেছিল, আমি আগে যাই, আপনারা ধীরে সুস্থে আসুন। ··· আমার রাত নয়টার মধ্যে দেখা করার কথা।

নিরঞ্জন বলিল, চুপ—আস্তে। পরে নলিনীর দিকে ফিরিয়া এ অদ্ভুত ভাষায় কথা আরম্ভ করিল।

থ্যাদ, কেয়টা কোল্ মাআদের খেদ্‌চে।

তস্থি ?—বলিয়া নলিনী বন্ধুদ্বয়ের দিকে ঘাড় ফিরাইতেই ডাক্তারে সঙ্গে চোখোচোখি হইল। ডাক্তার ঈষৎ শির নমিত করি অভিবাদন জানাইলে, নলিনীও পরিচয়ের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল পরে নিরঞ্জনকে বলিল—

নেচা কোল্, ও ছিকু অএন্।

রাজারাম ইহা সাঙ্কেতিক ভাষা অনুমান করিয়া কথাগুলা মে করিয়া রাখিলেন এবং বন্ধুসহ রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়াই একখা প্রোগ্রামের পৃষ্ঠায় পেন্সিলে লিখিয়া লইলেন।

রাজারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তার, ইহাদিগকে তুমি জান নাকি

ডাক্তার বলিলেন, বিলক্ষণ জানি। মহিলাটি কংগ্রেসের অন্যতম নেত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দেবী, প্রফেসার সুকুমারবাবুর স্ত্রী তুমি বোধ হয় ইহাদের নাম শুনিয়াছ। বালকটি উঁহাদের পুত্র সুকুমারবাবু ধনীর সন্তান, তা ছাড়া প্রফেসারী করিয়া মোটা বেতন পান। ইঁহার ভাইগুলি ও আত্মীয়-স্বজন উপযুক্ত ব্যক্তি, রাজ সরকারে ও সমাজে ইঁহাদের যথেষ্ট মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি আছে আমি ইঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক। পাশের যুবাটির না নিরঞ্জনবাবু, উনি নলিনীর কলেজের সহপাঠী ছিলেন; উঁহার দক্ষি হস্ত, উঁহার অঙ্গরক্ষী, উঁহার মোটর ড্রাইভার। উনি অবিবাহিত নলিনীর বাড়ীতেই থাকেন, স্বদেশীর নানা কাযকর্ম্ম করেন—বেত লন কি না, কিংবা উঁহার সাংসারিক অবস্থা কিরূপ, তাহা জানি না অপর ব্যক্তি স্বনামধন্য মুকুন্দলালবাবু; দ্বিজুরায়ের 'নন্দলালে

নবসংস্করণ, খুব বুদ্ধি ধরেন, ধড়িবাজ লোক। উনিও চিরকুমার, তবে নেশা-ভাঙ্ বা স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন অপবাদ শুনি নাই। এদের কথা জানিতে চাহিতেছ কেন?

রাজারাম। এদের বিষয়ে আমি কিছু কিছু জানিতাম, এখন তোমার কাছে অনেক কথা জানিলাম। আচ্ছা, নলিনী ও নিরঞ্জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিলে? উহারা কি এক খিচুড়ি ভাষায় কথা কহিল। বিন্দু-বিসর্গও বুঝিলাম না।

বাড়ী ফিরিয়া রাজারাম প্রোগ্রামখানা বাহির করিয়া কথাগুলার অর্থ সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হইলেন। উহারা বাংলাতেই—উল্টা কথা বলিতেছিল। দুই অক্ষরের বেশী কথাগুলির আদ্যাক্ষর দুইটির স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উল্টাইয়া কথা বলিতেছিল এবং শেষের বর্ণগুলি ইচ্ছামত সোজা বা উল্টা রাখিতেছিল। আমাদের মেয়ে মহলে 'চি' আদ্যবর্ণ দিয়া কথা কওয়ার পদ্ধতি অনেকে জানেন। যথা চি-তু, চি-মি, চিযা, চি-ও; অর্থাৎ তু-মি-যা-ও। ইহার উদ্দেশ্য, দুটি মেয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে গুপ্তকথা চলিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও—পদ্ধতি জানা না থাকিলে বা অভ্যাস না থাকিলে—কথাগুলির ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। নলিনী ও নিরঞ্জনের মধ্যে উল্টা কথা বলারও সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহাদের অভ্যাস থাকায় ঐ উল্টা কথা বলিতে আটকায় নাই বা পরস্পরের মধ্যে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। উপরোক্ত নিয়মানুসারে কথাগুলা সোজা করিয়া সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়—

নিরঞ্জন। ত্যাখ, একটা লোক আমাদের দেখ্‌চে।

নলিনী। সত্যি?……চেনা লোক, ও কিছু নয়।

রাজারাম বুঝিলেন, ইহা ঠিক গোপনীয় কথা নহে, তবে এই সঙ্কেত গুপ্ত কথায় চলিতে পারে। তিনি অপরের দুর্ব্বোধ্য এই নূতন কথা কওয়ার ভঙ্গীটি আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

রাজারাম, তাঁহার স্ত্রী সুষমার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিলেন যে তিনি 'চি' আদ্যাক্ষর দিয়া অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারেন। তিনি তাঁহাকে এখন উল্টা কথার ধাঁধায় ফেলিয়া নাকানি-চোবানি খাওয়াইলেন। স্ত্রী ধাঁধা সমাধান করিতে অসমর্থ হইলে রাজারাম একখানি শ্লেটে লিখিয়া—তাহাকে উল্টা কথার গঠন প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। স্ত্রী জাতি রহস্যের গন্ধ পাইলে নাচিয়া উঠে—সুষমা কথার কৌশল চেষ্টা করিয়া শিখিয়া লইলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চর্চ্চার ফলে উল্টা কথা বলার সহজ ভঙ্গীটি উভয়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল। ক্রমশঃ তাঁহারা অনর্গল উল্টা কথা বলা অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন।

রাজারাম বলিলেন, একবার একটা ভারী মনোযোগী ছেলেকে বিচিত্রভাবে ধারাপাত মুখস্থ করিতে দেখিয়াছিলাম। আচ্ছা, ধা-রা-পা-ত শব্দটি উল্টা করিয়া বল দেখি।

সুষমা মনে মনে চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন, চারিটা অক্ষরের কথা উল্টা করিয়া বলা একটু মুস্কিল দেখিতেছি।

রাজারাম বলিলেন, ছেলেটি বইএর ভিতরের অঙ্ক বা নামতা না পড়িয়া মলাট মুখস্থ করিতে মন দিয়াছিল। সে নিবিষ্ট মনে গম্ভীর ভাবে দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া বারবার বলিতেছিল,

ধা-রা-পা-ত, রা-ধা-পা-ত, পা-রা-ধা-ত !···ইত্যাদি।

ছেলেটির বড় দাদা পিছন হইতে আসিয়া তাহার কাণ ধরিয়া টানিয়া ও মাথায় চাঁটি মারিয়া হঠাৎ রসভঙ্গ করিয়াছিল।

রাজারাম্ প্রশ্ন করিতেন, উল্টা কথার নিয়মানুসারে আমাকে কি বলিয়া ডাকিবে ?

সুষমা শ্লেটে লিখিতেন,

রা-জা-রা-ম = জা-রা-রা-ম = জা-রা-মা-র ।

বলিতেন, মাঝেরটাই ঠিক। কি বল—হিন্দু স্ত্রীর এ রকম নাম্ ধরিয়া ডাকিলে নিন্দা হইবে না ?—পরে রহস্য করিয়া প্রশ্ন করিতেন, আমার নাম উল্টা করিয়া বল দেখি।

রাজারাম বলিতেন, তোমার নামের বানান যাহা হউক, নিয়ম মত তোমার নাম উল্টাইলেও—উচ্চারণ করিলে তোমার নাম ঠিক থাকিয়া যায়। শ্লেটে লিখিত,

সু-ষ-মা = ষু-স-মা বা সু-ষ-মা।

দেখ, ঠিক রহিয়া গেল। তুমি ভারিক্কি মানুষ, তোমাকে উল্টাইতে পারিলাম না। (রাজারাম-গৃহিণী একটু গতরেও ভারী ছিলেন।)

গৃহিণী কৌতুক ভরে বলিতেন, দেখ—মানিতে হইল ত! কথাটা যেন সব সময়ে মনে থাকে।

১৬

বেলুড়ে নকুড় লীলা

রাজারাম একদা রাত্রিকালে নকুড়ের বাড়ীতে গেলে নকুড় স্ফূর্ত্তিভরে বলিয়া উঠিল, "এস ভায়া, ডবল-এইট্ ওয়ান (৮৮১) শিওর টিপ (sure tip); আধাআধি বখরা, ভায়া।"

রাজা। কি ব্যাপার, দাদা? টেলিফোন নম্বর—না রেসের টিকিটের নম্বর? কোন্ ঘোড়া ধরেছিলেন? না—লটারীর টিকিটের নম্বর? কত টাকা জিতিলেন?

নকুড়। অশ্বমেধের ঘোড়া, ভায়া, অশ্বমেধের ঘোড়া। খুব শক্ত করে ধরা চাই। খাস পেশোয়ারী জকী সওয়ার। ডবল-এইট্ ওয়ান। পাঁচশ টাকা।—হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছ? ভায়া, এই বুদ্ধি নিয়ে ইন্সপেক্টরী কর?

নকুড়। ওঃ! দাদা, বোধ হয় আমার কাযের কথা বলচেন। আমি ত নিরাশ হ'য়েছিলাম। কিন্তু 'ডবল-এইট্ ওয়ান'—'পাঁচশ টাকা' কি?

নকুড়। এখন মালের আধাআধি বখরা দেবে কিনা বল দেখি! ড্যাম্ পাঁচশ টাকা।…শোন, কায কলকাতায় নয়, বাইরে। এখন তুমি সব দিক সামলাতে পারবে ত?

নকুড় বয়সে অনেক বড়; রাজারাম তাহার মুরুব্বিয়ানা গায়ে মাখিয়া লইলেন। রাজারাম কার্য্য উদ্ধারের জন্য সামান্য বিষয়ে দোষ ধরেন না। কিন্তু রাজারাম নকুড়ের কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না।

নকুড় পরে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তথাপি ব্যাপারটা বিলক্ষণ জটিল বোধ হইল।

জয়পুর নেটিভ-ষ্টেটের অন্তর্গত ফুলেরা নামে এক রেল-ষ্টেশন হইতে হুকুমচাঁদ রতনচাঁদ ফারম তিন গাঁট খদ্দরের কাপড় বেলুড় রেল-ষ্টেশনে পাঠাইতেছে। মাল আগামী কাল দ্রুতগামী মেল বা এক্স্প্রেস্ ট্রেণে পৌছিবে। ঐ মালের প্রকৃত অধিকারী মাঙ্গু পেশোয়ারী। সে জেল হইতে ফিরিয়া আবার কারবার আরম্ভ করিয়াছে। গাঁটগুলির ভিতরে বহু পরিমাণে ও অনেক টাকার আফিম আছে। মাঙ্গু নকুড়ের সঙ্গে পাঁচশ টাকা রফা করিয়া মাল ছাড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। কথা হইয়াছে যে আফিম আসিবামাত্র পুলিশ ও অন্য রেল-কর্ম্মচারীর খরদৃষ্টি হইতে সরাইয়া বেলুড়ে নকুড়ের রেলওয়ে কোয়ার্টারে রাখিতে হইবে এবং তাহার বাসায় মালের ডেলিভারি দিতে হইবে। মাঙ্গু রেলওয়ে রসিদের নম্বর তারযোগে পাইয়াছে। সে নকুড়কে টেলিগ্রামখানি দেখাইয়াছে। ইহার ভাষা অদ্ভুত—

"জ্যেঠামহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মেজ জ্যেঠা কাশীতে ব্রেক-জার্নি করিবেন। চাচা আজ রওয়ানা হইয়াছেন, বেলুড়ে নামিবেন, টুপির নম্বর ৮৮১, গাড়ী পাঠাইবেন।*

* 'জ্যাঠামহাশয়' রাশভারি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাতে ভারী বা বেশী মাল (আফিম) আছে। 'অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে,' অর্থাৎ পার্শেলটি শোচনীয় ভাবে পুলিশ ধরিয়াছে! 'মেজ জ্যেঠা'—যে পার্শেলে মাঝারি ওজনের মাল আছে। 'ব্রেক-জার্ণি করিবে'—এখন ঐ পর্য্যন্ত আসিবে, পরে আবার পাঠানোর বন্দোবস্ত হইবে। 'চাচা'—ছোট পার্শেল। 'টুপির নম্বর'—রেল কোম্পানীর পুলিন্দায় দেওয়া নম্বর। স্মাগলারদের মধ্যে রসিকতা বা sense of humourএর অভাব নাই।

মাণ্ডু বলে যে সংখ্যাগুলি রেল-রসিদের শেষের দিকের প্রয়োজনীয় নম্বর; ইহার আগে আরও দুই তিনটা সংখ্যা থাকিতে পারে কিন্তু উহার দরকার না থাকায় এবং ধরা পড়িবার আশঙ্কায় টেলিগ্রামে পূর্ণ সংখ্যাগুলি দেওয়া হয় না। মাণ্ডু তারের অপরাংশের অর্থ খুলিয়া বলে নাই, কিন্তু রাজারাম তাহার অর্থ বাহির করিয়াছিলেন। কাহার নামে পার্শেল আসিবে মাণ্ডু তাহাও খুলিয়া বলে নাই। সে বলিয়াছে যে পার্শেল-ছাড়াইতে টাকাকড়ি লইয়া এক পরিচিত বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টার বেলুড়ে যাইবে সুতরাং কেহ ঐ ভদ্রলোককে সন্দেহ করিবে না। তাহার পিছনে অবশ্য সশস্ত্র পেশোয়ারীগণ থাকিবে। মাল পৌছানর খবর লইতে একজন লোক সকাল বেলায় নকুড়ের সঙ্গে দেখা করিবে। নকুড় এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার, তাহার ডিউটির সময় সকাল ৮টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত; কিন্তু মাল নির্ব্বিঘ্নে খালাস না হওয়া পর্য্যন্ত সে বেলুড় ত্যাগ করিবে না। ইহার পর নকুড় তাহার নিজের মতলব খুলিয়া বলিল। সে বলিল যে এই কয়েক সহস্র টাকার আফিম ও সঙ্গে সঙ্গে আসামীগণকে ধরাইয়া দিলে মালের সিকি টাকাও হয়ত গভর্ণমেণ্ট হইতে সে পুরস্কার পাইবে না, অথচ কারবারীর ও নিজের ক্ষতি করিয়া ভবিষ্যতে পার্শেল দ্বারা অর্থলাভের পথ বন্ধ করিতে হইবে এবং দুর্দ্দান্ত পেশোয়ারী জাতির ক্রোধভাজন হইতে হইবে। সে প্রস্তাব করিল যে যদি ধরাইয়া দিতেই হয় তবে দুইদিক হইতে যাহাতে টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয় সে তাহা করিবে। সে রাজারামকে প্রতিশ্রুতি মত একটি গাঁটের আফিম ধরাইয়া দিবে এবং বাকী দুইটি গাঁটের আফিম 'হজম' করিবে। ইহাতে রাজারামের একটি কেস হইবে এবং নকুড় সরকার হইতে কিছু পুরস্কার লইবে। বাকী গাঁটগুলি নকুড় অন্য কারবারীর

নিকটে গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিবে, রাজারাম ইচ্ছা করিলে তাহার লভ্যাংশ লইতে পারিবে। শেষে নকুড় বলিল, আমি নিঃসন্তান; আমার এক অঙ্গহীনা ভাই-ঝির বিবাহের জন্য অনেক টাকা দরকার। রেলকোম্পানীর চাকরীর টাকায় বা তোমাদের পুরস্কারে কুলাইতেছে না। আমি অবশ্য তোমার উপকারের কথা ভুলি নাই। তুমি ন্যায্য পথে চলিতে চাও চল এবং টাকার ভাগ না লইতেও পার। তুমি চালাক-চতুর অফিসর হইলে ভয় পাইবে না এবং আমার এই উপকারটি করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না; তুমি নিজে না সাহস কর, তোমার কেবল মত হইলেই আমি সকল ব্যবস্থা করিব। (রাজারামকে নীরব থাকিতে দেখিয়া) বাপু, তুমি নাক সিঁটকাইও না, এই মকদ্দমার খবরে তুমি ভিতরে ভিতরে খুব খুসী হইয়াছ তাহা বুঝি। তবে ভুলিও না যে আমি না বলিলে তুমি এই জবর খবরটি পাইতে না। আমি যে অংশ তোমাকে দিতে চাহিতেছি তাহাতেই তোমার কায ও সুনাম হইবে। বাকী অংশের জন্য লোভ করিও না।

রাজারাম মহা ফাঁপরে পড়িলেন। নকুড়ের যুক্তি অত্যন্ত স্বার্থ দূষিত ও অন্যায় হইলেও তাহার নিজের কাছে তাহা সারবান এবং রাজারাম চক্ষুলজ্জাবশতঃ তাহা স্পষ্টভাবে ঠেলিতে পারিলেন না। রাজারামের স্বার্থ বা প্রলোভন ছিল না এবং তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এই কাযে সায় দিতেছিল না। নকুড় নিজের সামান্য শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী কথা বলিয়াছে, কিন্তু রাজারামের উচ্চশিক্ষা ও দায়িত্বজ্ঞান এই ব্যাপার মানিয়া লইতে চাহিল না। সত্য গোপন না করিয়া তাঁহার ডায়ারী ও রিপোর্টে সকল কথা লিখিতে হইলে আফিমের পার্শেলের কিয়দংশ তাঁহার এইরূপে ছাড়িয়া দিবার অধিকার নাই এবং ছাড়িয়া দিলে কেহ তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিবে না।

রাজারাম কোনরূপে তাঁহার রিপোর্টে সত্য গোপন করিবেন না। অথচ নকুড়কে অসন্তুষ্ট করিলে সে কারবারীকে খবর দিয়া ডেলিভারি বন্ধ করিয়া আসামী ধরাপড়া বন্ধ করিতে পারে বা কারবারীকে পাঠাইয়া দিয়া সময় থাকিতে কোন গতিকে মাঝপথে পার্শেল সরাইয়া দিয়া কেসটি একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। নকুড় আগে এই অন্যায় প্রস্তাব করিলে রাজারাম নিশ্চয় অস্বীকার করিতেন। কিন্তু নকুড় নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য গোপন করিয়া—ঘটনার ঠিক পূর্ব্বে বলিয়া শঠতাচরণ করায় রাজারাম ঠিক করিলেন যে নকুড়কে চটাইবেন না এবং শঠের সহিত শঠতা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। রাজপুরুষদিগের জটিল ব্যাপারে হতবুদ্ধি না হইয়া তীক্ষ্ণ মেধাবলে কায সামলাইবার ক্ষমতা থাকা একটা বিশেষ সদগুণ, ইহাকে tact বলে, রাজারামের এই ক্ষমতা প্রচুর ছিল। তিনি নকুড়ের উৎসুক দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, দাদা, আপনার মৎলবটা চমৎকার, আমি রাজী আছি। এতগুলা নগদ টাকার লোভ ছাড়া যায় না; চাকরি করিয়া ত সব হইবে!—নকুড় খুসী হইয়া বলিল, এস ভায়া, এই ত সুবুদ্ধির কথা। আমি ইন্-চার্জ ষ্টেশন-মাষ্টার থাকিব, মাল আমার জিম্মায় আসিবে, কে কোন্ কথা বলে দেখিব। এখন তুমি ভায়া লেফাফা দুরস্ত রাখিয়া সকল দিকে তাল সামলাইতে পারিলে হয়।

এই চতুরে চতুরে অভিনয়ে শেষে কি হইল তাহা আমরা পরে দেখিব।

১৭

বেলুড়ের ব্যাপার—বাধাবিপত্তি

রাজারাম ফিরিয়া আসিয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া বেলুড়ে যাইবার অনুমতি লইলেন।

পরদিন সকালে রাজারাম বাহির হইয়া পড়িলেন এবং রেলপথে না গিয়া একটি অনুচর মাত্র লইয়া অনেক ঘুরিয়া ট্যাক্সিযোগে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বেলুড়ে পৌঁছিলেন। অনুচর রেল-ষ্টেশনে গেল এবং বুকিং আফিসে নকুড়কে সঙ্কেত করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে ডাকিয়া আনিল।

নকুড় বলিল, পার্শেল এইমাত্র আসিল, ভায়া। কিন্তু একটা মুস্কিলে পড়িয়াছি। রেলওয়ে রসিদে গঙ্গার ওপারের দক্ষিণেশ্বরের ম্যাগাজিনের কর্ত্তা, কাপ্তেন হব-হাউসের নাম দেখিতেছি। সাহেব সুবার কথা, ভাল বুঝিতেছি না, বিপদে না পড়িতে হয়। প্রেরক কারবারী, রেল-ষ্টেশনের নাম ও 'বিল্‌টী'র নম্বর ঠিক দিয়াছে। সে ইহা পাইল কোথায়? পার্শেল সম্বন্ধে তাহার মিথ্যা কথা বলিবার বা কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? পার্শেলের ওজন ৪॥০ মণ, ৭০৲ টাকা মাশুল দিয়া ডেলিভারি লইতে হইবে। অবশ্য রেল রসিদ দেখাইয়া মাশুলের টাকা মিটাইবার সময় কে আসল মালিক তাহা বুঝা যাইবে। এখন পর্য্যন্ত কারবারীর লোকের দেখা নাই।

রাজারাম। এর আগে কাপ্তেন সাহেবের নামে কখনও পার্শেল

আসিয়াছে? ইহাই কি তাঁহার পক্ষে পার্শেল আনাইবার সুবিধাজনক ষ্টেশন? পার্শেলে খদ্দর থাকার কথা—ইহা তাঁহার কোন্ কাযে লাগিবে?

নকুড়। না, আগে কাপ্তেনের নামে আসে নাই। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারেই তাঁহার কোয়ার্টার, এ পারে বেলুড়; লিলুয়া ষ্টেশন কাছে পড়ে বটে, কিন্তু বেলুড়ে পার-ঘাট। আর্দ্দালি পাঠাইয়া পার্শেল লইতেও পারেন। তবে খদ্দরের গাঁট—হাঁ—ঠিক জানিনা, তবে গোলা-গুলীর ব্যাপারে ত গান-কটন হিসাবে কাপড় ব্যবহার হইতেও পারে।

রাজা। ওপারে গিয়া একবার কাপ্তেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে হয় না?

নকুড়। সেকথা তুমি বুঝিয়া দেখ, ভায়া। বিষম সমস্যা! যদি কাপ্তেন সাহেবের মাল না হয়, তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেন, সব লেঠা চুকিয়া যাইবে। কিন্তু তিনি যদি গোপনে এই চক্রান্তের মধ্যে থাকেন? তিনি জঙ্গী গোরা, ভয় খাইবেন না, হয়ত চোখ রাঙ্গাইয়া আসল কথার জবাব দিবেন না, এবং গোয়েন্দার নাম জানিতে চাহিবেন। তখন এই গরীবের চাকুরি যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কারবারীকে সব খবর বলিয়া দিবেন। তিনি হয়ত মাল ছুঁইবেন না; কারবারীকে কেবল তাঁহার নাম ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার নামে পার্শেল—কেহ সহজে সন্দেহ করিবে না বা কেহ সাহস করিয়া আটকাইবে না; এই রকমে ফাঁকতালে হয়ত একটা মোটা কমিশনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এইরূপ 'ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি' ব্যবস্থা থাকিলে তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না; মাঝখান থেকে একটা হাঙ্গামা বাধাইবে।

রাজা। আচ্ছা, এখন কাপ্তেন সাহেবকে কিছু বলিবার দরকার নাই। আপনি ভাল পরামর্শই দিয়াছেন। কিন্তু আজ সকালে দারবারীর লোক কোন্ রাস্তায় আসিবে? কাপ্তেনের গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমি ওপারে লোক পাঠাইতেছি; সে, দারবারীর কোন লোক কাপ্তেনের কাছে যায় কিনা নজর রাখিবে ও ঐ লোক গঙ্গা পার হইয়া এদিকে আসিলে তাহার পিছু লইবে? আমি এখানে গা-ঢাকা দিয়া রহিলাম, এ রাস্তায় কেহ আসিলে আমি লক্ষ্য করিব। আপনি কাযে যান, নূতন কিছু সংবাদ থাকিলে বলিবেন।

রাজারাম, সঙ্গী অনুচরকে যথোচিত উপদেশ দিয়া দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন।

রাজারাম জায়গাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। বেলুড়ের একদিকে বালী, অন্যদিকে লিলুয়া; সব কাছাকাছি ষ্টেশন। বালীতে পাটের কল থাকায় স্থানটি লোকবহুল; লিলুয়ায় রেল কোম্পানীর ওয়ার্কশপ ও সাহেবসুবা থাকায় জায়গাটা গমগম করিতেছে। বেলুড় ষ্টেশন অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। বেলুড়ের প্রধান কীর্ত্তি পরমহংসদেবের মঠ—ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বে প্রায় দেড় মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। তাহার পাশেই ফেরি-ঘাট। ষ্টেশনের উত্তর দিকে রেল লাইন উঁচু জায়গার উপর থাকায় রেল কোম্পানী তাহার নীচে গাড়ী ও লোক চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। ষ্টেশনের কাছাকাছি স্থানে কলিকাতার সৌখীন লোকদিগের বাগানবাড়ী আছে। মাঝে মাঝে তাহারা আসিলে বাগান সরগরম হইয়া উঠে; অন্য সময়ে খালি পড়িয়া থাকে।

নকুড় রাজারামের সঙ্গে পথে দেখা করিয়া বলিল, আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়াছে। যে ফিরিঙ্গি গার্ড ব্রেকভানে পার্শেল লইয়া আসিয়াছে

তাহার নাম হাডি। সে বলিতেছে—পার্শেলে আফিম আছে। সে একটা মস্ত শিকার জুটিয়াছে ভাবিয়া মোটা টাকা পুরস্কারের আশায় নাচিতেছে। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে পার্শেল কাপ্তেন সাহেবের,—সে লিখিয়া পড়িয়া দিয়া মাল আটক করিবার দায়িত্ব লউক। সে একটু পিছাইয়াছে, পরে কি করে বলিতে পারি না। সে ঘরের কুমীর হইয়া আজ অদূরে লিলুয়ার রেষ্ট-হাউসে থাকিবে। তারপর কারবারীর লোক আসিয়াছিল। সে গঙ্গা পার হইয়া আসে নাই; মোটর গাড়ীতেও আসে নাই। সে সোজা লোকাল ট্রেণে আসিয়া ফেরং লোকাল ট্রেণে চলিয়া গিয়াছে। সে কেবল পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে কথা কহিয়া গিয়াছে; সকালে ডেলি অফিস ট্রেণের অভাব নাই। মাল পৌঁছিবার খবর ও গার্ডের হাঙ্গামার কথা বলিয়াছি। সে বলিল, গার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া লও, যা টাকা লাগিবে, দিব। বেলা চারিটার সময় আবার সে লোক আসিবে। আমি গার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সব ঠিকঠাক করিব। কিন্তু যে রকম গোলমাল দেখিতেছি, কতকটা পার্শেল হজম করার মতলব ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি কলিকাতায় গিয়া অন্য কারবারীকে নকল পার্শেল অর্থাৎ খদ্দরের গাঁট রাখিয়া আফিমের পার্শেল সরাইব ভাবিয়াছিলাম—তাহা আর হইবে না।

নকুড়ের শেষ কথাগুলিতে রাজারাম হঠাৎ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সন্ধান পাইলেন; কিন্তু তিনি প্রথমে সে কথা না তুলিয়া অন্য প্রয়োজনীয় কথা কহিয়া লইলেন।

রাজারাম। আপনি যেমন পার্শেল সম্বন্ধে যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিতে পারেন তেমনি মাল আপনার জিম্মায় বলিয়া কোন গোলযোগ হইলে আপনাকেই দায়ী করিবে ও নানা কৈফিয়ৎ চাহিবে। পূর্ব্ব

পরামর্শ মত, বুড়া পোষ্টমাষ্টারই ত পার্শেল আফিসে গিয়া ডেলিভারি লইবে? সে রেলওয়ে রসিদ আনিবে ত? আপনাকে কাগজপত্র সব ঠিক রাখিতে হইবে।

নকুড়। ও সব কোন কথাই হয় নাই। অনেক টাকা হাঁকিয়াছে, আমি চক্ষুলজ্জায় সব কথা জিজ্ঞাসাও করি নাই। কারবারী আমাকে পার্শেল উঠাইয়া লইয়া আমার রেলওয়ে কোয়ার্টারে রাখিতে বলিয়াছে, কিন্তু আমি এই গোলযোগে তাহা করিতে সাহস পাই না। যদি বাসায় কোন গতিকে পার্শেল ধরা পড়ে তখন কি কৈফিয়ৎ দিব? তোমরাই তখন উল্টাইয়া গিয়া আমার উপর কেস চালাইবে! আর রেলওয়ে রসিদের কথা বলিতেছ? রসিদ ফ্যাসাদে জিনিস, তাহারা তা জানে। জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাহারা বলিবে, পরের দিন দিব। আমিও উহা জোর করিয়া চাহিতে পারিব না। হয়ত বাহিরে মোটর খাড়া করিয়া আমাকেই বলিবে, রেলের কুলি ডাকিয়া মাল মোটরে তুলিয়া দাও। উহাদিগকে কোন বিশ্বাস নাই। সঙ্গে ছুরি, ছোরা, পিস্তলও থাকে। উহারা যেমন কৌশলে কায উদ্ধার করিতে জানে, আবার দরকার হইলে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখম করিতে পেছপাও হয় না।

রাজা। দাদা, আপনি ভয় পাইয়াছেন। আমি সঙ্গে আছি, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।

নকুড়। তুমি ত বাপু সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকিবে না; কায উদ্ধার হইলেই চলিয়া যাইবে। পথে-ঘাটে কোন পেশোয়ারী ছোরা বসাইয়া দিলে তুমি কি করিবে? যা'ক সে যা হয় হইবে। এখন গার্ডের দেখা পাইলে হয়। সে ফিরিঙ্গি নিশ্চয় টোপ গিলিবে। এক পাঁট—না হয়, এক বোতল—হোয়াইটহর্স হুইস্কি দিলেই সে ঠাণ্ডা হইবে। তুমি কি বল?

রাজা। আমি কি বলিব? গার্ডরা মাতাল বলিয়া লোকের ধারণা, কিন্তু মিঃ হার্ডি মাতাল কি অসচ্চরিত্র তাহা ত আমি জানি না। সে আপনার কথায় রাজি হইতে পারে, না ও হইতে পারে, কিংবা বাহিরে রাজি হইয়া ভিতরে ভিতরে সব গোলমাল করিয়া দিতে পারে; অথচ তাহাকে না জানাইয়া কায করাও বোধ হয় ঠিক হইবে না।

নকুড়। তাই ত ভায়া, তুমি একটা খট্‌কা লাগাইয়া দিলে। ফিরিঙ্গি বেটাদের বিশ্বাস নাই। একটা গোলমাল বাধিলে সাহেব-কর্ত্তাদের কাছে তাহারা যা বলিবে তাই বেদবাক্য, আমার কোন কথা শুনিবে না। তোমরা কবে পুরস্কার দিবে তাহার ঠিক নাই; অতটা নগদ টাকার লোভ ত ছাড়া যায় না। তুমি কি পরামর্শ দাও, ভায়া?

রাজা। কারবারীর লোক বেলা চারিটায় আসিবে, তখন তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলুন। তাহারা ফন্দিবাজ, হয়ত একটা খাসা মৎলব বাতলাইয়া দিবে। (চিন্তার ভান করিয়া) আচ্ছা, একটা কায করিলে হয় না? তাহাকে বলুন, ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে, অত হাঙ্গামায় যাইব না। আমি সকলের সম্মুখে দিন দুপুরে পার্শেলের খোলা ডেলিভারি দিব। পার্শেলের ভিতর কি আছে না আছে আমি জানি না, আমি ত খুলিয়া দেখি নাই। মাল-বদল হইয়া থাকিলেও আমি জানিব না।

নকুড়। তাহা কি করিয়া হইবে? পার্শেল আফিসে অন্য কর্ম্মচারীরা আছে এবং নানা লোক যাওয়া আসা করিতেছে। গাঁট খুলিয়া আফিম বাহির করিয়া লইয়া অন্য জিনিস ভরিয়া দিতে অনেক হাঙ্গামা—অনেক সময়—লাগিবে। গাঁট খুলিলেই অন্যে সন্দেহ করিবে—পেশোয়ারী মার্কিক দেখিলে সব বুঝিতে পারিবে—একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। এ বুদ্ধি চলিবে না।

রাজা। আহা, ভিতরের মাল বদল করিতেই হইবে—এমন কথা ত বলি নাই। বেশ, আফিম বদলের সুবিধা না হয়—গাঁটকে গাঁট উলট পালট করুন না কেন?

নকুড়। র'স ভায়া, বুঝিয়া দেখি। কথাটা মন্দ নয়। আর একটু খোলসা করিয়া বল।

রাজা। বেলা চারিটার সময় যখন কারবারীর লোক আসিবে তখন তাহাকে বলুন, গণ্ডগোল হইয়াছে, মাল ডেলিভারি দেওয়ার সুবিধা হইবে না।—সে কি বলে শুনিবেন এবং বেশী জিদ করিলে আপনি বলিবেন যে রাত্রিকালে যেন আপনার তিনটি পার্শেলের মত মাপ, ওজন ও চেহারার তিনটি খদ্দরের গাঁট লইয়া আসে। আপনাকে আর কিছু বলিতে হইবে না; সে সব বুঝিতে পারিবে।

নকুড়। (সোল্লাসে) জিতা রও! ভায়া, তোমার সঙ্গে কায করিয়া সুখ আছে। আর আমাকে বলিতে হইবে না। হাতে হাত মিলাও, ভায়া।

রাজারাম নীরবে হাসিয়া নকুড়ের করমর্দ্দন করিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উৎসাহ দমন করিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতে বলিলেন।

রাজারাম চতুর নকুড়কে কূট বুদ্ধিতে পরাজিত করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলেন। খেলোয়াড় যেমন অন্তরালে থাকিয়া বাহিরের দর্শকগণকে পরিপাটীরূপে পুতুল-নাচ দেখায়, রাজারাম তেমনি মনশ্চক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস খাড়া করিয়া ও এই মামলার অভিনেতৃগণকে গোপনে চালিত করিয়া এক বিচিত্র খেলা খেলিতেছিলেন।

বৈকালবেলা আবার দেখা করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাজারাম এক মাইল দূরবর্ত্তী লিলুয়া থানায় গেলেন। তিনি তরুণ ইন্সপেক্টর মহীন্দ্র

বাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন ও সংক্ষেপে নিজ প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বারো জন সশস্ত্র শান্ত্রী সহ তাঁহার সাহায্যলাভের বন্দোবস্ত করিলেন।

পরে খেয়া-ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া রাজারাম দক্ষিণেশ্বর ম্যাগাজিনের ফটকের অদূরে লুক্কায়িত তাঁহার অনুচরের সঙ্গে দেখা করিলেন অনুচর বলিল যে সে কাপ্তেন সাহেবের এক পেশোয়ারী আর্দ্দালিকে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে, ইহা ব্যতীত সন্দেহজনক কিছু তাহার চোখে পড়ে নাই। এ অবস্থায় তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

বেলা পড়িলে অনুচরকে সঙ্গে লইয়া রাজারাম ফিরিলেন এবং রেল ষ্টেশনের বাহিরে নকুড়কে ডাকাইয়া নিভৃতে দেখা করিলেন।

নকুড় বলিল, কোথায় ছিলে ভায়া ; এত দেরী হইল ? রাজারাম থানায় যাইবার কথা চাপিয়া গিয়া একটা বাজে উত্তর দিলেন।

নকুড়। কারবারী তিনটার সময়েই আসিয়া দেখা করিয়াছে। সে আর নূতন কি পরামর্শ দিবে, তোমার নষ্টামি মৎলব শুনিয়াই খুসী হইয়া রাজী হইয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় আমাদের টাকাটা ও রেল মাশুল লইয়া আসিবে। এদিকে কিন্তু গার্ড সাহেবের পাত্তা নাই। আমি লিলুয়ায় খোঁজ লইয়াছি। সে একটা বোতল বগলে করিয়া কলিকাতার দিকে গিয়াছে, বোধ হয় খাটুনির পর মাল টানিয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়াছে, বে-সামাল হইলে হয়ত আজ ফিরিবে না। কারবারীকে গার্ডের কথা বলায় উত্তর দিল, বেটার অদৃষ্টে পাওনা নেই—কি করিব। কুচ পরোয়া নেই, একা ফিরিঙ্গি কি করিবে ? বাধা দিলে গুণ্ডাগণ দাঙ্গা করিয়া মাল ছিনাইয়া লইবে।—পার্শেলে কত মাল আছে জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে অনেক টাকা কণ্ট্রাক্ট করিয়াছি, জানিয়া কি করিবেন ? তিনটা গাঁটে দশসের হিসাবে মাত্র ত্রিশ সের

মাল আছে।—পার্শেলের ওজন সাড়ে চার মণ, কারবারী নিশ্চয় কম বলিয়াছে। যা'ক, তোমাকে ভায়া ডাকিয়া আনিয়া অনেক কষ্ট দিলাম, তুমিও একটা বখরা নাও। তুমি কি পাইলে সন্তুষ্ট হও তা স্পষ্ট বল।

রাজা। আমি আর কি বলিব? ভাই-ঝির বিয়ের কথা বলিয়াছেন—অনেক খরচ হইবে। আপনি হাত তুলিয়া যাহা দিবেন তাহাই লইব। আগে টাকাটা আপনার হাতে আসুক, তারপর সে কথা হইবে। আমার আর কেস করা হইল না দেখিতেছি। যাহোক, আপনার উপকার হইবে এবং আমার কিঞ্চিৎ আসিবে। এবার পেশোয়ারীদের বিশ্বাস জন্মিলে পরে আবার আনিবে—তখন কিন্তু কেসটি দিতে হইবে। হাঁ, শুনুন, কাপ্তেন সাহেবের ওখানে গিয়াছিলাম, কোন কারবারীর দেখা বা সাড়া-শব্দ নাই।

নকুড়। যেতে দাও কাপ্তেন সাহেবকে, তাহাকে আর ঘাঁটাইয়া কায নাই। আর দেখ, ঠিক কে পার্শেল ডেলিভারি লইবে জিজ্ঞাসা করিলাম ও রসিদ লইয়া আসিবার কথাও বলিলাম। সে তখন রেলগাড়ীর পা-দানে পা দিয়াছে; খালি বলিল, সব ঠিক হইয়া যাইবে; ঠিক সময়ে তিনটি নকল খদ্দরের গাঁট হাজির করিব।—গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আর কথা বলিতে পারিলাম না।

রাজা। তা হ'লে আমি এখন যাইতেছি; রাত্রি ৯টার সময়ে আসিব। যদি একটু দেরী হয়, মাল আটকাইবেন না, ছাড়িয়া দিবেন। টাকাকড়ি সব বুঝিয়া লইবেন।

রাজারাম নকুড়ের অগোচরে অনুচরকে ষ্টেশনের কাছে রাখিয়া ঘোরাপথে লিলুয়া থানায় গেলেন। পুলিশের ব্যবস্থা ঠিক আছে জানিয়া তিনি থানার বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিলেন।

১৮

রাজারামের সতর্কতা

রাজারাম মামলাটির বিষয়ে স্থিরভাবে চিন্তা করিলেন। তিনি জানিতেন যে তদন্তে গলদ হইলে এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণ ঠিক করিতে ম পারিলে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ান বড় কঠিন এবং পূর্ব্ব হইতে চিন্ত ও শ্রম-স্বীকার করিয়া মামলা সাজাইতে না পারিলে অপরাধী নান ছিদ্র পায় এবং খালাস হইয়া যায়। তিনি অতি সাবধানে নকুড়কে নানা পরামর্শ দিয়া অপরাধ প্রমাণের 'ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে অপরাধীদিগকে লইয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইতেছে তাহার অতিশয় ধূর্ত্ত, দুঃসাহসী ও অর্থশালী। নকুড়ের বিশ্বাস, কাপ্তেন সাহেব এই চক্রান্তে আছেন; কে এক পোষ্টমাষ্টার ষড়যন্ত্রে আছেন; গার্ডও হাত হইবে। তাঁহাকে যে ব্যক্তি কাযে নামাইয়াছে সে রক্ষক হইয়া ভক্ষক, এখন তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কারবারী হয়ত দূরে থাকিয়া গরীব পোষ্টমাষ্টারকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে সম্ভবতঃ অপরাধের প্রমাণ যে রেল-রসিদ—তাহা পর্য্যন্ত আনিবে না এই সব চিন্তা করিয়া রাজারাম পার্শেল-বদলের এবং মোটরে আসামীগণ সহ আফিম পার্শেলগুলি হাতেনাতে ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা তিনি শত্রুদের সমতুল্য দুঃসাহস ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কারবারীদের হাতে আফিম আসিবার পর তাহাদিগকে ধরিতে গেলে তাহারা 'মরিয়া' হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের চলন্ত মোটর গাড়ী আটকাইতে গেলে মানুষ চাপা দিবে, হয়ত পিস্তল

ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তীরবেগে পলাইবে। রেলের আইন অনুসারে রেলকর্ম্মচারী নকুড়ের ষ্টেশনের চৌহদ্দির ভিতরে আফিমের পার্শেল আটকাইবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু রাজারাম নকুড়কে পার্শেল ছাড়িয়া দিতে বলায় (যদিও ভিতরে দুইজনের দুই রকম উদ্দেশ্য ছিল) তাহার কর্ত্তব্যত্রুটির কোন জবাবদিহি ছিল না; কোন গোলমাল হইলে সে রাজারামের উপরে সকল দোষ চাপাইবে। রেল-সীমানা পার হইলে তখন সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রাজারামের। রেলের বাহিরে খোলা জায়গায় আসিয়া যদি আফিমের পার্শেল কোন গতিকে রাজারামের হাত ফস্কাইয়া বাহির হইয়া যায় তখন কোন কৈফিয়ৎ চলিবে না এবং তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি ও দুঃসাহসের জন্য পরিতাপের সীমা থাকিবে না। স্থানীয় ইন্সপেক্টর মহীন্দ্রবাবু অবশ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন কিন্তু কোন রকমে অকৃতকার্য্য হইলে রাজারামকে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পার্শেলে আফিম আসিয়াছে—রাজারাম সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাতে শীল-মোহর দিতে পারিতেন; কারবারী জানিতে পারিয়া অবশ্য ডেলিভারি লইত না, কিন্তু বহুমূল্যের আফিম বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি কর্ত্তব্য সারিতে পারিতেন এবং একটা রিপোর্ট বানাইয়া দিয়া উপরওয়ালার কাছে সুনাম পাইতেন। নকুড় রাজি না হইলেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দিতে পারিত না; পরে পুরস্কার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। রাজারাম কর্ত্তব্য পালনের ও সুখ্যাতি অর্জ্জনের এই সোজা ও সহজ পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে অবস্থাগতিকে ষ্টেশনের বাহিরে দুর্দ্ধর্ষ কারবারীগণের সহিত একটা খণ্ডযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহারা কত লোকজন লইয়া আসিবে তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না।

রাজারাম নিজ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অপরাধীগণকে ধরিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং মনে একটা দুশ্চিন্তা থাকিলেও আসন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন।

রাত্রি হইলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া রাজারাম, মহীন্দ্র, জমাদার এবং বারোজন সশস্ত্র কনষ্টেবল লইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। রাজারাম একে একে সন্তর্পণে তাহাদিগকে ষ্টেশনের নিকটস্থ একটি বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করাইলেন এবং পরে নিজে ঢুকিয়া ফটক ভেজাইয়া দিলেন। বাগানের উড়িয়া মালী পুলিশের ফৌজ দেখিয়া ভয় পাইয়া পলাইতেছিল। রাজারাম তাহাকে আটক করিয়া বুঝাইলেন যে একদল ডাকাত আসিতেছে, পুলিশ বাগানে থাকিয়া গোপনে তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে এবং ধরিয়া ফেলিবে। উড়িয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল এবং এক রকম বিশ্রী স্বরে গোঙাইতে লাগিল। উড়িয়াকে শান্ত করিতে বলিয়া রাজারাম ফটক খুলিয়া সন্তর্পণে বাহিরে আসিলেন এবং অনুচরকে খুঁজিয়া ইশারায় ডাকিয়া লইয়া ফের বাগানে ঢুকিলেন। রাজারাম জানিলেন যে নূতন কোন খবর নাই এবং নকুড় ষ্টেশনের আফিসঘরে কায করিতেছে। মালীর নিকটে গিয়া দেখিলেন সে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া আছে; বোধ হয় পুলিশ বুঝাইলেও তাহার ভয় যায় নাই। রাজারাম বাগানের একখানি বেঞ্চি টানিয়া মহীন্দ্রকে লইয়া ফটকের আড়ালে বসিলেন এবং অনুচরকে আবার ষ্টেশনের দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

বাগানটি রেলওয়ে ওভারব্রিজের নীচে দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নিকটে অবস্থিত। এই রাস্তা উভয় দিকেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিলিয়া কলিকাতার দিকে গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে যাত্রী ও মাল এই রাস্তা

দিয়া যায়। ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতে থাকায় রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল।

রাজারাম ষ্টেশনে আফিম আসার কথা কাহাকেও বলেন নাই। যদি কারবারী কোনরূপ সন্দেহ করিয়া আজ না আসিয়া পরে আসিতে চায় তাহা হইলে ব্যাপারটা পূর্ব্বাহ্ণে প্রকাশ পাইয়া সব গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। যাহার কর্ত্তব্য তাহারই সকল দায়; অন্যের এত কথা জানারও প্রয়োজন নাই। তিনি মহীন্দ্রকে শুধু বলিয়াছিলেন যে কতকগুলা সশস্ত্র পেশোয়ারী গুণ্ডা এই রাস্তা দিয়া মোটরযোগে চোরাই আফিম লইয়া যাইবে এবং পুলিশকে সশস্ত্র থাকিয়া মোটর আটক করিয়া বামালসহ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এখন মহীন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে তাঁহারা একটা খণ্ড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং অপরাধীদের সঙ্গে সংযত অথচ দৃঢ় ব্যবহার করিবেন। মোটর আটক করিলে মানুষ চাপা দিয়া পলাইবার সম্ভাবনার কথা উঠিলে—স্থির হইল যে পুলিশ তখন গুলী করিয়া টায়ার ফাটাইয়া গাড়ী অচল করিবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট সতর্কতা নহে। রাজারাম ঠিক করিলেন যে একখানি খালি গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাস্তার একধারে ফেলিয়া রাখিবেন এবং মোটর পলাইতে চাহিলে হঠাৎ গরুর গাড়ী টানিয়া সম্মুখে ফেলিয়া পথ আটক করিবেন; ইহাতে মোটর বাধ্য হইয়া থামিবে এবং মানুষ চাপা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ব্যবস্থা মহীন্দ্ররও মনঃপূত হইল এবং তিনি জমাদারের সাহায্যে গোপনে একখানি গরুর গাড়ী আনাইলেন ও বাগানের ফটকের বাহিরে রাস্তার একপাশে ফেলিয়া রাখিলেন।

রাজারাম ও মহীন্দ্র উদ্বিগ্নমনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ কারবারীদের আসিবার সময় হইল। রাত্রি 'নয়টার সময়

একখানি প্রাইভেট মোটর গাড়ী হেড-লাইট নিবাইয়া ধীরে ধীরে বাগানের সম্মুখ দিয়া গিয়া ওভারব্রিজের নিকটে থামিল। গাড়ীতে পাঁচ জন লোক বসিয়াছিল; রাজারাম দূর হইতে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। মহীন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কিন্তু রাজারাম তাঁহাকে শান্ত করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, ইহারা কারবারী হইতে পারে—কিন্তু এখানি স্কাউট্ গাড়ী; রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না দেখিতে আসিয়াছে। গাড়ীখানি পিছনের আলো নিবায় নাই, রাজারাম গাড়ীর নম্বর-প্লেট দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহা ইডেন গার্ডেনে দৃষ্ট নাসিরুদ্দিনের গাড়ী। ক্রমশঃ গাড়ী সুড়ঙ্গ রাস্তা পার হইয়া ষ্টেশনের অপর দিকে চলিয়া গেল। একটু পরে রাজারামের অনুচর আসিয়া বলিল, গাড়ী দূরের লেভেল-ক্রসিং দিয়া ঘুরিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা কলিকাতার দিকে গেল। রাজারাম তাহাকে আবার ষ্টেশনের দিকে পাঠাইলেন।

১৯

বাজি মাৎ

তার পর সব চুপচাপ। রাজারাম ও মহীন্দ্র বাগানের ফটকের ফাঁক দিয়া রাস্তার দিকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন এবং কাণ খাড়া করিয়া আছেন। প্রায় পনেরো মিনিট পরে একখানি ট্যাক্সি গাড়ী আলো নিবাইয়া নিঃশব্দে ষ্টেশনের অদূরে বাগানের নিকট দাঁড়াইল। ষ্টেশনের লাইট-পোষ্টের আলোকে গাড়ীর মধ্যে দুইজন আরোহী ও কয়েকটি বড় সাদা কাপড়ের গাঁট দেখা গেল। মহীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং নিম্নস্বরে বলিলেন, আসামীরা মাল লইয়াছে, শীঘ্র চলুন—পরে বাগানের ফটক খুলিতে উদ্যত হইলেন। রাজারাম—করেন কি? চুপ!—বলিয়া মহীন্দ্রকে টানিয়া বসাইলেন। আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের ভিতরে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে ষ্টেশনের দিক হইতে একটা হুইশ্লের আওয়াজ হইল এবং 'আসামী ভাগতা হ্যায়' বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজারাম বিদ্যুদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মহীন্দ্রকে 'শীঘ্র আসুন' বলিয়া টানিলেন এবং পুলিশের শান্ত্রীগণকেও আসিতে সঙ্কেত করিলেন। তাঁহারা টোটাভরা পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া দ্রুতবেগে বাগান হইতে বাহির হইলেন এবং ষ্টার্ট দিয়া গাড়ী সচল করিবার আগেই আচম্বিতে আরোহীদিগকে ধরিয়া ফেলিয়া গাড়ী ঘিরিয়া ফেলিলেন। আর টায়ার ফুটা করা বা গোযানের প্রয়োজন

হইল না। পেশোয়ারীগণ অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া পুলিশের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি বা পলায়নের চেষ্টা করিল না। রাজারাম তাহাদের দেহ তল্লাস করিয়া বুঝিলেন যে তাহাদের নিকট কোন আগ্নেয়াস্ত্র নাই এবং পরে হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন। রাজারাম দেখিলেন—দূরে পূর্ব্বের প্রাইভেট গাড়ীখানি ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরক্ষণেই পর পর দুই তিনটা পিস্তলের আওয়াজ শুনা গেল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলী পুলিশের নিকট পর্য্যন্ত পৌছিল না। মহীন্দ্র তখন ছয়জন শান্ত্রীকে সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া সাজাইলেন এবং আকাশদিকে রাইফেল তুলিয়া একটা 'ভলি' বা একসঙ্গে একদফা গুলী ছুঁড়িবার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছয়টা গুরুগম্ভীর রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল। পিস্তলধারীগণ পুলিশকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং তাহাদের পিস্তলের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলে উত্তর দিতে দেখিয়া হটিতে লাগিল এবং আস্তে আস্তে গাড়ী লইয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। মহীন্দ্র কয়েকটা শান্ত্রী লইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিতে চাহিলে রাজারাম বলিলেন, আর থাক, পায়ে হাঁটিয়া উহাদের নাগাল পাইবেন না। গোলযোগ অল্পে মিটিয়াছে। আপনি, আসামীগণ, কাপড়ের গাঁট ও ট্যাক্সি সাবধানে আটক রাখুন; আমি একবার ষ্টেশনটা ঘুরিয়া আসি।

রাজারাম দুইটা শান্ত্রী লইয়া ষ্টেশন যাইতে মাঝপথে দেখিলেন একটা খদ্দরের গাঁট পড়িয়া আছে এবং পার্শেল আফিসে গিয়া দেখিলেন আর দুইটি গাঁট রহিয়াছে। রাজারাম আরও দেখিলেন, একটি নিরীহ চেহারার বাঙ্গালী প্রৌঢ় ভদ্রলোককে লইয়া তাঁহার অনুচর ও একটা ফিরিঙ্গি টানাটানি করিতেছে। নকুড় পার্শেল ঘরে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে রাজারামকে পিস্তলহস্তে প্রবেশ

করিতে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং জোড়হস্তে নমস্কার করিয়া—হাত না নামাইয়া বুকে সেইরূপ হাত লাগাইয়া রহিল। রাজারাম আক্রান্ত লোকটিকে উদ্ধার করিলেন। ফিরিঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে সে মিঃ হার্ডি, রেলওয়ে গার্ড। রাজারাম নকুড়কে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি মাষ্টার মশায়, অমন করিতেছেন কেন? এই প্রৌঢ় লোকটিকে লইয়া ইহারাই বা টানাটানি করিতেছিল কেন? আপনার একটা পার্শেল বাহিরে গড়াইতেছে দেখিলাম। আপনি ধীরে সুস্থে সকল কথা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

নকুড় মুহূর্ত্তের জন্য ভীত হইলেও পরক্ষণেই সে রাজারামের নরম কথায় শান্ত হইল এবং বুক হইতে হাত নামাইয়া আত্মসংবরণ করিল। সে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, বাহিরে বন্দুকের ঘন ঘন আওয়াজ শুনিয়া ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া আমি ভয় পাইয়াছি। তা ব্যাপার কি? আপনি—স্যার, একটু বসুন; আমি এক গ্লাস জল খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া সকল কথা বলিতেছি।

রাজারাম বলিলেন, আচ্ছা, আপনি সুস্থ হোন, আপনার কথা পরে শুনিব। তিনি প্রৌঢ় লোকটিকে পার্শেল আফিসে একজন শাস্ত্রীর জিম্মায় রাখিয়া অপর শাস্ত্রীকে প্লাটফরমে পতিত গাঁটের জিম্মা দিলেন। প্রৌঢ় লোকটি কে এবং গার্ডের ষ্টেশনে থাকিবার কারণ তিনি অনুমানে বুঝিয়াছিলেন। তিনি মিঃ হার্ডিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে মোটরের কাছে আসিলেন। রাজারাম গার্ডের সম্মুখে পেশোয়ারীদের বস্ত্রাদি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া একতাড়া নোট, খুচরা টাকা ও কাগজপত্র পাইলেন এবং মোটর তল্লাস করিয়া কেবল খদ্দরের গাঁট পাইলেন। নোটে ঠিক পাঁচশত টাকা এবং তিনটি খদ্দরের গাঁট পাইয়া রাজারাম আশ্বস্ত হইলেন। পরে প্রৌঢ় লোকটির দেহ তল্লাস করা হইল, তাহার

নিকট ঠিক ৭০৲ টাকা পাওয়া গেল ; কিন্তু কোন কাগজপত্র পাওয়া গেল না। রাজারাম ইহাই অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

হেড ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিয়া রাজারাম বাহিরে পতিত গাঁট পার্শেল আফিসে লইয়া গেলেন এবং একে একে তিনটি পার্শেল খুলিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিলেন। প্রতি পেটীতে খদ্দরের বস্ত্রের আবরণে লুক্কায়িত অনেক চোরাই আফিম বাহির হইয়া পড়িল। বিস্তর খদ্দর দিয়া আফিমের গন্ধ চাপা দিয়াছিল। তিনটী পেটীতে মোট দেড় মণ নেটিভ ষ্টেটের 'গোলা' আফিম পাওয়া গেল, ইহার মূল্য আট হাজার টাকা। রাত্রিশেষে রাজারাম, আসামীগণ ও আফিমের পেটীগুলি লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

তদন্তের ফলে বুঝা গেল যে গার্ড সাহেব দরিদ্র হইলেও সাহসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। সে যখন নকুড়কে পার্শেলের কথা বলিয়া সদুত্তর পাইল না তখন অলক্ষ্যে নকুড়ের গতিবিধি ও পার্শেলের উপর নজর রাখিবে স্থির করিল। সে মদ্যপ নহে কিন্তু লোক দেখাইয়া একটী বোতল বগলে লইয়া লিলুয়া পরিত্যাগ করিয়া নকুড়কে ভুলাইয়াছিল। সে পরবর্ত্তী লোকাল ট্রেনে অলক্ষ্যে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড়ে সাইডিংএ রক্ষিত একখানি অকেযো রেলগাড়ীর ভিতরে গোপনে প্রবেশ করিল এবং বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া পার্শেল আফিসের উপরে নজর রাখিল। এইরূপে সে না খাইয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া ঠায় বারোঘণ্টা পাহারা দিয়াছিল। সে মাঝে একবার নকুড়কে রেষ্ট-হাউসে যাইয়া তাহার খোঁজ করিতে দেখিয়াছিল এবং নকুড়ের উদ্দেশ্যও বুঝিয়াছিল কিন্তু সে এই ঘুষের ষড়যন্ত্রে মিশিতে ঘৃণাবোধ করিল এবং সৎপথে থাকিয়া ও সৎসাহস দেখাইয়া

এই ব্যাপারের যদি কোন কিনারা করিতে পারে তাহার চেষ্টায় রহিল। সে অবশ্য রাজারামের উপস্থিতির কথা জানিতে পারে নাই। সে রাত্রিকালে প্রথমে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি ও পরে পেশোয়ারীগণকে পার্শেল আফিসে যাইতে দেখিল। পেশোয়ারীরা কুলি ডাকিয়া পার্শেল উঠাইল। পেশোয়ারীরা ফিরিয়া গেলেও সে চুপচাপ বসিয়া রহিল। কিন্তু কুলির মাথায় পার্শেল বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া কুলিকে আটক করিতে গেল, কিন্তু কুলি পার্শেল ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সে 'আসামী ভাগতা হ্যায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে সে পার্শেল আফিসে প্রৌঢ় লোকটীকে ধরিল। এই সময় রাজারামের অনুচর হুইশিল্ দেয় এবং সেও পার্শেল আফিসে ঐ লোকটীকে ধরিয়া ফেলে। অবশ্য রাজারাম বাহিরের পোশোয়ারীগণকে কাবু না করিলে তাহারা নিশ্চয় লোকজন সহ ষ্টেশনে ঢুকিয়া তাহাদের লোক ও মালগুলি উদ্ধার করিত এবং একা গার্ড সাহেব বাধা দিতে গেলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না।

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাম শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়, পেনশান-প্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার। সে প্রথম-মোটরে আসিয়া দূরে নামিয়া পড়ে এবং রাজারামের অনুচরের অগোচরে গিয়া নকুড়ের সঙ্গে দেখা করিয়া খবর দেয়। দ্বিতীয় গাড়ীর পেশোয়ারীদ্বয় ষ্টেশনে গিয়া নকুড়কে নোটের তাড়া দেখায় এবং নকল গাঁট রাখিয়া আসল আফিমের পার্শেলগুলি ছাড়িয়া দিলেই টাকা দিবার কথা বলে। নকুড় টাকার লোভে কাহারও নিকট রেল-রসিদ চাহে নাই, তবে পরিতোষ রেল মাশুল বুঝাইয়া দিবার জন্য পিছাইয়া পড়িয়াছিল। পরে

পেশোয়ারীদিগের নিকট ঘুষের পাঁচশ-টাকা ও নকল পার্শেল এবং পরিতোষের নিকট মাশুলের টাকা বাহির হইয়া পড়ে।

পেনশানপ্রাপ্ত প্রবীণ পোষ্টমাষ্টারের এই অপকর্ম্মে গোপনে যোগদান এক আশ্চর্য্য ব্যাপার কিন্তু ধুরন্ধর ব্যাপারীগণ তাহা সম্ভব করিয়াছিল। প্রথম হইতেই তাহার চালচলন বিগড়াইয়া চরিত্রদোষ ঘটিয়াছিল। সে ক্রমশঃ সঙ্গদোষে কারবারীদের প্রলোভনে পড়ে এবং ডাকঘরে আনীত আফিমের পুলিন্দা জানিয়া শুনিয়া ছাড়িয়া দিত। কর্ত্তৃপক্ষ তাহার রকম-সকম দেখিয়া সন্দেহ করিলেও আফিম পার্শেলের সঠিক সংবাদ পায় নাই ও তাহাকে হাতে নাতে ধরিতে পারে নাই। পরিতোষ পেনশান লইলে কারবারীগণ তাহাদের এই বিশ্বস্ত 'দোস্ত'কে ছাড়ে নাই, বরং নানা কায করাইয়া লইয়া প্রচুর অর্থ দিত। পেনশান লইলেও এই পোষ্টমাষ্টার বলিয়া পরিচিত নিরীহদর্শন প্রবীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোককে পুলিশ সন্দেহ করিবে না জানিয়া কারবারীগণ তাহার দ্বারা রেল ষ্টেশনে আফিম পার্শেল উদ্ধারের কার্য্য করাইয়া লইত। কিন্তু এই মকদ্দমায় পরিতোষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় সে এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

পেশোয়ারী দুইটির নাম মুসলিম খাঁ ও মর্ত্তুজা খাঁ। তাহারা মাশু ও নক্স পেশোয়ারীর আত্মীয় ও অনুচর। তাহারা আসল কারবারীর নাম করিল না বা দোষ স্বীকার করিল না। রাজারাম তাহাদের টিপচিহ্ন লইয়া সি. আই. ডি'র ফিঙ্গার-প্রিণ্ট আফিসে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইলেন।

২০

তদন্ত শেষ ; মকদ্দমার ফলাফল

রাজারাম কাপ্তেন হব-হাউসের সঙ্গে দেখা করিলেন। কাপ্তেন ঘটনার কথা শুনিয়া যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সাহেবের অনুচরের খোঁজ পাওয়া গেল না। তদন্তে বুঝা গেল, সে একমাস মাত্র সাহেবের চাকুরী লইয়াছিল, এবং সে যে কারবারীর লোক সাহেব তাহা বুঝিতে পারেন নাই। জঙ্গী সাহেবের নাম দেখিলে কেহ সন্দেহ করিবে না বলিয়া কারবারীগণ তাঁহার নামে পার্শেল আনাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং এই অনুচর তাঁহার কাছে থাকিয়া চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অজ্ঞাতসারে পার্শেল সরাইয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। হয়ত সে বেলুড়ে আগত গুণ্ডাদলের মোটরে গিয়াছিল এবং গোলমাল দেখিয়া পরে সে সাহেবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। রাজারাম অবশ্য জঙ্গীসাহেব এই বিশ্রী ব্যাপারে জ্ঞাতসারে লিপ্ত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'বাঘের ঘরে ঘোগ' বাস করায় তিনি ইতিপূর্ব্বে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া যাওয়ায় রাজারাম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

তিনদিন পরে হাওড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজারামকে টেলিফোনে ডাকিয়া এক আশ্চর্য্যজনক নূতন সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন যে আসামী মর্ত্তুজা খাঁ আফিম কেসে জামিনে খালাস

হইয়াছিল এবং অবিলম্বে আর কয়জন গুণ্ডার সঙ্গে মিলিয়া মোটরে চড়িয়া তারকেশ্বর অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতি করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল। পুলিশ সাহেব খবর পাইয়া লোকজন সহ তাঁহার প্রাইভেট কারে চড়িয়া উহাদের ট্যাক্সি গাড়ীর অনুসরণ করেন এবং উহাদিগকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর বৈদ্যবাটীতে ধরিয়া আটক করেন। উহাদের নিকট রিভলভার, টর্চ্ ও ডাকাতির সাজ-সরঞ্জাম বাহির হইয়াছে। উহারা এখন হাজতে আছে এবং উহাদিগকে আর জামিন দেওয়া হইবে না।

এই পেশোয়ারীগণ কি ভয়ঙ্কর লোক তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল তাহাদিগের টিপচিহ্ন-পরীক্ষার রিপোর্টে। দেখা গেল, ইহারা আফিম, কোকেন, ডাকাতি, খুন-জখম ইত্যাদির মকদ্দমায় অনেকবার জেল খাটিয়াছে। প্রতিবার ইহারা নাম ভাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাহাদের টিপচিহ্নের সাহায্যে তাহাদের প্রকৃত নাম ও পূর্ব্ব অপরাধগুলি প্রতিবারই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজারাম এই মামলা সম্পর্কে একটা মামুলি তদন্তের জন্য পুলিশ ফৌজ লইয়া মাশিদির বাড়ীতে গেলেন। মাশু এইরূপ একটা তদন্ত হইবে জানিত এবং সে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে পুলিশ আসিবে তাহা জানিত না। রাজারাম মাশুর দলিজ বা বৈঠকখানায় মাশুর সহিত প্রায় পনেরো জন সবল ও সুবেশ পেশোয়ারী ও পশ্চিমা লোক দেখিলেন। পাশের এক কামরায় নম্র, মুকুন্দ ও নলিনীকে লইয়া বসিয়াছিল। বহুসংখ্যক পেশোয়ারীর মধ্যে অসীমসাহসিনী বাঙ্গালী মহিলার পরিচয় চাহিলে সে সহজ ভাবে বলিল—সে একজন কংগ্রেসের কর্ম্মী মাত্র এবং সে কংগ্রেসের ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছে।

আদালতে আসামীদিগের বিরুদ্ধে মামলা উঠিলে তাহারা দোষ অস্বীকার করিল কিন্তু রাজারাম পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া এমন ভাবে ঘটনাবলীর সমাবেশ ও প্রমাণসংগ্রহ করিয়াছিলেন যে তাহারা অব্যাহতি পাইল না এবং জরিমানা ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাহাদের নিকটে প্রাপ্ত পাঁচশত টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, আসল আফিমের পেটী ও নকল গাঁটগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। পরে মর্ত্তুজা খাঁ আফিমের কেসের দণ্ড ছাড়া ডাকাতির কেসেও দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

রাজারামের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নকুড় প্রচুর পুরস্কার পাইল। মিঃ হার্ডিরও যথেষ্ট পুরস্কারের ব্যবস্থা হইল; সে সরল মনে রাজারামকে ধন্যবাদ দিল।

নকুড় উপযুক্ত পাত্রে ভাই-ঝির বিবাহ ঠিক করিয়া রাজারামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বিবাহের রাত্রে রাজারাম নকুড়কে একান্তে পাইয়া বলিলেন, "কি দাদা, কথা রেখেছি ত?" নকুড় উত্তর দিল, "রেখেছ বটে, কিন্তু যে ভয় পাইয়েছিলে! পুলিশ কায বাগাতে ওস্তাদ। অমন মক্কেলটা হাতছাড়া হ'ল!" রাজারাম বলিলেন, "আর কারবারীরা কেমন লোক?" নকুড় বলিল, "ও বেটাদের কথা আর ব'ল না। তিন গাঁটে দশসের ক'রে ত্রিশসেরের হিসেব দিয়ে দেড়মণ মাল পাচার করে।" রাজারাম নকুড়কে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা জানিয়া মনে মনে নকুড়ের সহিত হার্ডির তুলনা করিয়া একটা ম্লান হাসি হাসিলেন।

মাশিদির ধৃষ্টতা ও পলায়ন

বেলুড়ের মকদ্দমায় রাজারাম কর্তৃপক্ষের নিকট সুনাম পাইলেন। তাঁহারা এই পেশোয়ারীদল সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া তদন্তের আদেশ দিলেন। মাশুর খিদিরপুর অঞ্চলে ঘরবাড়ী ছিল। রাজারাম স্থানীয় থানার অফিসরের সঙ্গে মিলিত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন।

নস্রু ও মাশু উভয়েই দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি। নস্রু অধিকবয়স্ক ও ধীর, সাবধানে কায করে; মাশু অল্পবয়স্ক, চঞ্চল এবং উগ্রস্বভাব। মাশুর হঠকারিতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে গুণ্ডামি, দলপতিত্ব, চোরাই কারবার ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া গেল। পুলিশ তাহার কলিকাতায় অবস্থান অবাঞ্ছনীয় মনে করিল। বিদেশী গুণ্ডাগণ উৎপাত করিলে তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে বিদায় করিবার উপায় আছে। পুলিশ গুণ্ডা আইনের সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে এক মামলা খাড়া করিল। ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকটে চূড়ান্ত হুকুমের জন্য কাগজপত্র দাখিল করিবার পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে মাশুকে নিজে হইতে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতে হইল এবং সহরময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মাশু পুলিশের এই মামলার খবর পূর্ব্ব হইতে জানিত, এবং সে লুকাইয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। মাশু জনাব আলি সাহেব নামে এক যুবক ব্যারিষ্টারকে বিশেষরূপে জানিত। মাশু তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ব্যারিষ্টার

সাহেব মাশুকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মিঃ জনাব আলি মাশুর মোটর গাড়ীতে চড়িয়া আলীপুর পুলিশ আফিসে পৌছিলেন। উভয়ে বারান্দায় উঠিলে কৌশলী সাহেব নিজের নামের কার্ড সাহেবকে পাঠাইলেন। তখনি কৌশলী সাহেবের ডাক পড়িল এবং তিনি সাহেবের কামরায় ঢুকিলেন। মাশু লক্ষ্য করিল না—কিন্তু সেই সময়ে মাশুর এলাকার ইন্সপেক্টর তাহাকে দেখিলেন এবং বারান্দার অন্য দিক দিয়া পুলিশ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। একটু পরে ঘরের ভিতর মাশুরও ডাক পড়িল। মাশু প্রবেশ করিয়া দেখিল, পুলিশ সাহেব ও তাহার কৌশলী বসিয়া আছেন এবং ইন্সপেক্টর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। ইন্সপেক্টরকে দেখিয়া মাশু চমকিয়া উঠিল এবং পিছু হটিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সাহেব মাশুকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ইন্সপেক্টর অগ্রসর হইয়া মাশুর হাত চাপিয়া ধরিলেন। মাশু এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ কোর্ত্তার পকেট হইতে একটা ছয়ঘরা রিভলভার বাহির করিয়া আওয়াজ করিল। পুলিশ এই অকস্মাৎ ঘটনার জন্য প্রস্তুত না থাকায় একটু থতমত খাইল। মাশু পুলিশের এই ক্ষণিক মূঢ়তার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিল এবং তীরবেগে পিছু ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলায়ন করিল। কৌশলী মাশুর হঠকারিতার জন্য অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন কিন্তু সাহেব কোন জবাব না দিয়া 'পাকড়ো!' 'পাকড়ো!' বলিয়া ইন্সপেক্টরকে লইয়া মাশুর পিছু পিছু দৌড়িলেন। মাশু ততক্ষণে নিজের মোটর গাড়ীতে চড়িয়া ষ্টার্ট দিয়াছে। আলীপুরের পুলিশ

অফিসারগণ দৌড়িয়া মাশুকে ধরিতে আসিল। মাশু রিভলভার তুলিয়া দুই তিনটা আওয়াজ করিল এবং মোটর লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পুলিশ ট্যাক্সি লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিল, কিন্তু মাশুর কোন সন্ধান পাইল না। মাশু সশস্ত্র ও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল; মাশুর সহসা আফিসে আগমন ও আক্রমণের জন্য পুলিশ সশস্ত্র বা প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং অল্পের জন্য পুলিশ তাহাকে আটক করিতে না পারায় পুলিশের দোষ দেওয়া যায় না। এই অভাবনীয় ব্যাপার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিনেমার ছবির মত বিদ্যুদ্বেগে ঘটিয়া গেল। ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সহরময় রাষ্ট্র হইল।

ইহার পর মাশুর কলিকাতায় বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল। পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে 'খুনের চেষ্টা'র চার্জ আনিয়াছিল। পুলি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মাশুকে দেখিতে পায় নাই। তাহা দেশ পেশোয়ার পর্য্যন্ত খোঁজ করিয়াও তাহার সন্ধান পাইল না শুনা যায়, মাশু কারবারীদের প্রধান মোকাম, রামপুর ষ্টেটে কিছুদি লুকাইয়াছিল। কলিকাতা পুলিশ তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিবার আয়োজন করিবার পূর্ব্বেই সে চরমুখে খবর পাইয়া সরিয় পড়ে। তাহার দুঃসাহসের কাহিনী নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কেহ কেহ বলে যে মাশু স্ত্রীলোকের বেশে বোরখা পরিয়া মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসে এবং পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কিছুদিন থাকিয়া চলিয়া যায়। এই গুজব একেবারে অসম্ভব না হইলেও, পুলিশ সঠিক খবর পাইলে মাশুকে ধরিতে নিশ্চয় অবহেলা করিবে না।

মাশুর অবর্ত্তমানে নক্র তাহাদের যৌথ কারবার চালাইতে লাগিল

২২

নলিনীর প্রোগ্রাম

উত্তর কলিকাতার এক নিভৃত পল্লীতে রাস্তার তেমাথার উপর কাঠা পাঁচ ছয় জমি ঘেরিয়া প্রফেসর স্থকুমার গুপ্তের স্থদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীর দক্ষিণদিকে গাড়ীবারান্দা ও ফটক, পূর্ব্বদিকে কেয়ারি করা দেশী ও মরশুমি ফুলের একটা ছোট বাগান; দুই দিকেই সরকারি রাস্তা। নীচের তলের ঘরে চেয়ার টেবিল আলমারি সাজান বৈঠকখানা। পূর্ব্বদিকের খোলা জানালা দিয়া ঘরে প্রভাতের আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতেছিল। প্রফুল্লনলিনী একটা সেক্রেটারিয়াট টেবিলের সামনে বসিয়া খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়ার কায করিতেছিল। নলিনীর ঘরের পশ্চিম পাশে একটা দালান বা চাতাল, লোকজন বসিবার জন্য বেঞ্চি পড়িয়াছিল এবং উচুতে টাঙ্গান বড় দেওয়াল-ঘড়িতে ৮টা বাজিতেছিল। ইহারও পশ্চিমে স্থকুমার বাবুর লাইব্রেরী ঘর, তিনি একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। বাহিরের গ্যারেজে নিরঞ্জন ক্লীনারের সাহায্যে একখানি মোটর গাড়ী ধৌত করিতেছিল।

কায শেষ হইলে নিরঞ্জন বৈঠকখানার ভেজান দরজায় টোকা মারিয়া নলিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। নলিনী একবার আড়চোখে চাহিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে বসিতে বলিল। নিরঞ্জন টেবিলের অপর দিকে চেয়ারে বসিল। একটু পরে নলিনী খাতাপত্র রাখিয়া নিরঞ্জনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল।

নিরঞ্জন বলিল, আজকের কাযের খবর কি? সকালে কি গাড়ী বাহির হইবে?

নলিনী বলিল, না। মনে করিতেছি পিকেটিং প্রোগ্রামের অদল বদল শেষ করিয়া আজ হইতেই নূতন কার্য্যধারা চালাইব। খাইয়া দাইয়া দুপুরের পর একবার বাহির হইবার ইচ্ছা আছে। তোমার যদি এখন তাড়া না থাকে ত নূতন প্রোগ্রামটা লইয়া তোমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করিতে চাই।

ইহার পর উভয়ের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন, মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন, লবণ প্রস্তুত করা ও বিক্রয়ের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইল। তাহারা খাতাপত্র ও নক্সার সাহায্যে লোকবল ও অর্থবল নির্ণয় করিল এবং কর্ম্মপ্রণালী সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া পিকেটিংএর ঘাঁটিগুলি ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ও নিয়োগ স্থির করিল। উভয়ে এক উদ্দেশ্যে উৎসাহিত হইয়া অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করিল এবং শেষে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একমত হইল।

নলিনীর ঘরের ভেজান দরজায় টোকা মারিয়া বাহির হইতে সুকুমার বাবু বলিলেন, একবার আসিতে পারি?

নলিনী ভিতর হইতে বলিল, এস।—সুকুমার বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিল।

নলিনী বলিল, বিশেষ কথা থাকে ত ব'স। আমি নিরঞ্জনের সঙ্গে একটা কাযের খসড়া সম্বন্ধে কথা শেষ করিতেছিলাম।

সুকুমার বাবু বলিলেন, বিশেষ জরুরি কথা নয়, তবে সব কথা তোমাকে জানান দরকার। খোকার পড়াশুনা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিতে চাহিতেছিলাম।

নলিনী হাসিয়া উঠিল; বলিল, তুমি দিগ্‌গজ প্রফেসর, শিক্ষা

বিভাগের মাতব্বর লোক। তোমার ছেলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি তোমাকে কি উপদেশ দিব! তুমিই উহার সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমি মিছামিছি মাথা ঘামাইব—তোমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিব না। এখন আমার অনেকগুলা বাহিরের কায পড়িয়া আছে, তাহা শেষ করিতে দাও।

সুকুমার বাবু বলিলেন, আচ্ছা তাই কর। একটা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার ফুরসৎ কখন্? সময় হইলে খবর দিও, তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।

নলিনী—'বেশ!' বলিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সুকুমার বাবু একটা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিলেন।

ক্রমশঃ কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ আসিয়া নলিনীর সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। নিরঞ্জনের সাহায্যে নলিনী তাহাদের কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিল ও নানাপ্রকার কার্য্যের ভার দিয়া যথোচিত উপদেশ দিল। বহুসংখ্যক ভলাণ্টিয়ারদিগের পেট-ভাতার বন্দোবস্ত করিতে গিয়া অর্থের অনটনের কথা উঠিল। নলিনী কায চালাইয়া লইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া—কর্ম্মীদিগকে বিদায় দিল।

ইহার পরে মুকুন্দলাল গৃহে প্রবেশ করিল। নলিনী তাহাকে নিকটে বসাইল। মুকুন্দলাল সমিতির অন্যতম কোষাধ্যক্ষ। নলিনী তাহার সাহায্যে কংগ্রেস ফণ্ডের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেশী টাকার সন্ধান পাইল না। নলিনী মুকুন্দলালের পরামর্শ চাহিল।

মুকুন্দলাল বলিল, কংগ্রেসের তহবিল বাড়াইবার নানা উপায় রহিয়াছে। আপনি আমাদের নেতাগণকে ধরুন। আপনি বলিলেই অনেক টাকা আসিয়া পড়িবে। আমাকে যদি অনুমতি দেন ত আমিও

টাকার সংস্থান করিতে পারি। কিন্তু আগে আপনার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করা দরকার—কারণ আপনার কর্ম্মীদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। দেশের কাযে টাকার অভাব হইবে না, যে কোন উপায়ে হউক টাকা জোগাড় হইয়া যাইবে। পরে, দেশের লোকে আমাদের উদ্দেশ্য দেখিয়াই আমাদের কাযের বিচার করিবে।

নলিনী, মুকুন্দলালের কথার বাঁকা ধরণ দেখিয়া—তাহার বক্তব্য অনুমান করিল এবং ব্যস্ত হইয়া বলিল, না—না—আপনাকে এখন টাকার জোগাড় করিতে বলিতেছি না। আমি প্রথমে একবার নেতাদের বলিয়া দেখিব। আবার পরামর্শের দরকার হইলে পরে আপনাকে খবর দিব।

মুকুন্দলাল বলিল, এখন হয়ত নেতাদিগের কাছে টাকা পাইবেন; কিন্তু যে রকম আইনের কড়াকড়ি হইতেছে তাহাতে অনেকে গা ঢাকা দিবেন; তখন বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ে টাকা জোগাড় করিতে হইবে। আমার এ কথাটা মনে রাখিবেন।

মুকুন্দলাল উঠিল এবং নিরঞ্জনকে লইয়া তাহার গ্যারেজের পার্শ্বস্থিত গৃহে প্রবেশ করিল।

নলিনী নির্জ্জন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল; পরে চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া সজাগ হইল এবং পার্শ্বস্থিত টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইল। সে এক্সচেঞ্জের কাছে রিজেন্টের একটী নম্বর চাহিল এবং শীঘ্র কনেক্‌শন পাইলেও গৃহকর্ত্তার বাড়ীতে অনুপস্থিতির কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া ফোন্ ছাড়িয়া দিল। পরে সে পার্কের একটি নম্বর চাহিল এবং সৌভাগ্যক্রমে গৃহকর্ত্তার উত্তর পাইল। সুবিধার জন্য ইহাকে প্রথম কর্ত্তা বলা গেল এবং দুই পক্ষেরই কথোপকথন লিখিত হইল।

প্রথম কর্ত্তা। হ্যালো! মিসেস্ গুপ্টা? গুড্ মর্ণিং! কেমন আছেন সব? মিঃ গুপ্ট কেমন? বেবী (ছেলে) কেমন আছে?

নলিনী। গুড্ মর্ণিং। এখানের খবর সব মন্দ নয়। আপনাদের বাড়ীর খবর বলুন।

প্রথম কর্ত্তা। 'আমাদের বাড়ীর' আর কি? আমার খবরটাই বলতে পারি। গৃহিণী ত এখানে নেই—নন্-কো-অ-পা-রে-শ-ন। হ্যাঁ, আমার নিজের খবর বলতে পারি—খবর বড় ভাল নয়। লজ্জাবতী বধূ ত বংশের মানসম্ভ্রম নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয় 'ভ্রমর' হ'তে বসেচেন—

নলিনী। আপনার অমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রীর নিন্দা আমি শুন্‌ব না। আপনি শিক্ষিত, বিলাতফেরৎ, তায় রাজা মানুষ; আপনি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান—

প্রথম কর্ত্তা। শুনুন না—দুঃখের কথাটা শেষ করি।—হ্যাঁ, তিনি ত মানের কান্না কাঁদচেন, এদিকে এক বড় ঘরের দয়াবতী মহিলা—যিনি আমার ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের কর্ণধার হয়েছিলেন—ইনি শিক্ষিত অথচ বর্ব্বর স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচেন। স্বামী মহাশয় আমার নামে এক ড্যামেজের মামলা এনেচেন! এখন একটা মোটা টাকার সমস্যা! হ্যাঁ, আপনি ত দেশের রাষ্ট্রীয় যজ্ঞের একজন কালভৈরব—থুড়ি—ভৈরবী, অনেক টাকা আপনার হাত দিয়ে যাওয়া আসা করচে, দিন না হাজার দশ বারো টাকা ধার। কিংবা আপনার কোন বড়লোক বন্ধুকে ব'লে দিন না। টাকাটা সত্যি এখন আমার ত'বিলে নেই।

নলিনী কি উত্তর দিবে সহসা ঠিক করিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া বলিল, আপনি কি বলচেন ঠিক বুঝতে পারচি না। আপনি

বোধ হয় বেয়াড়া ঠাট্টা করচেন। কিংবা হয়ত আজ আপনার শরীর ও মেজাজ ঠিক নেই। এখন থাক্—আমি অন্য সময়ে আপনার সঙ্গে কথা কইব।

প্রথম কর্ত্তা। রাগ করলেন নাকি? ধরুন না আমি ঠাট্টা করছিলাম। আর মেজাজের কথা বললেন, কি ক'রে তা ঠিক থাকে বলুন ত। শরীরটাও বে—এক্তিয়ার। ক'াল রাত্রি তিনটার সময় একটা পার্টি থেকে ফিরলাম, আজ সকালে এখনও পিক্‌মিআপ হয় নি, তারপর এটর্ণীর তেড়া চিঠি পেয়ে মন একদম বিগড়ে গিয়েচে। এ সময়ে কাছে কেউ মিনিষ্টারিং এঞ্জেল নেই। যা'ক, আমার দুঃখের কথা যেতে দিন। বলুন ত—আমাদের কংগ্রেসের কায-কর্ম্ম কেমন চলেচে। হাঁ, সকালে আমাকে কি জন্যে স্মরণ করেচেন তা'ত এখনও বললেন না। নিন, এখন আমি ধাতস্থ হয়েচি, কাযের কথা বলুন।

নলিনী একটু হাসিয়া বলিল, গোড়াতেই আপনার কথাবার্ত্তার বাঁকা ধরণ দেখে কাযের কথা কইতে সাহস পাইনি। এখন না হয় সে কথা থাক; আপনি বেশ সুস্থ হ'লে, পরে না হয় কথা কওয়া যাবে। আমি এখন ফোন ছেড়ে দি।

প্রথম কর্ত্তা। না—না, ছাড়বেন না; আমি বেহেড্ হইনি, দায়িত্ব জ্ঞান আছে। আপনার টাইপ-করা রিপোর্ট কদিন প'ড়ে উঠতে পারিনি। সংক্ষেপে বলুন ত—আইন-ভঙ্গ আন্দোলন কেমন চলচে। দরকার মত টাকাকড়ির ব্যবস্থা আছে ত?

নলিনী। কায ভালই চলেচে, সময় পেলে রিপোর্টটায় একবার চোখ বুলোবেন। টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথাই আপনার সঙ্গে কইতে চেয়েছিলাম। ফণ্ডের টাকা ফুরিয়ে আসচে, একটা বেশী টাকার

ব্যবস্থা করা দরকার হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু—আপনার বোধ হয় এখন টাকা দেবার সুবিধা হবে না?

প্রথম কর্ত্তা। সুবিধা না হ'লে করচি কি, কংগ্রেসের কায ত বন্ধ হ'তে পারে না। আজই আমি ফণ্ডের নামে একখানা চেক পাঠাব, পোষ্টডেটেড্ চেক, এখন হয়ত ওভারড্রাফ্ট্ হবে, হপ্তাখানেক পরে ভাঙ্গালেই ভাল হয়।

নলিনী। ধন্যবাদ। সাতদিন পরেই চেক্ ভাঙ্গাব।

প্রথম কর্ত্তা। হাঁ। আর একটা কথা বলব? যদি অভয় দেন ত বলি। ড্যামেজের মামলাটা আমাদের এটর্ণী বন্ধুর আফিস থেকে হবে। যদি কথার পিঠে কথায় একটা মিটমাটের কথা বলেন ত বড় উপকার হয়। আপনি বললে তিনি শুনবেন। আশা করি, আমার এ অনুরোধটা মনে রাখবেন।

নলিনী। দেখুন, এসব ব্যাপারে আমাকে না জড়ালেই ভাল হয়। আচ্ছা এখন—গুড্ ডে।—বলিয়া নলিনী ফোন কাটিয়া দিল।

নলিনী পর পর আরও দুই জায়গায় ফোন করিয়া জানিল যে কর্ত্তারা বাড়ী নাই। শেষে একস্থানে কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত ফোন করিতে এই দ্বিতীয় গৃহকর্ত্তার সাড়া পাইল।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। সুপ্রভাত, নলিনী-দেবী! প্রভাতকালে প্রফুল্ল নলিনীর আহ্বান পেলাম! দিনটা যা'বে ভাল। আপনাদের কুশল সংবাদ বলুন।

নলিনী। নমস্কার। আমাদের খবর মন্দ নয়; চ'লে যাচ্ছে। আমি কংগ্রেস সম্বন্ধে দু'একটা কথা কইতে চাইছিলাম। কংগ্রেসের বুলেটিন দেখেছেন ত?

দ্বিতীয় কর্ত্তা। হাঁ, দেখেছি—ও মন দিয়ে পড়েছি। কায ভালই

চলচে। পুরুষের হাত থেকে স্ত্রীলোকের হাতে কর্তৃত্ব যাওয়ায় কাযে লোকের উৎসাহ বেড়ে গিয়েচে। আপনি দ্বিতীয় রিজিয়া বা চাঁদসুলতানার মত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার চালাচ্ছেন। আমি মনে মনে ভাবি, এ যেন যাদুমন্ত্র, আর আপনি যেন যাদুকরী! আপনার সাফল্যের মোহন মন্ত্রটি জানতে ইচ্ছা করে।

নলিনী বিব্রত হইয়া বলিল, আপনি আমাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেন—টেলিফোনেও আপনার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমি এক দিন আপনার পর্দ্দানশীন গৃহিণীকে সব কথা বলে দিয়ে আসব।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। কি করব? প্রফুল্লনলিনীর সৌরভে দেশ পাগল, টেলিফোনের দূরত্ব আর কতটুকু, আমিও তার সৌরভ পেয়ে তার রূপগুণের প্রশংসা না করে থাকতে পারি নি। তবে টেলিফোনে আর—ও সব কথা থাক্। আপনার ত দেখাই পাই না। অপরাধ করে থাকি ত আমি নিজে গিয়ে মাপ চেয়ে আসব।

নলিনীর কাণ লাল হইল; বলিল, আপনাকে বিশ্বাস নেই, মাপ চাইতে এসে আবার অপরাধ করে বসবেন। আচ্ছা—আপনারা কংগ্রেসের কর্ণধার, এক একটা দিকপাল; আমার মত একজন সাধারণ কর্ম্মীর রূপ গুণ বা কাযের অতিরিক্ত প্রশংসা করেন কেন? আমিও ত আপনার নানা গুণের পক্ষপাতী, কিন্তু কই প্রতি কথায় ত আপনার প্রতি অতিশয়োক্তি করি না। হয়ত বলবেন পুরুষরা নারীর স্তাবক; তবু—তোষামোদের ত একটা সীমা আছে। আর কংগ্রেস পতাকা তলে আমি একলা নারীকর্ম্মী নই; আরও কত বাঙ্গালী, ভাটিয়া মাড়োয়াড়ী—রূপবতী ও গুণবতী—নারীকর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবিকা আছে। তাদের জনে-জনে যদি এরকম প্রশংসা সুরু করেন ত কংগ্রেসের কাযে নারীকর্ম্মীদের অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে হয়। কিংবা আপনি কথা-বেচা

এটর্ণী ব'লেই পাত্র-পাত্রী ভেদ না ক'রে আপনার পেশা অনুসারে খালি মিষ্টি কথাই ব'লে চলেচেন।—আশা করি, আমার কথাগুলো ঠিক ঝগড়ার মত শোনাচ্চে না।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। নাঃ—আপনি রেগেচেন দেখচি। এখন ওকথা থাক, টেলিফোনে আর নয়—দেখা হ'লে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করব। এখন কাযের কথা বলুন।

নলিনী। আপনি এত বাজে কথা কন যে কাযের কথা কইতে এতক্ষণে ফুরসৎ দিলেন। হাঁ—আমি আপনাকে ডেকেছিলাম—আমাদের সমিতির অভাব-অভিযোগের কথা বলতে। আপনি একটা থোক টাকা না দিলে আমি আর খরচ কুলিয়ে উঠতে পারচি না। আমাদের রাজাসাহেব বন্ধুকে জানিয়েছিলাম, তিনি নাকি এক মস্ত খরচান্ত মকদ্দমায় পড়েচেন—তাঁর শরীর মন খারাপ—একখানা চেক পাঠাবেন ব'লেছেন, কিন্তু তা' সাতদিন পরে ভাঙ্গানো যাবে।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। বটে! বন্ধু ত একাই জমিদারীর মালিক—শরিকানি মামলার ভয় নেই—তিনি আবার কি উড়ো ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলেন? রসুন, মনে পড়েছে,—কতক' শুনেছি বটে,—ব্যাপারটা আমাদের আফিসেই গড়িয়েছে,—তবে আমার হাতে নেই, আমার পার্ট্নার তদ্বির করচেন।

নলিনী। দেখুন, তিনি আপনাকে বলতে বললেও আমি বলব না মনে করেছিলাম। কিন্তু যখন কথাটা উঠল তখন···আচ্ছা, কোর্টের বাইরে এই বিশ্রী ব্যাপারটা মিটে গেলে ভাল হয় না? মামলা চললে খবরের কাগজওলারা দুটি সম্ভ্রান্ত ঘরের কলঙ্কের কথা কাগজগুলোতে ছাপবে, একজন কংগ্রেসের নেতার দোষে গোটা কংগ্রেসের কতকটা বদনাম হ'বে।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। আপনি হয়ত এক পক্ষের কৈফিয়ৎ শুনেচেন। স্বামী বেচারীর তরফে দুঃখের পরিমাণটাও একবার ভেবে দেখুন। মামলা চলার ফলে দোষী ব্যক্তিকে যদি খরচান্ত হ'তে হয় তো তার আফশোষ করলে চলবে কেন? এই ন্যায্য মকদ্দমা চললে আমাদের ফারমও একটা থোক টাকা লাভ করবে। তবে যা বলেচেন—বন্ধু বলে কথা, দুটো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলঙ্কের কথা, কংগ্রেসের দুর্ণাম ও আপনার অনুরোধ—সব কথা বিবেচনা করতে গেলে আমাকে এটর্ণী হিসাবে কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তা—তাই করব এবং আমার পার্ট্নারকে বুঝাবার চেষ্টা করব। তবে স্বামীপক্ষ এত শীঘ্র বুঝবে কি না সন্দেহ। আমার দ্বারা চেষ্টার ত্রুটি হ'বে না।

নলিনী। ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস—আপনি চেষ্টা করলে সফল হ'বেন। দেখুন, জগতে আদর্শ চরিত্র দুর্ল্লভ। তাঁর অগাধ বিদ্যা ও সদ্‌গুণগুলির কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকে তাঁর এই একটা দোষ ধ'রে নিন্দা করবে। শুচিবায়ুগ্রস্ত কাগজগুলা আদর্শ কবিতা আউড়ে দেশের সব কাযে তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে। এতে কংগ্রেসের ও দেশের ভারি ক্ষতি হ'বে।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। ঠিক কথা। আপনার উপদেশ মনে থাকবে। আর—সন্ধ্যার দিকে বাড়ী থাকবেন কি? কংগ্রেসের ফণ্ডের জন্যে একটা টাকা আনতে চাই।

নলিনী। বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যেই কায থেকে ফিরতে পারব।

দ্বিতীয় কর্ত্তা। আচ্ছা তা হ'লে—নমস্কার।

নলিনী। নমস্কার।

টেলিফোন ছাড়িবামাত্র নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিল এবং নলিনীর কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, একটা মুস্কিলে পড়েছি!

আমার এক পূর্ব্ব-বন্ধু ও গুপ্ত সমিতির এক পুরাণো কর্ম্মী হঠাৎ আমার বাইরের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েচে। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। সে ক'টা দুঃসাহসিক কাযের জন্যে পুলিশের নজরে পড়ে কিন্তু সময় থাকতে গা-ঢাকা দেয়। এতদিন এক অজ পাড়াগাঁয়ে লুকিয়েছিল, সেখানেও নাকি তাড়া খেয়ে একেবারে কলকাতায় হাজির হয়েচে। বলে, সহরের ভিড়ে সে আত্মগোপন করবে। কদিন পেটে ভাত পড়েনি; একেবারে ধুঁকচে। আমার ঘরে নানা লোকের যাওয়া আসা, সেখানে তার চেনাপড়ার খুব সম্ভাবনা, তবে পুলিশ এখানে তার পিছনে লেগেছে ব'লে মনে হয় না। তার সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা করা যায়? বলে, তুমি একজন দেশনেত্রী, তোমার কাছে আশ্রয় পাবার ভরসা ক'রে এ বাড়ীতে ঢুকেছে। তাকে আশ্রয় দিলে গৃহস্থের সমূহ বিপদ, আমি এ বিষয়ে কিছু অনুরোধ করব না।

নলিনী বুঝিল, আগন্তুক ফেরারী আসামী, সে থাকিলে তাহার স্বামী-পুত্রের বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। নলিনীর মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহার সম্মুখে যেন কালপুরুষের ছায়া পড়িল কিন্তু দুর্দৈববশতঃ তাহাকে বিমুখ করিতে পারিল না। লোকটির দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া তাহার নারীচিত্তে করুণা হইল। নলিনী সংশয় ত্যাগ করিয়া বলিল, এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য তাকে আশ্রয় দান করা। বাইরের ঘর যখন নিরাপদ নয় তখন তাকে বাড়ীর ভিতরেই নিয়ে যাও; আমি তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করি। পরে ভেবে চিন্তে তার সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

নলিনী ঘড়ি দেখিল,—বেলা এগারটা বাজিয়াছে। কংগ্রেসের খাতাপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া সে বাড়ীর ভিতরে সোজা রান্না

ঘরে চলিয়া গেল এবং পাচককে একজনের মত ভাত বাড়িতে বলিল। আগন্তুক ব্যক্তি অবিলম্বে নিরঞ্জনের সঙ্গে বাথরুমে গিয়া স্নান করিল এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিতরের দালানে আসিল। নলিনী দেখিল, আগন্তুক ভদ্রবেশী যুবাপুরুষ, কিন্তু পালছেঁড়া নৌকার মত তাহার চেহারা অত্যাচার-উপদ্রবে বিশ্রী হইয়া গেছে। নলিনী ঠাঁই করিয়া তাহাকে আহারে বসাইল এবং যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইল। যুবক বুভুক্ষুর মত আহার শেষ করিল এবং নলিনীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইল। সে এই বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিলে গৃহকর্ত্রীর বিপদের সম্ভাবনা আছে উল্লেখ করিয়া কুণ্ঠা প্রকাশ করিল এবং তাহার আশ্রয়দাত্রীকে তাহার জন্য অন্য কোন নিরাপদ স্থানে থাকার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। নলিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। নলিনী তখনকার মত নীচের একটেরে একখানি ঘরে তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ইহার পর নলিনী পাচক ও ভৃত্যের কাছে সংবাদ লইয়া জানিল যে তাহার স্বামী ও পুত্র খাওয়া-পরা সারিয়া কলেজে ও স্কুলে গিয়াছে। সে নিজে স্নানাহার শেষ করিল এবং দোতলায় নিজ শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতে গেল।

এক ঘণ্টা পরে নলিনী প্রস্তুত হইয়া বৈঠকখানায় নামিয়া আসিল এবং নিরঞ্জনকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করিতে বলিল। এই সময়ে হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং নলিনী রিসিভার তুলিয়া লইল।

একজন পরিচিত স্বেচ্ছাসেবক কথা কহিতেছিল। নলিনী শুনিল যে নূতন নিয়মে কায সুরু হইয়াছে। পুলিশ লোক গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে খেংরাপটীর বিলাতী কাপড়ের দোকানে

পিকেটিং করার জন্য দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে ধরিয়াছে, মাদকদ্রব্যের দোকানে একজনকে ধরিয়াছে এবং লবণ সমেত একজনকে ধরিয়াছে। ভলান্টিয়ারগণ পালায় নাই ও দলে পুরু আছে; তাহাদের আইন-ভঙ্গ কার্য্যে উৎসাহের অভাব নাই। নলিনী কখন এদিকে আসিবে এবং আজ স্বেচ্ছাসেবিকার দল বাহির হইবে কিনা—ফোন-কারী স্বেচ্ছাসেবক জানিতে চাহিল।

নলিনী সংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল। বলিল, তোমরা দলবদ্ধ হইয়া নির্ব্বিবাদে কায চালাও, আমি নিশ্চয় যাইব। আমি গেলে স্বেচ্ছাসেবিকার দল বাহির হইবে। মনে রেখ, বাচ্ছারা, যেন অহিংসা-মন্ত্রের ভুল না হয়। দলশুদ্ধ লোক গ্রেপ্তার হ'লেও উত্তেজিত হইও না বা কখন কাহারও গায়ে হাত তুলিও না।

গাড়ী তৈয়ার হইলে নলিনী নিরঞ্জনকে লইয়া বাহির হইল।

তাহারা কংগ্রেসের কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরিয়া নারী ভলান্টিয়ারদের ক্যাম্পে উপস্থিত হইল। নলিনীকে পাইয়া মেয়ের দল মহা উৎসাহ দেখাইল। এই দলে একখানা দৈনিক কাগজের পুরমহিলাগণ ও কয়েকটি স্কুল-কলেজের মেয়ে ছিলেন। নলিনী দেখিল, বাঙ্গালী মহিলার সংখ্যা মুষ্টিমেয়; গান্ধীজীর দেশ, গুজরাটের মেয়েরাই দল ভারী করিয়াছে। নলিনী বুঝিল, তাহাদের দেশের নায়কের আদেশ পালন করা তাহাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকার জন্য তাহারা অবরোধের বাহিরে স্বচ্ছন্দভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানিত না এবং য়ুনুভার্সিটির মুখ দেখে নাই। নলিনীর কলেজি বিদ্যার জন্য তাহারা তাহাকে সম্ভ্রম করিত এবং তাহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছিল।

যখন নানাজাতীয় মহিলাগণ প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করিয়া

বাহির হইল, তখন এক অপরূপ দৃশ্য ঘটিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবিকাগণ নারীস্বভাবসুলভ বসনভূষণে আসক্তি একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা খদ্দর পরিধান করিলেও তাহাতে রাসায়নিক প্রফুল্ল রায়ের রচিত 'স্বদেশী রঙে'র বাহার ছিল; বিশেষতঃ ভাটিয়া মহিলাগণ বর্ণাঢ্য ছাপার কাপড় পরায় এক বিচিত্র শোভা হইয়াছিল।

নারী মিছিল বিদেশী বস্ত্রের কেন্দ্র, আবগারী দোকানগুলি ও পার্কে লবণ বিক্রয়ের স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিল এবং আইন ভঙ্গের জন্য দর্শকগণকে উৎসাহ দিল। পুলিশ দূরে থাকিয়া নীরবে তাহাদের কার্য্যাবলী দেখিল। আইনের চক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভেদ না থাকিলেও পুলিশ তখনকার মত আইন-ভঙ্গকারিণীদের কার্য্যে বাধা দিল না। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কোমলা নারী জাতির এই আইন-ভঙ্গ বা আগুন লইয়া খেলা ব্যাপারে সায় দিতে পারিতেছিল না এবং পুলিশের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করিয়া তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না।

তখন পর্য্যন্ত মেয়েদের ধরপাকড় আরম্ভ হয় নাই। পুলিশ পিকেটিং সম্বন্ধে অর্ডিনান্সের উগ্র সর্ত্তগুলি তখনও পূর্ণ মাত্রায় জারী করে নাই এবং সহরে বে-আইনি লবণ বিক্রয়ের মকদ্দমা পরিচালনে কি একটা আইনগত বাধা ঘটিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খবর পাওয়া গেল যে পুলিশ ধৃত পুরুষ ভলান্টিয়ারগণকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাতে জন সাধারণ একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল।

মোট কথা, তখন নানাদিকে গুজব ও উত্তেজনার হাওয়া বহিতেছে। পুলিশের পক্ষে লাঠিচার্জ্জ ইত্যাদিতে আইন-ভঙ্গ ও গলদ দেখাইতে কংগ্রেসের দল ব্যস্ত; কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কোন কোন লোক জাতক্রোধ হইয়া যে মনুষ্যসমাজের অপকৃষ্টতম অপরাধগুলির অনুষ্ঠান করিতেছে এবং কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রণালীতে কোথায় বিষম গলদ

রহিয়া গিয়াছে, তখন তাহা ভাবিয়া দেখিবার একান্ত লোকাভাব ঘটিয়াছিল। খালি আবেগ আর উত্তেজনা, একটা স্থির আদর্শের সন্ধান ভুলিয়া কেবল কি করিয়া গভর্ণমেণ্টকে জব্দ করিব তাহার ফন্দি-ফিকির; এত বড় কর্ম্ম-চেষ্টা যে অনেকটা ভস্মে ঘি-ঢালা হইতেছে তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না। সকলে যেন ভাবের কড়া আরকে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় নারী মিছিল ভাঙ্গিল, স্বেচ্ছাসেবিকাগণ বিদায় লইল এবং নলিনী নিরঞ্জনকে লইয়া মোটরে উঠিল।

নলিনীর নির্দ্দেশমত গাড়ী আ-ময় মেমের বাড়ীতে থামিল। নলিনী অল্পক্ষণের জন্য তাহার সহিত গোপনে কথা কহিয়া বাড়ী ফিরিল।

নলিনী শুনিল যে সুকুমার বাবু বাড়ী ফিরিয়া গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষে পুত্রকে লইয়া বাসে চড়িয়া ভবানীপুরের সিনেমায় 'টমকাকার কুটীর' ছবি দেখাইতে লইয়া গিয়াছেন।

নলিনী নিরঞ্জনকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি উপদেশ দিল এবং দিনের বেলার অতিথিটিকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিল। তারপর সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

এই সময়ে সকালের টেলিফোনকারী দ্বিতীয় কর্ত্তা বা নেতাটি আসিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন ও নলিনীকে সংবাদ পাঠাইলেন।

নলিনী অবিলম্বে নামিয়া আসিল। তাহাকে গুরু পরিশ্রমের জন্য ক্লান্ত দেখাইতেছিল; তথাপি সে নেতাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। ভৃত্য আসিয়া চা ও জলখাবার দিয়া গেল।

নলিনী সেইদিন কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার ও মুক্তি এবং মিছিলের কার্য্যের কথা বলিল। নেতা নলিনীর নেতৃত্বের ও সেদিনকার সকল কর্ম্মের

অপর্য্যাপ্ত প্রশংসা করিলেন এবং কংগ্রেসের জন্য একখানি চেক নলিনীর হাতে দিলেন। নলিনী টাকার মোটা অঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। নলিনী প্রসন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাহার কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া তিনি চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, আমি পার্ট্নার এটর্ণীর কাছে সব খবর নিয়ে জানলাম, আমাদের রাজাসাহেব বন্ধুটি পাষণ্ড! কিন্তু আপনার হুকুম অমান্য করি এমন ক্ষমতা আমার নাই," সুতরাং এ যাত্রা একটা সুরাহার ব্যবস্থা করেচি। আপনি আমার উপর—

নেতা তাঁহার কথা শেষ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ দরজা খুলিয়া দিনের অতিথি প্রবেশ করিল। সে বিস্মিত হইয়া ঘনিষ্ঠভাবে উপবিষ্ট যুগ্মমূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিল এবং চমক ভাঙ্গিলে ফিরিবার উপক্রম করিল। নেতা বিঘ্ন দেখিয়া দারুণ বিরক্তি বোধ করিলেন এবং অনধিকার প্রবেশের জন্য এই নূতন লোকটির প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। নলিনী আগন্তুককে দেখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং 'এক মিনিট মাপ করবেন' বলিয়া তাহার সঙ্গে গৃহের বাহিরে গেল। পরে উভয়ে নিম্নস্বরে দালানে কথা কহিতে লাগিল।

অতিথি বিব্রত ভাবে বলিল যে সে বৈঠকখানায় আর কেহ নাই মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে নলিনীর কাছে বিদায় লইতে গিয়াছিল। সে নির্জ্জন আলাপের সময় বিরক্ত করার জন্য নলিনীর ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং নলিনীর সাহায্যের জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। নলিনী কুণ্ঠা দূর করিয়া কেবলমাত্র বলিল—আচ্ছা, নমস্কার, নিরঞ্জন আপনার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

নলিনী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নেতার চক্ষে ঈর্ষার ছায়া পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, লোকটা বোধ হয় একটা ভলাণ্টিয়ার

ওদের আস্কারা দিতে নেই। আপনাকে বাইরে ডেকে নিয়ে কি বল্‌লে?

নলিনী বিরক্তি চাপিয়া বলিল, আমার কাছে অতিথি হয়েছিল; এখন বিদায় নিল।

নেতা উত্তর দিল, বড় ভাগ্যবান ত! কিন্তু এ সময়ে যাকে তাকে আশ্রয় দিলে বিপদে পড়বেন।

নলিনী ফাটিয়া পড়িল। বলিল, আপনারা না ডেমোক্রেসির (গণতন্ত্রের) পাণ্ডা! তবে সাধারণ কর্ম্মী ও অভিজাত নেতায় প্রভেদ করেন কেন? আর আপনি জমিদার বন্ধুর নিন্দা করলেন, সুযোগ পেলে আপনিও বোধ হয় কম যান না। আপনি রক্ষণশীল ঘরে জন্মেচেন, আপনি অবরোধের বাহিরের শিক্ষিতা মহিলাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে জানেন ব'লে মনে হয় না। আপনার গিন্নি পর্দ্দানশীন, লেখাপড়া জানেন না এবং টিপচিহ্নর জোরে সব কায চালান। আমি আপনার 'টিপচিহ্ন'টিকে একদিন সব কথা ব'লে আসব। তিনি অস্তর্টিপুনি দিলে তবে আপনার জ্ঞান হ'বে।

নেতা। আপনি রেগেচেন দেখচি। আপনি ক্লান্ত, অসময়ে বিরক্ত করেচি, মাপ করবেন।—নেতা ঘাড় গুঁজিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

নলিনী এই বিশ্রী ঘটনাটির বিষয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। এটর্ণী নেতাটির সহিত তাহার দূষণীয় সম্বন্ধ ঘটে নাই কিন্তু নেতার বারবার নির্ব্বোধ ব্যবহারে তাহার কলঙ্ক রটিয়াছে। আজ আবার সে এক অচেনা লোকের সামনে বাড়াবাড়ি করিয়াছে। লোকটি কি মনে করিল? না—নলিনী আর ইহা ঘটিতে দিবে না।

বাড়ীর ভিতরে গিয়া নলিনী শীঘ্র আহারাদি শেষ করিল এবং পালঙ্কে শুইয়া কর্ম্মক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের

জানালা খোলা ছিল; ঝির ঝির করিয়া হাওয়া বহিতেছিল। নলিনী শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার স্বামী ও পুত্র কখন ফিরিল তাহার খবর পাইল না।

অধিক রাত্রে একবার সুকুমারবাবু নলিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নলিনী অঘোরে ঘুমাইতেছে এবং খোলা জানালা দিয়া কৃষ্ণ একাদশীর চন্দ্রালোক নলিনীর বিছানায় পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিকের বাগান হইতে ফুলের গন্ধ আসিতেছিল এবং দক্ষিণের নিমগাছে একটা অজানা পাখী ডাকিতেছিল। তিনি একবার মনে করিলেন যে তাহাকে ডাকিবেন, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখে ক্লান্তির ছায়া দেখিতে পাইয়া তাঁহার মায়া হইল, তাহাকে আর জাগাইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ পরিতৃপ্ত চক্ষে নলিনীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মস্তকে লঘু চুম্বন করিলেন এবং পরমুহূর্ত্তে নলিনীর শয্যাগৃহ ত্যাগ করিয়া মাঝের দুয়ার দিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। এই ঘরে একখানি বড় ও আর একখানি ছোট খাট পাতা ছিল; ছোট খাটটিতে তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় বালক ঘুমাইতেছিল।

সুকুমারবাবুর চক্ষে শীঘ্র ঘুম আসিল না। ঘরে একখানি বেহালা ছিল—তিনি তুলিয়া লইয়া গাড়ী-বারান্দার ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইলেন। বেহালায় তাঁহার মিঠা হাত ছিল। তিনি যন্ত্রের উপর ছড় টানিলেন, সুর জাগিয়া উঠিল। তিনি তন্ময় হইয়া বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে একটা ক্ষোভ জাগিয়াছিল, তিনি সুরসংযোগে বিক্ষিপ্ত চিত্তধারা শান্ত করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সুকুমারবাবু নিঃশব্দে নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্রের শয্যার পার্শ্ববর্ত্তী শয্যায় শয়ন করিলেন।

২৩

চণ্ডু চক্র

রাজারাম, চীনাপাড়ায় মেমের বাড়ীতে নিযুক্ত মোটর ক্লীনার বা গুপ্তচর নুন্নু পাঁড়ের নিকট হইতে নিয়মিত সকল খবর পাইতেছিলেন।

নুন্নু পাঁড়ে বলিল যে নলিনী সেখানে রীতিমত যাতায়াত করে এবং তাহার সুপারিশে আ-ময় রাখাল নামে এক বাঙ্গালী যুবাকে পাঁড়ের সঙ্গে এক-গ্যারেজে আশ্রয় দিয়াছে। রাখালের চালচলন সন্দেহজনক মনে হয়। সে দিনে বড় বাহির হয় না, কিন্তু রাত্রিকালে প্রায় বাহিরে যায় এবং কখন কখন শেষ রাত্রে ফিরিয়া আসে। রাখালের সঙ্গে নলিনীর ড্রাইভার নিরঞ্জনের বেশ পরিচয় আছে। আ-ময় নলিনীকে লইয়া ট্যাংরায়—চীনাদের চামড়ার কারখানা হইতে দূরে নির্জ্জন স্থানে একখানি ছোট বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে যায়। পাঁড়ে—রাখাল ও নিরঞ্জনকে সেই বাড়ীতে যাইতে দেখিয়াছে। পাঁড়ে উহাদিগকে উল্টাডাঙ্গায় এক দ্বিতীল বাড়ীতেও প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে।

রাজারাম—রাখাল লোকটি কে, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

রাজা। আ-ময়ের বাড়ীর ভিতরের 'খাসমহলের' খবর কি ?

নুন্নু পাঁড়ে। ব্যাপার অনেকটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নলিনী কোকেনের নেশায় বশীভূত হইয়াছে তাহা আপনাকে বলিয়াছি। সে ক্রমশঃ চীনাদের 'মাজুন' জুয়াখেলায় যোগ দিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার বৈঠকে আ-ময়, সোফিয়া এজরা, ওয়াং-থেন ও ছাই-ফির

মধ্যে স্থির হয় যে নলিনীর সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং তাহাকে এখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মিসেস এজরা একটা তুষ্ট হাসি হাসিয়া বলে, তাহাকে এখন 'খাসমহলের' রহস্য দেখানো যাউক। চীনা সাহেবগণ বলিল, আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু এই ভদ্রমহিলা হয়ত আমাদের এই রহস্যে যোগ দিবে না। আ-ময় বলিল, আমি নিজে তাহাকে খাসমহলে লইয়া যাইব, সে আপত্তি করিবে না।—এই সময়ে নলিনী আসিয়া পড়িল। পরে ছাই-ফির সংকেতে আ-ময় এইরূপে কথা পাড়িল—

আ-ময়। নলিনী, ছাই-ফি ও ওয়াং-থেন সাহেবের সঙ্গে এখনি তোমার কথা হইতেছিল। আমরা তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান দিব ; তোমাদের 'স্বদেশী' ছেলেরা শিখিতে পারিবে। আমরা এখন তোমাকে আমাদের খাসকামরায় লইয়া যাইব। সেখানে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। চল, তোমাকে আমাদের খাসকামরা বা 'খোদা-ঘরে' লইয়া যাই ও আমাদের 'খোদা'র সম্মুখে তোমাকে বন্ধুত্বে দীক্ষিত করি।

আ-ময় নলিনীর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাড়ীর ভিতর দিকে চলিল। মিসেস এজরাও তাহাদিগের সঙ্গে চলিল। কয়েকটি ঘর পার হইয়া আ-ময় একটি রুদ্ধ কক্ষের দরজা খুলিল এবং সঙ্গিনীদের লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ ও ঘর অন্ধকার ছিল। নলিনী প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু চক্ষে অন্ধকার অভ্যস্ত হইয়া গেলে ক্রমশঃ ঘরের দৃশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নলিনী দেখিল—সম্মুখে প্রমাণ আকারের একখানি পট রহিয়াছে, তাহাতে চীনা ছাঁদে বুদ্ধদেবের মূর্তি



"আমাদের 'খোদা'র সম্মুখে তোমাকে দীক্ষিত করি"·
আ-ময় মাথা নামাইয়া নমস্কার করিল।

অঙ্কিত। কিন্তু ছবিখানিতে ধ্যানী বুদ্ধের গাম্ভীর্য্য বা সুষমা নাই। এই মূর্ত্তির টেরা চোখে যেন লালসা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেদ-মাংসবহুল মূর্ত্তি; হাত দু'খানি ছোট, অলাবুর ন্যায় একটি নেওয়াপাতি ভুঁড়ি আছে। সম্মুখে চীনের ধূপ জ্বলিতেছে। প্রশস্ত গৃহে তিন খানি সুদৃশ্য খাট আছে। কোনটিতে সিঙ্গাপুরের সুন্দর বাঁশের ছালের পুরু শীতলপাটী ও কাঠের তৈয়ারী চৌকা রঙ্গিন ফাঁপা চীনা বালিশ, কোনটিতে কিংখাপের আস্তরণযুক্ত ম্যাট্রেস্ (বিলাতী গদী) ও সিল্কের ওয়াড়মোড়া ঝালরযুক্ত নরম বালিশ। ঘরের দেওয়ালের রং ঘোর রক্তবর্ণ। ইলেক্‌ট্রিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু ঘরের মাঝখানে চীনদেশীয় একটা বড় পিতলের আলো ঝুলিতেছে। টেবিলের উপর একটি ট্রে-তে তিন-চারিটি ছয়-ইঞ্চি উঁচু কাচের ঢাকনি ঢাকা তৈলের আলো আছে; অপর একটি ট্রে-তে কয়েকটি তল্‌তা বাঁশের তৈরী, একহাত লম্বা, বাঁশীর আকারের নল বা পাইপ আছে এবং ঐ বাঁশের নলগুলির একদিকে গোলাকার একটা চাক্তি লাগান আছে এবং চাক্তির মধ্যে ছিদ্র আছে। আর একটি ছোট ট্রে-তে 'ওটীনের' সুদৃশ্য পাত্রে একটা কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় দ্রবপদার্থ আছে এবং তাহার পাশে ছোট সরু শিক্, দেশলাই, চূণ, সাদা ও চেপ্টা হাড়ের কাঠি ইত্যাদি পড়িয়া আছে। অপর একটি চতুষ্কোণ টেবিলে চীনা 'মাজুন' বা জুয়াখেলার সাদা হাড়ের ঘুটি ও ছক আছে। ইহা চাইনীজ্ বীড্ গ্যাম্ব্‌লিং—যাহা লইয়া পুলিশ কোর্টে প্রায় মকদ্দমা হয়—হইতে পৃথক্। নলিনী বুঝিল যে ইহাই আ-ময়ের 'খোদা-ঘর' এবং এখানে নিভৃতে নেশা করিবার সব রকম সরঞ্জাম ও জুয়া খেলিবার সকল বন্দোবস্ত আছে।

আ-ময় 'খোদা'কে মাথা নামাইয়া নমস্কার করিয়া একখানি খাটে বসিল এবং নলিনীকে পাশে বসাইল।

আ-ময় বলিল, আফিমের আরক বা চণ্ডু-সেবা চীনদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। ভারতীয় গুলি-খাওয়া প্রথা চণ্ডু-সেবা হইতে খারাপ। গুলি পরিস্কার জিনিস নহে, উহাতে নেশার হানিকর ও স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী পোড়া পেয়ারা-পাতা ইত্যাদি থাকে। চণ্ডু পরিস্কার এবং তাহাতে কোন ভেজাল নাই। আফিম ফুটাইয়া চোলাই করিয়া আমরা তাহার গাদ ফেলিয়া দিই এবং পরে আবার ছাঁকিয়া লইয়া আফিমের আরক তৈয়ার করি। এই আরক আগুনে শুদ্ধ করিয়া ইহার তরল ধূম গ্রহণ করিলে তবে চণ্ডু-সেবা হয়। এই নেশা স্বর্গীয়, ইহার আস্বাদ কেহ ভুলিতে পারে না। মিসেস্ এজরা, আমি চণ্ডু গ্রহণ করিব, আপনি আমাকে সাহায্য করুন; নলিনী একবার চণ্ডুসেবনপ্রথা দেখিলে তাহার সন্দেহ কাটিয়া গিয়া সাহসের সঞ্চার হইবে।

আ-ময় একটি শয্যায় শুইয়া পড়িল। সোফিয়া এজরা 'ওটিনের' পাত্র হইতে একটি ঝিনুকের পাত্রে দ্রব পদার্থ ঢালিতে অল্প পরিমাণে আফিমের গাঢ় আরক বা চণ্ডু গড়াইয়া পড়িল। পরে সে একটি ছোট লোহার সূচ্যগ্র শিকের মুখে চণ্ডু মাখাইল এবং কাচের ঢাকনির ভিতরের ছোট রেড়ির তৈলের 'লম্প' জ্বালাইয়া শিকটি আগুনের মুখে ধরিল। আফিম পুড়িয়া একটা তিক্ত অথচ মিষ্ট গন্ধ বাহির হইল। পরে সে একটি বাঁশের নল বা পাইপ উঠাইয়া লইয়া উহার একদিকে আঁটা চাক্তিতে শিকের মুখের তপ্ত ও গলিত আফিমটুকু লাগাইয়া দিল। এক হাতে চণ্ডুর পাইপ ও অন্য হাতে আলো লইয়া সে আ-ময়ের শয্যায় বসিল। সোফিয়া আলোর শিখা চাক্তির মুখে ধরিয়া রহিল। আ-ময় আগ্রহভরে পাইপে মুখ লাগাইল ও জোরে জোরে ধূম টানিতে লাগিল। দুই চারিটা টানের পরেই আ-ময়ের মুখ দিয়া আফিমের

ধূম বাহির হইল; তখন সে ঘন ঘন পাইপ টানিতে লাগিল ও কিছু কিছু আফিমের ধূম গিলিয়া ফেলিল। আ-ময়ের মুখে এক আচ্ছন্ন ভাবের সঙ্গে ঈষৎ হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু পরে সে সজাগ হইয়া চক্ষু চাহিল এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল।

আ-ময় বলিল, নলিনী, এদেশে মানুষ ধোঁকায় পড়িলে চোখে 'সর্ষে ফুল' দেখে আর আমি নেশার চোটে চোখে পপি-ফ্লাওয়ার (আফিমের ফুল) ফুটিতে দেখিলাম। বড় চমৎকার সুখ! তুমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ; কোন ভয় নাই। মিসেস্ এজরা, তুমি নলিনীর জন্যে একটা ছোট 'ছিটা' ও একটা ছোট 'পাইপ' তৈয়ার কর। ওকে 'আপিনের'—'পিনিক' কেমন তাহা বুঝাইয়া দাও।

আ-ময় উঠিয়া নলিনীকে হাতে ধরিয়া একটি পরিস্কার কিংখাবের শয্যায় শয়ন করাইল এবং উপরোক্ত প্রণালীতে তাহাকে সযত্নে চণ্ডুর নেশায় দীক্ষিত করিল। প্রথমটা নলিনী ভয় পাইয়াছিল এবং ক্ষীণ আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু নারী-সঙ্গের জন্য এবং চীনা ও ইহুদী মেমের আগ্রহে তাহার ভয় ভাঙ্গিয়াছিল এবং সে তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সে নূতন বলিয়া অল্প চণ্ডু সেবন করিয়াও তাহার মাথা ঘুরিয়াছিল এবং তাহার গা-বমি-বমি করিয়াছিল কিন্তু ক্রমশঃ তাহার অস্বস্তি ভাব দূর হইল এবং সে চণ্ডুর বিচিত্র নেশা উপভোগ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হইলে সে দেখিল, মিসেস্ এজরা ও আ-ময় পাশের শয্যায় চণ্ডু-সেবা শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে এবং অন্য দুইটি শয্যায় কখন্ ছাই-ফি ও ওয়াং-থেন চীনাম্যান আসিয়া শুইয়া পড়িয়া চণ্ডুসেবন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নলিনী দেখিল, ঘরখানা আফিমের ধূমে পরিপূর্ণ। নলিনী বৈঠকখানায় গেল; দেখিল—রাত্রি হইয়াছে। সে সুইচ্ খুলিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলে

কিছুক্ষণ বসিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিল এবং পরে আ-ময়ের গৃহ ত্যাগ করিল।

পরদিন নলিনী আবার আসিল। তখন খোদা-ঘরে মাজুনের মজলিস বসিয়াছে। সে সাগ্রহে এই জুয়াখেলা শিখিয়া লইল এবং পরে চণ্ডুচক্রে যোগ দিল। এদিন ওয়াং-থেনের যুবক পুত্র ফ্রুকশিন ছিল। এইরূপে চণ্ডুর নেশায় নলিনী দিন দিন পাকিয়া উঠিয়াছে।

মুনু পাঁড়ে তাহার বিবরণ শেষ করিল।

খোদা-ঘরের বদ্ধগৃহে, ক্ষীণালোকে, গুমট বোধ হইতেছে, দেওয়ালের লাল বর্ণে স্নায়ুপীড়া এবং দূতক্রীড়া ও মাদকসেবার সরঞ্জাম চক্ষুশূল বোধ হইতেছে, চীনের ধূপ ও আফিমের ধূমে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, উগ্র গন্ধে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইতেছে, গৃহের দেবতাটি পর্য্যন্ত অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে, এখান হইতে সরিয়া মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস ফেলিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

নলিনী উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের অভাবে, নরেশ বাবুর 'শাস্তি' উপন্যাসের নায়িকা দেশসেবিকা গোপার ন্যায়, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। সে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং করে, আর নিজে এ কী হীন ব্যসনে লিপ্ত হইয়া পড়িল! কিন্তু স্থান কাল পাত্রের যোগাযোগে ঘটনা-চক্রের গতি রোধ করিবার উপায় নাই—এখন নিরপেক্ষভাবে এই চরিত্রের তির্য্যক গতি অনুসরণ করিয়া পরিণাম দেখিতে হইবে।

২৪

নলিনীর নিগ্রহ

একদা সন্ধ্যায় চণ্ডুচক্রে আ-ময়, নলিনী ও ফুকশিন মাত্র উপস্থিত ছিল। আ-ময় নলিনীকে এক ছিটার পর আর এক ছিটা চণ্ডু সেবন করাইলে নলিনী নেশার ঘোরে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। আ-ময় পাশের বিছানায় শুইয়া কিছুক্ষণ নেশা করিবার পর নলিনীকে ডাকিল কিন্তু তাহার সাড়া পাইল না। ফুকশিন আর একটি শয্যায় শুইয়া চণ্ডুর পাইপ টানিতেছিল। নলিনীর উত্তর না পাইয়া আ-ময় কি একটা কাযে বাহির হইয়া গেল। ফুকশিনের নেশা ভাঙ্গিলে দেখিল—নলিনী ব্যতীত ঘরে আর কেহ নাই। সে একদৃষ্টে নলিনীর রূপ দেখিতে লাগিল। নলিনীর কেশপাশ খুলিয়া গিয়াছিল, গাঢ় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বক্ষঃস্থল উঠিতে ও নামিতে ছিল এবং তাহার ব্লাউসের হাতা ও জামার বোতাম শিথিল হইয়াছিল। তাহার গণ্ডদেশ রক্তাভ, তাহার ললাট ও নাসিকায় ঘর্ম্মের মুক্তাবলী ও তাহার নয়নদ্বয় নিমীলিত। নিস্তব্ধ রাত্রি, স্তিমিত আলোক, নির্জ্জন গৃহ এবং একান্ত নিকটবর্ত্তী রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া ফুকশিন প্রলুব্ধ হইল। সে নিজ শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে নলিনীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। এই চরিত্রহীন চীনামান, কাপুরুষের মত অসহায়া নিদ্রিতা মহিলার উপর গর্হিত ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইল। ফুকশিন গৃহের মধ্যে দোদুল্যমান

আলোকাধারের দিকে চাহিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আলোটা কমাইয়া দিল। সে অধীরভাবে নলিনীর শয্যার উপর আসিয়া বসিল।

এখন গৃহ মধ্যে একটা স্বচ্ছ অন্ধকার। ফুকশিন উন্মত্তের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া নলিনীকে স্পর্শ করিতে গেল। সহসা নারীত্বের উপর রূঢ় আক্রমণে নলিনীর সমস্ত সত্তা সচেতন হইয়া উঠিল; যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ও নেশার ঘোর কাটিয়া গেল। অল্প আলোকে স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না, তবু মনে হইল ফুকশিন একটা ধাক্কা খাইয়া সরিয়া গেছে এবং নলিনী নিজ কেশ-বেশ সামলাইয়া লইয়া পালঙ্ক হইতে দূরে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ফুকশিন আবার অগ্রসর হইল কিন্তু এবার নলিনীর হাতে একখানি ডামাস্কাস ব্লেডের শাণিত ছোরা স্বল্পালোকেও ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। ফুকশিন একেবারে পিছাইয়া গেল। এই 'বীরাষ্টমী' ব্রতপালিনী নবযুগের নারী আপৎকালে আত্মরক্ষার জন্য এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রখানি কাছে রাখিত; এই সঙ্কটকালে অস্ত্রচালন বিদ্যা তাহায় কাযে লাগিল।

হঠাৎ কে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। ফুকশিন নলিনীকে ছাড়িয়া শীঘ্র নিজ শয্যায় শুইয়া পড়িল। যে মূর্ত্তি আসিল সে আস্তে আস্তে আলোটা উজ্জল করিল। দেখা গেল—আ-ময় ফিরিয়া আসিয়াছে।

আ-ময় একবার নলিনীর উগ্রমূর্ত্তি ও একবার ফুকশিনের ভিজা বিড়ালের মত চেহারার দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিল। ফুকশিন তাহার প্রিয়পাত্র। তাহার মনে ঈর্ষা ও ক্রোধের উদয় হইল। সে প্রখর দৃষ্টিতে ফুকশিনের দিকে চাহিয়া নীরবে যেন একটা কৈফিয়ৎ চাহিল। ফুকশিনকে নিতান্ত অপ্রতিভ বোধ হইল; সে ছোট চেরা

চোখে পটের বুদ্ধের ন্যায় কুৎকুৎ করিয়া চাহিল। আ-ময় সম্রাজ্ঞীর ন্যায় একটা ভ্রুভঙ্গী করিল ও নীরবে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বার দেখাইয়া তাহাকে তখনি বাহির হইয়া যাইতে সঙ্কেত করিল। ফুকশিন প্রহৃত কুকুরের মত সঙ্কুচিত হইয়া দ্বারপথে পলায়ন করিল।

ফুকশিন চলিয়া গেলে নলিনী কটিবস্ত্রের মধ্যে ছোরা রাখিয়া দিয়া বিক্ষুব্ধ অন্তরে শয্যার উপরে নতনেত্রে গুম হইয়া বসিল। আ-ময়ও ধীরে ধীরে গিয়া তাহার কাছে বসিল। পরে সে নারীসুলভ দক্ষতার সহিত তাহার ব্যসনসঙ্গিনীর কবরী ও বস্ত্র ঠিক করিয়া দিল ও রুমাল দিয়া তাহার স্বেদসিক্ত মুখমণ্ডল মুছাইয়া দিল। সে সুইচ্ টিপিয়া পাখা খুলিয়া দিল এবং নলিনীর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য মাথায় ও কপালে অ-ডি-কলোন ঢালিয়া দিল। নলিনী ক্রমে একটু সুস্থ বোধ করিল কিন্তু উত্তেজনার পর তাহার দেহ মনে একটা অবসাদ আসিয়াছিল। আ-ময় দুঃখিত স্বরে বলিল, আমার বাড়ীতে আসিয়া তোমার অপমান হইল, আমি বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছি। পশুটার সাহস দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না। আশা করি, তুমি প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবে। আমি তোমাকে এখনি বাড়ী পাঠাইয়া দিতেছি।—নলিনী কোন উত্তর না দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আ-ময় নলিনীকে সযত্নে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইল।

এই সময়ে আ-ময়ের বিশ্বস্ত অনুচর কেরামৎ ব্যস্তভাবে আ-ময়কে ডাকিল। আ-ময় কাছে গেলে সে নিম্নস্বরে দু'চারিটি কথা বলিল। আ-ময় উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আ-ময় ফিরিয়া আসিয়া নলিনীকে বলিল, গাড়ী খিড়কির দরজায় তৈয়ার আছে। কেরামৎ তোমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। গাড়ীতে একটা স্থটকেসের মধ্যে কয়েকটা জিনিষ আছে। আজ রাত্রিটা তোমার ওখানে রাখিয়া দিও। এখন তোমার দেহ মন ভাল নাই, কাল সকল কথা বুঝাইয়া বলিব।

নলিনী কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনে যন্ত্রচালিতের মত মোটরে উঠিয়া বসিল। বাড়ী পৌঁছিলে কেরামৎ সযত্নে স্থটকেসটি নলিনীর শয্যাগৃহের এক কোণে নামাইয়া রাখিয়া গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

স্থকুমারবাবু অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। নলিনীর তখনও উত্তেজনা দূর হয় নাই। সে তাঁহার সঙ্গে অসংলগ্ন ভাবে দু'চার কথা বলিতে গিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি স্নানগৃহে ঢুকিল এবং স্নান করিয়া অনেকটা স্থস্থ বোধ করিল। নলিনী সে রাত্রে কিছু না খাইয়া অবিলম্বে শয্যাগ্রহণ করিল।

পরদিন সকালে নলিনী একটু বেলা করিয়া শয্যাত্যাগ করিল। তখনও তাহার দেহ মনের অবসাদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। সে ড্রেসিং টেবিলের নিকটে গিয়া চেয়ারে বসিল। সে স্থটকেসের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল—পাশে এই নূতন জিনিষটা দেখিয়া মনে পড়িল। আ-ময় ইহার মধ্যে একটা জিনিষ আছে বলিয়াছিল কিন্তু কি জিনিষ তাহা বলে নাই। তাহার কৌতূহল হইল। সে উঠিয়া স্থটকেসটা মেঝেয় টানিয়া লইল—উহা বেশ ভারী বোধ হইল। নলিনী মনে করিল আ-ময় মশার পিস্তল, রিভলবার ও কার্ত্তুজ পাঠাইয়াছে। সে উঠিয়া ষ্ট্র্যাপ খুলিল। তালা বন্ধ ছিল না—ডালা

তুলিয়া ধরিল। একটা উগ্র তিক্ত গন্ধে তাহার নাসারন্ধ্র ভরিয়া গেল। ভিতরের জিনিষ দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল এবং ডালা বন্ধ করিয়া দিল। পিস্তলাদির পরিবর্ত্তে তাহাতে তাল তাল আফিম ও কয়েক টিন লেবেল সমেত কোকেন ছিল।

স্থটকেসের ডালা খুলিবার সময় ভিতর হইতে একখানি চিরকুট কাগজ মেঝেয় পড়িয়া গিয়াছিল; দেখিতে পাইয়া নলিনী কুড়াইয়া লইল। গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা ইংরাজীতে পত্র—লেখিকার নাম নাই। ভাবার্থ এইরূপ—

"পুলিশ আমার বাড়ী তল্লাস করিতে আসিতেছে খবর পাইয়া এই জিনিষটা রাত্রের মত তোমার কাছে পাঠাইলাম। তোমার ওখানে পুলিশের উৎপাতের আশঙ্কা নাই। আমি নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এই কর্ম্ম করিলাম, ক্ষমা করিও। সন্ধ্যার দুর্ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি, সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদের 'খোদা'র সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বন্ধুত্বের মান রক্ষা করিবে।"

নলিনী ড্রেসিং টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গত রাত্রির ঘটনাবলী মনে পড়িল। মুকুন্দলালের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য আ-ময়ের বাড়ীতে প্রথম গমন হইতে গত রাত্রের শোচনীয় অভিজ্ঞতা ও তারপর স্থটকেস দেওয়ার কথা নলিনী ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে লাগিল। আ-ময়ের হয়ত তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়ার মধ্যে কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না; কিংবা হয়ত আ-ময় ইচ্ছা করিয়া তাহাকে একা ফুকশিনের সঙ্গে খোদাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। যদি নেশার ঘোরে একেবারে অচেতন হইত তবে এই বর্ব্বর চীনাম্যানের হাতে তাহার কি দুর্দ্দশা হইত তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। কারবারীদের নীচ স্বার্থপরতা ও প্রলোভন দেখাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের উদ্দেশ্য তাহার

মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মুকুন্দলালের প্ররোচনায় নলিনী সরল বিশ্বাসে অগ্রসর হইয়াছিল। নলিনী বুঝিল—তাহার এইদিকের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং ইহারা তাহার দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নানাদিক দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। সে এই দুইটি ঘটনায় মনে প্রচণ্ড আঘাত পাইল। 'খোদা'র সম্মুখে বন্ধুত্বের দীক্ষার ইঙ্গিতে তাহার উপর তাহাদের এক কুৎসিৎ অধিকারের কথা স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহার মনে একটা বিশ্রী জ্বালা ধরিল, তিক্ত চিন্তায় তাহার কপাল দপ দপ করিতে লাগিল। সহসা সে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সজাগ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল এই ফ্যাসাদে জিনিষগুলি বেশী সময় কাছে রাখিলে তাহার বিপদের সম্ভাবনা এবং এগুলি তাহার অধিকারে আছে প্রকাশ হইলে 'স্বদেশী' সমাজে তাহার মাথা হেঁট হইবে। সে সুটকেসের ষ্ট্র্যাপ ভাল করিয়া বন্ধ করিল এবং নিরঞ্জনের সাহায্যে সর্ব্বনেশে জিনিষগুলাকে গাড়ী করিয়া শীঘ্র বিদায়ের ব্যবস্থা করিল। নিরঞ্জন আ-ময়ের বাড়ীতে সুটকেস পৌছাইয়া আসিয়া খবর দিলে সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে মন দিল।

ওদিকে নলিনী চলিয়া গেলে আ-ময়ের বাড়ীতে ছাই-ফি ঢুকিল। আ-ময় তখন গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছিল। ছাই-ফি বসিলে আ-ময় বলিল, আজ সন্ধ্যায় খোদা-ঘরে একটা দুর্ঘটনা হইয়াছে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। নলিনী, ফুকশিন ও আমি চণ্ডু সেবা করিতেছিলাম। আমি পরে কি একটা কাযে বাড়ীর বাহিরে যাই; নলিনী ও ফুকশিন ঘরের মধ্যে থাকে। কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘর প্রায় অন্ধকার। আলো উস্কাইয়া দিতে বিপরীত

কাণ্ড দেখিলাম—নলিনী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, মুক্তকেশ, আলুথালু বেশ; ফুকশিন অন্য শয্যায় পড়িয়া যেন হাঁপাইতেছে। বুঝিলাম, ফুকশিন নলিনীকে নেশার ঘোরে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি তখনি তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি। নলিনীকে অনেকক্ষণ সেবা করিয়া সুস্থ করি, তারপর তাহাকে আমার গাড়ীতে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি।

ছাই-ফি বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি লোক। সে ভৎসনার স্বরে বলিল, তুমিই ছোঁড়াটাকে আস্কারা দিয়া মাথায় তুলিয়াছ। বাপ যে আড্ডায় চণ্ডু খায়, সেখানে কোন্ আক্কেলে ছেলেকে ঢুকিতে দাও?

আ-ময়। আপনি আমার স্বভাবচরিত্রের খোঁটা দিবেন না। আমার স্বামী নাই; আমি অবীরা স্ত্রীলোক; আমাকে কারবারের জন্য নানা জাতির নানা চরিত্রের পুরুষদিগের সহিত মিশিতে হয়। ওয়াং-থেন কারবারী, তাহার পুত্র ফুকশিন কাযের লোক ও আমার স্বজাতি। আমি স্ত্রীলোক; আমাকে কাছাকাছি দু'একজন স্বদেশীয় জোয়ান পুরুষ হাতে রাখিতে হয়। তাই ফুকশিন আমার বন্ধু; চীনা ড্রাইভার আমার বন্ধু। কত বিপদের মধ্য দিয়া আমাকে টাকা রোজগার করিতে হয়, তাহা জানেন। টাকা রোজগার ভোগের জন্য; আমি একটু স্ফূর্ত্তি করিলেই যত দোষ হইল? কিন্তু আমি ফুকশিনকে আসিতে দিই বলিয়া আমার বাড়ীতে সে যথেচ্ছাচার করিবে? নলিনী শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা; বন্ধু মানুষ। সে আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করে না। সে নিজের খেয়ালে আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তাহার উপর এ কী অত্যাচার! নলিনী আমার সম্মানিতা অতিথি। আমার বাড়ীতে তাহাকে অপমান করিবার কাহারও অধিকার নাই।

ছাই-ফি বলিল, ফুকশিন কাযটা ভাল করে নাই। বোধ হয়, মুহূর্ত্তের জন্য' লোভে পড়িয়া এই ভুল করিয়াছে। নলিনী কি বড়ই আঘাত পাইয়াছে?

আ-ময় অন্যমনা হইয়াছিল, কোন জবাব দিল না।

ছাই-ফি আবার আ-ময়কে খোঁচা দিয়া বলিল, তুমি ত রাত্রিকালে একঘরে নলিনীকে একা ফুকশিনের সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। বোধ হয় তোমার কোন একটা মতলব ছিল। ফুকশিন অবিবাহিত, সে যদি নলিনীর মত একজন 'স্বদেশী' মেম লাভ করে তাহাতে আমাদেরই দলবৃদ্ধি ও বলসঞ্চয় হয়। আ-ময় জ্বলিয়া উঠিল; বলিল হাঁ, ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ফুকশিন ঠিকভাবেই প্রেম করিতে গিয়াছিল—এবং কৃতকার্য্য হইয়াছে—এবারে নলিনী তাহার ক্রীতদাসী হইবে। মনে রাখিবেন, নলিনী নবযুগের শিক্ষিতা মহিলা, ফুকশিনের পশুর মত ব্যবহারকে নলিনী একটা ক্ষেপা কুকুরের আক্রমণের বেশী মনে করে না, ফুকশিনও উপযুক্ত শাস্তি পাইতে বসিয়াছিল। তবে দুঃখের বিষয় ঠিক ঐ রকম ঘটনার সময়ে আমি আসিয়া পড়িলাম। তারপরই কেরামৎ আসিয়া পুলিশ আসিবার খবর বলে এবং আমি তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা নলিনীর বাড়ীতে সরাইয়া দিতে বাধ্য হই। শেষে আ-ময় হাসিমুখে বলিল, পুলিশ আসিল না বটে, তবু নলিনী রাত্রির মত স্যুটকেসটা রাখিয়া দিয়া আমাদের বন্ধুত্বের মান রাখিয়াছে। কিন্তু ফুকশিনের দুর্ব্যবহারের জন্য নলিনী বোধ হয় আর আমার এখানে আসিবে না। আমার আপদে বিপদে এমন একটা বন্ধু লোক হাতছাড়া হইয়া গেল।

ছাই-ফি সংসারাভিজ্ঞ কূটচরিত্র কারবারী। সে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া আ-ময়ের তেজ ও বুদ্ধির দৌড় বুঝিতেছিল কিন্তু এই ঘটনায় আ-ময়ের

নলিনীর জন্য উত্তেজনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারে নাই ; এখন সে নিজের অসম্ভব অনুমানের জন্য লজ্জিত হইল। এই দুর্জ্ঞেয়া নারীর চিত্তের প্রান্তদেশে অনুভূতি ও বুদ্ধির বিচিত্র সমন্বয় দেখিয়া ছাই-ফি চমৎকৃত হইল।

২৫

গুপ্ত কেন্দ্র

রাজারাম খবর পাইলেন যে স্মাগলারদিগের গুদামে এত চোরাই আফিম, কোকেন ও চরস পৌঁছিয়াছে যে চোরা বাজারে উহাদের দর পড়িয়া গিয়াছে, এবং গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানী হইয়া অনেক দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াছে এবং নানাস্থানে সশস্ত্র ডাকাতি হইতেছে। ক্রমে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ উপদ্রব দমনে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা নানা পরামর্শ করিলেন ও গোয়েন্দাগণকে সঠিক খবরের জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। রাজারাম, নক্স ছাই-ফি ওয়াং-থেন প্রভৃতি স্মাগলারগণের উপর খরদৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু শীঘ্র সঠিক সন্ধান পাইলেন না।

রাজারাম শুনিলেন যে নলিনী কয়দিন হইতে আ-ময়ের বাড়ী যাইতেছে না এবং সন্ধান লইয়া জানিলেন যে সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রধান অসুখ মাথাধরা ও অনিদ্রা। চিকিৎসক আদিত্যবাবু তাহার কি পীড়া তাহা বলিলেন না; শুধু বলিলেন যে নলিনী ঘুমের ঔষধের জন্য জিদ করায় মরফিয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। নলিনী ক্রমশঃ অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। সে চিকিৎসকের উপদেশে বৈকাল বেলা অল্পক্ষণের জন্য মোটর গাড়ীতে চড়িয়া ফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে যাইত, কিন্তু রাত্রি করিতে পারিত না।

একদিন অপরাহ্ণকালে রাজারাম মুন্নু পাঁড়েকে লইয়া, রাখাল ও নিরঞ্জন যে-যে বাড়ীতে যাওয়া আসা করিত তাহা দেখিতে

গেলেন। প্রথমে তাঁহারা ট্যাংরার বাগান-বাড়ী দেখিতে গেলেন। বাড়ীটা লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। রাঁজারাম সেই দিকে যাইতে যাইতে দূর হইতে একটা জোর আওয়াজ শুনিয়া কাণ খাড়া করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, খোলা জায়গায় পিস্তল ছোঁড়ার ফাঁকা শব্দ আসিতেছে। পরপর পিস্তলের ধ্বনিতে তিনি বুঝিলেন যে কে, বা কাহারা, টার্গেট্ প্রাক্টিস্ বা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছে। রাজারাম স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই আওয়াজ বন্ধ হইল; অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ পাইলেন না। রাজারাম জানিতেন যে এই দিকে পুলিশ কিম্বা সৈন্য বিভাগের কোনও চাঁদমারি নাই। এই নির্জ্জন স্থানে লোকসমাগম ও পিস্তল শিক্ষার রীতি দেখিয়া রাজারামের মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। রাজারাম ভাবিলেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র প্রাণী; সশস্ত্র শিক্ষার্থীর সংখ্যা জানা নাই; সে, বা তাহারা, হয়ত অন্যলোকের আসা টের পাইয়া পিস্তল ছোঁড়া বন্ধ করিয়াছে বা একেবারে সরিয়া পড়িয়াছে। রাজারাম যে ঘুণাক্ষরেও কোন সন্ধান পাইয়াছেন তাহা আততায়ীকে অনর্থক জানিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। রাজারাম আর অগ্রসর না হইয়া নুনু পাঁড়েকে লইয়া ফিরিলেন। যেরূপ যোগাযোগ ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হইল যে নস্রু-আ-ময়-নলিনী-সংবাদের অনেক গুহ্য কথা তিনি জানিতে পারেন নাই, ভিতরে-ভিতরে ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে এবং হয়ত দুঃসাহসী কারবারী বা বিপ্লবী নির্জ্জন পল্লীতে আশ্রয় লইয়া, নিভৃতে পিস্তল ছোঁড়া শিখিতেছে। রাজারাম এই এলাকার থানায় গিয়া ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরকে গোপনে সকল কথা বলিলেন। ইন্সপেক্টর বিস্মিত হইলেন; তিনি নুনু পাঁড়ের কাছে বাড়ীর ঠিকানা বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে তিনি শীঘ্র এ বিষয়ে সন্ধান লইবেন।

রাজারাম সন্ধ্যার মুখে উল্টাডাঙ্গার বাড়ীর দিকে গেলেন। ইহা লোকালয়ে স্থিত ঘন সন্নিবিষ্ট অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যে একখানি পুরাতন দ্বিতল বাড়ী। সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। রাজারাম বাড়ীর দ্বিতলে মনুষ্যকণ্ঠের গুঞ্জন শুনিলেন; বুঝিলেন—ইহা গুপ্ত কেন্দ্র, পরামর্শসভা বসিয়াছে। পুরুষের গলার সঙ্গে নারীকণ্ঠ শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী নুনু পাঁড়ে বলিল, নলিনীর গলা শুনিতে পাইতেছি; এখানে তাহার গতিবিধি আছে তাহা জানিতাম না।—রাজারাম লুকাইবার স্থানের জন্য চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নিকটেই একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী দেখিতে পাইলেন এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে নুনু পাঁড়েকে লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বাড়ীটি মেরামত হইতেছিল, দিবাশেষে মিস্ত্রী ও মজুররা' কায-কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; রাজারাম কোন বাধা পাইলেন না। তাঁহারা দ্বিতলে উঠিয়া চূণ সুরকি পূর্ণ কয়েকটা ঘর অতিক্রম করিয়া রাস্তার ধারের একটি ঘরে আসিলেন। ঘরের জানালায় খড়খড়ি বন্ধ ছিল; একটা পাখী তুলিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর দ্বিতলের অংশ দেখা যাইতেছে, মাঝে শুধু একটা সরু গলির ব্যবধান। 'উপরতলায় দুইখানি ঘর, একটিতে ইলেকৃট্রিক আলো জ্বলিতেছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নলিনী ও আর একটি মেয়েকে ঘেরিয়া কয়েকটি যুবক ও একটি তেরো-চৌদ্দ বৎসরের সুকুমার বালক কথোপকথন করিতেছে। এই দলের মধ্যে হাসিঠাট্টাও চলিতেছিল। উহারা ঘরের মাঝখানে একখানা টেবিলের চারিদিকে চেয়ারে বসিয়া বা দাঁড়াইয়াছিল। নলিনী কিশোরবয়স্ক বালকটিকে কাছে লইয়া সযত্নে অঙ্গুলি দিয়া তাহার মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। রাজারাম এই দলের সকল ব্যক্তিকে চিনিয়া রাখিতে ও তাহাদের

কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিলেন। হুমু পাঁড়ে নিরঞ্জনকে দেখাইল ও রাখালকে চিনাইয়া দিল। সে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে চিনাইয়া দিয়া বলিল, উনি এক শিক্ষিতা মুসলমান রমণী, নাম আসিয়া বিবি; উনি নলিনীর অধীনস্থ, করপোরেশনের স্বরাজ্য পার্টির স্থাপিত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী; উঁহার সঙ্গে কাশেমালী বা কালামিঞা নামে এক কারবারীর বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। রাজারাম দূরত্বের জন্য তাহাদিগের পরামর্শ শুনিতে পাইলেন না। একটু পরে গুপ্তসভা ভঙ্গ হইল, ঘরের আলো নিবিল এবং একে একে সকলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। রাজারাম হাতঘড়ি দেখিলেন—রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। তিনি হুমু পাঁড়েকে লইয়া পোড়ো বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।



২৬

মোটর ডাকাতি

রাত্রি প্রায় দশটার সময় হঠাৎ রাজারামের টেলিফোনে ডাক পড়িল। তিনি অসময়ে বড় সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সদ্য সংঘটিত একটা দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল।

বড় সাহেব বলিলেন যে রাত্রি নয়টার সময় বড়বাজারে এক মাড়োয়াড়ী মহাজনের গদীতে ডাকাতি, লুট, খুন ও জখম হইয়াছে। ডাকাতরা ভদ্রলোক শ্রেণীর, ও পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিল। ইহা স্বদেশী ডাকাতি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিবরণে প্রয়োজন নাই। টাকা লুট করিয়া তাহারা তীরবেগে এক মোটরে চড়িয়া বসে এবং চক্ষের নিমেষে গাড়ী চালাইয়া চম্পট দেয়। গাড়ী গলিতে মোড় ফিরিবার সময় এক ব্যক্তি নম্বর-প্লেটের শেষের তিনটি ইংরাজী নম্বর মাত্র পড়িতে পারে; কিন্তু তাহা দ্বারা মোটরখানা ঠিক সনাক্ত করা যায় না। বড় সাহেব নম্বর তিনটির উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যে বিপ্লবীদের যতগুলি পুলিশের জানিত গুপ্ত আড্ডা আছে অবিলম্বে সেগুলির উপর নজর রাখা প্রয়োজন। রাজারামের জানিত আড্ডার সম্বন্ধে তিনি যেন শীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং অবিলম্বে লালবাজারে চলিয়া আসিয়া অন্য অফিসরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কায করেন।

রাজারাম টেলিফোন ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকালে দৃষ্ট ঘটনাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন। তাঁহার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে পড়িল, ইডেন গার্ডেনে যাইবার দিন তিনি নলিনীর মোটর গাড়ী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গাড়ীর নম্বর লিখিয়া রাখেন নাই; ইহা নলিনীর গাড়ী নহে ত? যাহা হউক, তিনি শীঘ্র নুনু পাঁড়েকে ডাকিলেন এবং তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া উল্টাডাঙ্গার গুপ্ত-সমিতির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি রাস্তায় একখানি ট্যাক্সি ধরিয়া দ্রুতবেগে লালবাজারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাজারাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং বিপুল পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা হইতেছে। রাজারাম সহযোগীদের সহিত বড় সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজারাম পুলিশের কর্ত্তাদিগকে সংক্ষেপে নিজের অভিজ্ঞতা ও উল্টাডাঙ্গার বাড়ী সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থার কথা বলিলেন। তাঁহার সংবাদ অনুসারে চীনাপাড়ার আ-ময়ের বাড়ী, ট্যাংরার বাগানবাড়ী ও উল্টাডাঙ্গার গুপ্ত কেন্দ্রে শীঘ্র হানা দিয়া খানাতল্লাসের ব্যবস্থা হইল। অন্য পুলিশ কর্ম্মচারীদের সন্ধান অনুযায়ী আরও কয়েকটি স্থান খানাতল্লাসের বন্দোবস্ত হইল।

রাজারামের একা সকল স্থানে এক সময়ে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রথমে আ-ময়ের বাড়ী, পরে ট্যাংরার বাগান এবং সকলের শেষে উল্টাডাঙ্গার আড্ডা ঘেরিবার ব্যবস্থা করিলেন কারণ, শেষোক্ত স্থানে তিনি নুনু পাঁড়েকে আগেই পাহারা দিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে ঐ কয়েকটি স্থান রাজারামের নির্দ্দেশ অনুসারে এলাকাভুক্ত ইন্সপেক্টরগণের অধীনে পুলিশ ফৌজ বেড়াজালের মত ঘিরিল এবং সন্তর্পণে চারিদিকের গতিবিধি লক্ষ্য

করিতে লাগিল। প্রথম দুইটি স্থান দেখাইয়া দিবার সময়ে কোন সোরগোল হয় নাই, কিন্তু যখন উল্টাডাঙ্গার বাড়ী ঘেরাও হইল তখন বাড়ীর দ্বিতলে আলোক, লোকসমাগম ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। পুলিশ অতি সাবধানে এই পল্লীতে আসা সত্ত্বেও এই বাড়ীর গুপ্ত বাসিন্দারা কি করিয়া তাহাদের গতিবিধি টের পাইল তাহা রাজারাম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নুনু পাঁড়ের সন্ধান লইতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে উপরের গৃহের বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়া গেল এবং অন্ধকারে লোকের চিহ্ন ও চাঞ্চল্য লোপ পাইল।

২৭

উল্টাডাঙ্গার কাণ্ড

মুন্নু পাঁড়ে কিছুক্ষণ আগে এই পল্লীতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত পোড়ো বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ পিছু হটিয়া আসিল। সে দূর হইতে দেখিতে পাইল, সম্মুখের বাড়ীতে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী মূর্ত্তি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল। উপরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে এবং আলোর উজ্জ্বল স্রোত পোড়ো বাড়ীর সামনের রাস্তায় পড়িয়াছে। সে আর পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিতে সাহস করিল না; দূরে এক গলির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বাড়ীটার উপর নজর রাখিয়া রাজারামের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে এক বালককে বাহির হইয়া যাইতে দেখিল।

ইতিমধ্যে উপরের ঘরে এক বিচিত্র ঘটনা অভিনীত হইতেছিল।

নলিনী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে এবং তাহাকে ঘেরিয়া নিরঞ্জন, রাখাল, একটি অপরিচিত যুবা ও পূর্ব্বোক্ত বালক কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

নলিনী বলিল, দেখ, তোমাদের কৃত কর্ম্মে আমার মন সায় দেয় নাই। দেখিতেছি, তোমরা পিস্তলও জোগাড় করিয়াছ। মুকুন্দবাবু তোমাদিগকে খবর দিয়া উস্কাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার অধিকারের বাহিরে। আমাকে না জানাইয়া নিরঞ্জনের এ কাযে আমার গাড়ী লইয়া যাওয়া ঠিক হয় নাই। এত রাত্রে রাখাল আমাকে ডাকিয়া আনিল; এখন আমি কি করিতে পারি?

রাখাল বলিল, আমাদের পিছনে চর লাগিয়াছে। নলিনী দেবীর



নলিনী বলিল, তোমাদের কৃত কর্ম্মে আমার মন সায় দেয় নাই।

সুপারিশে চীনাদের মধ্যে আ-ময় মেমের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মোটর গাড়ীর ক্লীনার মুন্নু পাঁড়ের ভাব ভঙ্গীতে তাহাকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়। সে বোধ হয় আমাকেও সন্দেহ করে। ঠিক টের পাই নাই—বুঝিতে পারিলে তাহার গোয়েন্দাগিরির সাধ আগেই মিটাইয়া দিতাম। তাহার বিড়ালের ন্যায় গতিবিধি ; একবার তাহাকে এই পাড়ায় দেখিয়াছিলাম, হয়ত সে অজ্ঞাতসারে পিছু লইয়া আমাদের গুপ্ত কেন্দ্র জানিয়াছে। তোমরা বড় অফিসর নহিলে গ্রাহ্য কর না, ক্ষুদে গোয়েন্দাদের তুচ্ছ জ্ঞান কর, এখন ফেউ লাগিয়াছে। আমি এইমাত্র আ-ময়ের বাড়ী ঘুরিয়া আসিতেছি। তোমরা জান আ-ময় নেশা-ভাং করিলেও কিরূপ বুদ্ধিমতী, তাহার হাতে দেশী বিদেশী কত লোক আছে। তাহার বাড়ী লালবাজারের কাছে। সে এক প্রতিবেশী ফিরিঙ্গি সার্জেণ্টের সঙ্গে ভাব রাখিয়াছিল। সার্জেণ্টের স্ত্রী আ-ময়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়াছে যে তাহার স্বামী জরুরী তলবে লালবাজারে যাইতেছে এবং রাত্রে কয়েকটি পুলিশের ফৌজ বাহির হইয়া নানা স্থানে হানা দিয়া খানাতল্লাস করিবে। আ-ময় আমাকে এই খবরটি দিয়া বলিল, পুলিশ সম্ভবতঃ তোমাদের আড্ডাগুলি ঘেরিবে এবং তোমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিবে। আ-ময় লালবাজারে পুলিশের ভিড় হইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে কি না জানিবার জন্য মুন্নু পাঁড়েকে পাঠাইবে বলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেল, কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার সন্ধান পাইল না। পাঁড়েকে রাত্রিকালে তাহার বাসায় না পাওয়ায় আ-ময়েরও সন্দেহ হইয়াছে। সে বলিল, পাঁড়ে বোধ হয় পুলিশের চর, পুলিশকে খবর

দিয়াছে; আর সময় নাই, শীঘ্র সকলে সাবধান হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে নলিনী দেবীকেও সব খবর দিও।—সে আমাকে বিদায় দিয়া তাহার টু-সিটার গাড়ী লইয়া নিজে বাহির হইয়াছে। চৌমাথার কাছে ঘোরাফেরা করিবে, কোন সন্ধান পাইলে এখানে খবর দিবে, বলিয়াছে। আ-ময় বড়বাজারের হাঙ্গামার কথা জানিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তোমরা সকল কথা শুনিলে, এখন কি করা কর্ত্তব্য সকলে মিলিয়া স্থির কর। আমি কোষাধ্যক্ষ মুকুন্দবাবুকে কয়েকটা জিনিষ দিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছি। পুলিশের 'হাল্লা' এতক্ষণে নানা দিকে বাহির হইয়াছে, রাস্তাগুলি নিরাপদ নহে, পলায়ন অসম্ভব। পুলিশ আমাদের এই বাড়ীতে নিশ্চয় হানা দিবে কি না ঠিক নাই; এখন ইহাই আমাদিগকে দুর্গের মত আশ্রয় দিয়াছে; এখন চট্ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করা ঠিক হইবে না। আমি মনে করি, আমাদের এখন প্রথম কর্ত্তব্য নলিনী দেবীর উদ্ধার এবং কিশোরের ব্যবস্থা করা।—বালকটির নাম যে 'কিশোর' তাহা বুঝা গেল, কারণ সে নামোল্লেখ মাত্র রাখালের দিকে উৎসুক ভাবে চাহিল।

নলিনী স্থির, নির্ব্বাক। তাহার পার্শ্বস্থ কিশোরের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, সে আরও কাছে সরিয়া গিয়া নলিনীর একখানি হাত টানিতে টানিতে বলিল, নলিনী-দি' তুমি বাঁচিলে সমিতি টিকিয়া থাকিবে। আমাদের মত নগণ্য ছেলেদের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। তুমি আগে চলিয়া যাও।

নলিনী কিশোরকে কোলে টানিয়া মস্তক চুম্বন করিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিল, ভাইটি, তোমার কচি মন ফুলের মত নরম, তাই তোমার দিদির জন্যে মন কাঁদিয়াছে। তোমার দিদির

জন্যে ব্যস্ত হইও না ; তোমার দিদি শক্ত মানুষ। তুমি ছেলেমানুষ ; খালি বাড়ী জিম্মা দিবার জন্য তোমাকে কিন্তু এদের দলে লওয়া ভাল হয় নাই। এখন আর আফশোষ করিয়া লাভ নাই। তোমার জন্যে আগে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিরঞ্জন বলিল, নিশ্চয়।—গৃহের তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, নীরদ মাষ্টার, তুমি কিশোরকে কোন রকমে বাঁচাইবার চেষ্টা কর ; আমি নলিনীকে সামলাইব।

রাখাল গরম হইয়া বলিল, থাম! আমি নলিনীর ভার লইব। নলিনী তোমার কলেজের পুরাতন বন্ধু হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর কাহারও অধিকার নাই ; সে স্বাধীন—আমিও তাহার বন্ধু, আমিই তাহাকে দেখিব।—পরে নলিনীর প্রতি কোমল স্বরে বলিল, মৌ-রাণী! আমি জানি তোমার গতি উর্দ্ধদিকে, পতঙ্গের দল তোমার পিছনে বৃথাই ঘুরিয়া মরে, হয়ত শেষ জীবিত পতঙ্গ কেবল তোমার নাগাল পাইবে। আমি এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে একটা কথা কহিয়া চিরবিদায় লইতে চাই।

নিরঞ্জন বলিল, এখন ভাবোচ্ছ্বাসের সময় নহে। নির্জ্জনে তোমার কি কথা থাকিতে পারে? এখনি উদ্ধারের পথ দেখিতে হইবে।

নলিনী উভয়ের মধ্যে একটা বিশ্রী কলহের সুর বুঝিতে পারিল এবং কিশোরকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া নীরদকে মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, মাষ্টার, তুমি একটিবার কিশোরকে লইয়া পাশের ঘরে যাও ও উহার রক্ষার উপায় ঠিক কর। আমি ইহাদের ঝগড়া মিটাইয়া এখনি আসিতেছি।

কিশোর বয়োজ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট কর্ম্মীদের মধ্যে বিবাদ দেখিয়া বিস্মিত হইল ; বোধ হয়, বিবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

নীরদ, নলিনীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, কিশোরকে লইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

নলিনী বলিল, ছেলেটার সামনে তোমরা কি গোলমাল করিতেছিলে? আর—এখন কি তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি করিবার সময়?

রাখাল অগ্রসর হইয়া নলিনীর একখানি হাত ধরিয়া বলিল, আর হয়ত সময় নাই। পুলিশ অস্ত্র শস্ত্রে সাজিয়া—বহু লোক মিলিয়া আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে। বাধা দিতে গেলে হয় তাহাদের গুলীতে মরিব, নয় ত ধরা পড়িয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিব। এতদিন বন্য পশুর মত নানাদিক হইতে তাড়া খাইয়া পলাইয়া বেড়াইতাম, তুমি নিজে আশ্রয় দিয়াছিলে এবং পরে তোমার কৃপায় দিনকতক চীনা মেমের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া বাঁচিয়াছি। আমি বোমা কেস ও নানা স্বদেশী ডাকাতি ও খুনী কেসের পলাতক আসামী; আমি নানা ছদ্মনামে বেড়াইতেছি, নিরঞ্জনও আমার ঠিক নাম জানে না; আমাকে ধরিবার জন্য পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে; আমি ফেরারী 'আউট্-ল', পাইলেই ধরিবে, পলাইতে গেলে গুলী করিয়া মারিবে। আমি বেকার, সরকার বা সমাজ আমার কোন ব্যবস্থা করে নাই। সেইজন্য আমি রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়াছি আমি ংসের কাযে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি—মা বাপ ভাই বোন ত্যাগ করিয়াছি, চিরকুমার ব্রত ধারণ করিয়াছি। আমি গুপ্ত সমিতির বেকার কর্ম্মীদের জন্য স্বদেশী ডাকাতিতে সর্দ্দার হইয়া ধনীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তাহাদিগের খরচ চালাইয়াছি। তথাপি বহু অর্থ সঞ্চিত আছে, তুমি আমার সঙ্গে গেলে তাহা তোমাকে দেখাইতে পারি। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিলে সমিতির কাযের জন্য দুই চারিটা হত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই, কিন্তু কোনও গৃহে

নারীর কেশাগ্র স্পর্শ বা নারীর কোনরূপ অপমান করি নাই—বরঞ্চ দলের কেহ করিতে উদ্যত হইলে কঠোর ভাবে বাধা দিয়া তখনি তাহা বন্ধ করিয়াছি। স্বদেশী ডাকাতিতে এ পর্য্যন্ত নারী নির্য্যাতনের কথা কেহ বলিতে পারিবে না। ধনীর গৃহে ডাকাতিতে বেশী ভাগ পুরুষগণ বাড়ীর মেয়েদিগকে আমাদের হাতে ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইয়াছে বা খাটের নীচে, চিল-কুটরিতে, এমন কি পাইখানার ভিতর লুকাইয়াছে এবং ধরা পড়িলে মুমূর্ষুর মত কাতর ভাবে প্রাণভিক্ষা করিয়াছে। এ অবস্থায় রমণীদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা বুঝিতে পার। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের নানা-বয়সের বধূ ও কন্যাগণ রক্ষক অভাবে অসহায় হইয়া যখন আমাদের রুদ্রমূর্ত্তি ও রুক্ষ আচরণ দেখিতে পায় তখন তাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কেবল নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তাহারা নারীসুলভ লজ্জা হারায়, এমন কি চীৎকার ও ক্রন্দন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। ডাকাতগণের ধনরত্নের প্রতি লোভ তাহারা জানে এবং কখনও আপনা হইতে, কখন বা ইঙ্গিত মাত্র, তাহাদের বরাঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলে এবং প্রাণভিক্ষা করে। সে সময়ে তাহাদের লজ্জা-সম্ভ্রম-জ্ঞান থাকে না, মস্তকের ভূষণ খুলিয়া দিতে মাথার কাপড় খসিয়া যায়, বাহুর অলঙ্কার খুলিয়া দিতে স্কন্ধের কাপড় সরিয়া যায়, গলদেশের আভরণ খুলিয়া দিতে পিঠের কাপড় খসিয়া পড়ে। এই বেপমানা বরাঙ্গনাদিগকে দেখিয়া বিকৃতরুচি কেহ কেহ তাহাদের উপর চরম নিগ্রহ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নারীর এই চিরন্তন অসহায় ভীরু মূর্ত্তিগুলি আমাকে কখনও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, থাক্—আর বাহাদুরী দেখাইয়া কায নাই। কীর্ত্তিমান পুরুষ! ভাগ্যে পরিচয় দিয়াছিলাম তাই নলিনী আশ্রয় দিয়াছিল! খুব প্রতিদান দিয়াছ! এখনও সাবধান হও।

রাখাল কর্ণপাত না করিয়া অসহিষ্ণু ভাবে নলিনীকে বলিতে লাগিল, আমি কিন্তু তোমাকে বিভিন্ন পাদপীঠে তোমার বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়াছি। তুমি অন্তঃপুরের আবরণ—'দীঘল-ঘোমটা' ত্যাগ করিয়া আশৈশব বাহিরের মুক্ত আলোক ও বাতাসের স্বাদ পাইয়াছ, ইংরাজী শিক্ষায় স্বাধীনতার মন্ত্র পাইয়াছ, পুরুষগণের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশায় অভ্যস্ত হইয়াছ এবং সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার বর্জ্জন করিয়াছ। তুমি লক্ষ্মীছাড়ার দলে মিশিয়াও দেশলক্ষ্মীর আসন গ্রহণ করিয়াছ, নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্য করিয়া ও ভীরুতা ত্যাগ করিয়া বরাভয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তুমি দেশের ডাকে গৃহছাড়া হইলেও—বোধ হয় তুমি নারীত্ব ত্যাগ করিতে পার নাই, পুরুষের ডাকে সাড়া দিয়াছ, দেবতার ন্যায় পাষাণ না হইয়া তোমার করুণা-ভিখারী পুরুষগণকে কৃপা করিয়াছ। আমি এই সংস্কারমুক্তা, স্বাধীনা, তেজস্বিনী, বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছি, আমি তোমার ভুবনমোহন রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে প্রেয়সী রূপে পাইতে চাহিয়াছি। আমি দেশব্রতে ব্রহ্মচর্য্যের জীবন যাপন করিয়াছি, কখনও স্ত্রীসঙ্গ পাই নাই। আজ এই মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া তোমাকে অকপটে আমার মনের গোপন ইচ্ছা না জানাইতে পারিলে—আমি মরিয়াও শান্তি পাইব না। তুমি নিজেও এই বিপ্লবের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া তোমার অদৃষ্ট আমাদের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধিয়াছ; কিছুক্ষণ পরে তোমারও কি দশা হইবে বলা যায় না; হয়ত তোমাকেও আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

আমাকে তুমি প্রেমদানে অমর কর, আমিও হাসিতে হাসিতে তোমার রক্ষার চেষ্টায় তোমার সম্মুখে মৃত্যু বরণ করি। সাধু শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানের স্পর্দ্ধা রাখি না, কিন্তু তাহারই মত অনাস্বাদিত রমণীর প্রেম আজ আমার প্রয়োজন হইয়াছে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কামনা না মিটিলে আমাকে বোধ হয় প্রেতের মত পরলোকে নারীপ্রেমের জন্য হাহাকার করিয়া ঘুরিতে হইবে। আমি এতদিন রমণীর সম্মান রক্ষা করিয়াছি, দূরে দূরে থাকিয়া রমণীর মর্য্যাদা দিয়াছি, কিন্তু এই সঙ্কটকালে আমার রক্তে আগুন লাগিয়াছে; ইহা বোধ হয় প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ। আমি চক্ষে কেবল তোমার রূপশিখা দেখিতেছি, আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য তোমার প্রেমমদিরা পিয়াইয়া ধন্য কর। তারপর—আসুক মৃত্যু, আসুক অনন্ত নরক, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। নিরঞ্জন হয়ত এই ঘরেই আছে, কিন্তু আমি—এখন তুমি ব্যতীত এ ঘরে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। অপর পুরুষ—সে ভাগ্যবান বা অন্তরঙ্গ হইতে পারে—উপস্থিত থাকিতে নারীর নিকট প্রেমভিক্ষা শোভন নহে; কিন্তু তাহাকে আমি লজ্জা করি না—আমি তাহাকে গ্রাহ্য করি না—সে বাধা দিলে আমি এক গুলীতে তাহার মাথার খুলি উড়াইয়া দিতে পারি। —রাখাল একটা ভ্রূভঙ্গী করিয়া পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল টানিয়া বাহির করিল।

নিরঞ্জন রাখালের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার রিভলভার দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, নলিনী, কামুকটার মাথা খারাপ হইয়াছে—তোমাকে অপমান করিতেছে? তুমি নেত্রীস্থানীয়া, সমিতির নিয়ম অনুসারে—তোমার উহাকে 'সরাইয়া' দিবার ক্ষমতা আছে। একবার বল—

রাস্কেলটাকে নিকাশ করিয়া দিই।—কথা শেষ করিয়া নিরঞ্জন রাখালের দিকে অগ্রসর হইল।

নলিনী উঠিয়া দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইল এবং দুই হাতে দুই জনকে সরাইয়া দিয়া বলিল, কি বিপদেই পড়িলাম! এই সঙ্কটকালে কোথায় সকলে মিলিয়া মিশিয়া কায করিবে, না, ঈর্ষা ও দ্বেষে ক্ষিপ্ত হইয়া, আমাদের উদ্ধারের চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া দুইজনে পিস্তলের গুলীতে পরস্পর আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছ! যদি আমাকে সত্যই তোমাদের সমিতির নেত্রীর মত মানিতে চাও তবে উভয়ে এই প্রাণঘাতী বিবাদে ক্ষান্ত হও। রাখালের মতিভ্রংশ হইয়া থাকিলেও সে আমাদের একজন কর্ম্মী ভ্রাতা—সে চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে অসঙ্গত কথা বলিলেও—আমি নালিশ না করিলে—সে সমগ্র সমিতির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করে নাই। রাখাল ঠিক বলিয়াছে—আমি বিবাহিতা নারী হইলেও স্বামী-পুত্র লইয়া গার্হস্থ্য জীবন আমাকে ভুলায় নাই, আমি ক্ষুদ্র গৃহস্থালী ছাড়িয়া বৃহত্তর জীবনের জন্য ব্যাকুল, আমি তোমাদের সঙ্গে ভবঘুরে ও লক্ষ্মীছাড়ার অদৃষ্ট বরণ করিয়াছি। আর—আমি নারী হইয়াও যে কণ্টকপূর্ণ পথ স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছি, যে সর্ব্বনাশের নেশায় মাতিয়াছি, তাহাতে সুযোগ পাইয়া তোমাদের কর্ম্মীদল হইতে কেহ কেহ এবং কংগ্রেসের কার্য্যসম্পর্কে অপরেও—আমাকে নানারূপে আক্রমণ ও লাঞ্ছনার চেষ্টা করিয়াছে। আমাকে অনেকে ভুল বুঝিয়াছে, কলঙ্ক দিয়াছে, রাখালও ভুল বুঝিয়াছে, শেষে রাখালও প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হিংসার ভাব দেখিতেছি তাহাতে তোমাদের একটু আলাদা থাকা দরকার।

পরে নলিনী উভয়কে গৃহদ্বারের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া বলিল, তোমরা দুজনে মেজাজ খারাপ না করিয়া ছেলেটার রক্ষার ব্যবস্থা কর। পুলিশ আসিলে বেশী রাত্রে বাড়ীতে আলো জ্বলিতে দেখিয়া বাড়ী ঠিক করিতে ও আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিতে পারিবে, চারিদিক দিয়া বাড়ী ঘেরাও করিবে, সমস্ত ফৌজ বাড়ী চড়াও হইবে এবং তোমরা পিস্তল ব্যবহার করিয়া বাধা দিতে গেলে তাহাদের বাহির হইতে নিশানা করিয়া রাইফেল দাগিবার সুবিধা হইবে; তখন আমরা একটি প্রাণীও রক্ষা পাইব না। তোমরা যাও, পাশের ঘরের আলো নিবাইয়া দাও, আমি এ ঘরের আলো নিবাইয়া দিতেছি।

উভয়কে দ্বার হইতে বিদায় দিয়া নলিনী একটা বিশ্রী অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল; কিন্তু সে নিষ্কৃতি ক্ষণস্থায়ী। সে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুইচ নিবাইয়া দিতে গেল। ঘরের মেঝেয় মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল; নলিনী দেখিল, রাখাল ফিরিয়া আসিয়াছে। আর আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল না। নলিনী বলিল, তুমি আবার ফিরিয়া আসিয়াছ? মনে পড়ে—আমার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়; আমি তোমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছি, সাধ্যমত তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছি এবং আ-ময়ের বাড়ী ও অন্যত্র তোমার সঙ্গে সমানভাবে সাহচর্য্য করিয়াছি। দেখ, এখন তোমার মতিচ্ছন্ন হইতেছে কেন এখন তোমার একজন সহকর্ম্মীর মত—একজন পুরুষ সঙ্গীর ম না ভাবিয়া—আমাকে নারী মাত্র ভাবিতেছ কেন? নারী ভাবিলে আমি বিবাহিতা স্ত্রী ও সন্তানের মা তাহা ভুলিতেছ কেন? সমিতি নিয়মে কর্ম্মীদের মধ্যে ব্যভিচার একটা মস্ত অপরাধ, তাহার দ কঠিন। তুমি নারীর সম্মান রক্ষার কথাও বলিয়াছ। আমি শুধু না

নহি, জীবনে মরণে তোমার সহকর্ম্মী, তোমার সুখ দুঃখের অংশভাগী, তোমার সাময়িক দুর্ব্বলতায় ক্ষুব্ধ। আর ইহাও বুঝিয়া দেখ, মাথার উপর বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে—এ তোমার প্রেমলীলার সময় নহে। আমাদের দেহ মনের শক্তি একত্র করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে, এখন উদ্‌ভ্রান্ত হইলে চলিবে না। তুমি যখন আমার জীবন রক্ষার ভার লইয়াছ তখন আমার মর্য্যাদা তোমার হাতে; তুমি বীর, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি।

রাখাল বলিল, তোমার দয়ার পরিচয়েই আমার নবজন্ম, তোমার সঙ্গে মিশিয়া আমি তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। করুণা হইতে কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা হইতে প্রেম ও পূজার জন্ম। কিন্তু আমি এখন অন্ধ, আমি জ্ঞান হারাইয়াছি। আমি সমাজদ্রোহী আমাকে বিশ্বাস করিও না—সব নিষ্ফল। আমার মাথার ঠিক নাই—কাণ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—দেহ মনে আগুন জ্বলিতেছে। তোমার মোহিনী-মূর্ত্তি আমাকে পাগল করিয়াছে। আমি এখন কেবল তোমাকে চাই! রাহুর মত তোমার চাঁদ-রূপ গ্রাস করিতে চাই!

রাখাল অগ্রসর হইয়া নলিনীকে ধরিতে গেল। নলিনী পিছনে হটিয়া গেল। সে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সকল দিক বিবেচনা করিয়া একটা সদুপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। সে বিরক্ত হইয়া তিক্ত স্বরে বলিল, আমার উপর জোর প্রকাশ করিতেছ!

এই সময়ে পাশের ঘরের আলো নিবিয়া গেল। নলিনীর চিত্ত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

রাখাল বলিল, জানি না কি করিতেছি, কেবল জানি—আমি আদিম বন্য পুরুষ, তুমি অপূর্ব্বসুন্দরী নারী—জানি মৃত্যু শিয়রে আমার—চাই তোমার সঙ্গলাভ—চাই মুহূর্ত্তের স্বর্গ ও অমরত্ব।

নলিনী ভ্রূকুটি করিল, দন্তে অধর চাপিল; সে বিবর্ণ মুখে দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল। সে একবার মনে করিল নিরঞ্জনের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিবে কিন্তু পরমুহূর্ত্তে উহার ভয়াবহ ফল আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত হইল।

নলিনীর এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে রাখাল হঠাৎ দেয়ালের স্যুইচ টিপিয়া ঘরের আলো নিবাইয়া দিল এবং নলিনীর দিকে অগ্রসর হইল। নলিনী 'কাপুরুষ'! 'কাপুরুষ'! বলিয়া নিম্ন স্বরে তর্জ্জন করিতে করিতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

২৮

নলিনী-নিরঞ্জনের অন্তর্দ্ধান

ইতিমধ্যে রাস্তায় রাজারামের সঙ্গে পুলিশের লোকগণকে সন্তর্পণে এই বাড়ীর দিকে আসিতে দেখা গেল।

পাশের ঘর হইতে নিরঞ্জন বাহির হইয়া নলিনীর অন্ধকার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, পুলিশ সদলবলে আসিয়াছে। বাহিরে লোক নাই দেখিয়া ছেলেটাকে আগেই নির্ব্বিঘ্নে বিদায় করিয়াছি। আমি তোমারও উদ্ধারের রাস্তা ঠিক করিয়াছি। তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও।

নলিনী ঘরের ভিতর হইতে রুদ্ধস্বরে বলিল, তুমি যাও, আমি এখনি আসিতেছি।

নিরঞ্জনকে ফিরাইয়া দিয়া নলিনী প্রাণপণ চেষ্টায় রাখালের খর্পর হইতে নিজের উদ্ধার সাধন করিল এবং পরে রাস্তার ধারের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইয়া পুলিশবাহিনী দেখিতে গেল। ঠিক সেই সময়ে দূর হইতে একটা পুলিশের টর্চের আলো উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। নলিনী চট্ করিয়া পিছাইয়া পড়িল; রাখালও আলোটা দেখিল, সেও নলিনীর সঙ্গে হটিয়া গেল; উভয়ে ঘর হইতে ভিতরের বারান্দায় পড়িল। রাখালের তখনও মোহ কাটে নাই, সে নলিনীকে আবার আক্রমণ করিল। নলিনী এবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, সে তাহার শেষ অবলম্বন গ্রহণ করিল। নলিনী সরিয়া গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কটিবস্ত্র হইতে তাহার নিত্য-সহচর ছোরাখানা বাহির করিল, এবং

দুই চক্ষে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ; সে নিম্নস্বরে 'কাপুরুষ ! কাণ্ডজ্ঞানহীন পশু !' বলিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। নলিনীর রুদ্রমূর্ত্তি ও তীব্র ভৎর্সনায় সহসা রাখালের চমক ভাঙ্গিল। সে মাথা নীচু করিয়া বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাবিল, একবার ঘাড় নাড়িল, পরে বলিল, মৃত্যুপথে পথিক প্রণয়ীর পশু-আচরণ ক্ষমা করিও, আমি তোমাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম; এবং হঠাৎ মাথা উচু করিয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে পাশের ঘরে ফিরিয়া গেল। নলিনী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু পরে ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রাখাল রাস্তার ধারের বারান্দায় সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আগন্তুক পুলিশ ফৌজ দেখিতেছে, তাহার পাশে নীরদ ও নিরঞ্জন নিম্ন স্বরে পরামর্শ করিতেছে। নলিনী তাহাদিগকে ঘরের ভিতরে ডাকিল।

নীরদ বলিল, আজ কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী, চাঁদের আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছে ; এখনি চাঁদ উঠিবে। তখন কোন রকমে পলায়ন অসম্ভব হইবে।—নলিনী, নিরঞ্জনের সঙ্গে তোমার এখনি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করা উচিত ; নিরঞ্জনও একটা রাস্তা ঠিক করিয়াছে। সকলে একসঙ্গে পলাইতে গেলে গণ্ডগোল হইবে এবং ধরা পড়িতে হইবে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হইতে হইবে। বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। তোমরা আগে যাও, সম্ভব হইলে আমরাও যাইব।

সন্ধ্যা হইতে পরপর নানা ঘটনায় উদ্বেগ ও আশঙ্কায় নলিনীর অন্তঃস্থল বিপর্য্যস্ত ও বিদীর্ণ হইতেছিল। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

রাখাল রুক্ষ স্বরে বলিল, নলিনী বৃথা সময় নষ্ট করিও না ; তোমার অঙ্গরক্ষী নিরঞ্জনের সঙ্গে এখনি সরিয়া যাও।

নীরদ আবার তাড়া দিল কিন্তু অপেক্ষাকৃত নম্র কণ্ঠে বলিল,

রাখাল তোমার দরকারে লাগিতে পারে বলিয়া তাহার পিস্তল ও টর্চ দিয়াছে। এখন চলিয়া যাও, নহিলে আর সময় পাইবে না। ঐ দেখ, পুলিশ বাড়ী চড়াও হইতে আসিতেছে, হয়ত সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে।

নিরঞ্জন নলিনীর হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া ঘর হইতে তাহাকে বাহির করিল। সে তাহার হাতে পিস্তল গুঁজিয়া দিল, কিন্তু সে লইল না। পরে টর্চ জ্বালাইয়া তাহাকে লইয়া উপরে যাইবার সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুতবেগে তিন-তলার ছাদে উঠিল। তাহারা পিছনের দিকের আলিসা ডিঙ্গাইয়া পরের বাড়ীর ঘনসংলগ্ন ছাদে পড়িল। এইরূপে ঘেঁষাঘেঁষি পরপর দুইখানি বাড়ী পার হইয়া একটা খালি বাড়ীর ছাদে পড়িল এবং ঐ জনহীন বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাহারা খিড়কির দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই সময় তাহারা পিছনে যেন রিভলভার ছোঁড়ার শব্দ শুনিতে পাইল; নলিনী একবার থমকিয়া দাড়াইল, কিন্তু নিরঞ্জন আবার তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের সৌভাগ্যক্রমে ছাদগুলি অতিক্রম করিবার সময়ে বাড়ীর অধিবাসীগণ হৈচৈ করিল না। রাত্রির অন্ধকারে পুলিশ ঠিকমত সকল ঘাঁটিগুলি বন্ধ করিতে পারে নাই। নিরঞ্জন এই পল্লীর গলিগুলি ভালরূপ চিনিত; সে নলিনীকে লইয়া নানা অলিগলি ঘুরিয়া বিনা বাধায় পল্লী পরিত্যাগ করিল।

নীরদ বলিল, কিশোর গেছে, ওরাও গেল। যা'ক—ওরা এখনো তাজা আছে, জ্বলে-পুড়ে ঝামা হয়নি। তুমিত পিস্তল ছাড়িয়া দিলে। আমার অবশ্য পিস্তল আছে। খালি একটা পিস্তল লইয়া পুলিশ ফৌজের অগুন্তি রাইফেলের মুখে কি করিয়া দাঁড়াইবে? এখন পিস্তল ব্যবহার নিছক পাগলামি।

রাখাল বলিল, একটা পিস্তলেই হইবে। আমি মন বাঁধিয়াছি। তুমি বুঝিয়াছ, আমি সমিতির নিয়মের বিরুদ্ধে একটা বড় অপরাধ করিয়াছি, আমি ব্রত-ভঙ্গ করিয়াছি। আমার প্রাপ্য শাস্তি পুলিশের রাইফেলে নয়, অন্য ব্রতীর পিস্তলে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য-পালন করিতে গিয়াছিল, নলিনী বাধা দিয়াছে। এখন তোমার উপর সে কর্ত্তব্যের ভার পড়িয়াছে। আমার জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে। বায়োস্কোপের ফিল্মের মত জীবনের ছবিগুলা স্মৃতিপটে দ্রুত ফুটিয়া উঠিয়া সরিয়া গেল! তাহার স্বাদ অতি তিক্ত। নলিনী স্বামী-পুত্রবতী দয়াবতী মহিলা, সে বার বার আমার চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে, তবু আমি বুঝি নাই। সে আমাকে কাপুরুষ ও পশু পর্য্যন্ত বলিয়াছে। বীর্য্যবতী মহিলা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্র পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছে, আমি তাহার উদ্‌ভ্রান্ত রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া পিছাইয়াছি। আমি শুধু পশু নই, পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছি। যা'ক, বেশী সময় নাই। তুমি আমার প্রাপ্য দণ্ড দাও।

নীরদ। হাঁ, তোমার দণ্ড প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু নলিনী নিরঞ্জন যখন দিল না, আমি দিব কেন? আমার নিজের বোঝা কম নয়— ভরাডুবি হইবে। পুলিশ সশস্ত্র শাস্ত্রী দিয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘেরিয়াছে, পলাইবার পথ নাই। আমারও পুরাতন কীর্ত্তি-কাহিনী কম নয়। আমি পুলিশের হাতে ধরা দিতে পারিব না। তুমি— তোমার পথ দেখ। আমি পিস্তল দিয়া আমার জীবন নষ্ট করিব। ওই! পুলিশ সদর দরজায় ঘা মারিতেছে। আর সময় নাই!

নীরদ কোটের ভিতর-পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল। একবার সতৃষ্ণ নয়নে—বোধ হয় শেষবারের জন্য—মাথা ঘুরাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণে পিস্তলের চোং কপালে লাগাইয়া

ট্রিগার টিপিয়া দিল। গুলী কপালে বিদ্ধ হইল এবং রক্তধারা ছুটিয়া তাহার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিল। নীরদ কাত হইয়া পড়িয়া গেল।

রাখাল তাহার সঙ্গীর দশা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার হাত বাড়াইয়া নীরদের হাত হইতে পিস্তলটা লইতে গেল। নীরদের রক্তাক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সে পিছাইয়া গেল। সে শীঘ্র নিজের জামার পকেটে হাত দিয়া একটা মোড়ক বাহির করিল। সে মোড়ক খুলিয়া গুঁড়াটা দেখিয়া লইল এবং পরমুহূর্ত্তে মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। তীব্র বিষ অতি শীঘ্র তাহার কায করিল। রাখাল, 'আঃ—মৃত্যু!' বলিয়া ঘুরিয়া পড়িল এবং শীঘ্র তাহার চারিদিকে মরণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া তাহার সকল আবেগ, উত্তেজনা ও যন্ত্রণার অবসান করিল।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া পুলিশ শীঘ্র দরজা ভাঙ্গিয়া দ্বিতলে উঠিল কিন্তু তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ বাড়ীর সকল স্থান খুঁজিল কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না। পুলিশ পল্লীর লোক জাগাইল এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সঠিক সংবাদ পাইল না; তাহারা হয়ত পলাতকদিগের কোনও খবর জানিত না, নহে ত কিছু বলিয়া পুলিশের হাঙ্গামায় নিজেরা জড়িত হইতে চাহিল না। তাহাদের সম্মুখে পুলিশ মৃত ব্যক্তিদের নিকট প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ক্রোক করিল এবং বামালাদির জন্য বাড়ী খানাতল্লাস করিল, কিন্তু আর কোনও অপরাধজনক দ্রব্য পাইল না। পুলিশ মৃতদেহগুলি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য যথাস্থানে পাঠাইয়া দিল।

২৯

বাকী খবর

উল্টাডাঙ্গার প্রাথমিক তদন্ত শেষ হইলে রাজারাম ট্যাংরার বাড়ীতে তদন্তকারী ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলেন যে সেখানে মারাত্মক কোনও ঘটনা ঘটে নাই। বাড়ীর ভিতরে কোনও কারবারী বা বিপ্লবীর দেখা পাওয়া যায় নাই; কোন প্রকার চাঁদমারি বা আগ্নেয়াস্ত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বাড়ীটা খালি পড়িয়াছিল। নিকটে অন্য বাড়ী ছিল না। বাগানের মালিক ও মালীর নিকট তদন্ত করা হইয়াছে, তাহারা বাড়ীতে বাহিরের কোন লোক আসার কথা স্বীকার করে না। রাজারাম ও নুনু পাঁড়ে উভয়েই পূর্ব্বদিনে পিস্তলের শব্দ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু উহা কারবারীর কীর্ত্তি বা বিপ্লবীর কাণ্ড তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

পরে রাজারাম আ-ময়ের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, স্থানীয় ইন্সপেক্টর সবে খানাতল্লাস শেষ করিয়াছেন; এবং শুনিলেন যে আ-ময়কে পাওয়া যায় নাই বা কোনও বামাল বাহির হয় নাই। তাহার এক ভৃত্য বলিল যে চীনা মেম ফরাসডাঙ্গায় (ফরাসী চন্দননগর) বেড়াইতে গিয়াছে—কবে ফিরিবে সে জানে না। রাজারাম আ-ময়ের বাড়ীর খাসমহল বা খোদাঘর দেখিতে উৎসুক হইলেন। রাজারাম তদন্তকারী ইন্সপেক্টরকে সেই গৃহের রহস্য কতক-কতক বলিলেন এবং সেই চোরা-কুঠরি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। গৃহে ঢুকিয়া নুনু পাঁড়ের সংবাদ অনুযায়ী ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, বৃহৎ পিত্তলের আলো, চণ্ডু খাইবার সরঞ্জাম, গৃহসজ্জা ও পালঙ্কাদি

দেখিতে পাইলেন। রাজারাম দেয়ালে লম্বিত বুদ্ধের পটখানি ভাল করিয়া দেখিলেন—তাহাতে লোকমান্য ত্যাগী অমিতাভের স্বর্গীয় সুষমা দেখিতে পাইলেন না। রাজারামের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। তিনি যত্নপূর্ব্বক চিত্রখানি সরাইলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীচের দেয়াল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পেন্টিং করা ভিত্তিগাত্রে একটি অতিসূক্ষ্ম সরল-রেখা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেয়ালের উপর বারম্বার টোকা মারিয়া বুঝিতে পারিলেন—দেয়ালের ঐ স্থানটি ফাঁপা। ধর্ম্মচিত্রের আবরণে এই চৈনিক চাতুরী আবিষ্কার করিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং পলস্তারার নীচে নিষিদ্ধ সামগ্রী লুক্কায়িত আছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলেন। রাজারাম সূক্ষ্ম রেখার ধারে ধারে তীক্ষ্ণমুখ ছুরির ফলা ঢুকাইয়া কৌশলে প্যানেল খুলিয়া ফেলিবার নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন রকমে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি চীনা কারিগরের চারুশিল্পের ধাঁধা আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সমাধান করিবার উপায় পাইলেন না। তিনি ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন এবং একটি হাতুড়ি যোগাড় করিয়া ঘা মারিয়া মারিয়া পলস্তারা যুক্ত কাঠের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ আবরণের নীচে একটি গুপ্ত গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল এবং গর্ত্তের ভিতরে কয়েকটি কোকেনের বাক্স এবং একটি রিভলভার দেখা গেল। পুলিশের দল উল্লাসধ্বনি করিল। রাজারাম গর্ত্তে হাত ঢুকাইয়া জিনিষগুলি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং পরক্ষণেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। অন্য কর্ম্মচারীরাও সেগুলি নাড়াচাড়া করিয়া হতাশ্বাস হইলেন। পরীক্ষা করিয়া কোকেনের টিনগুলি খালি এবং রিভলভারটি চীনা ছুতার-মিস্ত্রির প্রস্তুত একটি কাঠের নকল যন্ত্রমাত্র

দেখা গিয়াছিল। তখন পদস্থ কর্ম্মচারীগণ পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে এই অন্তঃসারহীন বামাল জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া আ-ময়ের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলিতে পারে না; তথাপি তাঁহারা এগুলি সন্দেহজনক সামগ্রী মনে করিয়া সঙ্গে লইলেন।

উল্টাডাঙ্গার খানাতল্লাসের পূর্ব্বে নুনু পাঁড়ে রাজারামের সহিত গোপনে বাড়ীর বাহিরে দেখা করিয়াছিল এবং রাজারামের পরামর্শ মত পাঁড়ে কাহাকেও চেনা না দিয়া আ-ময়ের গ্যারেজে ফিরিয়া গিয়াছিল। গ্যারেজে মোটর গাড়ী দেখিতে পাইল না। তদন্তের শেষে সে আ-ময়ের অনুচর রূপে দেখা দিল কারণ এই পুলিশের দলের কেহ তাহাকে চিনিত না। থানার ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল যে আ-ময় তাহার মোটরগাড়ী নিজে হাঁকাইয়া বাহির হইয়াছে কিন্তু কোথায় গিয়াছে তাহা জানে না। ইন্সপেক্টর আ-ময়ের সকল কীর্ত্তি জানিত না, সুতরাং তিনি সবিশেষ খবর জানিবার জন্য আ-ময়ের অনুচরগণকে আটক করিলেন না।

করোনারের কোর্টে মৃত বিপ্লবীগণ ও উল্টাডাঙ্গার ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত হইল। রাখাল এতদিন চীনাপাড়ায় লুকাইয়া থাকায় পুলিশ তাহার সন্ধান পায় নাই; এখন পুলিশ রাখালের লাসকে ক * * * স্বদেশী ডাকাতি কেসের বিখ্যাত ফেরারী, বহু ছদ্ম নামধারী আসামী অ * * * বলিয়া সনাক্ত করাইল। নীরদকেও চ * * * বোমা কেসের বিখ্যাত ফেরারী আসামী স্কুলমাষ্টার আ * * * বলিয়া সনাক্ত করাইল।

রাজারাম বিপ্লবীদের কার্য্যাবলীর কথা চিন্তা করিলেন। তিনি, সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ ও সৎভাবের অভাবে মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহের সন্তানদিগের দেশের নামে ডাকাতি ও হত্যারূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের

অনুষ্ঠানে যথেষ্ট মর্ম্মপীড়া বোধ করিলেন। দেশে যেমন বেকার সমস্যা আছে তেমনই দেশে লোকহিতকর কাযের অভাব নাই এবং ত্যাগী যুবকদের প্রয়োজন আছে। মনুষ্যজীবন অমূল্য, এই দুই যুবা সৎপথে থাকিলে হয়ত সমাজের নানা উপকার হইত। বিপ্লবীদের লেখা সাহিত্যে পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ও বিপ্লবীর মৃত্যু, পল্লবিত হইয়া উৎসাহের সহিত বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু রাজারাম এই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বৃত্তান্তগুলি সমর্থনের যোগ্য মনে করিতেন না। বিপ্লবীদের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টাগুলি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণের ন্যায় হাস্যকর ব্যাপার হইয়াছিল।

রাজারামের পরামর্শ অনুসারে নুনু পাঁড়ে আ-ময়ের বাড়ীতে আরও একমাস কাল ভৃত্যের মত থাকিয়া আ-ময় ও নলিনীর গতিবিধির সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ঐ দুই মহিলা ঐ বাড়ীতে আর আসিল না এবং পাঁড়ে কোনরূপে তাহাদের বিষয়ে নূতন সংবাদ পাইল না। ছাই-ফি, ওয়াং-থেন প্রমুখ চীনা মাতব্বরগণ একদিন নুনু পাঁড়েকে ডাকিয়া বলিল যে আ-ময় তাহার নিজদেশ অর্থাৎ চীন মুল্লুকে গিয়াছে, তাহার মোটরগাড়ী বেচিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহারা পাঁড়েকে আর মিছামিছি আটকাইয়া রাখিবে না। উহারা নুনু পাঁড়েকে কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছে কিনা তাহা উহাদিগের ভাবভঙ্গীতে পাঁড়ে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইরূপে নুনু পাঁড়ে আ-ময়ের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ইহার পরে রাজারাম অন্য দু'একটা মকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু নলিনী ও আ-ময়ের সম্বন্ধে অবসর মত অনুসন্ধান করা ছাড়িলেন না। তিনি নলিনীর স্বামীগৃহে, কংগ্রেস মহলে ও বিপ্লবীর দলে গোপনে

খোঁজ লইয়া জানিলেন যে ইদানীং নলিনীকে কেহ দেখে নাই তাঁহার বন্ধু আদিত্যনাথ একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে নলিনী বোধ হয় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথাও অজ্ঞাতবাস করিতেছে। উল্টাডাঙ্গার হাঙ্গামায় নলিনীকে বিপ্লব কেন্দ্রে পাওয়া যায় নাই, বিপ্লবীরা কেহ জীবিত অবস্থায় ধরা না পড়ায় কোনরূপে নলিনীর নাম উঠে নাই সুতরাং ঘটনার সঙ্গে নলিনী জড়াইয়া পড়ে নাই। রাজারাম খবর লইয়া জানিলেন যে কর্ত্তারা নলিনীর খোঁজ রাখেন না এবং তাহার দেখা পাইলে তাহাকে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইলেও, তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়া প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। অবশ্য নলিনী কংগ্রেস সম্পর্কে অবৈধ পিকেটিং আদি করিত; কিন্তু সে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের একজন নায়িকা এবং তাহার জন্য সকল দণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। নলিনী সম্ভ্রান্ত গৃহের শিক্ষিতা মহিলা, কংগ্রেসের কায ছাড়াও সে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পল্লীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, নাইট্ স্কুল আদি নানা দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিল। কংগ্রেসের বে-আইনী কার্য্যের জন্য নলিনীকে অল্পকালের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা সম্ভব বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িবে এবং সে পুনরায় ঐ কার্য্য করিবে। বড়বাজারের মূল ডাকাতি ও খুনের কেসের তদন্ত কিছুদিন চলিল, কিন্তু পুলিশ আসামী পাইল না এবং শেষকালে তদন্ত বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। নলিনীকে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন না হইলেও সে আ-ময়, নক্রু, মুকুন্দলালের মত দুশ্চরিত্র স্মাগলারদের সংসর্গে থাকায় রাজারামকে কর্ত্তব্যবোধে তাহার গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

৩০

বনভূমি

রাজারাম অভাবনীয়রূপে নলিনীর দেখা পাইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে রাজারাম সরকারী কার্য্যে গুরু শ্রমের পর বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য দুর্গাপূজার সময়ে ছুটি লইয়া কলিকাতার বাহিরে এক বন্ধুগৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইহা বনভূমি; বন্ধু জঙ্গল ঠিকা লইয়া কাঠের ব্যবসায় করেন। জায়গাটির নাম গিধ্‌নি, কলিকাতা হইতে একশত মাইল দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উপর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। নিকটে পাহাড় ও নদী না থাকিলেও ইহা সমতল নহে, মালভূমির মত ইহার জমি উচুনীচু ও তরঙ্গায়িত।

পূজার কয়েকদিন নানা আমোদ প্রমোদে কাটাইবার পর রাজারাম বন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাকালে বহুদূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রি—ফিরিবার মুখে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। তাঁহারা দুই মাইল দূরে এক ক্ষুদ্র নদীর উপরে নির্ম্মিত পাকা সেতু অতিক্রম করিতেছিলেন। অদূরে পলাশবন। সহসা বাঁশীর শব্দে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলেন যে ইহা সাঁওতালদিগের দেশী বাঁশীর সাধারণ মেঠো সুর নহে। কেহ বিলাতী ফ্ল্যাজিওলেটে একটি সময়োচিত করুণ সুর বাজাইতেছে এবং সেই সুরলহরীতে শিক্ষার অভাব নাই। সুরের দিক লক্ষ্য করিয়া চক্ষুচালনা করিতে দেখিলেন—সাঁকোর নীচে দূরে—যেখানে পলাশ বনের ঢালু তৃণভূমি নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে—দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি নির্জ্জনে বসিয়া রহিয়াছে।

রাজারাম লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—উহাদের একজন স্ত্রী ও অপরটি পুরুষ এবং স্ত্রী-মূর্ত্তির পায়ের কাছে বসিয়া পুরুষ বাঁশী বাজাইতেছে। সুর অতি মর্ম্মস্পর্শী, যেন বিশ্বাস, প্রেমের বেদনা ও আত্মনিবেদনের প্রার্থনা বাঁশীর সুরে মিশিয়াছে। রাজারাম অগ্রসর হইয়া যথাসম্ভব নিকটে গিয়া সাঁকোর উপর রেলিংএ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে অবস্থিত মূর্ত্তি দুইটি দেখিতে ও বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। চন্দ্রালোকে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত যুবক ও যুবতীর আকৃতি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাজারাম সহসা চমকিয়া উঠিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে তাহারা মুখ তুলিয়া সাঁকোর উপরে দণ্ডায়মান লোক দেখিতে পাইল। হঠাৎ বাঁশী থামিয়া গেল; তাহারা সন্দিগ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজারাম সরিয়া আসিলেন, কিন্তু মূর্ত্তি দুইটি আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে মিলাইয়া গেল।

রাজারাম নলিনী ও নিরঞ্জনকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই বনপ্রদেশে থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু অনেকদিন হইতে এই অঞ্চলে বাস করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে রাজারাম ইহাদের আগমন এবং জীবনযাত্রার কথা কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। তিনি শুনিলেন যে এই সাঁকোর নীচে নদীর ধারে এক সাঁওতাল পল্লী আছে এবং ইহারা কিছুদিন হইতে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাঁওতালদের মধ্যে বাস করিতেছে। কুটীরে দুইখানি মাত্র ঘর; ইহারা তাহার মধ্যে অতি সরলভাবে জীবন যাপন করে। এদিকে একে বাঙ্গালী কম, ইহারাও কাহারও সহিত মেলামেশা করে না। সাঁওতালগণ ইহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া মনে করে কিন্তু ইহাদিগকে



রাজারাম লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন···স্ত্রী-মূর্ত্তির পায়ের কাছে বসিয়া
পুরুষ বাঁশী বাজাইতেছে

দুই ঘরে দুই পৃথক বিছানা করিয়া শয়ন করিতে দেখিয়া তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। সাঁওতাল পরিবারবর্গ ইহাদিগকে নানা রূপে সহায়তা করে এবং ভালবাসে; ইহারাও এই আদিম অধিবাসীদের সরল জীবনযাত্রায় অনুরাগ দেখায় এবং নানারূপে সাহায্য করে।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে রাজারাম পুনরায় এইদিকে বেড়াইতে আসিয়া শুনিলেন—পাখী পলাইয়াছে! সন্ধান লইয়া জানিলেন, প্রতিবেশীগণ, প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর ইহাদিগকে আর দেখিতে পায় নাই এবং ইহাদিগের গন্তব্য স্থানের বিষয় তাহার কিছুই জানে না। রাজারাম বুঝিলেন যে উল্টাডাঙ্গার ঘটনার পর নলিনী এই নির্জ্জন প্রদেশে সরিয়া আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছিল এবং এখানে নক্স, আ-ময়, মুকুন্দলাল প্রভৃতি দুশ্চরিত্র স্মাগলারদের সহিত তাহার মিশিবার উপায় ছিল না। তিনি ইহাদের জন্য এখন ব্যস্ত হইলেন না কিন্তু ছুটি শেষ হইলে ইহাদের আবার সন্ধান লইতে মনস্থ করিলেন।

বন্ধুর সঙ্গে ফিরিবার পথে রাজারাম কর্ম্মসূত্রে পরিচিত আর কয়েকটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নলিনীর ন্যায়, তাহার সখী চীনা-মেম আ-ময়ের চরিত্রও রাজারামের চিত্তে রেখাপাত করিয়াছিল। এই রমণী বিদেশিনী বলিয়া রাজারামের চোখে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; ইহার চরিত্রে নৈতিক শিথিলতা ও দুঃসাহসিকতার অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং ইহার বুদ্ধি, কর্ম্মকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রাজাবামকে বিস্মিত করিয়াছিল। নলিনীর অপর বন্ধু ইহুদী-মেম সোফিয়া এজরাও রাজারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার পরিচয় অল্প, তাহার স্বভাব মৃদু,—দুষ্টামী বুদ্ধি আছে, নেশায় পরিপক্ক, রূপ ও যৌবন আছে—এই

স্মাগলার ঘরণীর, পরে কি হইল তাহা রাজারামের জানিতে ইচ্ছা হইত। রাজারামের কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ কারবারীর সঙ্গে কয়েকটি নির্ভীক নারীসহকর্ম্মিনীর সন্দর্শন ঘটিয়াছিল; কিন্তু সকলের পরিণাম দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আইনের চক্ষে স্ত্রী পুরুষ সমান এবং তাঁহার সঙ্গে তাহাদের দা-কুমড়ার সম্বন্ধ; তথাপি কোমলা ললনার অপরাধে আসক্তি এবং কঠোর দণ্ডের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া তিনি নারীজাতির প্রতি অজ্ঞাতসারে একটা অনুকম্পা বোধ করিতেন। অথবা দুজ্ঞের্য় ও দুঃসাহসিকতা পূর্ণ নারীচরিত্র জানিতে পুরুষের একটা চিরন্তন কৌতূহল আছে, রাজারাম সরকারী ইউনিফরমে আবৃত থাকিয়াও হয়ত লোকচরিত্রের এই বিচিত্র অধ্যায় অনুশীলন করিতে আনন্দবোধ করিতেন।

বড় সাহেব পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে রাজারামকে নারী বিষয়ে একপ্রকার দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দুরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, রাজারামের মনে কোন স্থূল প্রলোভন ছিল না।

৩১

ইসমাইলের সংবাদ—তদন্তের ধারা

কারবারীগণ অনেক অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া ও নানাপ্রকার লোক পাঠাইয়া বিগত বেলুড় কেসের প্রকৃত গোয়েন্দা কে তাহা কৌশলে রাজারাম, তাহার সহকর্ম্মী ও অনুচরগণের নিকট জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রাজারাম পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়ায় এবং কোনরূপে কাহাকেও এই সন্ধান জানিতে না দেওয়ায়, কারবারীগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও গোয়েন্দার নাম জানিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার যে অনুচর তাঁহার সঙ্গে বেলুড়ে গিয়াছিল, সেও ঐ মকদ্দমার প্রকৃত গোয়েন্দা কে তাহা জানিত না, তথাপি তাহার দ্বারা ঘুণাক্ষরেও গুপ্তকথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া তিনি তাহাকে অবিলম্বে এমনভাবে দূরে সরাইয়া দিলেন যে কারবারীগণ তাহার হদিস পাইল না। এত সতর্কতার পরেও তাহারা নানা খোঁজ-খবর করিয়া নকুড়ের অবিদ্যাঘটিত মকদ্দমা সম্পর্কে রাজারামের সহিত পরিচয় ও রাজারামের সাহায্যে অবিদ্যার নিষ্কৃতিলাভের কথা বাহির করিয়াছিল।

কিছুদিন পরে রাজারাম সঙ্গোপনে নকুড়ের বাড়ী গেলেন এবং তাহাকে নূতন কেসের সন্ধান দিতে বলিলেন। নকুড় গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল যে সে রাজারামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে গিয়া কারবারীদের অনিষ্ট করিয়া বড়ই অবিবেচনার কায করিয়াছে এবং লোভে পড়িয়া এক 'স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী মুরগী'

জবাই করিয়া বড়ই বোকামির পরিচয় দিয়াছে। রাজারাম নকুড়ের ধাতু বুঝিয়াছিলেন, রহস্য করিয়া বলিলেন, দাদা, আবার লাগুন, আফশোষ রাখিব না, এবারে রাধা গোয়ালিনীর নাকে নথ ও কাঁকালে চন্দ্রহার গড়াইয়া দিব। নকুড় মনের মত রসিকতা শুনিয়া খুসি হইয়া হাসিল, অর্থের লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল; সে রাজারামকে পরিপাটীরূপে জলযোগ করাইয়া এবং প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় দিল।

ষ্টেশনে আফিম ধরাপড়ায় স্থানীয় রেলকর্ম্মচারীগণের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। পার্শেলের কথা কিরূপে পুলিশ জানিল এবং গোয়েন্দা কে—এই লইয়া হুজুগপ্রিয় ব্যক্তিগণ নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ পুলিশকে আগে হইতে খবর না দেওয়ায় নকুড়ের দায়িত্ব এবং রাত্রে পার্শেল ডেলিভারি দিয়া নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করায় তাহার বিপদের সম্ভাবনার কথা বলিল। কেহ বা একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, নকুড়-দা কাঁচা ছেলে নয়, সে আটঘাট না বাঁধিয়া কায করে নাই।

একটা সন্দেহের কারণ ও দুর্ঘটনা ঘটায় কারবারীগণ হেড পার্শেল-ক্লার্ক নকুড়ের হেফাজতে আর আফিমের পার্শেল আমদানী করিতে সাহস করিল না। কারবারীগণ, বহুমূল্য সম্পত্তি ক্রোক ও লোক নষ্ট হওয়ায় একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা নকুড়কে গোয়েন্দা বলিয়া ঠিক বুঝিতে পারে নাই; নিশ্চিত বুঝিতে পারিলে তাহারা প্রতিশোধ লইত এবং বেলুড়ে নকুড়ের প্রাণ লইয়া কায করা অসম্ভব হইয়া পড়িত।

পূর্ব্ব হইতে রাজারাম ইসমাইল নামে এক আফিম কেসের

জেল-ফেরৎ ব্যক্তির নিকট মকদ্দমার সন্ধানের জন্য যাতায়াত করিতেছিলেন। ইসমাইল প্রৌঢ়, প্রকাশ্য পেশায় মোটর ড্রাইভার, কিন্তু বহুকাল গোপনে আফিম কোকেনের ব্যবসায়ে মালবহন করিয়া অনেক টাকা রোজগার করিতেছিল। শেষে একটা ব্যাপারে তাহাকে চোট্ খাইয়া জেলে যাইতে হয় এবং এই দুর্ভোগের জন্য তাহার সহকর্ম্মী এক ব্যক্তির উপর তাহার সন্দেহ পতিত হয়। ঘটনাটি এইরূপ— আ-ময় মেম, নক্স পেশোয়ারীর সহযোগে, লোয়ার চিৎপুর রোডের উপরিস্থ একটি বড় বাড়ীর প্রাঙ্গণে গ্যারেজ ভাড়া লইয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ণিত আ-ময়ের বিশ্বস্ত ড্রাইভার কেরামতের তত্ত্বাবধানে কয়েকখানি প্রাইভেট ও ট্যাক্সি গাড়ী রাখিয়াছিল। তখন তাহাদের জোর মাদক ব্যবসায় চলিতেছিল এবং গাড়ীগুলি বেশীভাগ মালবহন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল। সাবধানী কেরামৎ গ্যারেজে বাস করিত না, মাঝে মাঝে আসিয়া গাড়ী দেখাশুনা করিয়া যাইত। সে ইসমাইলকে মোটা মাহিনা দিতে স্বীকার করিয়া গ্যারেজে বাস করাইতেছিল। অবশ্য মোটর গাড়ী ও গ্যারেজ—কারবারীগণের একটা আস্তানা গাড়িবার প্রকাশ্য কারণ। তাহারা বাহিরে গাড়ীগুলি ও লোকজন রাখিয়া গোপনে এই অট্টালিকার ভিতরের বহু কামরার মধ্যে একটী কামরা ভাড়া করিয়াছিল এবং উহা গুদাম বানাইয়া অতি গুপ্তভাবে বিস্তর আফিম কোকেন ও চরস লুকাইয়া রাখিত। ইসমাইল 'খলিফা' লোক, সে একটা উপরি রোজগারের সুবিধা ছাড়িল না; সে মাল আমদানি ও বিক্রয়ের উপর একটা কমিশন ঠিক করিয়া লইয়া গুদাম রক্ষা করিবার ভার লইতে চাহিল। কারবারী মহলে বিশ্বাসী বলিয়া ইসমাইলের সুনাম ছিল; এই ব্যবস্থায় আ-ময় বা নক্স আপত্তি করিল না। কেরামৎ প্রকাশ্যে গ্যারেজ ও গোপনে

গুদামের ম্যানেজার হইয়া রহিল। ইহার পরে কমিশনের হার লইয়া ম্যানেজার কেরামতের সহিত ইসমাইলের একটা মনান্তর হইল। কেরামৎ অতি ধূর্ত্ত, গুদামের চাবি ইসমাইলকে ছাড়িয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহাকে মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য গোপনে একটা চাল চালিয়া রাখিয়াছিল। কেরামৎ গ্যারেজ নিজ নামে ভাড়া লইলেও ভিতরের গুদাম ঘরটির ভাড়া ইসমাইলের নামে লইয়াছিল; এইজন্য বাড়ীওয়ালার খাতায় নিঃসম্পর্কিতভাবে দুই জায়গার জন্য দুইজন ভাড়াটিয়ার নাম চড়িয়াছিল এবং পৃথকভাবে দুইখানি ভাড়া-বাবদ রসিদ বাহির হইত। গ্যারেজে কখনও কোন বামাল থাকিত না। গুদামঘর অবশ্য একটা বাজে নামে লওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু কেরামৎ ম্যানেজার—তাহার অভিসন্ধিমত সকল কার্য্য হইতেছিল। কেরামতের আর একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এমন দেখা গিয়াছে যে কারবারীদের কোন কোন গুদাম-রক্ষক, প্রচুর পুরস্কারের লোভে, কিংবা বিবাদ হইলে প্রতিহিংসাগ্রহণের উদ্দেশ্যে, পুলিশকে গোপনে খবর দিয়া সমস্ত বামাল ধরাইয়া দিয়া কারবারীদের অনিষ্টসাধন ও নিজের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে। কেরামতের গুপ্ত ব্যবস্থার ফল হইল এই; যদি ইসমাইল বহুমূল্য গুদামের ভার পাইয়া পরে কোন কারণে বিগড়াইয়া গিয়া পুলিশকে উহা ধরাইয়া দেয় তাহা হইলে পুলিশ তদন্ত করিতে করিতে বাড়ীওয়ালার কাছে ইসমাইলের নাম পাইবে এবং বুঝিবে যে ইসমাইল নিজে ঐ গুদাম রাখিতেছিল, ফলে ইসমাইল নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবে। ইসমাইল ভিতরের এত কথা জানিত না এবং তাহার মনে কোন বেইমানী মতলব ছিল না। সে ইহাও জানিত না যে কেরামতের সহিত পুলিশের পরিচয় আছে।

কেরামৎ একদিকে যেমন কারবারীদিগের কার্য্য করিয়া অনেক টাকা উপায় করিত, অপরদিকে তেমনি গোপনে পুলিশের গোয়েন্দা সাজিয়া তাহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত এবং অতি সঙ্গোপনে ক্বচিৎ দু' একটি বড় কেসের সন্ধান দিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিত। ইসমাইলের সহিত কমিশনের ভাগ লইয়া মনোমালিন্য হইলেও কেরামৎ প্রকাশ্যে তাহার সহিত বিবাদ করিল না। সে ভিতরে ভিতরে বামাল সহ ইসমাইলকে ধরাইয়া দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিল। অবশ্য এই কার্য্যে ইসমাইলের শাস্তির সহিত বহু মূল্যের পণ্যদ্রব্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, কিন্তু তাহাতে কেরামতের কোনও ক্ষতি ছিল না; কারণ, এই কারবারে তখন তাহার নিজের কোন মূলধন খাটিত না এবং সে কেবলমাত্র একটা কমিশন পাইয়া কারবারের কায দেখাশুনা করিত। অপরদিকে ইসমাইলকে বামালসহ ধরাইয়া দিলে তাহার প্রচুর পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা। এইরূপে এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা করিয়া কেরামৎ পুলিশে সংবাদ দিয়া ইসমাইলকে ধরাইয়া দেয়। পুলিশ হানা দিলে ইসমাইল গুদামের চাবিসহ ধরা পড়ে এবং গুদাম হইতে বিস্তর আফিম ও চরস বাহির হয়। গুদামের কথা মহাজনগণ ও কেরামৎ ব্যতীত আর কেহ জানিত না এবং ইদানীং কেরামতের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়ায় ইসমাইল তাহার বিপদে কেরামতকেই গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। কিন্তু কেরামৎ ইসমাইলের অপেক্ষা ধূর্ত্ত। ইসমাইল ধরা পড়িবার পরেই কেরামৎ হাজতে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। ইসমাইল, কেরামতের মুখে শত্রুতাসাধনে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য কোন স্ফূর্ত্তির ভাব দেখিতে পাইল না, বরঞ্চ কথাবার্ত্তায় তাহার বিপদে দরদ এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

পাইল। কেরামৎ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ইসমাইলের জামিন ও আদালতে মকদ্দমা চালাইবার ব্যবস্থা করিল। এই সব কাযে কেরামৎ অবশ্য তাহার লভ্য পুরস্কারের কিছু অংশ ব্যয় করিয়াছিল। আপৎকালে ইসমাইল—কেরামতের সকল প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিল। কিন্তু আদালতের বিচারে ইসমাইল রক্ষা পাইল না; তাহার দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়া গেল।

জেল হইতে ফিরিয়া ইসমাইল কেরামতের সঙ্গে দেখা করিল, কিন্তু কেরামৎ আর আমল দিল না। ইসমাইল কারবারীগণের সঙ্গে দেখা করিল; তাহারাও আর পুলিশ-জানিত দাগী আসামীকে তাহাদের কর্ম্মে রাখিতে স্বীকৃত হইল না। ইসমাইল মহাজনদিগকে বলিল যে তাহাদিগের কার্য্যে সে জেল খাটিয়াছে, অতএব তাহার একটা মোটা বিদায়ের ব্যবস্থা হইলে সে দেশে চলিয়া যাইবে। কারবারীগণ এই মকদ্দমায় তাহাদের বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য লোকসানের কথা বলিল এবং ইসমাইলের কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় দিল। ইসমাইল তিক্তমনে এই কারবারীদলের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া অন্যত্র বাসা করিল। ইসমাইল এই মকদ্দমার আদ্যান্ত কথা চিন্তা করিতে করিতে পৃথকভাবে তাহার নামে গুদাম ঘর লওয়ার ব্যাপার স্মরণ করিল। আবার সে কেরামতের প্রতি সন্দিহান হইল। সে মনে মনে কেরামতের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিল।

রাজারাম সঙ্গোপনে এই সকল গুপ্ত কথা জানিয়াছিলেন। ইসমাইল দাগী অপরাধী হইলেও অনেককাল কারবারীদের সংস্রবে থাকায় তাহাদের অনেক সন্ধান জানিত; সুতরাং রাজারাম কিছুদিন হইতে তাহাকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজারাম ইসমাইল ও

কেরামতের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সুযোগ পাইলেন এবং কেরামৎকে কারবারীদের নূতন গুদাম সন্ধান করিতে নানারূপ উৎসাহ দিলেন। ইসমাইল স্থিরবুদ্ধি, সে হঠাৎ কোন জবাব দিল না। সে রাজারামের কার্য্যবিধির উপর লক্ষ্য রাখিল; রাজারামের কার্য্যকুশলতা, গোয়েন্দার নাম গোপন রাখিবার ক্ষমতা এবং গোয়েন্দাকে ঠিকমত পুরস্কারদান বিষয়ে সততা—এই সব বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতেছিল। রাজারামের বেলুড় মামলা উদ্ধারের পর ইসমাইল তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল।

একদিন ইসমাইল বলিল, আ-ময় মেমের অবর্ত্তমানে তাহার কারবার এখন কেরামৎ দেখিতেছে এবং কেরামতের হাতে গুদাম রহিয়াছে। কেরামৎ অতি ধূর্ত্ত, মালে ধরা-ছোঁওয়া দেয় না বা গুদামের রাস্তা মাড়ায় না; সে এখন কারবারে অংশ লইয়াছে ও নিজে বড় কারবারী হইতে বসিয়াছে। কেরামৎ নিজে ধরা পড়িবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাহার অনেক টাকার মাল ধরা পড়ার সম্ভাবনা। কেরামৎ দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী মুসলমান; সে কাশেমালী ওরফে কালামিঞা নামে তার এক স্বদেশীয় আত্মীয়ের জিম্মায় গুদাম রাখিয়াছে। কাশেমালী বাহ্যতঃ ফেরিওয়ালার কায করে এবং বিদেশী জাহাজ কলিকাতা বন্দরে পঁহুছিলে নানাবিধ মনিহারী দ্রব্যের সওগাত লইয়া যাত্রী ও নাবিকদিগের নিকট জাহাজে যাওয়া আসা করে। সে কাষ্টম আফিস হইতে জাহাজে এই ফেরির জন্য পাশ লইয়াছে এবং কাষ্টম প্রিভেণ্টিভ অফিসারগণ তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না। সে সওগাত লইবার অছিলায় অনেক সময় সুটকেসের ভিতর গোপনে আফিম ভরিয়া লইয়া জাহাজে পৌঁছাইয়া দেয় এবং ঐরূপে গোপনে জাহাজ হইতে কোকেন নামাইয়া লয়। শুনা যায় যে সে পিস্তল ও কার্ত্তুজের

কারবারও করে এবং য়ুরোপীয় নাবিকগণের নিকট অল্পমূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কেরামতের সাহায্যে তাহা বহু মূল্যে বিক্রয় করে। কাশেমালী শুধু আত্মীয় নহে, 'ইমানদার' লোক; সুতরাং তাহার হেফাজতে মালগুদাম রাখিয়া কেরামৎ নিশ্চিন্ত আছে। সংবাদ পাইয়াছি, কাশেমালী মাঝে মাঝে নিজের বাড়ী হইতে খুচরা মাল ব্যাপারীদিগকে সরবরাহ করিয়াছে। এইজন্য আমার সন্দেহ হয়—সে নিজের বাড়ীতেই মাল-গুদাম রাখিয়াছে।

রাজারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশেমালী কোথায় বাড়ী লইয়াছে? জায়গাটা কেমন?

ইসমাইল বলিল, সে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে এক মসজিদের ভিতরে বাসা লইয়া সপরিবারে বাস করে। মসজিদসংলগ্ন এক সরু গলি দিয়া এই বাড়ীতে ঢুকিতে হয়। এই বাসা দেখিলে সহজে কেহ সন্দেহ করিবে না। বাসাটি মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, এই স্থান ঘেরাও বা খানাতল্লাসী করিতে গেলে স্থানীয় মুসলমানগণ মসজিদের পবিত্রতা হানির আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে পারে। বামাল বাহির হইলে তবু রক্ষা আছে; কিন্তু খানাতল্লাস একেবারে নিষ্ফল হইলে লোকগণ ওজর পাইয়া উত্তেজিত হইবে, তখন একটা খুনাখুনী ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা। এ অঞ্চলে কেরামৎ ও কাশেমালীর দল ভারী, ইহারাই স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণকে ক্ষেপাইয়া দিয়া একটা অনর্থ বাধাইবে। ইহারা বাছিয়া বাছিয়া মসজিদের পাশে এই আড্ডা গাড়িয়াছে; বাহির হইতে দেখিলে কেহ সন্দেহ করিবে না, কিন্তু ইহা দুর্গের মত দুর্ভেদ্য, এবং ব্যূহ-ভেদ হইলেও অতর্কিতে নানাদিক হইতে বিপক্ষের আক্রমণের সুবিধা আছে।

রাজা। কাশেমালীর বাড়ীতে কে কে থাকে এবং তাহার দলের লোকজনের কথা বল।

ইসমাইল। উহারা পাঁচ ভাই—পরিবার লইয়া বাস করে। দুই জন, রাস্তার দুই মোড় বা ঘাঁটীতে, পান-বিড়ির দোকান করিয়াছে; এই পাড়ায় গোয়েন্দা বা পুলিশের চলাচলের উপর লক্ষ্য রাখে এবং অদূরবর্ত্তী বাসায় খবরাখবর করে। তাছাড়া মসজিদে সদাসর্ব্বদা বহুলোক যাতায়াত করিতেছে, তাহারা 'ভাই-বারদারী'। তাহারা মহল্লার লোক, তাহারা নিশ্চয় ইহাদের পক্ষ লইবে। ইহারা কয় ভাই-ই 'জোয়ান তাগ্‌ড়া'। কাশেমালী গৌরবর্ণ—বয়স ত্রিশ—বাবরি চুল—ঝুলপি আছে—যাত্রাদলের রাজার মত চেহারা। সে সর্ব্বদা রাস্তায় সাইকেলে চলা-ফেরা করে; তাহাকে চেনা শক্ত নহে। শুনিয়াছি, সে সম্প্রতি কোন এক স্কুলের এক লেডী টীচারকে বিবাহ করিয়াছে।

রাজারাম ইসমাইলকে কাশেমালীর বাড়ী দেখাইয়া দিতে এবং তাহাকে চিনাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ইসমাইল কোন ক্রমে সম্মত হইল না। সে একটা কাগজে কাশেমের বাড়ীর একটা চলনসই নক্‌সা ছকিয়া দিল এবং বলিল যে রাজারামের সঙ্গে সে ঐ বাড়ীর কাছে রাস্তা দাঁড়াইলেই সকল কার্য্য পণ্ড হইবে। সে বাড়ী চিনিলেও—বাড়ীর নম্বর গলির ভিতর থাকায় তাহা বলিতে পারিল না। রাজারাম তাহাকে গলির ভিতর ঢুকিয়া নম্বর দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু ইস্‌মাইল ইহাতেও সম্মত হইল না; বলিল, সে ঐ গলিতে ঢুকিবার পরে পুলিশ কাশেমালীর বাড়ী হানা দিয়া খানাতল্লাস করিলে কারবারীগণ নিশ্চয় তাহাকেই গোয়েন্দা বলিয়া বুঝিবে এবং তাহার অশেষ লাঞ্ছনা করিবে। শেষে ইসমাইল বলিল, রাজারাম গোপনে কাশেমালীর গতিবিধির উপর নজর

রাখিবার ব্যবস্থা করিলে এবং সঙ্গোপনে অন্যান্য সন্ধান লইলে এই মকদ্দমার কিনারা করিতে পারিবেন ; প্রত্যক্ষভাবে এখন সে কোনও সাহায্য করিতে পারিবে না। রাজারাম ইসমাইলের সহিত পুনরায় দেখা করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

রাজারাম হামিদ নামে এক কারবারীদের পরিচিত দালালকে চিনিতেন। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিত কিন্তু পরে নিজ কর্ম্মদোষে ডিস্‌মিস্ হয়। হামিদ্ কাশেমালীকে চিনিত। রাজারাম হামিদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিভিন্ন কারবারীগণের কার্য্যের প্রসার আলোচনা করিতে করিতে কথাপ্রসঙ্গে কাশেমালীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হামিদ রাজারামের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সরল ভাবে বলিল, কাশেমালী তাহার আত্মীয় কেরামতের দৌলতে বেশ দু পয়সা রোজগার করিতেছে। রাজারাম হামিদের নিকট ইসমাইলের সংবাদের পোষকতা পাইয়া খবরটি সম্বন্ধে মনে মনে নিঃসন্দেহ হইলেন, কিন্তু আর বেশী জিজ্ঞাসা করিলে হামিদের সন্দেহ হইবে ভাবিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং বাজে দু'চার কথা কহিয়া বিদায় লইলেন।

পরে রাজারাম নুনু পাঁড়েকে ডাকিয়া গোপনে কাশেমালীর মকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং নানারূপ উপদেশ দিলেন।

পরের দিন নুনু পাঁড়ে ভোল বদলাইয়া ঝাঁকা মুটের ছদ্মবেশে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল এবং মসজিদের কাছাকাছি একটা ফুটপাতের উপর ঝাঁকা লইয়া আড্ডা গাড়িল। রাজারাম তিন দিন পাঁড়ের কোন সন্ধান পাইলেন না।

চতুর্থ দিন রাত্রিকালে নুনু পাঁড়ে গোপনে রাজারামের বাসায় ফিরিল এবং বলিল যে সে কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছে।

মুন্নু পাঁড়ে বলিল, আমি ঝাঁকা মুটের বেশ ধারণ করায় আমাকে কেহ সন্দেহ করে নাই এবং আমি কাশেমালী ও তাহার ভ্রাতাদিগের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়াছি। আমি কাশেমালীর চেহারা ও সাইকেলে চড়ার বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে চিনিয়াছি, তাহার দুই দোকানদার ভাইকে চিনিয়াছি এবং তাহাদের দোকানগুলি দেখিয়াছি। আমি মসজিদের গলিতে তাহাদিগকে বাসাবাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়াছি এবং বাড়ীর নম্বর সংগ্রহ করিয়াছি। আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি। একটি স্ত্রীলোক বোরখা পরিয়া কাশেমালীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রোজ সকালে এক রিকৃসা গাড়ীতে চড়িয়া বসে এবং একটি স্কুলে যায়। আমি উহাকে আপনার সংবাদ অনুসারে কাশেমালীর স্ত্রী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু বোরখা পরিধান করায় উহাকে চিনিতে পারি নাই। একদিন বরাবর উহার পিছু লইয়াছিলাম। দেখিলাম, স্কুলের ছুটির পর স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া আবার রিকৃসায় চড়িল কিন্তু বাড়ীর দিকে না ফিরিয়া অন্য দিকে চলিল। ক্রমে দেখিলাম, রিকৃসা এক পরিচিত বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল—উহা নলিনীর অট্টালিকা! স্ত্রীলোকটি রিকৃসা হইতে নামিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং সিঁড়ি বাহিয়া সটান উপরে উঠিয়া গেল। আমি অদূরে রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দোতলায় আমার চক্ষু পড়িল এবং আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, বোরখা খুলিয়া স্ত্রীলোকটি অপর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছে। প্রথমা রমণী উল্টাডাঙ্গার বাড়ীতে দৃষ্ট আসিয়া বিবি ও দ্বিতীয়া স্বয়ং নলিনী দেবী! আপনিও উভয়কে একত্রে উল্টাডাঙ্গার বাড়ীতে দেখিয়াছেন। নলিনী আর পলাতকা নহে, সে এখন আপন গৃহে অধিষ্ঠান করিতেছে।



বোরখা খুলিলে দেখিলাম, রমণী—আসিয়া বিবি

এইরূপে রাজারাম প্রাথমিক অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে জানাইলেন এবং কাশেমালী ওরফে কালামিঞার বাড়ী খানাতল্লাস করিবার জন্য গোপনে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লইলেন। জায়গাটায় দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে এবং সাবধানতা আবশ্যক বুঝিয়া রাজারাম বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ সঙ্গে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গুপ্ত তদন্ত করিতে তিনচার দিন অতীত হইয়াছিল। রাজারাম বিপুল উদ্যম ও উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দলবলসহ কাশেমালীর বাড়ীতে হানা দিয়া খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে আর একবার গোয়েন্দা ইসমাইলের নিকটে নূতন কোন খবর আছে কিনা জানিয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজারাম ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন কিন্তু সে ইতিমধ্যে কয়দিনের জন্যে বেহার অঞ্চলে তাহার দেশে যাওয়ায় রাজারামকে বাধ্য হইয়া খানাতল্লাসী মুলতুবি রাখিতে হইল।

সুকুমারবাবুর ডায়ারী

নলিনীর কার্য্যাবলীর জন্য সুকুমারবাবু সমাজে ও রাজদ্বারে বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি একবার নলিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিয়া জেল খাটিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গুপ্ত সমিতির খবর রাখিতেন না। তাঁহার ধারাবাহিক ডায়ারী হইতে উদ্ধৃত নীচের অংশগুলি দেখিলে তাঁহার মনের ভাব কতকটা বুঝা যাইবে।

"সে কতদিন—আমার স্মৃতি আচ্ছন্ন হইতে দিই না—যেদিন প্রথম কলেজের মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এই স্বরূপা সুস্থদেহা মেয়েটির দেখা পাইলাম। আর সব মেয়েরা ক্ষীণ দেহে কোলকুঁজা হইয়া চলিতেছে, কিন্তু এই দীর্ঘাঙ্গিনী সকলের মধ্যে থাকিয়া কয় ইঞ্চি মাথা উঁচু করিয়া চলিয়া লক্ষ্য করিবার বস্তু হইয়াছে। সে কোন্ দিন—যেদিন অন্য মেয়েদের মধ্যে বিলাস বিভ্রম লাস্যলীলা এবং লঘু বিষয়ে লঘু কথা কহিয়া চটুল হাসির ঘটা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই মেয়েটি, সঙ্গিনীদের কথায় ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটাইলেও, তাহাদের আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তায় যেন মন বসাইতে পারিতেছিল না এবং তাহার চোখে কি যেন একটা স্বপ্নের ঘোর লাগিয়াছিল। তার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করিলাম। আমি খবর লইয়া জানিলাম, মেয়েটির দেশ পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম,

কবি নবীনচন্দ্র বর্ণিত প্রকৃতির শোভা ও সম্পদে পরিপূর্ণ রমণীয় স্থান। বাপ মা নাই, মামা অভিভাবক; তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য করিতেন বলিয়া মেয়েটি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া বঙ্গীয় সমাজ ও অবরোধের বাহিরে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছে; নানা দেশ দেখিয়াছে, নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে; তার জড়তা কাটিয়াছে; কর্ম্মপটু হইলেও ভাবপ্রবণ, তাহার মন ও গতিচ্ছন্দে স্বচ্ছন্দলীলা আছে।

"যেদিন প্রথম প্রেমনিবেদন করিবার সুযোগ পাইলাম সেদিনের স্বপ্নময় কথা মনে পড়ে। সেরকম ক্ষণমুহূর্ত্ত কবির শ্লোকে অমর হইয়া পড়িয়াছে—

'পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে, কী মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর।'

উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাগ্যে অবস্থাগতিকে প্রায় ঘটে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত স্ত্রী—যার বিদ্যার দৌড় কথামালা ফার্ষ্ট বুক বা ধোপার খাতা লেখা পর্য্যন্ত এবং চরম উন্নতি বাঙ্গালা নাটক নভেল পড়ায় এবং প্রেমপত্র ও বাজারের হিসাবপত্র লেখায়। অনেক অধ্যাপকের অদৃষ্টেই ইহা ঘটিয়াছে। বিবাহের পর স্ত্রী বেশভূষা অলঙ্কার হেজ্‌লিন রুজ্‌ লইয়া গ্লাসকেসে সাজান মূর্ত্তি বা 'আহ্লাদী পুতুল' হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমার শুভাদৃষ্টে ঘরে যখন গৃহিণী আসিল তখন এক মনস্বিনী নারীর দেখা পাইলাম। তীব্র মনীষা; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন আলোচনায় এর সঙ্গে কথা

কহিয়া সুখ পাইলাম। অনাড়ম্বর বেশভূষা, সহজ চালচলন। অটূট স্বাস্থ্য লইয়া একটি পুত্র সন্তান উপহার দিল। আলস্যহীন অভ্যাস, মুক্ত বায়ুর ভক্ত, মন ক্ষুদ্র নহে; কয়বৎসর আমার গার্হস্থ্যসুখে কাটিল। কিন্তু মন ক্ষুদ্র নয় বলিয়াই সে আমাদের সংসারের ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। তার প্রাণের প্রাচুর্য্য, তার সজীব ভাবভঙ্গী, তার প্রবল কর্ম্মপ্রচেষ্টা—তাকে স্থির থাকিতে দিল না; পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে নানা হিতকর কার্য্য করিতে করিতে তার কাযের প্রসার বাড়িয়া চলিল। তারপর যখন 'স্বদেশী'র বন্যা আসিল তখন সে ভাবের আবেগে সেই প্রবল স্রোতে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল! আমিও তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলাম কিন্তু সে আমাকে ফেলিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

"কিন্তু সে এ কী ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িল! মুক্ত ধারার সঙ্গে পঙ্কের আবিলতা ঘুলাইয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতাম না। ভাব স্রোতে দেশের নানা চরিত্রের লোক যোগ দিল কিন্তু তাহাদের সকলের স্বভাব গলিয়া মিশিয়া নির্ম্মল হওয়া সম্ভব হয় নাই। নায়কদের মধ্যে নামের মোহ দেখিলাম, পেশাদারী ঢঙ্ দেখিলাম, ভণ্ডামী দেখিলাম, গুণ্ডামী দেখিলাম; কর্ম্মীদের মধ্যে দেখিলাম কর্ত্তাভজা রীতি প্রবল। দেখিলাম এদের মধ্যে, নারী বলিয়া তার অন্য প্রকারের সুমূহ বিপদ আছে। দেখিলাম, বিলাতী প্রথায় পুরুষগণ সহকর্ম্মীদের 'কম্‌রেড্' বা 'ব্রাদার' নাম দিয়াছে, কিন্তু সহকর্ম্মিণী বা 'সিষ্টার'কে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বাঙ্গালার অন্তঃপুর ভাঙ্গিয়া কোনো মেয়ে দেশের কাযে যোগ দিলে দেশের লোকের নেতাকর্ম্মী-নির্ব্বিশেষে দেশসেবিকার প্রতি অভদ্র কাঙ্গালপনা বড় বিসদৃশ

ঠেকে। আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই, সে এই বিশ্রী দিকটা ভাবিয়া দেখিল না; পদে পদে তার নারীত্বের অপমান স্বেচ্ছায় বরণ করিল। সে নেতা এবং কর্ম্মীদের সঙ্গে সকল সময়ে সমভাবে মিশিতেছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি, নেতাগণ তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে, কর্ম্মীগণ চোরা চাহনিতে তার দিকে তাকাইতেছে। আমাকে সঙ্গে রাখিলে এই নির্লজ্জ ব্যবহার হইতে কতকটা নিস্তার পাইতে পারে কিন্তু জানি না কেন সে আমার সাহায্য চায় না। আরো দুঃখের বিষয় এই যে তাদের দুঃসাহসে সে নিজে সঙ্কুচিত হয় না বা প্রতিবাদ করে না, বরং তাদের সঙ্গে অবাধে মিশিয়া 'স্বদেশী'র কার্য্য প্রণালী ঠিক করিতেছে এবং কায়মনবাক্যে তাদের কাযে যোগ দিতেছে। তার সময়ে আহার নাই, বিশ্রাম নাই; দিবারাত্রি ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশিতেছে। নেতাদের মধ্যে অবিবাহিত ও বিপত্নীক দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটিয়াছে; কর্ম্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগ অবিবাহিত ও দায়িত্বহীন যুবকদল—তাকে যেন তারা পাইয়া বসিয়াছে।

না।—আমি নলিনীর পক্ষে এরকম সঙ্গ কখনো অনুমোদন করি না—করিতে পারি না।

"সে যখন সময়ে অসময়ে বৈঠকখানায় পর্দ্দা টানিয়া দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাকিনী বসিয়া কোন নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে, যখন কোন ধনী ব্যক্তি নারীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইয়া স্বদেশীর নামে মোটা অঙ্কের চেক্ কাটিয়া তার হাতে তুলিয়া দেয়, যখন সে স্বদেশীর কায শেষ করিয়া কোন অকৃতদার নেতার সঙ্গে রাত্রি কালে এক-মোটরে বাড়ী ফিরিয়া আসে, যখন ধনী স্বদেশভক্তের

কাছে টাকা আদায় করিবার জন্য কোন বিপত্নীক নেতার সঙ্গে মফঃস্বলে যাইয়া ডাক-বাংলাতে রাত্রিবাস করিয়া আসে, যখন সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে তার সতীর্থ ড্রাইভার নিরঞ্জনের সঙ্গে বহুক্ষণ মোটরে একাকিনী ভ্রমণ করিয়া আসে, দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা কহে এবং ঘরে বাহিরে সর্ব্বদা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করে, তখন আমি কোন রকমে স্থির থাকিতে পারি না, আমার অন্তর জ্বালা করিয়া উঠে, ভিতরে ভিতরে একটা মর্ম্মদাহ বোধ করি।

"আমি মনে করিয়াছিলাম, অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ব্রত লইয়া শান্ত সমাহিত জীবন যাপন করিব; ক্ষুদ্র পার্থিব মোহ, লোভ ও হিংসা জয় করিব। আমার চিরপ্রিয় দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা এখন বাস্তব জগতে আমার কাযে লাগিতেছে না। কবির কথায়, 'যোগমগন হর তাপস যতদিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ।' একটী নারীর অকরুণ ব্যবহারে আমার পৃথিবীর স্বাদ বদলাইয়া দিয়াছে। নলিনীর আচরণে অগ্নিগর্ভ গিরির মত আমার হৃদয় পুড়িতেছে। সংশয় ও অবিশ্বাসে আমার মন ভরিয়া গেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই নাই কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এ অনিশ্চিত ভাব আর সহ্য হয় না। প্রতি পলে, প্রতি ঘণ্টায়, তার সকল কায, সকল আচরণ জানিতে ইচ্ছা করে। দূরে থাকিলে সন্দেহ বাড়ে, এইজন্য তাকে সর্ব্বদা নজরবন্দী রাখিতে ইচ্ছা করি। কোন রকমে তার সকল বিবরণ জানিতে চাই। কিন্তু এ কী বিড়ম্বনা! আমি কি নারীপীড়ক হইব, আমাকে শেষে কি নীচ গোয়েন্দাগিরির আশ্রয় লইতে হইবে? আর কাহাকে পীড়ন করিব, কার উপর গোয়েন্দাগিরি করিব? আমার প্রেয়সী, আমার গৃহলক্ষ্মী, আমার পুত্রের জননীর

উপর ? আমার সহযোগিনী, সহধর্ম্মিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, পরম বিশ্বাসপাত্রীর উপর ? বিধাতা, আমাকে এই নিদারুণ হীনতা হইতে বাঁচাও।

"সে অত্যধিক সময় বাড়ীর বাহিরে কাটায়, ফলে সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। গৃহিণীর অভাবে গৃহকর্ম্মে সুব্যবস্থা নাই, ভৃত্যগণ উদাসীন, পিতা পুত্র সময় মত কলেজ স্কুলের ভাত পাই না, বসন ভূষণ গৃহসজ্জা শ্রীহীন, সংসার নির্ব্বাহে নানা কষ্ট হইতেছে। যতদূর সম্ভব আমি গৃহকর্ম্ম দেখি, কিন্তু পুরুষের দ্বারা সব কায সম্ভব হয় না, আমারও ত বাহিরে যথেষ্ট কায আছে! বছরখানেক ধরিয়া একাদিক্রমে এই দারুণ অনিয়ম চলিতেছে। সে নারী হইয়া—নারীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, জননীর কর্ত্তব্য পালন করিবে না। আমি প্রশ্ন করিলে ভাসা-ভাসা উত্তর পাই—যদিও তার এ বিষয়ে একটা জবাবদিহি আছে। আমি তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তার ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছি, নানা অনুযোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার কথা তার মনে বসে না। সে যেন হিপ্‌নটিক্‌ ভাবাবেগে একদিকে ছুটিয়াছে, আমার চেষ্টায় কোন সুফল ফলে না। আমার মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠে।

"আমি জানি, আমি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী নাগরিক। আমি মানি, বিবাহিতা স্ত্রী গৃহের দাসী, পালিত পশু বা তৈজসপত্র নহে—সে গৃহধর্ম্মে সমান অংশীদার। আমি জানি, সে একটা স্বতন্ত্র মানুষ, তার পৃথক দেহ আছে, পৃথক মন আছে, তার পৃথক সত্তা আছে। তা'ছাড়া সে শিক্ষিতা মহিলা, তার জ্ঞান ও বিবেক আছে, তার ইচ্ছা ও কার্য্যে সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা দিতে হয়। সে যেন মনে না

করে সে আমার আশ্রয়ে আছে বলিয়া তার উপর কর্ত্তৃত্ব বা অত্যাচার করিতেছি। আমি সব কথা বুঝি কিন্তু আমি মাত্রা রাখিতে পারিতেছি না।

"সমাজে তার সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটিয়াছে। আমার বংশের সম্মান ধূলায় লুটাইতেছে। আত্মীয়স্বজন গোপনে আমার পুরুষত্বকে ধিক্কার দেয়।...আমি সামাজিক লোক, আমাকে সমাজের কথা শুনিতে হয়—সমাজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানিতে হয়।...আমার এ 'খ'য়ে বন্ধন' হইয়াছে, আমাকে 'বাঁধিয়া মার' খাইতে হইতেছে।... এ একটা জীবন্ত নরকভোগ—একটা martyrdom বা আত্ম-বলিদান!

"পৌরাণিক যুগে দ্রৌপদীর জন্য দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ বা দুঃশাসনের রক্তপান, কিংবা য়ুরোপের মধ্যযুগে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া হত্যার রীতি ছিল। বর্ত্তমান সভ্যতা ও আইন-কানুনের যুগে উহা অচল। আমার সমস্যার উহা উপযুক্ত সমাধান বলিয়া মনে লাগে না। না; আমি ঠিক ভীরু বা কাপুরুষ নই। আবার আমি ঠিক স্ত্রৈণও নই। নারীর প্রেম আমার হৃদয়ের অনেকখানি জুড়িয়া আছে, তাহার অভাবে আমি অপরিমেয় দুঃখ পাইব। কিন্তু ইহার জন্য কোন দুর্ল্লভ মানবজীবন নষ্ট হইতে দিতে প্রস্তুত নই। আমার বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষায় হত্যার নামে আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

"আগে সে কদাচিৎ সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরিত, ইদানীং প্রত্যহ রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সঙ্গে থাকে অকৃতদার মুকুন্দলাল।

লোকটা ফন্দিবাজ বলিয়া একটা বদনাম শুনিয়াছি। বাড়ী থাকিলে সে বৈকালে মোটরে চড়িয়া বাহির হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে এবং রাত্রে বাড়ী ফিরিলে তার মুখ যেন বিবর্ণ, চক্ষুতারকা বিস্ফারিত ও সর্ব্বাবয়বে কেমন একটা আচ্ছন্নভাব দেখা যায়। সেদিন সে বেশীরাত্রে এক আশ্চর্য্যজনক অবস্থায় বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর মোটর লইয়া যায় নাই, এক অজানা মোটরে একেলা আসিল। গাড়ী কোন এক চীনা রমণীর—এক হিন্দুস্থানী ড্রাইভার পৌঁছাইয়া দিল। তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল, তার চোখে যেন ঘোর লাগিয়াছিল। বোধ হইল, তার মনে একটা রুদ্ধ আবেগ যেন গুমরিয়া মরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলে—স্খলিত স্বরে বলিল, 'শরীর অসুস্থ।' কলঘরে গিয়া জলের ঝাঁঝরা খুলিয়া দিল এবং অনেকক্ষণ মাথা পাতিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। যখন সে বাহির হইল তখন তার অবসাদ দূর হইয়াছে, কিন্তু তখনও তার মুখে বিষাদের ছায়া ও চোখে ছলছল ভাব লাগিয়া আছে। আমি রাত্রে খাইবার কথা বলিলে সে—'কিছু খাইব না' বলিয়া উপরের ঘরে শুইতে গেল। পরদিন সে গুম হইয়া রহিল এবং সন্ধ্যাকালে বাড়ীর বাহির হইল না। আমি রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম সে জানালায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। পদশব্দে সে চমকিয়া উঠিল এবং সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। সে একবার আমার প্রতি করুণভাবে চাহিল এবং কিছু না বলিয়া হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া নিভৃতে তার শয্যাগৃহে পৌঁছিল। সে আমাকে পালঙ্কে বসাইয়া অকস্মাৎ আমার কোলে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া—তার অব্যক্ত দুঃখে—সমবেদনায় গলিয়া গেলাম। আমি তাকে উঠাইয়া বসাইতে গেলে—আমার বুকে

লতাইয়া, বাহু দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, অবুঝ বালিকার মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাকে প্রশ্ন করিলাম; সে—'এখন কিছু জিজ্ঞাসা ক'রনা' বলিয়া কান্নার বেগ বাড়াইয়া দিল; তার চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই শক্ত নারী কঠিন দুঃখ না পাইয়া কাঁদে নাই বুঝিয়া তখন আর তাকে প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিলাম না; আমি সস্নেহে তার মাথায় ও দেহে হাত বুলাইতে লাগিলাম। স্বীকার করি, মনে নানা সন্দেহ জাগিয়াছিল এবং তাকে সকল কথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে কেমন ভয় হইতেছিল; কিন্তু তার অবস্থা দেখিয়া মায়া হইল, চেষ্টা করিয়া উদ্যত মনোভাব দমন করিলাম। সে-রাত্রে আমার বক্ষপুটে নলিনী নীড়হারা ক্ষতবিক্ষতপক্ষ বিহঙ্গিনীর মত আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাকে সস্নেহে নিজের কাছে রাখিয়া সেবা ও শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করিয়াছিলাম। আমি নারীর চক্ষে জল দেখিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ি।

"এর পর নলিনী বড় বেশী বাড়ীর বাহির হইত না এবং রাত্রি করিয়া বাড়ীফেরা ছাড়িয়াছিল। তার মাথাধরা ও অনিদ্রার উপসর্গ জুটিয়াছে। নলিনী আমাকে যেন কোন কথা বলি বলি করিয়াও বলিতেছে না, কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করিলে কোন লাভ হইবে বুঝিতেছি না। আমি ডাক্তার আদিত্যবাবুকে ডাকিয়াছিলাম। রোগিনী দেখিয়া ডাক্তার কি যেন একটা সন্দেহ করিয়াছেন, রোগের নিদান জানিতে চাহিলে তিনি কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। সে সময়ে নলিনী কেমন যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। ডাক্তার মরফিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সে সুস্থ

বোধ করিতেছে। নলিনী স্বেচ্ছায় ডাক্তারের সকল উপদেশ পালন করিতেছে ও গৃহস্থালিতে মন দিয়াছে। তার এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইলে পরম সুখের বিষয় হইবে।

নলিনীর ঘুমের ঔষধ আদিত্য ডাক্তার বন্ধ করিয়াছেন এবং সে এখন বেশ সুস্থ হইয়াছে। এখন আবার সে নিরঞ্জনকে লইয়া বাহির হয় এবং ফিরিতে আবার মাঝে মাঝে রাত্রি হইতেছে। নিরঞ্জন নলিনীর 'স্বদেশী'র উত্তরসাধক, আবার নলিনী 'স্বদেশী'র নেশায় না ক্ষেপিয়া উঠে।

"কাল রাত্রে নলিনী বাড়ী ফিরে নাই। রাত্রিটা দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া সকালে নিরঞ্জনের ঘরে খোঁজ নিতে গিয়া দেখি—সে-ও নাই! গ্যারেজে গাড়ী পড়িয়া আছে। দুর্ভাবনা গিয়া ঈর্ষায় মন রি রি করিয়া উঠিল। অপমান ও লাঞ্ছনার ভারে ঘাড় নুইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে নির্জ্জন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া লইলাম। হঠাৎ একটা বড় হেড্-লাইন চোখে পড়িল, চমকিয়া উঠিলাম। কাল রাত্রে পুলিশ সহরতলীর একটা বাড়ীতে ফেরারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল। একজন বিপ্লবী পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে, আর একজন বিষ খাইয়া মরিয়াছে। কাগজে বিস্তারিত বিবরণ নাই। —ঐ রাত্রেই ওদের অন্তর্দ্ধান, মনে বিষম সন্দেহ হইল, পরে সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইল। তখনকার মত মনে ঈর্ষাভাব কাটিয়া গিয়া নলিনীর জন্য একটা দারুণ দুশ্চিন্তা আসিল। ওরা ত এই ভীষণ ব্যাপারের মধ্যে জড়িত ছিল না? প্রথম

ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। পারিবারিক বন্ধু উকিল যোগীন্দ্রবাবুকে টেলিফোনে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি সব শুনিয়া সমবেদনা জানাইয়া বলিলেন যে তিনি এখনি বাহির হইয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন, আমার আর তাঁর সঙ্গে যাইবার দরকার নাই।

যোগীন্দ্রবাবু খবর লইয়া জানাইয়াছেন যে তিনি 'মর্গ' পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহগুলির মধ্যে কোন স্ত্রীলোক ছিল না বা নিরঞ্জনকে দেখেন নাই। মৃত্যুর দুর্ভাবনা গেল বটে কিন্তু মনে আবার অশান্তি ফিরিয়া আসিল।

"মাসাধিককাল পরে নলিনী ফিরিয়াছে। নিরঞ্জনও আসিয়াছে। তারা নাকি শুনিয়াছিল তারাও গ্রেপ্তার হইবে এবং সেই রাত্রে হাঙ্গামার পর আত্মগোপন করিয়াছিল। এর চেয়ে ঢের বেশী খবর জানান উচিত ছিল, কিন্তু জানায় নাই। নলিনী বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। প্রথমে কয়দিন আড়ষ্ট ভাবে ছিল; পরে একদিন কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, 'দেখ, কিছু মনে করিও না। ব্যাপারটা খারাপ দেখাইয়াছে বটে; কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি বিদেশে অন্যায় কিছু করি নাই।' আমি কি উত্তর দিব? চুপ করিয়া রহিলাম।

"কিন্তু এরকম কতদিন চলিবে? আমার ঘরে-বাহিরে মুখ দেখান ভার হইয়াছে। দুইটি বিপরীত মনের ভাব আমাকে একসঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। ও গোপনে কি গভীর চক্রান্তে যোগ দিয়াছে বা কি ভীষণ কাযে লিপ্ত হইয়াছে তার সবটা অনুমান করিবার

শক্তি আমার নাই। এ দলের কতজন লোক ওকে বিপথে টানিয়াছে তাহাও জানি না। তবে এটা বুঝি, নিরঞ্জন সকল কথা জানে। নিরঞ্জনকে কিছু বলিতে যাওয়া ভুল; যার সঙ্গে কথা বলা চলে সে যখন শুনে না, অন্যকে কিছু বলিতে যাওয়া বাতুলতা। নিরঞ্জনকে বাড়ী হইতে বিদায় করিতে পারি, কিন্তু তাতে হয়ত একটা কেলেঙ্কারী হইবে। নলিনী হয়ত অপমান বোধ করিবে এবং ক্ষেপিয়া গিয়া কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিবে। হয়ত আবার দুজনে একসঙ্গে অন্তর্দ্ধান হইবে। তাহা হইলে নলিনীর ভরা ডুবিল, ওর সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ হইল। না—আর ভাবিতে পারি না। আর এক—নলিনীকে লইয়া জোর জবরদস্তি করিয়া বোঝাপড়া করার চেষ্টা করিতে পারি। সে আমাকে প্রথমে স্বদেশীতে টানিয়াছিল বটে কিন্তু এখন সে আমাকে বিশ্বাস করিবে না। সে আমাকে ছাড়িয়া অতলে ডুবিতে বসিয়াছে—এখন স্পষ্ট কোন কথা বলিবে না। এখন নলিনীকে দলছাড়া—নিরঞ্জনের সঙ্গছাড়া—না করিতে পারিলে, ওর উদ্ধারের উপায় দেখিতে পাই না।

"আমার মনে হয়, সব-আগে স্থানপরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এমন একটা স্থানে তাকে লইয়া যাইতে পারি—যেখানে তার সঙ্গীরা নাই বা কর্ম্মের চাঞ্চল্য নাই—যেখানে তার কৃত কর্ম্মের ফল তাকে তাড়া করে না। অমন জায়গা পাইলে, আমি ছেলে সঙ্গে লইয়া তাকে সঙ্গ দিয়া তার পরিচর্য্যা করিয়া ধীরে-সুস্থে তার গৃহে মন" বসাইতে চেষ্টা করিতে পারি। তার প্রতি আমার দায়িত্বের শেষ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই তাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি না দেখিলে তাকে কে দেখিবে?

৩৩

নিরঞ্জনের গ্রেপ্তার—নলিনীর পরীক্ষা

দেশে স্বদেশী ডাকাতি, লুটতরাজ খুনজখমের সংখ্যা বাড়িতেছিল। কোন কোন স্থানে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের হত্যার চেষ্টা ও হত্যা হইয়াছিল। রেলগাড়ীতে ডাকাতি ও রাজপথে ডাক হরকরার নিকট হইতে ডাকঘরের টাকা লুট হইতে লাগিল এবং এই সম্পর্কে দু'একটা হত্যাকাণ্ডও ঘটিল। কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য করিতে গিয়া এবং কেহ কেহ গুপ্তচর সন্দেহে নিহত হইল। যে সব বিপ্লবী ধরা পড়িয়া অনুতপ্ত হইয়া সরকার পক্ষে যোগ দিয়া রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার হইয়াছিল,—তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আততায়ীর হস্তে অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। আর একটা বিশেষ উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছিল; কয়েকটি মেয়েও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল; কেহ কেহ বিপ্লব করিতে গিয়া ধরা পড়িল বা প্রাণ দিল, কেহ বা নৃশংসভাবে অন্যের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিল।

রাজারাম দেখিলেন; কোন কোন খ্যাতনামা নেতা ত্যাগী ও হৃদয়বান :কিন্তু উপনেতাগণ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। অনেকের চরিত্রবল নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অবশ্য সকলে মন্দ ছিলেন না। কিন্তু অনেকে নামের মোহ, কর্তৃত্ব ও স্বার্থের জন্য অনেক দুষ্কৃতির প্রশ্রয় দিতেছেন। বাঙ্গালার কংগ্রেসের কলঙ্কের সম্বন্ধে গান্ধীজী শক্ত কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন

নাই। এই নৈতিক শৈথিল্য কর্ম্মীগণেও স্পর্শিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে সংযম ও শৃঙ্খলার অভাব ঘটিতেছিল।

এইরূপ চারিদিকে গোলমালের সময়ে নিরঞ্জন একবার নলিনীর বাড়ী হইতে দুইরাত্রির জন্য উধাও হইয়াছিল। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে সমিতির এক কর্ম্মী আসিয়া নলিনীকে খবর দিল যে নিরঞ্জন মফঃস্বলে এক স্বদেশী ডাকাতি ও নরহত্যার মকদ্দমায় সঙ্গী সহ গ্রেপ্তার হইয়াছে। নলিনী সংবাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল এবং সংবাদবাহককে বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল।

সুকুমারবাবুও সংবাদটা শুনিলেন। তিনি নলিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, নিরঞ্জন ত গ্রেপ্তার হইয়াছে, এখন কি করা যায়? পুলিশ নিশ্চয় শীঘ্র তাহার আস্তানা—অর্থাৎ আমাদের বাড়ী—দেখিতে আসিবে। প্রথমেই পুলিশ বাহিরে নিরঞ্জনের ঘরে তদন্ত ও খানা-তল্লাসী করিবে। সে তাহার গৃহে অপরাধজনক কোন জিনিষ রাখিয়াছে কিনা জানি না। পরে পুলিশ সমুদায় বাড়ী খানাতল্লাস করিতে পারে।

নলিনী চিন্তিতভাবে কহিল, হাঁ, তা করিতে পারে। কিন্তু আমি ত নিরঞ্জনের ঘরে যাই না; সেখানে কি আছে না আছে বলিতে পারি না। তবে শুনিয়াছি, তাহার সমিতির কাগজপত্র ওখানে থাকে না। আমার ঘরে কংগ্রেস সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র আছে, তাহা লইয়া যাইতে পাবে। কংগ্রেস এখন অবৈধ প্রতিষ্ঠান।

সুকুমারবাবু নলিনীর দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল। ঘটনাক্রমে সুকুমারবাবুর দৃষ্টি বাতায়ন অতিক্রম করিয়া রাজপথে পতিত হইল।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, একদল পুলিশের লোক বোধ হয় এই দিকেই আসিতেছে। এত শীঘ্র আসিয়া পড়িল! কিন্তু কৈ—উহাদের সঙ্গে নিরঞ্জনকে দেখিতেছি না?

নলিনী উঠিয়া জানালা দিয়া পুলিশবাহিনী দেখিল; পরে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, তুমি বেশ নিরুপদ্রবে ছিলে। আমার জন্য এই পুলিশের গোলমাল। আমার সহপাঠী বলিয়াই নিরঞ্জন এ বাড়ীতে স্থান পাইয়াছে। তোমার উপর এই উৎপাতের জন্য আমি সত্যই লজ্জিত। এ হাঙ্গামার শেষ কোথায় তা কে বলিতে পারে?

সুকুমারবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নলিনী, তুমি কি যে বল তার ঠিক নাই। এ বাড়ীতে আমার ন্যায় তোমার সমান অধিকার আছে। নিরঞ্জন এখন এখানে থাকে, এখন ও কথায় কায নাই। আগে যাই, দেখি—ইহারা সত্যই কি চায়। তুমি উপরে যাও। আমি না ডাকিলে এখন তোমার বাহিরে থাকার দরকার দেখি না।

নলিনী এই উদ্বেগপূর্ণ সময়ে সুকুমারবাবুর বিবেচনা, পরামর্শ ও পুরুষোচিত সাহস দেখিয়া তাঁহার দিকে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল এবং তাঁহাকে জীবনপথের উপযুক্ত সঙ্গী ও স্বামী বলিয়া মনে মনে স্বীকার করিল। সুকুমারবাবু নলিনীর ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া শীঘ্র সদর দরজায় পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। নলিনী চিন্তাকুল মনে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ইন্সপেক্টর সুকুমারবাবুকে সংক্ষেপে নিরঞ্জনের গুরুতর অপরাধে গ্রেপ্তারের কথা বলিলেন এবং তাহার থাকিবার ঘর দেখিতে চাহিলেন। ইন্সপেক্টর সেই ঘর যথারীতি খানাতল্লাসী করিলেন এবং আপত্তিকর কাগজপত্র ফর্দ্দ করিয়া সঙ্গে লইলেন। পরে এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।—

ইন্সপেক্টর। দেখুন, নিরঞ্জন নলিনী দেবীর সহপাঠী ছিল। সে তাঁহার দেশসেবার কাযে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত থাকিয়া সাহায্য করিয়াছে; আপনাদের মোটর চালাইয়াছে; আপনাদের বাড়ীতে থাকিয়াছে এবং আপনাদের সঙ্গে একত্রে পানভোজন করিয়াছে। কতদিন এরূপ ব্যবস্থা চলিয়াছে?

সুকুমারবাবু। প্রায় এক বৎসর হইবে।

ইন্সপেক্টর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা হয়ত অপ্রিয় হইবে। বড়বাজারে মোটর ডাকাতির পর নলিনী দেবী নিরঞ্জনের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে একত্রে বাস করিতেছিলেন? কথাটা সত্য হইলে, ইহার কারণ কি?

এই প্রশ্ন শুনিয়া সুকুমারবাবু লজ্জায় অপমানে অধোবদন হইলেন। ইন্সপেক্টর যে ভাবেই বলুন, কথাটা সত্য; তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি কোনরূপে বিরক্তি দমন করিয়া বলিলেন, হাঁ, নলিনী কিছুদিনের জন্য নিরঞ্জনের সঙ্গে একস্থানে গিয়াছিল বটে। তাহারা সহপাঠী ছিল এবং পরস্পর বন্ধুর মত ব্যবহার করিত। তাহাদের গতিবিধির সম্বন্ধে কখনও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না, সেবারেও করি নাই। নলিনী কোথায় গিয়াছিল এবং সেখানে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানি না।

ইন্সপেক্টর। নিরঞ্জন এবারে কয়দিন আপনাদের বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল? সে আপনাদিগকে কি কিছু বলিয়া গিয়াছিল?

সুকুমারবাবু। এ বিষয়ে আমি এখনি ঠিক কিছু বলিতে পারিব না; খোঁজ লইয়া বলিতে পারি।

ইন্সপেক্টর তখনকার মত শান্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি এখন ব্যস্ত আছি, পরে নলিনী দেবীকে আমাদের প্রয়োজন

হইবে। আমরা আর কয়েক স্থানে তদারক শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া এখানের তদন্ত শেষ করিব। ফিরিতে সন্ধ্যা হইতে পারে, নলিনী দেবীকে বাড়ীতে থাকিতে বলিবেন।

ভদ্রপল্লীতে এক পদস্থ গৃহস্থের বাড়ীতে পুলিশ ঢুকিয়া খানাতল্লাস করায় পাড়ার মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং বাড়ীর সদর দ্বারে ও রাস্তার উপর বহুলোকের ভিড় হইয়াছিল। ক্রমশঃ সংবাদ এই পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণের নিকট পৌঁছিল। তাঁহারা পুলিশ হাঙ্গামার কথা শুনিয়া একে একে আসিয়া সুকুমার বাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন। অনেকে প্রকৃত ঘটনার সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করিলেন না—তাঁহাদের সমশ্রেণীর এক ভদ্রলোকের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে ভাবিয়া উত্তেজিত হইলেন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে নানারূপ পরামর্শ দিলেন। ইঁহারা ভিতরের সকল কথা জানিতে না চাওয়ায় সুকুমারবাবু এক অপ্রিয় আলোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ইঁহারা যাহা বলিয়া গেলেন তিনি তাহা ধীরভাবে শুনিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না।

বৈকালের দিকে প্রবীণ উকিল যোগীন্দ্রবাবু কোর্টের ফেরৎ দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহার সমাজে প্রতিপত্তি ও উন্নত চরিত্রের জন্য সকলে ইঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। সকাল হইতে সুকুমারবাবুর মন এই মকদ্দমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল; তিনি যোগীন্দ্রবাবুকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া পুলিশ হাঙ্গামার কথা বলিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু এই রকম একটা ব্যাপার শুনিয়াই বন্ধুভাবে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদের পারিবারিক অনেক কথা

জানিতেন। সুকুমারবাবু সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি খুঁটাইয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইন্সপেক্টরের তদন্ত ও কথাবার্ত্তার বিষয় মন দিয়া শুনিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি যেমন মক্কেলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন তেমনি রাজবিধিকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেন। তিনি দূরদর্শী; তিনি ইহা এক অনর্থের স্ত্রপাত বুঝিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি কোন উপদেশ দিলেন না।

সুকুমারবাবুর আগ্রহে যোগীন্দ্রবাবু শেষে বলিলেন, কি পরামর্শ দিব? পুলিশ সবে তদন্ত সুরু করিয়াছে, আমাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনিতে পারে এখন তাহা বলিতে পারি না। পুলিশ আমাদিগকে অবশ্য সকল কথা বলে নাই; ফিরিয়া আসিয়া আবার বোঝাপড়া করিবে এবং সম্ভবতঃ নলিনী দেবীকে টানাটানি করিবে। তবে যতটুকু বলিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে পুলিশ অনেকদিন হইতে নলিনী ও নিরঞ্জনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বাহির করিয়াছে এবং হয়ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে। নলিনীর এখন পুলিশের কাছে কঠিন জবাবদিহি আছে। তাহার সন্তোষজনক জবাবের উপর তাহার নিষ্কৃতি বা পুলিশের কর্ত্তব্য স্থির হইবে। এই পুলিশ হাঙ্গামায় নিরঞ্জনের সঙ্গিনী বলিয়া নলিনীর দায়িত্ব আছে। আমি মনে করি, আমাদের পরামর্শে তাহার উপস্থিত থাকা উচিত।

সুকুমারবাবু বলিলেন, এই ব্যাপারে তাঁর মন ভাল নাই; তবে তিনি বাড়ীতেই আছেন। চলুন, তাঁর কাছে যাই, শীঘ্র একটা পরামর্শ শেষ করা দরকার। আমি পুলিশ তদন্তের কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছি। তবে আমি নিজে কোন পরামর্শ দিতে চেষ্টা

করিব না বা তাঁর মতামতের উপর কোন কথা কহিব না। আপনি যেরূপ ভাল বুঝিবেন সেরূপ উপদেশ দিবেন।

পরে উভয়ে দ্বিতলে উঠিয়া নলিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নলিনী একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়াছিল, এখন উঠিয়া বসিল এবং উভয়কে নিকটস্থ দুইখানি চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, নলিনীর মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ও ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে।

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, মা, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট; আমি তোমার সঙ্গে সোজাসুজি কথা কহিব, দোষ নিওনা। আমি উকিল বটে, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের মত কথা কহিব। শুনিলাম, পুলিশ নিরঞ্জনকে 'স্বদেশী' ডাকাতি ও নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তোমাদের বাড়ীতে তাহার থাকিবার ঘর খানাতল্লাসী করিয়া কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। পুলিশ সুকুমারবাবুকে তোমাদের পক্ষে অপ্রিয়—কিন্তু তাহাদের পক্ষে দরকারী—কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে আবার তদন্ত করিবে এবং তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত করিয়া তোমার সম্বন্ধে যতটুকু কথা প্রকাশ করিয়াছে তাহা তোমার পক্ষে অনুকূল নহে। এস্থলে পুলিশ যদি তোমার সমুদায় বাড়ী খানাতল্লাসী করে বা তোমাকে আটক করে, আমরা পুলিশের দোষ দিতে পারি না। আমি জানি না তুমি এই মকদ্দমা সম্বন্ধে কতদূর জান—তুমি ইহাতে কোন রূপে লিপ্ত ছিলে কি না তাহাও জানি না। পুলিশ-তদন্তের গোড়াতেই তদ্বির করিলে বা বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিলে মকদ্দমার সুরাহা হয়। ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে আইন সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম কথা আছে, তোমার তাহা বুঝা দরকার।

তাহা এই—যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে সে সেই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী হয় এবং মূল অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হইলেও কেবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্য তাহাকে ষড়যন্ত্রকারীর নির্দ্দিষ্ট দণ্ড পাইতে হয়। ইহার জন্য পরস্পরের মেলামেশা ও পরামর্শের প্রমাণ দিতে পারিলেই ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইয়া যায়। ইহাকে আইনের বেড়াজাল বলে। যদি তোমার এই ব্যাপারে ঘৃণাক্ষরেও না যোগ থাকে তাহা হইলে পুলিশকে তুমি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পার কিংবা আমি তোমার হইয়া বুঝাইতে পারি; কিন্তু আমাদিগকে পুলিশের সংগৃহীত প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে হইবে। আর যদি তুমি অল্পবিস্তর লিপ্ত থাক ও এখন তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুলিশ বা রাজদ্বারে তুমি আনুপূর্ব্বিক যাহা জান তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পার এবং তোমার রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা হইতে পারে। যদি পুলিশের সন্দেহ ও নজরবন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে চাও ত তুমি এই উপদ্রবের পথ ত্যাগ করিবে স্থির করিয়া একটা মুচলেকা লিখিয়া দিলে এই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে পার। আমার বিবেচনায় এই সর্ব্বনেশে 'স্বদেশী আন্দোলনের' সঙ্গে এখন তোমার কোনরূপ সংশ্রব রাখা উচিত নয় এবং গত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ঘটনার সম্বন্ধে যাহা কিছু জান তাহা বলিয়া দিয়া তোমার মুক্তিস্নান করা প্রয়োজন। আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট কোন উত্তর চাহিতেছি না, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জবাব দিও।

সুকুমারবাবু আগ্রহের সহিত নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী একবার সুকুমারবাবুর দিকে চাহিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে যোগীন্দ্রবাবুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—না। আমি পুলিশকে কোন কৈফিয়ৎ দিব না, রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার হইব না এবং মুচলেকা লিখিয়া দিব না। আপনি জানেন, আমি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করিতেছি। তা'ছাড়া—সহকর্ম্মীগণ ভুল করিয়া থাকিলেও আমি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।

যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, আমি, মা, তোমার কাছে এত তাড়াতাড়ি উত্তর চাহি নাই। তোমাকে অনেক দিক ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তোমার স্বামী, সন্তান, গৃহস্থালি ও সমাজ আছে। তোমার নিজের সংসারের বিষয়ে তোমাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এই ঘটনায় তোমার স্বামীর সুনাম নষ্ট হইবে, তোমার বালক পুত্রের অযত্ন হইবে, তোমার স্বজনগণের সমাজে মাথা হেঁট হইবে। তুমি শিক্ষিতা মহিলা, তোমার মতামতকে শ্রদ্ধা করি; তোমার স্বার্থত্যাগ, সমাজ-সংস্কার ও নানা দেশহিতকর কার্য্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি, মা, আগুন লইয়া খেলা করিতেছ। তুমি আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতা মহিলা বলিয়াই তোমাকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, তোমাকে স্বামী ও সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য ও সমাজবন্ধনের কথা মনে রাখিতে হইবে। তোমার উপরে তোমার স্বামীর বা তোমার পুত্রের কি কোনও দাবী নাই? তাঁহাদের লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা দেখিলে তোমার কষ্ট হয় না?

নলিনী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। সে স্বামীর মূর্ত্তির দিকে চাহিল এবং ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। সুকুমারবাবু তখন শূন্যদৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়াছিলেন।

নলিনী যোগীন্দ্রবাবুর দিকে চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, উঁহারও কি এই মত?

যোগীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, না, আমি যতদূর বুঝিয়াছি—উনি তোমার স্বাধীন ইচ্ছা বা কার্য্যে বাধা দিবেন না। উনি তোমাকে কোন কথা বলিবেন না। সেইজন্য তোমার দায়িত্ব বেশী। এই স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও উদারতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—উঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এখন তোমাকেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

নলিনী অভিভূতের মত আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, আমি কি বলিব? আমার এ সমস্যা নূতন নহে। এ বিপদ যে আসিবে তাহা জানিতাম। এখন বিপদ একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এখন দিশাহারা হইলে চলিবে না। যে পথ বাছিয়া লইয়াছি তাহাতে রাজসরকারের রোষে এমনই আমার অদৃষ্টে দীর্ঘ কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর অথবা অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। আপনি স্বজনবর্গের সমাজে মাথা হেঁট হইবার কথা বলিয়াছেন। এ কথা খুব সত্য। আমি পিতৃমাতৃকুলের কন্যা ও স্বামীগৃহের বধূ; আমি কুলনারী। আমার সম্বন্ধে নানা অপবাদ রটিয়াছে; তাহার কতক সত্য, কতক মিথ্যা, ফলে তাঁহাদের উচু মাথা নীচু হইয়াছে। হয়ত এই মকদ্দমায় প্রকাশ্য বিচারে আমাকে সকলের সম্মুখে অপরাধীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন দাঁড়াইতে হইবে, জনসাধারণ আমার সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা করিবে এবং খবরের কাগজে প্রতিদিন মকদ্দমার সংবাদ ছাপিবে। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের নিদারুণ লজ্জার কথা—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কথা বুঝিতে পারিতেছি। গৃহস্থ-নারীর রাজদ্বারে অভিযোগ বা গুরু রাজদণ্ড

তাহার সংসারের পক্ষে একরূপ জীবন্ত সমাধি বা অপমৃত্যু ; যদি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়াও আসে তথাপি নানা কারণে হয়ত তাহার সেই সংসারে বাস সম্ভব হয় না। আমার গুরু দণ্ড হইলে আমি প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সংসারের পক্ষে মৃত হইব। তাঁহারা এখন হইতেই আমার চিন্তা একেবারে ত্যাগ করুন এবং আমাকে সকল প্রকারে মৃত মনে করুন।

নলিনীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, এখন সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুমারবাবু হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে করিতে রুমাল দিয়া চোখ মুখ মুছিলেন।

যোগীন্দ্রবাবুও বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, এ তোমার অভিমানের কথা। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তুমি এক স্নেহময় সংসার ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় এই ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিয়াছ ; ইহাতে কতদূর তোমার নারীত্ব চরিতার্থ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আবার বলি, তুমি আগুন লইয়া খেলা করিয়াছ। তোমার সহকর্মীগণ তোমাকে স্ত্রীলোক জানিয়াও কেন সঙ্গে লইলেন তাহা বুঝিলাম না। যদি অনধিকারচর্চ্চা মনে না কর তবে বলি যে 'স্বদেশী' ডাকাতিতে স্বদেশী লোকেরাই উৎপীড়িত হয় এবং দেশবাসীরা স্বদেশী কর্ম্মীদিগেরই নিন্দা করে। তোমার স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মকুশলতায় অনেকে মুগ্ধ ; কিন্তু তোমার পথনির্দ্দেশে ভুল হইয়াছে। গুপ্ত বিপ্লবের পথে স্বদেশ উদ্ধার হয় না। তবে এসব বিষয়ে আলোচনার এ উপযুক্ত সময় নহে।

নলিনী বলিল, ঠিক বলিয়াছেন, আমিও এ বিষয়ে এখন বাকবিতণ্ডা করিতে চাহি না। তবে কর্ম্মীদের উপর আপনি

দোষারোপ করিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, তাহাদের উদ্দেশ্য দেখিয়া তাহাদের কৃত কর্ম্মের বিচার করিবেন এবং তাহাদের তরফেও একটা কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে। আমি নিজে যাহা করিয়াছি—আমার কৃত কর্ম্মের বোঝা —আমি বিপদ দেখিলেই ফেলিয়া পলাইতে পারি না। অদৃষ্টক্রমে আমি হিন্দুগৃহে জন্মিয়াছি, আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল অন্তঃপুর। কিন্তু আবার ভাগ্যক্রমে এমন সব স্থানে মানুষ হইয়াছি এবং এমন স্বামীগৃহে স্থান পাইয়াছি যে জন্মাবধি আমার শিক্ষার ও স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। আমার দেশ চট্টগ্রাম—সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এবং পাহাড় ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহা জলদস্যু, সমুদ্রগামী নির্ভীক লস্কর ও মাদকব্যবসায়ীদের বাসভূমি। আমি প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত, তাই আমি অনেকটা নির্ভয়, ও বন্য স্বভাব পাইয়াছি। আমি পিতৃমাতৃহীন, বিপত্নীক মাতুলের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। নারী অভিভাবিকা ছিল না; তাই আমি কন্যাধর্ম্ম জানি না, গৃহকর্ম্মে অপটু, গৃহিণীপনা শিখি নাই। আমি কলিকাতায় সিটি ও ডায়েসিসন্ কলেজে পড়িয়াছি, কো-এডুকেশন পাইয়াছি, হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান নানা জাতির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছি; আমি ছুৎমার্গ পরিহার করিয়াছি, অন্ধ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়াছি; আমার শিক্ষার প্রসার ও উদারতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি বঙ্গনারীর কূপমণ্ডুকত্ব ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর জগতের সন্ধান লইয়াছি। বাহিরের জগতে নারীর অভিযানে—ইহাতে কত বাধা পাইলাম; কত জানা লোককে হারাইলাম, কত অজানাকে পাইলাম; কত বন্ধু কপটতা করিল, কত কপট লোক সরল হইয়া সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ করিল; কত

ভণ্ড দেশহিতৈষী দেখিলাম, কত লোভীর সন্ধান পাইলাম, আবার কত আপন-ভোলা দেশপ্রাণ মহাপুরুষ দেখিলাম; বীরত্বের নামে কত ভীরুতা দেখিলাম, কত ভীরুকে আবার বীর হইতে দেখিলাম; কত বিখ্যাত নায়ক বা কর্ম্মীকে স্পাই বা এপ্রুভার হইতে দেখিলাম, আবার কত অখ্যাত কর্ম্মী স্পাই সাজিয়া পুলিশের ভাবভঙ্গী জানিয়া আসিল। এই বিচিত্র লোকশিক্ষা লাভ করিতে গিয়া আমাকে নানা চরিত্রের লোকের সহিত মিশিতে হইয়াছে। কখন মানবচরিত্রের মহত্ত্বে হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিয়াছি, কখন বা তাহার কুটিলতা ও বীভৎসতা দেখিয়া দেহমন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। দেখিয়াছি—সংসারে আদর্শ ও বাস্তবের সহিত বারংবার সংঘর্ষ হইতেছে এবং এই লইয়া একটা বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হইতেছে। আমি নারী হইয়াও শিক্ষার দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়ি নাই, সমগ্র মানবজাতিকে এক বৃহৎ গোষ্ঠীর মত দেখিয়া তাহার অন্তর্গত নানা লক্ষণ বুঝিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কর্ম্ম অপকর্ম্মের বিচার হয়ত সব সময়ে নিক্তি ধরিয়া করিতে পারি নাই, কখন সৌভাগ্যক্রমে সুধা পাইয়াছি, কখন বা সংসারের বিষে জর্জ্জর ও অসাড় হইয়াছি। কিন্তু এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূল্য ত কম নহে? আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি; আমি কোনক্রমে আমার উপলব্ধিগুলি নগণ্য মনে করি না। আমার হয়ত এ সর্ব্বনাশের নেশা। আমাকে বোধ হয় বিধাতা সুগৃহিণী বা সুমাতা হইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, তাই বাহিরের সৃষ্টিছাড়া ডাক আমাকে বারবার গৃহের বাহির করিয়াছে। এখন আমার এ পথ, সুপথ কি কুপথ, তাহা একমাত্র বিচারের বিষয় নয়। আমার এখন দল ত্যাগ করা অন্যায়। আমি এখন এ পথ ছাড়িলে লোকে আমাকে ভীরু বলিবে—বলিবে, বিপদে পড়িয়া স্বভাব-ভীতা বঙ্গ-নারী

নিজের সুখ ও সুবিধার জন্য অন্যকে বিপদে ফেলিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। আমি নারী হইয়া নারীত্বের এই অপমান সহ্য করিতে পারিব না।

যোগীন্দ্রবাবু। তোমার সঙ্গীদিগের অভিপ্রায় ও গতিবিধির উপর এই মকদ্দমায় তোমার ইষ্টানিষ্ট অনেকটা নির্ভর করিতেছে। তোমার সঙ্গীরা তোমাকে না জড়াইলে—ডাকাতির ষড়যন্ত্রে তোমার যোগদান সম্বন্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ পুলিশ উপস্থিত করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এখন হইতে আমাদিগকে অতি সাবধানে মকদ্দমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বুঝিয়াছি, তুমি কর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় এমন কায করিবে না। কিন্তু বিপদে পড়িলে অনেক সময়ে স্বার্থের বিরোধ লইয়া মতান্তর হয়, সত্য মিথ্যা ভেদ থাকে না ও একযোগে কায হয় না; কর্ম্মীদের অবস্থা সঙ্গীন, তাহারা এ অবস্থায় কি করিবে?

নলিনী। অন্যের কথা বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয়, নিরঞ্জন আমার নাম লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মকদ্দমায় জড়াইয়া আমার অনিষ্ট সাধন করিবে না।

যোগীন্দ্রবাবু নলিনীর হৃদয়াবেগের আতিশয্যে ভুলিলেন না। তিনি বন্ধু হিসাবে ইহাদের জানেন এবং হিতসাধন করিতে চান, কিন্তু নলিনীর নিকট নূতন খবর বা মকদ্দমা বিষয়ে কোন সাহায্য পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, নলিনী ঘটনার সহিত কতদূর জড়িত তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গীতে বুঝিলেন যে এই মকদ্দমার সঙ্গে তাহার স্পষ্ট যোগ না থাকিলেও সে ঘটনার কথা পূর্ব্ব হইতে জানিত এবং হয়ত সে প্রকারান্তরে তাহার সাহায্য করিয়াছে। তিনি আর বৃথা কথা না

বাড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন; বলিলেন, এখন যাই, তুমি আমার কথাগুলি আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখিও। আমি এই মকদ্দমার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সন্ধান লইব এবং আবার শীঘ্র দেখা করিব।

সুকুমারবাবুর সঙ্গে বাহিরে যাইতে যাইতে যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, নিরঞ্জন নলিনীর এক দুষ্ট গ্রহ। নলিনীর প্রতি আপনার উদারতার প্রশংসা করি কিন্তু আপনার উপর তাহার সব শুভাশুভর দায়িত্ব ছিল। সে শিক্ষিতা মহিলা হইলেও—আপনি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে এবং একটু শক্ত থাকিলে, বোধ হয়, ব্যাপার এতদূর গড়াইত না।

সুকুমারবাবু যোগীন্দ্রবাবুর অনুযোগ স্থিরভাবে শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

উঁহারা চলিয়া গেলে নলিনী নিজকক্ষে ইজি-চেয়ারে পড়িয়া গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। সে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিল, না—উঁহারা বুঝিবেন না···আমার ইহাতে হাত ছিল না···আমি বারণ করিয়াও বন্ধ করিতে পারি নাই। পুলিশকে কি বলিব··· তাহারা বুঝিবে না। আমার এখন সরিয়া যাওয়া উচিত···সকলের পক্ষেই মঙ্গল। না—আর দেরী করা চলে না।

নলিনী স্বপ্নাবিষ্টের মত উঠিয়া পড়িল এবং অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করিল। সে হঠাৎ থামিল এবং আলমারী ড্রয়ার ও তোরঙ্গ হইতে কয়েকটা জিনিষ টানিয়া বাহির করিল এবং সেগুলি তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে ভরিল। তারপর সে সন্ধ্যার অন্ধকারে সুটকেস হাতে লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সদর দরজার সামনে—রাস্তার অপর পাশে—গোয়েন্দা পুলিশের এক ব্যক্তি সাদা পোষাকে দাঁড়াইয়াছিল। সে নলিনীর বাড়ীর গলির পথ বা খিড়কির দ্বারের কথা জানিতে পারে নাই; সুতরাং নলিনীর প্রস্থানের পথে কেহ বাধা দিতে আসিল না বা কেহ তাহার অনুসরণ করিল না।

৩৪

ইজরাইল (যমদূত) আসিয়াছে

ইসমাইল দেশ হইতে ফিরিলে রাজারাম তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন। ইসমাইল বলিল যে সে দুইদিন আগে দেশ হইতে ফিরিয়াছে এবং ফিরিয়াই কাশেমালীর খবর লইয়াছে; কাশেমালীর জোর কারবার চলিতেছে, অবিলম্বে তাহার বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে বিস্তর বামাল বাহির হইবে। রাজারাম এই সংবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া খানাতল্লাসের উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজারাম সহযোগীদিগকে লইয়া এক বিপুল পুলিশ ফৌজের সাহায্যে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের গলিতে কাশেমালীর বাড়ী ঘেরাও করিলেন। বাড়ীটা দূর হইতে দেখিলে মসজিদের অংশ বলিয়া বোধ হয় এবং উহা মসজিদের সম্পত্তিও বটে; কিন্তু উহা ঠিক মসজিদের হাতার মধ্যে ছিল না এবং উহার প্রবেশপথ রাস্তার উপরে মসজিদের সদর দরজা দিয়া না থাকিয়া মসজিদের পাশের গলির পথে ছিল। পুলিশ কাশেমালীর বাড়ী ঘেরাও করিয়া চড়াও হইলে অনেক লোক মসজিদ এবং রাস্তায় জড় হইয়া উত্তেজিত ভাবে পুলিশের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল; কিন্তু পুলিশ আসল মসজিদ বাড়ীতে প্রবেশ না করায় এবং তাহাদিগের সাজ-সজ্জার বহর দেখিয়া, নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ দল পাকাইয়া একটা গোলযোগ করিবার সুযোগ পাইল না। রাজারাম একটা মতলব ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাস্তার ভিড় হটাইয়া মসজিদের চাঁই খোদ মাতোয়ালী বা

ট্রাষ্টীদিগকে ডাকিয়া থানাতল্লাসের সাক্ষী করিয়া কাশেমালীর বাড়ীতে আটকাইয়া ফেলিলেন। পরে কাশেমালীর বাড়ীর ভিতরের প্রত্যেক পুরুষমানুষের নিকট পুলিশ সিপাই মোতায়েন করিয়া দিয়া তাহাদের কুযুক্তি বা উৎপাতের সকল চেষ্টা বন্ধ করিলেন।

বাড়ীটি দ্বিতল। উপরে পাশাপাশি দুইখানি ঘর ও একখানি ছোট কুঠরি লইয়া কাশেমালী তাহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আসিয়া বিবি এবং প্রথমপক্ষের এক আট-নয় বৎসরের মা-মরা মেয়ে লইয়া বাস করিত; সামনে খানিকটা ছাদ ছিল। নীচের তলার ঘরগুলিতে কাশেমের পিতা, মাতা, ভাইগণ পরিবারবর্গ লইয়া বাস করিত। কাশেমের ঘরগুলি সৌখীন আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ ছিল, নীচের ঘরগুলিতে সামান্য জিনিষপত্র ছিল।

রাজারাম সিঁড়ি বাহিয়া কাশেমের শয়নকক্ষের দরজায় উপস্থিত হইতেই গৃহমধ্যে কাশেমালী এবং একটি অবগুণ্ঠিত স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। কাশেম দুয়ার গোড়ায় আগাইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, ইজরাইল (যমদূত) আসিয়াছে, আর রক্ষা নাই! সে রাজারামের পরিচয় লইয়া মিনতি পূর্ব্বক বলিল, ঘরের মধ্যে আমার স্ত্রী আছে, তাঁহাকে বে-আব্রু করিবেন না, তাঁহাকে পাশের ঘরে যাইতে দিন। যাহার জন্য আসিয়াছেন তাহা এই ঘরেই আছে, আমি নিজে সব আপনার সামনে ধরিয়া দিব। রাজারাম কাশেমালীর স্ত্রীকে সরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন, তবে লক্ষ্য রাখিলেন যে 'সরলা' উপন্যাসের 'গডাচর চণ্ডরের' মত কোন পুরুষ স্ত্রীবেশে না সরিয়া যায় বা কোন বামাল গাত্রবস্ত্রের মধ্যে লইয়া না হটাইয়া দেয়। তারপর বোরখা পরিয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল এবং পাশের ঘরে ঢুকিল, তাহাকে দেখিয়া রাজারামের সেরূপ কোন সন্দেহ হইল না। রাজারাম একটি নিঃসম্পর্কীয়া

স্ত্রীলোক পাঠাইয়া বোরখা-পরা স্ত্রীলোকটির বস্ত্রাদি পরীক্ষা করাইলেন। দেখা গেল—না, কোন জিনিষ সে সরায় নাই। ঐ ঘরে একটি ছোট মেয়ে—বোধ হয় কাশেমের কন্যা—কাঁদিতেছিল, স্ত্রীলোকটি তাহাকে শান্ত করিল।

রাজারাম তখন কাশেমের শয়নগৃহের খানাতল্লাসী আরম্ভ করিলেন। কাশেম তাহার প্রতিশ্রুতি মত বামাল সমূহ দেখাইয়া দিল এবং আলমারী, সিন্দুক ও পালঙ্কের তলা হইতে বিস্তর আফিম ও কোকেন বাহির করিয়া দিল। কয়েকটা বাক্স, পেঁটরা ও সুটকেস চাবি-বন্ধ ছিল, কাশেম তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে চাবি লইয়া সেগুলিও খুলিয়া দেখাইয়া দিল। অনুসন্ধানের ফলে পঁচিশ-আউন্স্-কোকেনের ভর্ত্তি ও খালি টিন ও থলে, বিক্রয়ের জন্য এক-আউন্স্, আধ-আউন্স্ ও সিকি-আউন্স্ কোকেনের প্রস্তুত মোড়ক ও লেফাফা, নিক্তি, ওজন-বাটখারা, আফিম-কোকেনের মোড়কের জন্য তেলা কাগজ, গালা, শীলমোহর, দড়ি এবং কাশেমের নামে বাড়ীভাড়ার রসিদ ও খাতাপত্র বাহির হইয়া পড়িল। ঘরখানি প্রচুর মাদক দ্রব্যের ভাণ্ডার বা বিক্রয়ের দোকান বলিয়া বোধ হইল। আফিম ও কোকেন পরীক্ষা ও তৌল করিয়া তালিকাভুক্ত করিতে মোট ওজন—আধমণ বা বিশসের আফিম ও একশ কুড়ি আউন্স কোকেন—পাওয়া গেল, উহার মোট মূল্য প্রায় বিশ হাজার টাকা হইবে। শয়নকক্ষ দেখা হইলে কাশেমের স্ত্রীকে কন্যাসহ সেই ঘরে যাইতে দেওয়া হইল এবং পাশের ঘর ও বাড়ীর অন্যান্য অংশ তল্লাসী করা হইল; কিন্তু আর কোথাও বামাল পাওয়া গেল না। কাশেম সত্যকথা বলিয়াছে বলিয়া সকলে প্রমাণ পাইলেন। রাজারাম পিস্তল ও কার্তুজের অনেক খোঁজ করিলেন কিন্তু তাহা পাওয়া গেল না। অবশ্য

এ বিষয়ে ইসমাইল নিশ্চিত সংবাদ দেয় নাই। মসজিদের মাতোয়ালী ও ট্রাষ্টীগণ কাশেমালী ওরফে কালামিঞাকে বাড়ীর ভাড়াটিয়া বলিয়া সনাক্ত করিল এবং বিলের কাউণ্টার-ফয়েল হাজির করিল।

কাশেমালী বে-আইনি মাদকদ্রব্য রাখার সমস্ত অপরাধ নিজস্কন্ধে লইল এবং তাহার স্ত্রী তাহার অপকার্য্যে কোনরূপে লিপ্ত নহে বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য রাজারামকে বারংবার অনুরোধ করিল। তদন্তকালে কাশেমের সত্য কথা ও সরল ব্যবহারে রাজারামের মন নরম হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি সৌজন্য এবং কাশেম-জায়ার অসহায় অবস্থা ও অল্পবয়স্কা কন্যার কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পা জন্মিল। রাজারাম তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। রাজারাম এইখানে এক বিষম ভুল করিলেন এবং ইহার জন্য তাঁহাকে পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল; তাঁহার সহযোগীগণ উপস্থিত থাকিয়াও তাঁহাকে সুপরামর্শ দেন নাই। যাহা হউক, রাজারাম কেবলমাত্র কাশেমকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং বামাল ও তাহার আধার আসবাব-পত্র ক্রোক করিয়া লইয়া দলবলসহ স্থানত্যাগ করিলেন।

রাজারাম ব্যারাকে ফিরিয়া আসিয়া কাশেমের জবানবন্দী লিখিলেন। কাশেম সেই এজাহারে নিজের ঘাড়ে সকল দোষ লইল কিন্তু কোনরূপে মহাজন, অর্থাৎ আ-ময় নক্স ও কেরামৎ, কিম্বা তাহার সহিত লেনদেনে লিপ্ত অন্য কারবারীগণের নাম করিল না। সে বলিল যে সে তাহাদের নাম করিলেও তাহারা নিজে বামাল না রাখায় তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা যাইবে না; এমনই হয়ত তাহারা মকদ্দমায় সাহায্য করিবে এবং সে জেলে গেলে অর্থ সাহায্য করিবে, কিন্তু সে তাহাদিগের নাম করিলে অনর্থক তাহাদিগে

মর্ম্মান্তিক শত্রু হইয়া থাকিবে এবং জেলে থাকার সময়ে তাহারা সাহায্যের পরিবর্ত্তে তাহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করিবে। রাজারাম কাশেমকে উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর নিকট হাজির করিলেন। কাশেম তাহার এজাহারের পুনরুক্তি করিল এবং সেখানেও অন্য কাহাকেও জড়াইল না।

কারবারীদের এক বেতনভোগী উকিল ছিল। তাহার কার্ড বা ডোর-প্লেটের নাম—মিঃ জে চৌধুরী। সে হ্যারিসন রোডে এক বড় বাড়ীতে চেম্বার ভাড়া লইয়া হিন্দিভাষায় এক সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া কানুনী-দপ্তর (কানুনী-দপ্তর) বা আইনের সেরেস্তা খুলিয়াছিল এবং হিন্দুস্থানী মক্কেল সংগ্রহ করিয়া একচেটিয়া প্রসারের চেষ্টায় ছিল। মুসলমান মহলে সে জিয়ানল চৌধুরী বা চৌধুরীসাহেব নামে খ্যাত ছিল; পশ্চিমা হিন্দুগণ তাহাকে বাবু জয়লাল বা চৌধুরীজী বলিয়া ডাকিত। সে উর্দ্দু ও বাংলা ভাষায় সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিত; বেশভূষা ও চালচলনে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা ঠিক বুঝা যাইত না। সে বিবাহিত কি না জানা যায় নাই, অন্ততঃ কলিকাতায় তাহার পরিবারবর্গ ছিল না। সে রামবাগানে এক অবিদ্যা রাখিয়াছিল। সে শ্যামবর্ণ, বয়স চল্লিশের মধ্যে, দাড়ীগোঁফকামানো চাঁচাছোলা চেহারা। চালাকচতুর ফূর্ত্তিবাজ লোক, কারবারীদের আওট, জলসা, মাইফেল, বাগানপার্টিতে যোগ দিত এবং তাহাদিগকে মাঝে মাঝে নিজের রক্ষিতাটির ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাতিরযত্ন করিত। য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার বা ওকালতির সনদ দেখিলে তাহার কুলুজি জানা যায় কিন্তু তাহাতে প্রয়োজন নাই। সে আমাদের কাছে একটা 'টাইপ্' হইয়া থাকুক। তাহার গোড়ার নাম সম্বন্ধে গোলমাল আছে বলিয়া আমরা তাহার পদবী অনুসারে তাহাকে শুধু চৌধুরী বলিয়া উল্লেখ করিব।

কাশেমালী ধরা পড়ায় এই মকদ্দমায় জড়িত হইবে আশঙ্কা করিয়া কেরামৎ আগে হইতে চৌধুরীর পরামর্শে সাবধান হইয়া গা ঢাকা দিয়াছিল। কেরামৎ চৌধুরীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে থানায় পাঠাইল এবং কাশেমালীকে বামালের উপযুক্ত বিশহাজার টাকার জামিনে খালাস করাইয়া আনাইল। কাশেমালী ফিরিয়া আসিলে সকল কথা শুনিয়া সে নিজে নিশ্চিন্ত হইল এবং উকিলের আশ্বাসে হাঁফ ছাড়িয়া লুকাইবার স্থান হইতে বাহির হইল।

কাশেমালী ধরা পড়ায় কারবারী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা ঘটনার অবস্থা আলোচনা করিল, কাশেমালী নিজ শয়নগৃহে বামাল রাখায় তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিল এবং স্বহস্তে বামাল তুলিয়া দেওয়া ও স্বীকারোক্তির জন্য তাহাকে দোষ দিল। তাহারা বলিল, কাশেমালীর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। রাজারামের সহযোগীগণও বলিল যে কাশেমালীর আর রক্ষা নাই।

কাশেমালী জামিনে বাহির হইয়া আসিয়া কয়েকবার রাজারামের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার দয়াভিক্ষা করিল। তাহার অতৃপ্ত যৌবন, তাহার নবপরিণীতা স্ত্রী, তাহার প্রথমপক্ষের মাতৃহীনা বালিকার কথা বলিল এবং তাহাকে কোনরূপে জেলের দায় হইতে বাঁচাইয়া একটা মোটা টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। রাজারাম অবশ্য তাহাকে কোন ভরসা দিতে পারিলেন না।

রাজারাম, কাশেমালীকে তাহার শয়নগৃহে বামালসহ গ্রেপ্তার করায় এবং সে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করায়, মকদ্দমার মধ্যে কোন জটিলতা দেখিতে পাইলেন না। তিনি সরল চিত্তে তদন্ত শেষ করিয়া কেস্ কোর্টে পাঠাইয়া দিলেন।

কাশেমালী রাজারামকে বলিয়াছিল যে সে মকদ্দমা লড়িবে না

এবং কোর্টে অপরাধ স্বীকার করিয়া শাস্তি গ্রহণ করিবে। রাজারামও মকদ্দমার প্রথম দুই তিনটা তারিখ কাশেমালী কোর্টে দোষ স্বীকার করিয়া মামলা শেষ করিবে বিশ্বাস করিয়া আদালতে হাজির হইলেন এবং সাক্ষীসাবুদ ও বামাল হাজির করা বাহুল্য মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন, কাশেমালী অপরাধ স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে মকদ্দমা শেষ করিল না। অবশেষে রাজারাম সন্ধান লইয়া জানিলেন যে কাশেমালীর দোষ স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই এবং উকিলের পরামর্শ লইয়া সে রীতিমত মকদ্দমা চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

চৌধুরী কারবারীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু—নানা কূটবুদ্ধিঘটিত অপকর্মে তাহাদের সহায়। সে কারবারীদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া কাশেমালীর উদ্ধারের জন্য নানা ফিকিরফন্দি আঁটিতে লাগিল। রাজারাম ভাবিলেন যে মকদ্দমা চালাইতে বিলম্ব করিলে চৌধুরী সময় পাইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, সুতরাং তিনি সরকারী উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শীঘ্র মামলা শুনানীর বন্দোবস্ত করিলেন।

রাজারাম, এই সঙ্গীন মকদ্দমায় কাশেমালী কি সাফাই জবাব দিবে তাহা ভিতরে ভিতরে জানিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উপরন্তু তিনি খবর পাইলেন যে মুকুন্দলাল কাশেমালীর সঙ্গে মিশিয়াছে ও গোপনে মামলার তদ্বির করিতেছে।

৩৮

নলিনীর পত্র

সেদিন সন্ধ্যার পরে পুলিশ যখন দ্বিতীয়বার সুকুমারবাবুর বাড়ীতে তদন্ত করিতে আসিল তখন নলিনীর খোজ করিয়া তাহাকে সেখানে পাইল না। ইন্সপেক্টর সুকুমারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নলিনী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পুলিশ বাড়ীর ঘরগুলি খানাতল্লাসী করিল এবং কিছু কিছু কাগজপত্র আটক করিল। ইন্সপেক্টর বাড়ীর বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদিশের নিকট নিরঞ্জন সম্বন্ধে নানা সন্ধান লইলেন এবং শেষে সুকুমারবাবুকে নলিনী ফিরিয়া আসিলে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরদিন উকিল যোগীন্দ্রবাবু আসিলেন এবং নলিনীর অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিলেন। তিনি মকদ্দমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিয়া সুকুমারবাবুকে কিছু আশা-ভরসা দিলেন।

কিছুদিন পরে সুকুমারবাবু আসিয়া বিবির লোকহস্তে একখানি শীলমোহরযুক্ত লেফাফা পাইলেন। শীলমোহর ভাঙ্গিয়া খাম ছিঁড়িয়া দেখিলেন, ভিতরে আর একখানি খামে একখানি খোলা চিঠি; উহা আসিয়া বিবিকে লিখিত নলিনীর পত্র। চিঠিখানি ডাকে আসিয়াছিল; খামের উপর ডাকঘরের মোহর পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, উহাতে রেলওয়ে মেল সার্ভিসের ছাপ আছে, কোন ডাকঘরের নাম নাই। নলিনীর পত্রের ভিতরেও কোন ঠিকানা ছিল

না। চিঠিখানার নকল নীচে দেওয়া গেল। বোধ হয়, আসিয়া বিবি নিজে মকদ্দমায় বিব্রত থাকায় বিশ্বস্ত লোকের হাতে স্নকুমারবাবুকে চিঠিখানি পাঠাইয়াছে। সে স্বয়ং কোন কথা লিখে নাই।

"স্নেহের বহিন আসিয়া বিবি,

আমি এখন কিছুদিনের জন্য অজ্ঞাত বাস করিতেছি। আত্মরক্ষা ও আত্মীয়স্বজনের মুখরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি আমার স্বামীকে সংবাদ দিও; নানা কারণে আমি তাঁহাকে চিঠি দিলাম না। তোমরা আমার খোঁজ করিও না, আমি যথাসময়ে কলিকাতায় ফিরিব।

আমি নিরঞ্জনের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছি। সে আমার মতের বিরুদ্ধে কায করিয়া এখন পস্তাইতেছে। তাহাকে সমিতির হুকুমে কায করিতে হইয়াছে। সে এই ব্যাপারের জন্য মুকুন্দলালকে দায়ী করিয়াছে এবং আড়কাটি বলিয়া গালি দিয়াছে। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সে প্রথম মুকুন্দলালের কাছে স্বদেশীর দীক্ষা লয়, পরে তাহার উত্তেজনায় গুপ্ত সমিতির কাযে যোগ দেয়। সে কিছুদিন আগে মুকুন্দলালের সহিত মোহন্তের সত্যাগ্রহ লইয়া গোপনে আপোষ সম্বন্ধে কানাঘুষা কথা শুনিয়াছিল এবং আমাদিগকে তাহা বলিয়াছিল কিন্তু তখন আমরা তাহার কথায় কাণ দিই নাই। মুকুন্দলাল এখন সমিতির কোষাধ্যক্ষ—এখন সমিতির সমুদায় তহবিল সে সাফ অস্বীকার করিয়াছে। সে গুপ্ত সমিতির কোষাধ্যক্ষ। তাহা অনেকে জানে না, জানিলে ছেলেদের হাতে অন্ততঃ তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত। এই ভণ্ড নেতার কথা শুনিয়া তাহার হাতে সমিতির টাকা তুলিয়া দেওয়া এক মস্ত ভুল হইয়াছে। সে এই

মকদ্দমায় কিছুই খরচ করিবে না বলিয়াছে। 'স্বদেশী'র গুপ্ত কার্য্যে নিরঞ্জনের ধিক্কার জন্মিয়াছে। সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, স্বদেশীর কাযে দস্যুতা ও নরহত্যা কোনরূপে সমর্থন করা যায় না। সে আমার মত স্বামী-পুত্রবতী গৃহস্থ নারীকে বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লইয়াছিল বলিয়া অনুতাপ করিয়াছে। সে বলে, রাজদ্বারে দোষ স্বীকার করিয়া তাহার বিচারকাণ্ড শীঘ্র সংক্ষেপে শেষ করিয়া দিবে, সে তাহার মতপরিবর্ত্তনের কথা ও সুযোগ পাইলে জীবনের ধারা বদলাইবার ইচ্ছার কথা বলিবে। সে আশা করে, পুলিশ প্রমাণাভাবে আমাকে এই মকদ্দমায় জড়াইবে না। বিপ্লব সম্বন্ধে তাহার কথাগুলি আমাকে রীতিমত ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

তুমি আমার অনুগত সখী; আমার এই ছন্নছাড়া জীবন সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল ও মঙ্গল কামনা থাকা সম্ভব। এ জীবন কেহ যেন না অনুকরণ করে। তুমি আমার ডাইনামিক (dynamic) পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জান. এখানকার এই ষ্টাটিক (static) জীবন সম্বন্ধে বলিবার বেশী কথা নাই।

আমার জীবনের পরম সুখ, আমার উচ্চশিক্ষা ও সাধনার পরম সৌভাগ্য এই যে আমি জীবনপথে এক আত্মভোলা মহাপুরুষকে স্বামীরূপে পাইয়াছি। আমার দুঃখ হয় যে আমি সুগৃহিণী হইতে শিক্ষা পাই নাই, আমি তাঁহার সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই; বরঞ্চ পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষার ভার পূরামাত্রায় তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আমি তাঁহাকে সঙ্গীরূপে দেশহিতব্রতে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছি; তিনি তাঁহার প্রিয় অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছাড়িয়া অনেকদূর আমার সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছেন, অনেক আত্মত্যাগ করিয়াছেন, অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছেন;

কিন্তু আমি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দিই নাই, এই আগুনে আমি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পক্ষ দগ্ধ করিলেও তাঁহাকে এ আগুনে পুড়িতে দিতে পারি নাই।

কেহ কেহ বলে, এবং পুলিশেরও বোধহয় সেই ধারণা, আমি সকল নাটের গুরু, আমি নাকি রূপের পসরা খুলিয়া হাতছানি দিয়া হাটের লোক জমাইয়াছি, ছেলেদের ক্ষেপাইয়াছি—সকল বড় ঘটনার মূলে যে নারী থাকে আমি নাকি সেই পুরাণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারী! এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর হইতে পারে না। আমার দেশের কাযে নামিয়া পড়া—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তবে কখন্ আমি দেশসেবার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাতসারে সমিতির চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িলাম তাহা এখন মনে পড়ে না। তারপর একটা কুৎসিত নেশার বশীভূত হইলাম, মনের জোর কমিয়া গেল; এখন অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছি। কিন্তু আমি বিপ্লবীদের হত্যা, ডাকাতি ও লুটের কাযে কখনও উৎসাহ দিইনি; আমি অনেক সময়ে তাদের বাধা দিয়াছি। আমি তাদের হাতিয়ার সংগ্রহের অনুরোধ শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া রাখিয়াছি—যদিও তাহারা অন্য উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। আমি সর্ব্বনাশী নারীরূপে তাদের সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া না দিয়া তাদের বাধা দিতেই বরাবর চেষ্টা করিয়াছি। তাদের বেকার বসাইয়া রাখা বিপদজনক, তাদের শাসনে রাখিতে শক্ত লোক দরকার। আমি কখনই তাদের কাযে আগ্রহ দেখাই নি বা উৎসাহ দিই নি এবং আমি নিজে কখনও এসব কাযে থাকি নাই।

নিরঞ্জনের জন্যেই আমাকে এই দলে থাকিতে হইয়াছিল; এখন সে নাই—আমাকে ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কলিকাতা ছাড়ার আগে গুরুজনরা বলিতেন, আমি বাজে কাযে খাটিয়া শরীর ক্লান্ত ও মন অশান্ত করিতেছি, আমার এখন বিশ্রাম ও চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। আমার হিতের জন্য তাঁদের মধ্যে একজন দিয়াছেন অরবিন্দের গীতা, একজন উপনিষৎ, আর একজন অমিয় নিমাই চরিত। বইগুলি অন্যমনস্কে সুটকেসের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে। আমার কিন্তু মনে হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক কায পড়িয়া আছে, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। এখন আমার প্রচুর অবসর, এইবার এই সদ্‌গ্রন্থগুলি পড়িতে আরম্ভ করিব। দেখি, এরা আমাকে কতটা মনের খোরাক দেয় এবং আমাকে কতটা তৃপ্ত করে।

তোমার নলিনী দিদি।"

পত্র পাঠ করিয়া সুকুমারবাবু নলিনীর বিগত পীড়ার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিলেন। তথাপি ঘটনার গতি এবং নলিনীর বর্ত্তমান মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি আশার ক্ষীণালোক দেখিতে পাইলেন। সুকুমারবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

৩৬

আসিয়া বিবির সঙ্কট

রাজারাম ইসমাইলের নিকট গোপনে খবর পাইলেন যে কাশেমালী নানারূপে স্থানীয় সরকার-পক্ষের সাক্ষীগণকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার স্ত্রী, নলিনীর বাড়ীতে গিয়া তাহার দেখা পায় নাই। রাজারাম ইসমাইলকে ইহাদের গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ইহাদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

মকদ্দমার দিনে রাজারাম সাক্ষীসাবুদ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আদালতে হাজির হইলেন। কাশেমালী চৌধুরীর সাহায্যে হাইকোর্টের এক বিখ্যাত এডভোকেটকে নিযুক্ত করিয়াছিল; রাজারামের তরফে সরকারী উকিল ছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট রাজারামের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরে স্থানীয় সাক্ষীগণকে ডাকিলেন। সরকারী উকিল প্রশ্ন করিয়া তাহাদের জবানবন্দী লিখাইলেন। তাহারা ঘটনার সম্বন্ধে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিল না। চৌধুরী যে সকল কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই তাহা 'নোট' করিল এবং কাশেমালীর সাফাই বা কবুল জবাব প্রস্তুত করিতে এই অস্পষ্টতার সুবিধা লইতে মনস্থ করিল। বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের জেরার জন্য মকদ্দমার তারিখ পড়িয়া গেল।

রাজারাম পূর্ব্বে ইসমাইলের নিকট আভাস পাইয়াছিলেন, এখন কোর্টে সাক্ষীদিগের ভাবগতিক দেখিলেন—দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার

মনে উদ্বেগ-সঞ্চার হইল, তিনি মকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন বুঝিলেন। দুই তিন বার চেষ্টার পর রাজারাম ইসমাইলকে ধরিলেন এবং ব্যগ্রভাবে তাহার দৌত্যের ফলাফল জানিতে চাহিলেন।

ইসমাইল বলিল, আমি আপনার কার্য্যেই বাহিরে ঘুরিতেছি, সেজন্য আপনি আমার দেখা পান নাই। আমি যে সকল খবর জানিয়াছি তাহা বলিতেছি, আপনি মন দিয়া শুনুন—

কাশেমালী বড় কাঁদাকাটি করিতেছে বলিয়া কারবারীরা তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য কেরামতের চেষ্টাতেই বেশী কায হইতেছে। কারবারীরা চাঁদা করিয়া মকদ্দমার খরচ এবং কাশেমালীর ব্যবস্থার জন্য অনেক টাকা তুলিয়াছে। তাহারা চৌধুরীকে বলিয়াছে যে এই মামলার জন্য টাকা লোকজন যাহা প্রয়োজন তাহা দিবে। চৌধুরী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মুকুন্দলালও টাকার গন্ধ পাইয়া খুব খাটিতেছে। তাহাদের মন্ত্রণা ও কারবারীর চেষ্টায় এবং যুগপৎ লোভ ও ভয় প্রদর্শনের ফলে স্থানীয় সাক্ষীগণ বিগড়াইয়াছে। প্রথম দিনেই আপনি তাহা কতক বুঝিয়া থাকিবেন। দ্বিতীয় দিনের মকদ্দমায় তাহারা জেরার সময় কাশেমালীকে সমর্থন করিয়া চৌধুরীর শিক্ষা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিবে। চৌধুরী একটা গভীর ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমি আপনাকে একটি ঘটনা বলিতেছি, তাহা হইতে তাহাদিগের মতলব বুঝিতে পারিবেন।

আপনার উপদেশমত আমি নলিনী দেবীর বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছিলাম। একদিন সকালে দেখিলাম কাশেমালী, তাহার বোরখা-পরিহিত স্ত্রী, মুকুন্দলাল ও চৌধুরী ঐ বাড়ীতে ঢুকিল। সুকুমারবাবু তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়াছিলেন। তিনি কাশেমালীর দিকে বিস্মিতভাবে চাহিতে বাকপটু মুকুন্দলাল কাশেমালীর ও

নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—স্ত্রীলোকটি কাশেমালীর বিবাহিত পত্নী এবং নলিনী দেবীর অনুগত একজন শিক্ষয়িত্রী; নলিনী দেবীর অভাবে তাহারা ঐ স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে সুকুমারবাবুর সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করিতে চাহে। অপরিচিত ভদ্রলোকটি একজন উকিল, এই অলোচনায় যোগ দিবেন।

ইতিমধ্যে কাশেমালীর স্ত্রী বোরখা খুলিলে তাহার যৌবনপ্রফুল্ল সুশ্রী মুখমণ্ডল বাহির হইল এবং সুকুমারবাবু তাহাকে চিনিতে পারিলেন। রমণী মুসলমানী কায়দায় সেলাম করিলে সুকুমারবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, আসুন, আপনারা বসুন।

উহারা উপবেশন করিলে আমি অজ্ঞাতসারে দরদালানে উঠিয়া বাহিরের বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলাম—মনে মনে ঠিক করিলাম যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কপাল ঠুকিয়া বলিব, আমি একজন বেকার মোটর ড্রাইভার, সুকুমারবাবুর সঙ্গে চাকরির জন্য দেখা করিতে আসিয়াছি। এই দালান ও পাশের ঘরের মধ্যে একটা পর্দ্দা মাত্র ব্যবধান ছিল এবং তাহার ফাঁক দিয়া উহাদিগকে দেখা যাইতেছিল। উহাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

সুকুমারবাবু। (স্ত্রীলোকটির প্রতি) আসিয়া বিবি, কি ব্যাপার বল ত!

আসিয়া বিবি। একটা বিষম বিপদে পড়িয়াছি। নলিনী-দিদি নাই, আপনার উপদেশ নিতে আসিয়াছি।

সুকুমারবাবু। বেশ, বল, আমি যতদূর পারি সাহায্য করিব।

কাশেমালী বলিল, ওঁর পক্ষে সব কথা খুলিয়া বলা মুস্কিল হইবে। আমি এই বিভ্রাটের জন্য দায়ী; আমারই সব কথা খুলিয়া বলা উচিত।

পরে সে আফিম-কোকেন সংক্রান্ত মামলার সকল বৃত্তান্ত বলিল।

সুকুমারবাবু জানিতেন, আসিয়া বিবি কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও নলিনীর স্নেহের পাত্রী; তিনি এই প্রিয়দর্শনা মুসলমান মেয়েটিকে স্বাবলম্বনের জন্য শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জানিতেন না যে আসিয়া এক আফিম-কোকেন ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। তিনি মেয়েটির দুর্দ্দশায় সহানুভূতি অনুভব করিলেন।

কাশেমালী বলিতে লাগিল, এখন মকদ্দমার যা অবস্থা,— আমাকে জেলে যাইতে হইবে। ইহাতে আসিয়া এবং আমার শিশুকন্যার অত্যন্ত কষ্ট হইবে। মাপ করিবেন, আমি একটা মনের কথা বলি—আমি আসিয়াকে নূতন বিবাহ করিয়া অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। আমি তাহাকে ফেলিয়া জেলে গেলে বাঁচিব না। আমাকে মকদ্দমা লড়িয়া একবার বাঁচিবার চেষ্টা করিতেই হইবে; ইহার পরে এই ফেসাদে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিব। মকদ্দমায় তদ্বিরগুণে ফাঁসিকাঠ হইতেও অপরাধীকে বাঁচিতে শুনা গিয়াছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব, তারপর আল্লার মর্জ্জি। আমার অর্থবল আছে, জনবল আছে। কিন্তু সোজা রাস্তায় এই মকদ্দমা হইতে পার পাইবার উপায় নাই। আমি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এবং উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা চমৎকার পথের সন্ধান পাইয়াছি। ইহাতে আমার জেল হইতে বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। আমি সেজন্য উকিলবাবুকে শেষ পরামর্শের জন্য ধরিয়া আনিয়াছি। কেবল আমার স্ত্রী আসিয়া বিবি রাজি হইতেছে না। আপনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে, সে নিশ্চয় আপনার উপদেশ শুনিবে। আসিয়া আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে ও আপনার উপদেশ পালন করিতে রাজি হইয়াছে। এখন আপনি বলিলেই হইবে।

সুকুমারবাবু। তোমাদের কি পরামর্শ হইয়াছে জানি না। তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ থাকিলে আমি কি উপায় করিব ?

কাশেমালী। হাঁ, পরামর্শের কথাটা আগে খুলিয়া বলা দরকার। আপনি মন দিয়া শুনুন। আমাদের বাড়ীর উপর-তলায় আমি, আসিয়া ও আমার শিশুকন্যা থাকি। উপরে দুইখানি মাত্র ঘর। বামাল আমাদের শয়নগৃহে পাওয়া যায়। খানাতল্লাসীর পূর্ব্বে আমার অনুরোধক্রমে ইন্সপেক্টর আসিয়াকে তাহার সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য পাশের ঘরে যাইতে দেন এবং তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসাপত্র করেন নাই। আমি অবশ্য বলিয়াছিলাম যে স্ত্রীলোকটি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সে ঘোমটা দিয়াছিল বলিয়া ইন্সপেক্টর তাহাকে চিনেন নাই। ইন্সপেক্টর আমাকে বা তাহাকে, তাহার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নাই। অতএব ইন্সপেক্টর আসিয়াকে কোনরূপে সনাক্ত করিতে পারিবেন না। এখন এই মকদ্দমায় যদি দুইখানি ঘরে দুই পৃথক ভাড়াটিয়া বা রায়ৎ ছিল দেখাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের পক্ষে এই মকদ্দমায় একটা সুরাহা হয়। কিন্তু এই কথা লইয়া আমার সঙ্গে আসিয়ার গোলমাল বাধিতেছে। আমি বলিতে চাই যে, আমি পাশের ঘরের—অর্থাৎ যে ঘরে বামাল পাওয়া যায় নাই সেই ঘরের—ভাড়াটিয়া; আসিয়া বামাল-ভর্ত্তি ঘরের রায়ৎ, সেখানে সে তাহার স্বামী লইয়া বাস করে, সে আমার কেহ নহে। ঘটনার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার স্বামী বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিল। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি প্রতিবেশী হিসাবে একটা কাযে তাহার ঘরে গিয়াছিলাম। নির্জ্জন কক্ষে পর্দ্দানশীন যুবতীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিলে আমি আদালতে

বলিব, আসিয়ার সঙ্গে আমার গুপ্তপ্রেম ছিল। আসিয়া জানে, তাহার প্রতি আমার নানা প্রকারে লোভের অন্ত নাই; ইহাতে তাহার অখুসী হওয়া উচিত নয়। পুলিশ আসিলে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে আমার নিজ কামরায় সরাইয়া দিতে বলি—আমি পুলিশকে বলি নাই যে সে আমার স্ত্রী। পুলিশ-তদন্তকালে কোন জিনিষপত্র নষ্ট না হয় দেখিবার জন্য প্রতিবেশিনীর অনুরোধে আমি ঐ বামালের ঘরে উপস্থিত ছিলাম এবং বাধ্য হইয়া তল্লাসীতে সাহায্য করিয়াছিলাম। এইরূপে বিচারকালে আমার ঘটনাস্থলে উপস্থিতির একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলিবে; এবং আমি মিছামিছি বলিব, পুলিশ জুলুম করিয়া আমার স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছে। ঐ বামালের ঘরের একজন মালিক জুটাইব, সে সাক্ষ্য দিবে এবং অপরাধী বলিয়া কবুল করিবে। এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষ একজন আসামী পাইবেন এবং আমার বিরুদ্ধে মামলা হালকা হইবে। ইহার পর যদি আসিয়া সাক্ষ্য দেয় যে আমার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং বামাল ঐ সাক্ষীর, তাহা হইলে আমি খালাস পাইব। দুঃখের বিষয় আসিয়া মামলাটি বুঝিয়াও বুঝিতেছে না এবং একটা অন্ধ সংস্কারের জন্য সাক্ষ্য দিতে রাজি হইতেছে না।

সুকুমারবাবু কাশেমালীর অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া বিলক্ষণ বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক বুঝিলাম না। অপরে তোমার দায় কেন ঘাড়ে লইবে? তাহাকে ত জেল খাটিতে হইবে?

মুকুন্দলাল নিজ হইতে চটপট জবাব দিল। বলিল, আপনি হয়ত কলিকাতার নিম্নস্তরের লোকদের খবর রাখেন না; খোঁজ করিলে তাহাদের ভিতরে নানারকম লোক পাইবেন। চোর, জুয়াচোর,

গাঁটকাটাদের মধ্যে এমন অনেক জেল-ফেরৎ লোক আছে যাহাদের জেলের ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—যাহারা গরীব; ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একটা থোক্ টাকার লোভে অন্যের অপরাধের বোঝা ঘাড়ে লইয়া কিছুদিনের জন্য জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিয়া টাকা ভোগ করিতে রাজি হইবে। কাশেমালীর কারবারী বন্ধুগণের সাহায্যে টাকার যোগাড় হইয়াছে এবং এরূপ জেল খাটিবার লোকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উকিলবাবু মকদ্দমা সম্বন্ধে আইনগত পরামর্শ দিবেন।

সুকুমারবাবু চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিলেন। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট সকল ষড়যন্ত্র একেবারে বেফাঁস হইয়া পড়ায় চৌধুরী প্রথমে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। তাহার এই মকদ্দমায় উকিল হিসাবে পারিশ্রমিক ছাড়া নানারকমে মোটা টাকা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। যেখানে উপরি-লাভের গন্ধ আছে সেখানে চৌধুরীর চরিত্রের উকিলের লজ্জায় বাধিল না।

চৌধুরী বলিল, দেখুন, আমাকে আসামীর পক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে; আমাকে প্রধানতঃ তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে পরামর্শ হইয়াছে—তাহাতে উহার অব্যাহতির প্রত্যাশা আছে। কাশেমালী প্রথমেই পুলিশকে ঐ লোকের কথা বলে নাই; এই একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ লোক যখন নিজে হাজির হইয়া অপরাধের সকল দায়িত্ব লইয়া হলফ করিয়া ঐ ঘরে প্রাপ্ত বামালের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের বিষম ধোঁকা লাগিবে। যেখানে সন্দেহের অবসর আছে, সেখানে অপরাধীর সাজা হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং ইহার দ্বারাই কাশেমালীর মুক্তির একমাত্র আশা আছে। লোকটির সম্বন্ধে

ম্যাজিষ্ট্রেট কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা এখন হইতে ঠিক বলা যায় না।

সুকুমারবাবু। তাই যদি হয় তবে আসিয়া বিবিকে আর এ ব্যাপারে জড়াইতেছেন কেন? ও স্ত্রীলোক, ওর অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখুন। আপনি ওকে বিষম সঙ্কটে ফেলিবেন।

চৌধুরী বলিল, এই মকদ্দমায় আমাদের জবাব—ঐ ঘরে ঐ পুরুষ ও তাহার স্ত্রী থাকে, প্রাপ্ত বামালের জন্য তাহারা দায়ী। পুরুষ কোর্টে হাজির হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে, স্ত্রীও কোর্টে গিয়া পুরুষকে সমর্থন করিলে চমৎকার হয়। অবশ্য আইনতঃ পুরুষের দায়িত্ব, তাহার শাস্তি হইতে পারে, স্ত্রীর কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। আসিয়া বিবির বিপদের সম্ভাবনা নাই।

ইহার পর চৌধুরীর সঙ্গে আসিয়া বিবির তুমুল তর্ক বাধিল।

আসিয়া বিবি বলিল, উকিল বাবু, আপনার পরামর্শ এই যে আমি প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া আমার বিবাহিত স্বামীকে দেখাইয়া বলিব যে উনি আমার স্বামী নহেন এবং এক অজানা পুরুষকে দেখাইয়া বলিব সে আমার স্বামী? এই কথা আমার স্বামীর সামনেই বলিতে হইবে এবং উনি পাঁচজনের সামনে এই কথায় সায় দিবেন? উনি আরও বলিবেন যে আমি পরস্ত্রী, উনি পরপুরুষ, আমি উঁহাতে আসক্ত?

চৌধুরী। হাঁ—কি করিবেন বলুন, স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য—সদুদ্দেশ্যে—স্ত্রীর একটা মিথ্যা কথা বলায় কিংবা দুটা অপ্রিয় কথা সহ্য করায় দোষ দেখি না।

আসিয়া বিবি। আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি তাহা সরকারপক্ষ

বুঝিবে, তাহারা আমাকে সহজে ছাড়িবে না। তাহারা আমাদের পক্ষ হইতে আমার চরিত্র-দোষের উল্লেখ পাইয়া আমাকে জেরা করিলে আমি কি উত্তর দিব? তাহারা আমাকে এক পরপুরুষের সামনে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তাহার দিকে তাকাইতে বলিলে, তাহারা বিবাহের খুঁটিনাটি, বাসর ও ফুলশয্যার রাত্রির ঘটনা, দেনমোহর, উহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, আমি কি জবাব দিব? উহার আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি ও গোষ্টীবর্গের নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিব? ঐ অজানা পুরুষকে আমার বিষয়ে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কি জবাব দিবে? আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ বা ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে বলিলে—সে কোন অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রমাণ করিবার সুযোগ চাহিলে—আমি তখন তাহাকে কি বলিয়া ঠেকাইব?

চৌধুরী। জ্ঞাতি গোষ্টীর নাম ধাম কি বলিবেন তাহা আগে হইতে শিখিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারেন। তাহাকেও শিখাইয়া দেওয়া হইবে। শুনা যায়, বর্ব্বরযুগে কাজীর বিচারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিত এবং অদ্ভুত আচরণ সম্ভব হইত; কিন্তু এখন সভ্য জগতে আর সেরূপ ব্যবহারের ভয় নাই। ইংরাজের আদালতে বিকৃত রুচি বা অশ্লীল প্রশ্ন প্রশ্রয় পাইবে না।

আসিয়া বিবি। আশ্বস্ত হইলাম! আমার স্বামী নিশ্চিন্ত হইলেন! কিন্তু যখন ঐ অজ্ঞাত পরপুরুষকে আমি বলিব সে আমার স্বামী, আমার প্রকৃত স্বামীর কাছে আমি পরনারী, তখন তাহার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অর্থ কী, তাহা কত ব্যাপক, তাহা কতদূর অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে, বুঝিয়াছেন? আমি যখন তাহার চোখে চোখ রাখিয়া ঐ গভীরার্থ কথাগুলি উচ্চারণ

করিব তখন আমার মন কিরূপ হইবে, আমার অন্তরাত্মা কি করিয়া উঠিবে, তাহার কাছে কি আমি নারীর সকল মর্য্যাদা লুটাইয়া দিব না? সেই ভাড়াকরা হীন পুরুষ আমার দিকে কি চোখে চাহিবে? এই লজ্জাহীনা নারীর স্বীকারোক্তিকে ইঙ্গিত বা সম্মতি বুঝিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চোখ লালসায় জ্বলিয়া উঠিবে না? সে তখন হইতেই আমাকে কামনা করিবে না? আমার স্বামী ইহা নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিবেন! কেন না—স্বামীর কিছু দিনের জন্য 'জেল' হইতে অব্যাহতির সম্ভাবনা আছে! আপনি—আপনার সাক্ষী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া তারিফ করিবেন। কেন না—আপনি একটা জটিল মকদ্দমায় কূট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া কারবারী মক্কেল মহলে নাম কিনিবেন এবং অনেক টাকা রোজগার করিবেন!

চৌধুরী ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল; পরে নিম্নস্বরে বলিল, আমি এ বিষয়ে কি জবাব দিব? আপনার ইচ্ছা না থাকিলে আপনি সাক্ষ্য দিবেন না; ইহাতে জোর-জবরদস্তি ত নাই।—

চৌধুরী মুকুন্দলালের দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় তাকাইল, কিন্তু দেখিল সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

আসিয়া বিবি বলিল, কেন, ইহা ত আপনারই বুদ্ধি, ইহা ত আপনারই মন্ত্রণা। আমাকে শেষ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিন। আমি আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ; আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ভয়ে তিনি আপনার মন্ত্রণায় ভুলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম তিনি জানেন। কিন্তু বলুন ত, আমি প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে এইরূপে এক পরপুরুষকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া ব্যভিচারিণী রূপে যখন গৃহে ফিরিব তখন আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সমাজে আমি লজ্জাসম্ভ্রমের মাথা খাইয়া কেমন করিয়া মুখ দেখাইব?

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল। সে হতাশ হইয়া আবার মুকুন্দলালের দিকে চাহিতে চোখচোখি হইল, কিন্তু মুকুন্দলাল চোখের ইশারায় বা দুইটা কথা কহিয়া ভরসা দিতে পারিল না।

আসিয়া বিবি বলিতে লাগিল—মকদ্দমার কথা বলা ত যায় না—ধরুন, আপনার আশা সফল হইল না; ধরুন, আপনার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার স্বামী জেলে গেলেন। অপর ব্যক্তির কি হইবে আপনি ঠিক বলিতে পারেন না, হয়ত তাহাকে হাকিম বা পুলিশ ফাটকে দিল না। আপনি জানেন—আমি পর্দ্দানশীন হইলেও স্কুলের কাযের জন্য রোজ বাড়ীর বাহির হই। আমি অপর ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করার দরুণ আস্কারা পাইয়া পথে ঘাটে সে যদি আমার পিছু লয় এবং আমাকে পাইবার চেষ্টা করে, তখন আমি কি করিব? স্বামীর অবর্ত্তমানে যদি সে আমাদের দ্বারা স্বীকৃত তাহার ঘরে, অর্থাৎ বামালের ঘর বা আমার শয্যাগৃহে, আসিয়া গৃহসামগ্রী সহ আমাকে দখল করিতে চেষ্টা করে—বলুন—তখনই বা আমি কি করিব? আপনারা তাহাকে অনেক টাকা দিবেন, সে অর্থবলে নিজ সঙ্গী গুণ্ডাগণকে হাত করিবে। স্বামী থাকিবেন না; আত্মীয় স্বজন হীনবল হইয়া থাকিবেন। সে যদি আসিয়া জোর করিয়া বলে যে সে মকদ্দমার ফলাফলের কথা জানে না, সে নিজেকে বিপন্ন করিয়া আমাদের উপকারের চেষ্টা করিয়াছে, সে গৃহহীন, সে কিছুদিনের জন্য আমার শূন্য কক্ষে আশ্রয় লইবে বা বাস করিবে, সে কাহারও কথা শুনিবে না। আত্মীয় স্বজন তখন আপত্তি করিলেও আইন-সঙ্গত ভাবে তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না, কারণ আমি আদালতে বলিয়া আসিয়াছি উহা তাহার ঘর এবং

আমি তাহার স্ত্রী। তাঁহারা পুলিশের সাহায্য পাইবেন না, কারণ সে আমার ঘরে বে-আইনি প্রবেশ বা দখল করিতেছে না; বরং পুলিশ আমাদের কৃত কার্য্যের অদ্ভুত ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া থাকিবে। তখন সে ব্যক্তি আমাকে অপমান করিলে আপনারা আমার জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন?

কাশেমালী রাগে অধৈর্য্য হইয়া ঘুষি পাকাইয়া আস্ফালন করিল; সে বলিয়া উঠিল, এমন অবস্থা হইলে আমি তাহাকে খুন করিব।

কাশেমালীর উত্তেজনা দেখিয়া আসিয়া বিবি এত দুঃখেও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তবু ভাল যে আমার জন্য অপর পুরুষের উপর তোমার হিংসা হইতেছে! কিন্তু কি করিয়া খুন করিবে? তখন ত তুমি জেলে বন্ধ থাকিবে। যখন ফিরিবে—তখন দেখিবে তোমার অন্দর কেল্লা দখল হইয়া গিয়াছে! আর যদি বা তখন খুন কর—তাহাতে ত তোমার শাস্তি বা আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বন্ধ হইবে না; হয় ফাঁসি যাইবে, নয়ত দীর্ঘকাল জেলে বন্ধ থাকিবে।

কাশেমালী চৌধুরীর দিকে হতাশভাবে তাকাইয়া কহিল, উকিল বাবু কি পরামর্শ দেন?

আসিয়া বিবি এবার রাগিয়া উঠিল—বলিল, উকিলবাবুর আর পরামর্শ দিয়া কায নাই, তিনি ত সব কথারই পরিষ্কার জবাব দিয়াছেন। আমার মত অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়ের জন্য তাঁহার পরামর্শ নয়। তোমার মত হয়ত বলিবেন আমার সংস্কারে বাধিতেছে। আমি এ দেশী মেয়ে—আমি যেন আমার দেশীয় সংস্কার আজীবন মেনে চলি। আইনের প্যাঁচে কি সহজবুদ্ধি, সত্যমিথ্যা ও ধর্ম্মজ্ঞান সব হারাইতে হইবে? যাহা হউক—আমি আমার

ইজ্জত নষ্ট করিতে পারিব না। তুমি আমার প্রিয়—কিন্তু তোমার চেয়ে প্রিয় আমার নারী-মর্য্যাদা। তুমি দুঃখ করিও না। তুমি সাহস সঞ্চয় কর। বিশ্বাস কর, সম্ভব হইলে আমি তোমার সঙ্গে সকল দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি জেলে যাইতেই হয় তবে কিছুদিনের জন্য কষ্টস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এস। আমি তোমার জন্য ধৈর্য্যের সহিত একান্তমনে অপেক্ষা করিব। তোমার শিশুকন্যার জন্য ভাবিও না, সে আমার সতীনকন্যা নহে, সে আমার গলার হার, আমি তাহার সকল ভার নিয়াছি। কিন্তু এ পথে আর নয়। নাই বা হইল এই পাপের টাকায় বড়মানুষি। তুমি আবার ফেরিওয়ালার কায দেখিও; আমি স্কুলে পড়াইয়া যাহা পাই তা'র উপর সূচের কায করিয়া কিছু বেশী উপায় করিব। তাহাতে আমাদের সংসার সুখে দুঃখে এক রকম চলিয়া যাইবে।

সুকুমারবাবু আসিয়া বিবির তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মর্য্যাদাজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আসিয়ার উপর উৎপীড়ন দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি দৃঢ়স্বরে চৌধুরীকে বলিলেন, উকিলবাবু, আসিয়া বিবিকে লইয়া কোর্টে টানাটানি করিবেন না।

আসিয়া বিবির জেরায় ও সতেজ মন্তব্যে চৌধুরী ব্যতিব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল; এখন চৌধুরীর অবস্থা কাহিল, বিবির সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। সুকুমারবাবুর শেষ কথায় চৌধুরী চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আজ্ঞে, তাহাই হইবে।

মুকুন্দলালও ব্যাপার দেখিয়া কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া আস্তে আস্তে চৌধুরীর সঙ্গে স্থানত্যাগ করিল।

ইসমাইল রাজারামকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়া শেষে বলিল, উহারা গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি প্রস্থান করিয়াছিলাম।

রাজারাম ইসমাইলের নিকট মকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি আসিয়া বিবির সাক্ষ্য দেওয়া সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু চৌধুরীর গভীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া এবং কারবারীদের শক্তিসামর্থ্যের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজারাম বুঝিলেন—চক্রান্তকারীরা আসিয়া বিবির স্বামীরূপে কাহাকে কোর্টে দাঁড় করাইবে তাহার সন্ধান লওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিয়া সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে।

রাজারামের সোজা মকদ্দমা এখন একদম বাঁকাপথে চলিতেছিল।

পরে রাজারাম অপ্রত্যাশিতভাবে সকল সংবাদ পাইয়াছিলেন।

৩৭

সমুদ্র কুটীরে

বঙ্গের বাহিরে রেলষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের উপকূলে চাঁদীপুর নামে এক গণ্ডগ্রাম। জেলে জাতীয় লোকের কয়েকটি মাটী ও খড়ের ঘর, অল্প কয়েকটি পাকা-ভিত, পাকা-মেঝে, খড়ের চালযুক্ত ভাড়াটিয়া 'কটেজ' ও অদূরে ডাকবাঙ্গালা আছে। গ্রামে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে; একটি মুদীর দোকান আছে, মোটামুটি নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায়।

স্থানটির প্রধান আকর্ষণ সমুদ্র—দিগন্তবিস্তারী অকূল সমুদ্র। পুরীর সমুদ্র হইতে প্রভেদ এই যে এখানে সমুদ্র সর্ব্বদা ভয়াল উচ্চতরঙ্গসঙ্কুল নহে, প্রলয়ঙ্কর মহেশ্বরের অবিশ্রাম নৃত্য নাই। ইহা প্রশান্ত জলধি, আবেগ বা আকুলতা নাই; কেবল প্রবল ঝঞ্ঝায় কখন কখন সমুদ্র অশান্ত হইয়া উঠে, তখন ফেনপুঞ্জের উপর যেন চঞ্চল নটরাজের নিপুণ নৃত্যের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। পুরীর ন্যায় এখানে সমুদ্র গভীর অতলস্পর্শ নহে; এখানে পায় পায় এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া গেলেও এক হাঁটুর অধিক জল পাওয়া যায় না। সমুদ্রের জলে জোয়ারভাঁটা আছে। জোয়ারের সময়ে জল বহুদূর অগ্রসর হয় এবং তটের উপরের বালিয়াড়িগুলির অনেকাংশ ডুবাইয়া দেয়; আবার ভাঁটার সময়ে জল সরিয়া প্রায় এক মাইল পিছু হটিয়া বেলাভূমির বালুচরে পরপর অর্দ্ধচন্দ্রাকার বৃত্ত আঁকিয়া দিয়া যায় এবং স্থানে স্থানে গর্ত্ত সৃষ্টি

করিয়া তাহাতে জল ভরিয়া দিয়া যায়। সূর্য্যের উদয়াস্ত শোভা, দিনমানে সমুদ্রতরঙ্গে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি, রাত্রে চন্দ্রের হীরামাণিক দ্যুতি, অবিশ্রান্ত কল্লোলগীতি—বাচাল মনুষ্যকে অবাক করিতেছে, তাহার চিত্তে অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগাইতেছে, তাহাকে আদিম বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

কয়েকদিন হইতে সুকুমারবাবু নলিনীকে লইয়া সমুদ্রের তীরে একখানি 'কটেজে' বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে নিরঞ্জনের অপ্রীতিকর মামলা শেষ হইয়াছিল—তাহাকে কয়েক বৎসরের জন্য জেলে যাইতে হইল। নিরঞ্জন এই মকদ্দমায় অন্য কাহাকেও জড়ায় নাই; সে নিজে দোষ স্বীকার ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। নিরঞ্জনের মামলা শেষ হইয়া গেলে নলিনী অজ্ঞাতবাস হইতে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে, কিন্তু হিতৈষী ব্যক্তিগণ তাহার মঙ্গলার্থে তাহাকে শীঘ্র কলিকাতা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। পূজা উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল সুতরাং দীর্ঘ ছুটির সুযোগ পাইয়া সুকুমারবাবু নলিনী ও পুত্রকে লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সুকুমারবাবু স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্বেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার আবহাওয়া তাঁহাদের পক্ষে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই নির্জ্জনবাসে শান্তিতে পরস্পর সাহচর্য্য পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। সম্প্রতি একজন অতিথি আসিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। নলিনী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া বিবি আগের রাত্রে কন্যা সহ এই কুটীরে পৌঁছিয়াছে। আসিয়া বিবির স্কুল বন্ধ ছিল এবং ছুটি উপলক্ষে কাশেমালীর মকদ্দমার একটা লম্বা মুলতুবী পড়ায় তাহার সুবিধা ঘটিয়াছিল;



সমুদ্র কুটীরে

এখন নলিনীর অনুরোধে সে কয়েকদিন এখানে থাকিবে। আসিয়া বিবির আগমনের আর এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, সে নিজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল।

প্রাতঃকাল। সমুদ্রের ধারের বারান্দায় ক্যাম্প-চেয়ারে সুকুমার বাবু, নলিনী ও আসিয়া বিবি। মাঝের একটা বেতের টেবিলে শূন্যগর্ভ চা'র কাপ থাকায় এইমাত্র ইহাদের চা পান শেষ হইয়াছে বুঝা যাইতেছিল। ইতিমধ্যে পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি ও রাত্রে আসিয়ার সুনিদ্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা শেষ হইয়াছিল। নলিনীর পুত্র ও আসিয়ার কন্যা সমবয়সী, উভয়ের মধ্যে শীঘ্র ভাব হইয়া গিয়াছিল; উহারা অদূরে সমুদ্রকূলে বালুর ঢিবি প্রস্তুত করা ও লাল ক্ষুদে কাঁকড়া ধরার খেলায় মাতিয়াছিল।

নলিনী বলিল, তোমাদের হাঙ্গামা ও নিরঞ্জনকে লইয়া আমাদের হাঙ্গামা এক সময়ে ঘটে; তাই তোমাদের খবর নিতে পারি নাই। ওঁর কাছে শুনিলাম, তুমি পরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে।

আসিয়া বিবি। হাঁ; তোমার অবর্ত্তমানে সুকুমারবাবু উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া আমাকে এক বিশ্রী অবস্থা থেকে উদ্ধার করিয়াছেন। উনি না থাকিলে আমি একা তাদের ঠেকাতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

নলিনী। আমি সব শুনিয়াছি। তুমি এক ফন্দিবাজ উকিলের কুপরামর্শে ভুল নাই এবং একটা জঘন্য মিথ্যাচার করিতে অসম্মত হইয়াছ; তুমি যে সৎ-সাহস ও চরিত্রবল দেখাইয়াছ তার জন্য মনে মনে তোমার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তোমার মকদ্দমার খবর কি? আর কত দিন চলিবে? কাশেম মিঞা কি বড় মুষড়িয়া

পড়িয়াছে ? তোমাদের কথা প্রায় হয়; তোমাদের জন্য আমাদের একটা উদ্বেগ আছে।

আসিয়া বিবি। তিনি প্রথমে দমিয়া গেলেও এখন অনেকটা সামলাইয়াছেন; সহকর্ম্মীদের সাহায্য পাইয়া ও উকিলের আশা-ভরসায় এখন মকদ্দমায় সুফলের আশা করিতেছেন। আমি সাক্ষী হইতে অস্বীকার করায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন নাই বটে, কিন্তু এখন আর আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন না। কিন্তু আমি মকদ্দমায় ভরসা পাইতেছি না। আমাদের শয়নগৃহে আমাদের সামনে দিনদুপুরে বামাল বাহির হওয়ায় আমরা হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছি। কি করিয়া নিষ্কৃতি পাইব তাহা বুঝি না। আইনের কারসাজি ও আইনের ধাপ্পাবাজিতে দিনকে রাত করা চলে না। তিনি নাকি সাক্ষী-সাবুদ ভাঙ্গাইয়াছেন ও নূতন সাক্ষী-সাবুদ গড়িয়াছেন; আরও কূটবুদ্ধি উকিল যোগাড় করিয়াছেন, তাহারা নাকি তাঁহাকে ভরসা দিয়াছে। আমার মনে হয় ইহা আসলে তাহাদের টাকা খাইবার ফিকির, তাই তাঁহাকে গাছে চড়াইতেছে, শেষে সব ফক্কিকার হইবে।

নলিনী। আচ্ছা, কাশেম মিঞা এই কাযে আছে—তাহা কি তুমি বিবাহের পূর্ব্বে খবর পাও নাই? কোন কাণাঘুষা পর্য্যন্ত শুন নাই?

আসিয়া বিবি। না, দিদি, কিছু শুনি নাই। আমি তাকে মণিহারী জিনিষ বিক্রেতা এক ছোট সওদাগর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু বিবাহের পরে ক্রমশঃ আসল ব্যাপার জানিতে পারি। তিনি আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইলেন, বড় সওদাগর বনিলেন এবং স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু আমি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া চাকরি ছাড়ি নাই। আমার নূতন বিবাহ, তায় শ্বশুর শ্বাশুড়ি ভাশুর দেবর বর্ত্তমান; আমি দুই এক বার তাঁহার কাযে

আপত্তি করিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে জোর করিয়া বারণ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছি। তাঁহারা ওঁর রোজগারে স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করিতে পারায় কখনও তাঁহাকে নিষেধ করিতেন না; বরং ওঁর ও আমার বিশেষ তোয়াজ ও খাতির করিতেন। আমাদের শুইবার ঘরে বে-আইনী জিনিষ রাখিবার অবশ্যম্ভাবী ফল আমি নিশ্চয় জানিতাম; কিন্তু তিনি বুঝাইতেন যে ঐ বামালের জন্য আসল মালিক দায়ী হইবেন এবং দামী সওদাগুলি অন্যত্র রাখিলে চুরি যাইবে ও ওঁকে মালিকের নিকট খেসারৎ দিতে হইবে। বামালের জন্য মালিক রাজদ্বারে ঠিক দায়ী হইবে কি না আমার সন্দেহ ছিল, বরঞ্চ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও জড়িত হইয়া বিপদে পড়িতে পারি, তাহা বুঝিতাম; কিন্তু বামাল কোথায় নিরাপদে সরাইয়া রাখিবেন তাহার উপায় বলিতে পারি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, ওঁর রূপ ও ওঁর আদরযত্নে ওঁর উপরে আমার দরদ পড়িয়া গিয়াছিল, ওঁর বিপদে পড়ার আশঙ্কায় আমার নিজের কথা ভাবিতাম না।

আসিয়া বিবি চুপ করিল। সুকুমারবাবু ও নলিনী তাহার নিরুপায় দুঃখে সমবেদনা বোধ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

নলিনী প্রথমে কথা কহিল; বলিল, আমি এইরূপ দুই একটি কারবারীর সংস্রবে আসিলেও তাহাদের মাদক ব্যবসায়ের ধারা জানিতে পারি নাই। বামালের মালিক হইল একজন, ষোল-আনা লাভ পাইবেন তিনি, তাঁহার কিছু হইবে না; আর একজন, তাঁহার হাতের লোক ও আত্মীয়, সে সকল দায় ঘাড়ে লইয়া শাস্তি গ্রহণ করিবে। এ ত এক মস্ত জুলুম! এ কী শয়তানী ব্যবস্থা! হয়ত মালিক অর্থ ও লোকের দ্বারা মকদ্দমায় নানা রকম সাহায্য করিবেন, কিন্তু তবু যদি শেষ-রক্ষা না হয়?

সুকুমারবাবু উত্তর দিলেন—এই ধরণের কারবারের ইহাই দস্তুর, উপায় কি?' দেখ, একটা বিষয়ে আমার কৌতূহল আছে। শুনিয়াছি, নেশার কারবারের সঙ্গে নাকি পিস্তল-কার্ত্তুজের কারবারের যোগ আছে। আর অনেকে নাকি এই সব বে-আইনী কারবারে ধনী হইয়াও—আর উপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকিলেও— এই সব বিপজ্জনক কারবার ছাড়ে নাই?

আসিয়া বিবি কহিল, আমি বেশী দিন এই সব ব্যবসায় সম্পর্কে আসি নাই, আমাদের বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকিতে দেখি নাই। কিন্তু আমাকে বিপদের ভয়ে সদা সতর্ক থাকিতে হইত। মাদক ব্যবসায়ে কয়েকশত আসল কারবারী আছে, তাদের সঙ্গে চর অনুচর বিস্তর লোক আছে। কারবারীরা নেশার জিনিষ ছাড়া কাষ্টমকে শুল্ক ফাঁকি দিয়া ময়ূরের পালক রেশম সোণা রূপা রত্নাদি নিরীহ সামগ্রীর কারবারও করে। উহারা ধনী ও দুর্দ্দান্ত, নিজেরা বাহাদুরী করিয়া বা আত্মরক্ষার্থে দুচারিটা পিস্তল রাখিতে পারে কিন্তু উহাদের পক্ষে বিপ্লবীদিগকে রীতিমত পিস্তল যোগান দেওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিপ্লবীর দল বৃথাই উহাদের পিছনে ঘুরিয়াছে। আমি অল্প কয়টি লোককে চিনিয়াছি এবং কিছু কিছু খবর পাইয়াছি। নলিনী দিদি—আ-ময় মেম ও নাসিরুদ্দিনকে দেখিয়াছে। আ-ময় মেম মুড়কিমুখী মৌটুস্কী, মিষ্টি কথা কয়, সকলকে হাতে রাখিতে চায়; নস্রু লম্বা লম্বা কথা কয়, অনেক সময় ভড়ং দেখাইয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করে। উহারা নানা স্তোকবাক্যে ভুলায়, উহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই।

আসিয়া বিবি একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, আপনি

কারবারীর অত্যধিক ধনলোভ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিয়াছেন। আমার স্বামী কিন্তু তাহা বুঝেন না। তিনি বলিতেন যে এই চোরাই ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে পরে এই কারবার ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইল।

সুকুমারবাবু বলিলেন, আমার মনে হয় এই ব্যবসায়ে ক্রমাগতঃ অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকিলে শেষে কেহ নিজে হইতে এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে পারে না। শুনিয়াছি, কেহ কেহ এই ব্যবসায়ে অগাধ সম্পত্তি করিয়া শেষে বৃদ্ধ বয়সে জেল খাটিয়াছে। অন্যায় ও অনায়াসে লব্ধ জিনিষে এই প্রকৃতির লোকের লোভের অন্ত থাকে না। যত টাকাই সঞ্চয় করুক, মনে হয় যথেষ্ট টাকা হয় নাই,—আবার ধরা পড়ার ভয় থাকে বলিয়া মনে করে, আরও কিছু সঞ্চয় করিয়া ইহা ছাড়িয়া দিব। ঐশ্বর্য্যভোগের জন্য এই অপকর্ম্ম করে; শেষে যখন ধরা পড়িয়া জেলে যায় তখন তাহার সে ভোগ-বিলাস বন্ধ হয় এবং তাহাকে চূড়ান্ত দুঃখ পাইতে হয়।

নলিনী এবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলিল, বলিল, আসিয়া, তুমি আমার চিঠি পাইয়াছিলে?

আসিয়া বিবি বলিল, হাঁ, চিঠি পাইয়াছি এবং পড়িয়া সুকুমারবাবুকে দিয়াছি। তুমি বিপ্লবীদের ব্যাপারগুলা ভাবিয়া দেখিয়াছ?

নলিনী। হাঁ, ভাবিয়াছি, কিন্তু আমার দ্বিধা যায় নাই। আমি উহাদের মধ্যে সবই মন্দ দেখি না। আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতে রাজি আছি।

আসিয়া বিবি বুঝিল, একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ আসিতেছে; কিন্তু

অবস্থা বুঝিয়া সে শক্ত হইয়া স্পষ্ট কথা কহিতে প্রস্তুত হইল। সে বলিল, কোনটা মন্দ দেখ নাই? যারা প্রকাশ্যে বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতেছে আমি তাদের কথা বলিতেছি না; যারা গুপ্তভাবে রাজা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতেছে, যারা দেশের নামে ডাকাতি ও নরহত্যা করিতেছে, তাদের কোন্ লোকটিকে বা তাদের কোন্ কাযটা সমর্থন করা যায়?

নলিনী। তাদের উদ্দেশ্য দেখিয়া তাদের কাযের বিচার করা উচিত। তারা সকলেই মন্দ লোক নয়।

আসিয়া বিবি। ওটা অতি পুরানো বুলি। তাদের উদ্দেশ্য—গুপ্ত বিপ্লবের দ্বারা দেশোদ্ধার। তারা মুষ্টিমেয়, দেশের লোক তাদের উদ্দেশ্যে সায় দেয় নাই। তাদের কার্য্যপ্রণালী কি?—না অল্পবুদ্ধি বালকদের উত্তেজিত করিয়া দলপুষ্টি, গোপনে বিদ্রোহ-প্রচার, রাজপুরুষদের প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীদের প্রতি কাপুরুষের মত অতর্কিত আক্রমণ ও প্রাণনাশের চেষ্টা, যাদের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করে তাদের হত্যা,—কেন না শেষের কাযগুলি দ্বারা এই মহাপুরুষরা নিরাপদে থাকিবেন। রাজকোষ লুট, ডাক লুট, অরাজকতা। স্বদেশের নামে, দেশের লোকের উপর ডাকাতি ও নরহত্যা। লুটের টাকায় তাদের ভরণপোষণ ছাড়া দেশের কোন্ কায হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিকে গান্ধীজীর প্রচারিত প্রেম ও অহিংসা, আর একদিকে এই চরম নিষ্ঠুরতা, দু'য়ে বেশ সামঞ্জস্য! আর সাময়িক উত্তেজনাবশে মানুষের অপকর্ম্ম বুঝা যায়, কিন্তু দিনের পর দিন হৃদয়ে জিঘাংসা পোষণ করিয়া তাদের হীনতম অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান কোন রকমে মার্জ্জনা করা যায় না। কদর্য্য তাদের জীবন; লোকসমাজে তারা বাহির হইতে অক্ষম,

রাজরোষের ভয়ে তারা অন্ধকারে নিজ বিবরে সরিস্থপের মত বুকে হাঁটিয়া চলিয়াছে; তাদের হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলি লুপ্ত হইয়াছে, তাদের আশা নাই, ভরসা নাই, জীবন ভারাক্রান্ত। এই ত বিপ্লবীর জীবন! তাদের দলের লোকের কথা বলিতেছ, তুমি কয়টা লোককে ঠিক চিনিয়াছ? তুমি নিরঞ্জনকে জানিয়াছ, মুকুন্দলালকে জানিয়াছ, রাখাল ও নীরদকে দেখিয়াছ। নিরঞ্জন প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে মেলামেশা ও লোকসমাজে চলাফেরা করিয়াও গুপ্তভাবে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিয়াছে এবং তোমাকে এই কুচক্রে মিশিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে; তার মধ্যে একটা উৎকট অপরাধের বীজ লুকাইয়াছিল, সুযোগ পাইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এখন তার ফলভোগ করিতেছে। সে জানিয়া শুনিয়া তার পরমোপকারিণী বান্ধবীকে এই পাপে ডুবাইয়াছে। সে অনুতাপ করিয়াছে বটে কিন্তু এখন তার অনুতাপের কোন মূল্য নাই। মুকুন্দলালের ঘৃণিত চরিত্র অতি স্পষ্ট—কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাখাল ও নীরদের সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান? তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় রোমাণ্টিক—অন্ধকারে—গুহামধ্যে, তাদের আসল পরিচয় দিবালোকে'করোনারের কোর্টে পাওয়া গিয়াছে। তাদের চরিত্র দস্যুতায় কলঙ্কিত, তাদের হস্ত নরহত্যার শোণিতে রঞ্জিত, হয় ত আরও কত অকথ্য পাপ করিয়াছে, আমরা তাহা জানি না। তারা, লোক-সমাজে তাদের কার্য্যের সমালোচনা এবং রাজদ্বারে কঠিন শাস্তির ভয়ে, শেষে কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করিয়া তাদের কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইয়াছে। এরাই ত বিপ্লবী, এদের কোন্‌টি মন্দ নয় তুমি বলিতে চাও?

আসিয়ার স্পষ্ট কথায় নলিনী মনে আঘাত পাইল; সে নিজেকে সামলাইতে লাগিল, সহসা তাহার মুখে কোন উত্তর যোগাইল না।

আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিল এবং কিছু পরে নরম স্বরে বলিল, আমি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, তুমি কিছু মনে করিও না। পরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, নলিনী দিদি, তোমার সেই সব বই কতদূর পড়া হইল ?

নলিনী চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল, হাঁ, টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে বইগুলি পড়িতেছি। আগে ভাবিয়াছিলাম, 'সনাতন' ধর্ম্মের 'সনাতনী' কথা বা গোঁড়ামীর জ্বালায় বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিব না, কিন্তু এখন দেখিতেছি পুস্তকে লিখিত বিষয়ে আমার মন বসিয়াছে এবং ইহারমধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা ও উদারতার অভাব নাই। বইএর কথাগুলি মনের তারে ঘা মারিতেছে, যদিও স্বরগুলি ঠিক মিলাইয়া লইতে পারিতেছি না।

আসিয়া বিবি বলিল, এই স্বদেশীয় ভাবগুলি গ্রহণ করিতে হইলে দেশীয় প্রথায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের ধর্ম্মমত অনুসারে নিয়মিত নেমাজ করিতে হয়। তোমাদেরও সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তোমরা পালন কর না। তোমরা এগুলি অন্তঃসারহীন অনুষ্ঠান বলিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছ এবং এগুলির প্রতি একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা পোষণ কর। বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার মধ্যে একটা সময়ে চিত্তের একাগ্রতার ও আত্মচিন্তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সে সময়ে আমরা কি করিতেছি নিজে নিজে তাহার একটা হিসাব লইতে পারি এবং আমরা কি করিতে পারি এবং কি করা উচিত, অর্থাৎ শক্তিসঞ্চয় ও আদর্শের সন্ধান, পূর্ব্বগামী মনীষিগণের সাহায্যে লাভ করিতে পারি। ইহাদিগকে ঠিক পীর পয়গম্বর বা অবতার বলিয়া না মানিয়াও—ইহাদিগের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিগুলি আয়ত্ত করিতে আপত্তি দেখি না।

সুকুমারবাবু বলিলেন, বেশ বলিয়াছ; তোমার প্রকাশভঙ্গী দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়—নলিনীকে অতি ধীরে ধীরে পড়িতে হইবে।

নলিনী বলিল, হাঁ, তা বুঝিয়াছি।

কিছুক্ষণ পরে সুকুমারবাবু নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, শুনিয়াছি আসিয়া বেশ গান গায়িতে পারে। আমি কখনও শুনি নাই; ওকে একটা গান গায়িতে বল।

আসিয়া বলিল, বেশ, আপনিই বলুন না কি গান গাইব।

সুকুমারবাবু তাঁহার বেহালাটি এখানে আনিতে ভুলেন নাই। তিনি কুটীরের স্বল্প আসবাবপত্রের মধ্য হইতে যন্ত্রখানি বাহির করিয়া কাঁধে তুলিয়া টিপিয়া ধরিলেন এবং ছড় দিয়া টান মারিলেন। ক্রমে তিনি সুরসংযোগ করিয়া একখানি বিস্মৃতপ্রায় গান বাজাইতে লাগিলেন। সুর জনপ্রিয়, আসিয়া মন দিয়া শুনিল। দুই এক কলি বাজাইবার পর গানের কথাগুলি আসিয়ার মনে পড়িল এবং সে ধীরে ধীরে কণ্ঠসংযোগ করিল। স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীর সমাবেশে গান ক্রমশঃ জমিয়া উঠিল। আসিয়া গায়িল—

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ··

নলিনীর দৃষ্টি স্থির; সে যেন সত্যই মহাসিন্ধুর ওপারের সঙ্গীতের সন্ধান লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু বেহালার সুর ছাপাইয়া মাঝে মাঝে যেন অজ্ঞাতবাস কালে বনভূমিতে শ্রুত বাঁশীর সুর কাণে আসিতে লাগিল। ক্রমে বাঁশীর স্বর ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল এবং বর্ত্তমান গানের কথাগুলি ও অর্থের দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হইল। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চিত্রিত শুষ্ক জ্ঞানী ও কর্ম্মী চাণক্যের স্ত্রীহীন

ও সন্তানবিরহিত অবস্থা ভাবিয়া—গানের করুণ কথা ও সুরের আবেশে—তাহার চিত্ত সমবেদনায় গলিয়া গেল। অতর্কিতে তাহার নিজের স্বামীর ও সন্তানের সঙ্গে নিবিড় যোগের অভাব বা দূরত্ব বুঝিতে পারিল, স্ত্রীত্বের ও মাতৃত্বের বিরহব্যথা বোধ করিল এবং সে তাহাদিগকে একান্তে—একেবারে বুকের মাঝখানে—পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। নলিনী ব্যাকুলভাবে একবার সুকুমারবাবুর দিকে, পরে অদূরে আসিয়ার কন্যার সঙ্গে ক্রীড়ারত পুত্রের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু হইতে ভালবাসা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সুকুমারবাবু সঙ্গীতের ভাবাবেগে আপন মনে বেহালা বাজাইয়া গেলেন; কিন্তু আসিয়া বিবি নলিনীর বিচলিত অবস্থা লক্ষ্য করিল এবং মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া একটা পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি হাসিল।



কাশেমালীর স্ত্রী—'পরস্ত্রী'

আদালতে কাশেমালীর মকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইলে পুলিশ বাদীপক্ষের সাক্ষীসাবুদ হাজির করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ প্রয়োগ করিল। চৌধুরী হাইকোর্টের এক সওয়াল পারদর্শী প্রাচীন এডভোকেটের দ্বারা সাক্ষীদিগকে দস্তুর মত জেরা করাইল। গুরু অপরাধের (warrant case) বিচারবিধির মধ্যে একটা রীতি আছে যে, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীগণের জেরা করিবার সময়ে আসামী পক্ষের জবাব বা বক্তব্যের ইঙ্গিত করিতে হয় এবং জেরার দ্বারা আসামী পক্ষের অনুকূল কথা ও ফরিয়াদী পক্ষের গলদ বাহির করিয়া লইতে হয়। এডভোকেট মহাশয় রাজারামকে নিম্নলিখিতরূপ জেরা করিয়া তদন্ত সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির করিয়া লইলেন এবং আসামী পক্ষের জবাব সুকৌশলে প্রকাশ করিলেন। রাজারাম অবশ্য প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রশ্নের ধরণ দেখিয়া বুঝিলেন যে কাশেমালীর স্ত্রীকে লইয়া এই জেরার সৃষ্টি; তিনি যথাসম্ভব সাবধানে উত্তর দিলেন, কিন্তু তদন্তের গলদটুকু এড়াইতে পারিলেন না।

এডভোকেট। আপনি বলিয়াছেন যে খানাতল্লাসীর পূর্ব্বে কাশেমালী তাহার স্ত্রীকে লইয়া বামালের ঘরে ছিল। আপনি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীলোকটির চেহারা দেখেন নাই ?

রাজারাম। না, দেখি নাই।

এডভোকেট। তিনি যখন বোরখা পরিয়া আপনার অনুমতিক্রমে

আপনার সম্মুখ দিয়া গিয়া পাশের ঘরে আশ্রয় লন, তখনও তাঁহার চেহারা দেখেন নাই ?

রাজারাম। না, দেখি নাই।

এডভোকেট। আপনি তদন্তের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার চেহারা দেখেন নাই। এখন যদি তিনি আপনার সামনে আসিয়া দাঁড়ান, আপনি নিশ্চয় তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না ?

রাজারাম। না, চিনিতে পারিব না।

এডভোকেট। আপনি বলিয়াছেন, সেই বোরখাপরা স্ত্রীলোকটি আসামীর পত্নী। আসামীর কথা ছাড়া—কোন স্থানীয় লোক তাঁহাকে সনাক্ত করিয়া একথা বলে নাই ?

রাজারাম। না, বলে নাই।

এডভোকেট। আপনি সেই স্ত্রীলোকটির জবানবন্দী লন নাই। তিনি কাশেমালীর স্ত্রী কিংবা অপর কোন ব্যক্তি, তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করেন নাই ?

রাজারাম। না, জিজ্ঞাসা করি নাই।

এডভোকেট। শুনুন; আমি বলিতেছি যে বামালের ঘরের অধিকারী অপর এক ব্যক্তি, তাহাকে আপনি ধরিতে পারেন নাই; সেই স্ত্রীলোকটি তাহারই বিবাহিতা পত্নী; এবং আপনি যেসব আফিম-কোকেন পাইয়াছেন তাহা সেই ব্যক্তির এবং বামালের জন্য সেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি দায়ী।

রাজারাম। এসব কথা নূতন। তদন্ত কালে কেহ একথা বলে নাই।

এডভোকেট। (নীরস স্বরে) আপনার সাক্ষ্যেই প্রমাণ হইয়াছে যে আপনি ভাল করিয়া তদন্ত করেন নাই; করিলে সকল কথা জানিতে

পারিতেন।—শুনুন; আমি বলিতেছি, কাশেমালী উপরের দুইখানি ঘরের মধ্যে একখানি ঘর, অর্থাৎ বামালভর্ত্তি ঘরখানি, মর্ত্তুজা খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে ভাড়া দিয়াছিল এবং মর্ত্তুজা খাঁ তাহার স্ত্রী, অর্থাৎ বোরখাপরা ঐ রমণীটিকে লইয়া ঐ ঘরে বাস করিত; মর্ত্তুজা খাঁ খানাতল্লাসীর আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল; আসামী তাহার প্রতিবেশিনীর ঘরে একটা কাযে গিয়াছিল; সেই সময়ে আপনি তাহাকে ঐ ঘরে পাইয়া আটক করেন।

রাজারাম। এসব কথা নূতন, এসব কথা ঠিক নহে।

এডভোকেট। আমি বলিতেছি, ঐ ঘরে কি আছে কাশেমালী তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিত না, একটা অসহায়া ভাড়াটিয়া রমণী বিপদে পড়ায় তাঁহার আব্রু রক্ষা করিয়াছিল এবং তাঁহার উপদেশ মত এবং পুলিশের আদেশে ঐ ঘরে বামাল সমূহ দেখাইয়া দিয়াছিল; কাশেমালী এসব কথা আপনাকে ব্যারাকে বলিয়াছিল কিন্তু আপনি তাহার কথা না শুনিয়া জোরজবরদস্তি করিয়া এক স্বীকারোক্তি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

রাজারাম। আমি এখন অনেক নূতন কথা শুনিতেছি। আমি নিজে যাহা জানি তাহা বলিয়াছি এবং প্রকৃত কথাই বলিয়াছি। কাশেমালী আমাকে সে সময়ে এসব কথা বলে নাই। আমি তাহার প্রতি জুলুম করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করি নাই। সে স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছে তাহাই লিখিয়াছি। বামাল সম্বন্ধে তাহার কি বক্তব্য আছে তাহা আগেই তদন্ত করিয়া লিখিয়া লইয়াছিলাম। আমি তাহার জবানবন্দীর মধ্যে স্বীকারের অংশের উপর নির্ভর করি নাই।

এডভোকেট। (তীব্র কণ্ঠে) আমি বলিতেছি, যে ঘরে বামাল ছিল সেই ঘরে স্ত্রীলোকটি ছিল, তথাপি আপনি তাঁহাকে গ্রেপ্তার

করেন নাই বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; আপনার তদন্ত দুর্ব্বোধ্য, তাঁহাকে আদালতে হাজির করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিরপেক্ষ বিচারের সুবিধা দিতেছেন না; এবং পলাতক মর্ত্তুজা খাঁকে ধরা শক্ত দেখিয়া নির্দ্দোষী কাশেমালীকে আদালতে টানিয়া আনিয়াছেন।

রাজারাম। আমি তদন্তের ফলে কাশেমালীকেই ঐ ঘর দুইখানির মালিক এবং ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী বলিয়া বুঝিয়াছি, সেইজন্য কাশেমালীকে চালান দিয়াছি এবং তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করি নাই।

কাশেমালী সরকার পক্ষের স্থানীয় দু'তিনজন সাক্ষীকে পূর্ব্বেই হাত করিয়াছিল। এডভোকেট তাহাদের মুখ হইতে আসামী পক্ষের জবাবের অনুকূল অনেক কথা বাহির করিয়া লইলেন। একজন সাক্ষী স্পষ্ট বলিল, কাশেমালী একখানি ঘর অন্য ব্যক্তিকে ভাড়া দিয়াছিল।

রাজারাম এতদিনে বুঝিলেন যে প্রতিপক্ষকে লঘুজ্ঞান করিতে নাই এবং মকদ্দমাটি প্রথমেই সোজা বলিয়া মানিয়া লইয়া ভাল করেন নাই; তদন্তকালে তাঁহার সতর্কতার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল; বামালঘরে দৃষ্ট রমণীকে দস্তুরমত সনাক্ত বা জিজ্ঞাসা না করায় তদন্তে দোষ ঘটিয়াছে এবং মকদ্দমা এখন একদম বাঁকাপথে চলিয়াছে। রাজারাম স্ত্রীজাতির প্রতি সৌজন্য দেখাইতে গিয়া একবার মিঃ এজরার গৃহে ভুল করিয়াছিলেন, পুনরায় সেইরূপ ভুল করায় তিনি কর্ত্তব্যক্রটির জন্য বিলক্ষণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরদিন দক্ষিণ বিভাগের এক থানা হইতে একজন ইন্সপেক্টর রাজারামকে টেলিফোনে ডাকিয়া বলিলেন, দেখুন, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে আপনি যে আবগারী কেস্ ধরিয়াছিলেন, তাহার আসামী এতদিন পলাতক ছিল, তাহাকে আমরা ধরিয়া থানার হাজতে বন্ধ করিয়া

রাখিয়াছি। আপনি শীঘ্র একবার আসুন, আপনার মকদ্দমার একটা কিনারা হইবে।

রাজারাম। আবগারী কেসের আসামী ত কাশেমালী ওরফে কালা মিঞা। সে বহুপূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছে এবং কোর্টে তাহার মকদ্দমা চলিতেছে। আপনি কাহাকে ধরিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার নাম কি?

ইন্সপেক্টর। তাহার নাম মর্ত্তুজা খাঁ। সে সকল অপরাধ কবুল করিয়াছে এবং সে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট তাহার বাড়ী দেখাইয়া দিবে। এই লোকই ঠিক আসামী। আপনি একবার মর্ত্তুজা খাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

রাজারাম। (বিস্মিত স্বরে) মর্ত্তুজা খাঁ! আপনি একটা গণ্ডগোল বাধাইবেন দেখিতেছি। আমি এ অবস্থায় সরকারী উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কিছু করিতে পারিব না।

রাজারাম থানার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এখন আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই বুঝিয়া শীঘ্র টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন।

কাশেমালীর উকিল আদালতে এক মর্ত্তুজা খাঁর নাম লইয়াছিল, এখন ঐ নামের এক ব্যক্তির অদ্ভুতরূপে থানায় আবির্ভাব হইতে দেখিয়া রাজারাম চিন্তিত হইলেন। মনে হইল, নামটি যেন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন, কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শীঘ্র সরকারী উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বোধ করিলেন।

রাজারাম সরকারী উকিলের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন এবং মকদ্দমায় ছিদ্র পাইয়া কাশেমালীর খালাসের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া মর্ত্তুজা খাঁকেও কাশেমালীর সহিত একযোগে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

এই সরকারী উকিলটি ধীর-প্রকৃতি। তিনি রাজারামের উদ্বেগ ও ব্যস্ততা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনি মস্ত ভুল করিতেছেন। আপনি তদন্তে যেরূপ প্রমাণ ও কাগজপত্র পাইয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া কাশেমালীকে চালান দিয়াছেন। এখন আপনি মর্ত্তুজা খাঁকে কাশেমালীর সঙ্গে অভিযুক্ত করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বা আসামীর উকিল যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, প্রকৃত অপরাধী কে?—তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। ঘটনাটি যেরূপ তাহাতে দুইজনেই একসঙ্গে দোষী হইতে পারে না। একজন দোষী হইলে অপর ব্যক্তি খালাস পায়। আপনি মর্ত্তুজাকে দোষী বলিয়া মানিয়া লইলে প্রকৃত দোষী কাশেমালী খালাস পাইবে। তাহারা তাই চায়। আবার সন্দেহের কারণ থাকিলে দুইজনই খালাস পাইতে পারে। তখন আপনি কাহাকেও আটকাইতে পারিবেন না। না—এ অবস্থায় আপনার আর কিছু করা উচিত নয়। আসামী কাশেমালীর পক্ষ হইতে মর্ত্তুজাকে হাজির করিতে চাহে ত তাহারা তাই করুক। সে কাশেমালীর সাক্ষী হইয়া আসিলে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না; বরং আমরা তাহাকে দস্তুরমত জেরা করিবার সুবিধা পাইব এবং আসল কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিব। হয়ত কাশেমালীর স্ত্রীও মর্ত্তুজাকে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে। আপনি গোপনে মর্ত্তুজা লোকটি কে, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কি, কি জন্য কাশেমালীর অপরাধের দায়িত্ব ও শাস্তি নিজ স্কন্ধে লইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। বুঝিতেছেন—মামলার অবস্থা সঙ্গীন, খুব সাবধানে তদন্ত করিতে হইবে।

রাজারাম সরকারী উকিলের যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন

এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজারাম গোপনে খোঁজ লইতে লইতে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত গোয়েন্দা আবদুল সাঁইএর সঙ্গে মর্ত্তুজার জানাশুনা আছে। রাজারাম সাঁইএর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ধুতি চাদর পরিয়া এক উকিলের মুহুরী সাজিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মকদ্দমা সংগ্রহের ছুতা করিয়া হাজতে মর্ত্তুজার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।

সাঁই ও রাজারাম হাজতের নিকটে গেলে হঠাৎ একব্যক্তি ভিতর হইতে রাজারামকে অভিবাদন করিয়া বলিল, রাজারামবাবু, সেলাম। ভাল আছেন ত?

রাজারাম বিস্মিত হইয়া লোকটির দিকে চাহিলেন, লোকটিকে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু শীঘ্র কোন উত্তর দিলেন না।

তখন সে ব্যক্তি সাঁইএর দিকে চাহিয়া বলিল, ভেইয়া, উনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। উনি আমীর লোক, গরীবকে চিনিবেন কেন। পরে আবার রাজারামের দিকে চাহিয়া বলিল, ম'শায়, বেলুড়ের কেস আপনার মনে পড়ে? আমি আপনার পুরাতন আসামী মর্ত্তুজা খাঁ; অল্পদিন হইল, জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।

এইবার হঠাৎ রাজারামের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, মর্ত্তুজা খাঁর নাম স্পষ্ট স্মরণ হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, চেনা লোক বটে। কয় বৎসরে চেহারার অনেক বদল হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্তি যে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত মর্ত্তুজা খাঁ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পর আত্মগোপন বৃথা বুঝিয়া রাজারাম মর্ত্তুজার সঙ্গে পূর্ব্বকথা লইয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। কথাবার্ত্তায় সাঁই যোগদান করিল। আলাপ ক্রমশঃ জমিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে কথাপ্রসঙ্গে যখন রাজারাম কাশেমালীর মকদ্দমার কথা তুলিয়া মর্ত্তুজাকে ঐ ঘটনায় জড়িত হইয়া পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মর্ত্তুজা সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। পরে সাঁইও অন্তরঙ্গভাবে ঐ বিষয়ে নানা কথা কহিল, কিন্তু সে-ও মর্ত্তুজার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিল না।

শেষকালে মর্ত্তুজা রাজারামকে বলিল, আপনাদের বৃথা চেষ্টা। আপনি জানেন, আমি পুরাতন পাপী; অনেক পুলিশের লোকের সংস্রবে আসিয়াছি ও অনেক ঘা খাইয়াছি; আমি আপনার কথায় ভুলিব না। তবে জানিয়া রাখুন, কাশেমালীর মামলার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেকথা আমি থানার ইন্সপেক্টরের কাছে বলিয়াছি, কোর্টেও তাহাই বলিব, তাহাতে জেল যাইতে হয় ত যাইব এবং আবার কিছুদিন খাটিয়া আসিব। আপনি এই মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা হয় অনুমান করুন। সাঁই হয়ত আপনাকে কাশেমালীর সহিত আমার কোন চুক্তির কথা বলিয়া থাকিবে; আমি কিন্তু তাহা মানিব না। যদি চুক্তি হইয়াই থাকে আমি তাহা মানিব কেন—মানিলে আমার পক্ষে লোকসান। আপনি ওকথা ছাড়িয়া দিন।—পরে একটা দুষ্ট হাসি হাসিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, আপনি এখন এই মকদ্দমার ঠেলা সামলান। দেখুন, আপনার ধরা শিকার বুঝি বা ফস্কাইয়া যায়।

ইহার পর এই ফক্কড় লোকটার সঙ্গে কথা বাড়াইয়া লাভ নাই বুঝিয়া রাজারাম সাঁইকে লইয়া স্থানত্যাগ করিলেন।

রাজারাম ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাহার কাছে সঠিক খবর পাইলেন যে কাশেমালীর বিবি মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবে না। তিনি একথা শুনিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

রাজারাম সরকারী উকিলের সঙ্গে আবার দেখা করিলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া শেষকালে মর্ত্তুজা খাঁর পুরাতন শাস্তিগুলির সম্বন্ধে তন্ন তন্ন সন্ধান করিয়া কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন।

মকদ্দমার দিন রাজারাম আদালতে গিয়া শুনিলেন যে মর্ত্তুজার গ্রেপ্তারকারী ইন্সপেক্টর আসামী কাশেমালীর সাফাই সাক্ষীরূপে শমন পাইয়া আসিয়াছেন এবং কাশেমালীর প্রার্থনানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েদী মর্ত্তুজা খাঁকে কোর্টে আনাইয়াছেন। পুলিশ-কেসে—পুলিশের লোকের আসামীর পক্ষে সাক্ষী হওয়া—এক অসাধারণ ঘটনা; কিন্তু চৌধুরীর চক্রান্তে তাহা সম্ভব হইল এবং রাজারাম নিজেকে নিরুপায় বোধ করিলেন।

কাশেমালীর এডভোকেট প্রথমে থানার ইন্সপেক্টরকে ডাকাইলেন। ইন্সপেক্টর সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া হলফ লইয়া বলিলেন, মর্ত্তুজা খাঁ ঢুকুরিয়াবাগান অঞ্চলে সন্ধ্যার সময়ে সন্দেহজনক ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। থানার হেড কন্সটেবল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে কোন কথা না বলিয়া দৌড়াইতে থাকে; পুলিশও পিছু পিছু দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং থানায় লইয়া আসে। আমি তাহার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে সে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে পরিবার লইয়া বাস করিত, কিন্তু তাহার অবর্ত্তমানে পুলিশ তাহার ঘর খানাতল্লাসী করিয়া আফিম ও কোকেন বাহির করিয়াছে; সে পুলিশের ভয়ে পরিবার ফেলিয়া ফেরার হইয়াছে এবং এখন তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আস্তানা নাই। তারপর মর্ত্তুজা আমাকে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের উক্ত বাড়ীতে লইয়া যায় এবং উপরতলার একখানি ঘর দেখাইয়া দেয়। আমি স্থানীয় তদন্তে জানিতে পারি যে ঐ ঘরে কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যই পুলিশ

বিস্তর আফিম ও কোকেন পাইয়াছে। কাশেমালী ও স্থানীয় সাক্ষীগণ মর্ত্তুজাকে ঐ ঘরের বাসিন্দা বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে।—ইন্সপেক্টরের সহিত রাজারামের টেলিফোনে কথার চাক্ষুষ প্রমাণ ছিল না; সুতরাং ইন্সপেক্টর সে বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না।

সরকারী উকিল এই সাক্ষীকে দুই একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সাক্ষী বলিলেন, তিনি তদন্তে স্থানীয় সাক্ষীদের কাছে মর্ত্তুজার স্ত্রীর সেই ঘরে থাকিবার কথা জানিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে পান নাই, বা অন্যত্র জিজ্ঞাসাপত্র করেন নাই। স্থানীয় লোকগণের নাম জিজ্ঞাসা করায় যে নামগুলি বলিলেন তাহার সঙ্গে আবগারী কেসের বিরূপ সাক্ষীগণের নাম মিলিয়া গেল।

তারপর হাজতের কয়েদী মর্ত্তুজা খাঁর ডাক পড়িল। এই নর-সমাজের জীর্ণ মূর্ত্তিটি শয়তানীতে পরিপক্ক। সে কৌতূহলী দর্শকগণের সম্মুখ দিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত গুটিগুটি গিয়া কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এডভোকেটের প্রশ্নের পর প্রশ্নে, ধীরেধীরে—যেন অনিচ্ছার সহিত—জবানবন্দী দিল।

মর্ত্তুজা খাঁ বলিল, আমি মণিহারী জিনিষের ফেরিওয়ালার কায করি। আমি জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কাশেমালীর নিকট হইতে দোতলায় একখানি ঘর ভাড়া লইয়া পরিবারসহ বাস করিতাম। কাশেমালী পাশের ঘরে বাস করিত। তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর পরিচয় ছিল এবং আমার অবর্ত্তমানে সে তাহাকে দেখাশুনা করিত। আমি ঘটনার দিনে কিছুক্ষণের জন্য একটা কাযে বাহির হইয়াছিলাম; বাড়ীতে কাশেমালী ও আমার স্ত্রী ছিল। সেই সময়ে পুলিশ আমার ঘরে হানা দিয়া আফিম ও কোকেন বাহির করিয়াছে। পুলিশ-হাঙ্গামার জন্য সেইদিন হইতে ভয়ে আমি বাড়ী ঢুকি নাই।

পরে পুলিশ আমাকে চালচুলাহীন ভবঘুরে বলিয়া ধরিলে আমি বাধ্য হইয়া পুলিশকে আমার ঐ আস্তানা দেখাইয়া দিয়াছি।

এডভোকেট। তোমার ঘরে যে আবগারী জিনিষগুলি বাহির হইয়াছে, উহা কাহার বলিতে পার? কাশেমালীর সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ?

মর্ত্তুজা এডভোকেটের দিকে চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিল, কোন জবাব দিল না।

এডভোকেট পুনরায় তাহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মর্ত্তুজা সেইরূপ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া নিম্নস্বরে, যেন ভয়ে ভয়ে, বলিল, উহা কাশেমালীর হইবে কেন? যখন আমার ঘরে পাওয়া গিয়াছে তখন—উ-হা—আ-মা-র—জি-নি-ষ।

পরে সরকারী উকিল দাঁড়াইয়া উঠিয়া মর্ত্তুজাকে এক দীর্ঘকালব্যাপী সওয়াল প্রশ্ন করিলেন। মর্ত্তুজা এবার সজাগ হইল এবং সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিতে লাগিল।

তিনি তাহাকে বাড়াটির অবস্থান, ঘরের আসবাবপত্র, আফিম ও কোকেনের পরিমাণ ও মূল্যাদি সম্বন্ধে খুঁটাইয়া জেরা করিলেন; সে ঠিক ঠিক জবাব দিয়া গেল। তাহার ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ের মূলধন ও আয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে একটা সামান্য টাকার উল্লেখ করিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মত অল্প পুঁজির লোকের কি করিয়া বহুসহস্র টাকার আফিম ও কোকেন সঞ্চয় করা সম্ভব হইল? সে অবিলম্বে উত্তর দিল—বলিল, সে এক মহাজন বন্ধুর তরফে ঐ পণ্যদ্রব্যের মালগুদাম রাখিয়াছিল কিন্তু সে বন্ধুর নাম বলিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবে না; সে বন্ধুত্বের সম্মান রক্ষা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে সে সকল দায়িত্ব লইয়া ফলভোগ করিতে প্রস্তুত আছে।

সরকারী উকিল বুঝিলেন, সাক্ষী অতি ধূর্ত্ত এবং তাহাকে সকল কথা শিখাইয়া পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি সাক্ষীর স্বরূপ প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। তিনি মর্ত্তুজাকে একে একে নয়বার নানা অপরাধে জেল খাটার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্ত্তুজার পক্ষে এরূপ পরীক্ষা নূতন নহে, কিন্তু এবার তাহার বন্ধুত্বের বাহাদুরীর মুখোশ খসিয়া পড়িল। অপকার্ত্তিগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সে যেন পুরাতন ক্ষতস্থানে আঘাত পাইয়া দমিয়া গেল। রাজারাম উপস্থিত থাকায় মর্ত্তুজা বেলুড়ের আফিম কেসে জেল খাটার কথা অস্বীকার করিতে পারিল না; কিন্তু অন্য শাস্তিগুলি বাজে কথা বলিয়া চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন সরকারী উকিল মর্ত্তুজার বিভিন্ন নাম, তারিখ স্থান ও অপরাধের সঠিক বিবরণ এবং দণ্ডের পরিমাণ ও বিচারকের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার টিপচিহ্ন সহ ক্রাইম শীটখানি (অপরাধের তালিকা) দাখিল করিলেন। মর্ত্তুজা অবশেষে বাধ্য হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল।

সরকারী উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে তালিকাখানি দেখাইয়া বুঝাইলেন যে এই সাক্ষী নানা গুরু অপরাধে সাজা পাইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটাইয়াছে এবং প্রতিবার বিচার কালে নাম ভাঁড়াইতে গিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট যথারীতি কাশেমালীর এজাহার লইলেন। কাশেমালী দোষ অস্বীকার করিল। কাশেমালী আসিয়ার সঙ্গে গুপ্তপ্রেমের উল্লেখ করিল না বটে—কিন্তু বলিল, তাহার স্ত্রী—পরস্ত্রী, সে নির্দ্দোষ।

পরে দুই পক্ষের উকিল একে একে মকদ্দমার সাক্ষ্য সাবুদ নথিপত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।

সরকার পক্ষের বক্তব্য এই যে কাশেমালী তাহার নিজ গৃহে বামালসহ ধরা পড়িয়াছে, নিজে আফিম ও কোকেন দেখাইয়া দিয়াছে এবং নিজের হাতে বামাল বাহির করিয়া দিয়াছে, ধরা পড়িবার সময় (স্বীকারোক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও) অন্য কোন ব্যক্তির নাম করে নাই, তদন্ত শেষ হইবার অনেক পরে একজন জেল-খালাসী পুরাতন পাপীকে কৌশলে বামালের মালিকরূপে খাড়া করিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে এবং ঐ সাক্ষীর যেরূপ চরিত্র এবং সে যেরূপ মিথ্যাবাদী তাহাতে তাহাকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না; অতএব কাশেমালী বামালের প্রকৃত অধিকারী ও দোষী এবং তাহার বিধিমত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আসামীর উকিলের জবাব এই যে কাশেমালী ঐ বাড়ীর রায়ৎ বটে কিন্তু সে তাহার অধিকারের একখানি ঘর মর্ত্তুজাকে ভাড়া দিয়াছিল, ঐ ঘরে বামালদ্রব্য ছিল, কাশেমালী মর্ত্তুজার অনুপস্থিতিকালে তাহার বিবির নিকট কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিল এবং সেই সময়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে, কাশেমালী বামাল অস্বীকার করে কিন্তু মর্ত্তুজা প্রথম হইতে পুলিশের কাছে এবং কোর্টে বামালের কথা স্বীকার করিয়াছে; অতএব কাশেমালী দোষী নহে ও তাহার বেকসুর খালাশ পাওয়া উচিত এবং মর্ত্তুজার সম্বন্ধে কোর্ট যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া এক সুচিন্তিত রায় লিখিলেন।

চৌধুরী তাহার কূট বুদ্ধির জয় বা কার্য্যসিদ্ধির জন্য উদ্‌গ্রীব হইল; কাশেমালী বিচারফল জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্ত গণিতে লাগিল।

শেষকালে ম্যাজিষ্ট্রেট কাশেমালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মকদ্দমাটির ঘটনা সোজা কিন্তু তোমার জবাব বিচিত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছে তাহার তারিফ করিতে হয়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছি। আমার মনে হয়, তুমি এক জেল-খালাসী পুরাতন পাপীকে খাড়া করিয়া তাহার ঘাড়ে সকল দায় চাপাইয়া অব্যাহতি পাইতে চাও; তাহা হইতে পারে না। তোমার সাক্ষী মর্ত্তুজার কথা বিশ্বাস করি নাই, তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইতে হইবে। মর্ত্তুজা ছাড়া পাইবে।—তিনি কাশেমালীকে এক বৎসরের জন্য কঠিন কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা জরিমানা করিলেন এবং আফিম, কোকেন ও আসবাবপত্র সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন।

আদালতে এই নূতন ধরণের কৌতূহলোদ্দীপক মকদ্দমা দেখিতে অনেক দর্শক জুটিয়াছিল। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সত্যনির্ণয় দেখিয়া মৃদুস্বরে প্রশংসাধ্বনি করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কাশেমালী ও মর্ত্তুজার কথা বিশ্বাস না করায় আসিয়া বিবির সম্ভ্রমরক্ষা হইল। রাজারাম যেন একটা মহাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কাশেমালী ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম শুনিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চৌধুরী প্রকাশ্য কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্রোক্তি শুনিয়া লজ্জাবোধ করিল এবং কাশেমালীকে 'আপীলে খালাস করিব' বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া—উপস্থিত তাহাকে জামিনে খালাস করিবার হুকুমের জন্য হাইকোর্টে ছুটিল।

যথাসময়ে হাইকোর্টে আপীল শুনানী হইল। সরকারপক্ষ এবং

আসামীপক্ষ ভাল কৌশলী নিযুক্ত করিল। জজ সাহেব শেষকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় বলবৎ ও পূর্ব্বের দণ্ড বহাল রাখিলেন।

কিছুদিন পরে কাশেমালী দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে আলীপুর জেলে প্রবেশ করিল।

এই মকদ্দমায় কাশেমালীর উদ্ধারের জন্য চৌধুরীর ফেরেপবাজি ও প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া প্রথমে কারবারী মহল তুষ্ট হইয়াছিল কিন্তু শেষরক্ষা না হওয়ায় তাহারা চটিয়া গেল। চৌধুরী ও মুকুন্দলাল কাশেমালীর মকদ্দমায়—সাক্ষী এবং পুলিশ ও আমলাদিগকে হাত করিবার কথা বলিয়া মিছামিছি অনেক টাকা আদায় করিয়াছিল; ইহার কিছু অংশ চৌধুরী লইয়াছিল এবং বেশীভাগ টাকা রাঘববোয়াল মুকুন্দলালের গর্ভে গিয়াছিল। মকদ্দমায় আশানুরূপ ফল না হওয়ায় কারবারীরা টাকা ফেরৎ দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত চৌধুরী মুকুন্দলালকে দেখাইয়া দিল এবং ওদিকে তাহাকেও গা ঢাকা দিতে গোপনে পরামর্শ দিল। মুকুন্দলাল নানা কীর্ত্তি করিয়া পুলিশের নজরে পড়িয়াছিল; এখন কারবারীদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হইয়া চৌধুরীর পরামর্শ গ্রহণ করিল। সে যতদিন না সব গোলমাল মিটিয়া যায় ততদিন অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিল এবং বন্ধুমহলে তীর্থযাত্রা ও দেশভ্রমণের কথা বলিয়া পুলিশ ও কারবারীদিগের অগোচরে একদিন কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িল।

৩৯

আলাপ-আলোচনা

আসিয়া বিবি স্কুমারবাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত এবং নলিনীকে ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিত। তাঁহারাও এই বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মুসলমান কন্যাকে আন্তরিক স্নেহযত্ন করিতেন।

আসিয়ার চরিত্রের সঙ্গে নলিনীর চরিত্রের কেন্দ্রগত মিল ছিল না; উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হইত কিন্তু দুইজনের বন্ধুত্বে আটকাইত না। আসিয়া গৃহমুখী, নলিনী বহির্মুখী। আসিয়াকে কার্য্যোপলক্ষে বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হইলেও তাহার চিত্ত গৃহের জন্য উন্মুখ থাকিত এবং সে নিজ অন্তঃপুরে ফিরিয়া শান্তি পাইত।

আসিয়া স্বামীর প্রথমপক্ষের কন্যাকে 'সতীনের কাঁটা' মনে করিত না; স্বামীর আদরের ধন বলিয়া এবং নিজ স্নেহগুণে—তাহাকে পেটে না ধরিলেও—তাহাকে ভুলাইয়া নিজে তাহার ভালবাসায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বুঝিতে পারিত না নলিনী কি করিয়া নিজ স্বামী ও সন্তানের কাছছাড়া হইয়া তাহাদের মায়া কাটাইয়া বাহিরের কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সর্ব্বদা বিপজ্জালে জড়িত হইয়া কেন নিজেকে এবং স্বামীপুত্রকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিত। সে বুঝিত, স্বামী স্ত্রী দুইজনে দুইপথ ধরিয়াছিল; একজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিবিষ্ট, আর একজন বাহিরের নানাকর্ম্মের উত্তেজনায় অস্থির। উহাদের মধ্যে সে চিত্তের গূঢ় যোগ বা মিলন দেখিতে

পাইত না ও এই দাম্পত্য-সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখিয়া সে মনে মনে বেদনা অনুভব করিত। সে মনে করিত, নলিনী দাম্পত্য ধর্ম্মের কর্ত্তব্যগুলি প্রতিপালন করিতেছে না এবং এই ব্যবধানের জন্য নলিনীকে দায়ী করিত। সে বুঝিতে পারিত না সুকুমারবাবু পুরুষত্বের দাবী না করিয়া কেন নলিনীর রাশ ছাড়িয়া দিতেছেন এবং সে মনে করিত সুকুমারবাবু শক্ত হইলে নলিনীকে সংযত করিতে পারিতেন।

আসিয়া সুকুমারবাবু ও নলিনীর নিকট নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিল। সে যখন চৌধুরীর কুচক্র ও নিজ স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় জ্বালাতন হইতেছিল তখন সুকুমারবাবু তাহাকে সাহায্য করায় তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। তাই সে গোপনে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সে কিছুদিন এখানে থাকিয়া ইঁহাদের মধ্যে একটা আন্তরিক সদ্ভাব ও মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যে তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে কাশেমালীর জেল হইয়া গেল।

সুকুমারবাবু সঠিক না জানিলেও আসিয়া, বিপ্লবীদের সঙ্গে নলিনীর যোগাযোগের কথা জানিয়াছিল এবং সে তাহার সঙ্গে গিয়া উল্টাডাঙ্গার বিপ্লবকেন্দ্র দেখিয়াছিল। আসিয়া বস্তুতঃ কোন বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগ দেয় নাই—কেবল নলিনীর অনুগত সঙ্গিনী হিসাবে কৌতূহলবশতঃ তাহার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। আসিয়ার কাণ্ডজ্ঞান প্রখর। সে দেখিয়া শুনিয়া নলিনীর পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিল।

আসিয়া সহরের ব্যস্ততা হইতে দূরে নির্জ্জনবাসে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতির আশা করিয়াছিল এবং কয়দিনের মধ্যে তাহাদের ভিতরে একটা শান্ত ও সহজ সম্বন্ধের আভাস পাওয়ায় তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিল।

একদিন বৈকালবেলা সুকুমারবাবু, নলিনী ও আসিয়াকে লইয়া সাগরসৈকতে বেড়াইতেছিলেন। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত উদার সিন্ধু—নিস্তরঙ্গ; মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছিল। দূরে দিনান্তের সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। ফিরিবার সময়ে তাহারা ক্লান্ত হইয়া একটা বাঁকের মুখে বালিয়াড়ির নীচে বসিয়া পড়িল।

নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে এখানে দৈনিক কাগজের অভাব এবং পৃথিবীর নানা ঘটনা ও প্রগতির নিয়মিত সংবাদের অসুবিধার কথা উঠিল।

নলিনী বলিল, এ সময়ে সারা ভারতবর্ষে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে নিত্যনূতন ঘটনা ঘটিতেছে। এই দেশের অগ্রগতির দিনে সকল প্রদেশের নিয়মিত সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করে।

সুকুমারবাবু বলিলেন, কাগজের কথায় আমার একটি ভ্রমণকাহিনী মনে পড়িল। একবার আসাম-সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের ষ্টীমারে জলযাত্রা করিয়াছিলাম। চারিদিন সুন্দরবন ও মাদারিপুর বিলের পথে ঘুরিতেছিলাম এবং নবম দিনে গৌহাটি পৌঁছিয়াছিলাম। সুন্দরবনের এক আরণ্য নদীতে দুইধারের ঘন-বন-জঙ্গলের মধ্যে একখানি ষ্টীমার অচল ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকিতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। সাতদিনের মধ্যে কোন খবরের কাগজ পাই নাই; বোধ হয়, গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া একখানা কাগজ দেখিতে পাই। পড়িয়া দেখিলাম, দেশব্যাপী একটা সাইক্লোন জলযাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে হইয়া গিয়াছে। আমরা সে রাত্রে কলিকাতায় জগন্নাথঘাট সংলগ্ন ষ্টীমারে শুইয়াছিলাম, ভোরে ষ্টীমার ছাড়ে; আমরা নিদ্রিত থাকায় রাত্রের ব্যাপার কিছুই জানিতে পারি নাই। সকল সুখ-সুবিধা, বাস্তুতা, এক কথায় সভ্যতা

হইতে দূরে, এক নিশ্চিন্ত আরামে, জলপথে কয়দিন মন্দ কাটে নাই। অবশ্য সঙ্গে কয়খানা বই ছিল, ইচ্ছামত পড়িতাম।

আসিয়া বলিল, আমার মনে হয় দৈনিক কাগজ পড়া একটা নেশা—কাগজ না হইলে অনেকের সময় কাটে না, সুবিধামত আহার নিদ্রা পর্যান্ত হয় না। কিন্তু কাগজে এত বাজে খবর থাকে যাহা আমাদের না জানিলেও চলে। তার চেয়ে খানকতক ভাল বই কাছে থাকিলে উপকার হয়।

নলিনী বলিল, আমি ও কথা মানি না। জগতের সুঘটনা দুর্ঘটনা, উন্নতি অবনতি অগ্রগতির সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে সভা মানুষের খবরের কাগজের প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা চলে না। এই স্বদেশীযুগের কথা ধর। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দেশপ্রীতির ধারা প্রচার করিয়া ও সংবাদের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দৈনিক কাগজ কত কায করিতেছে।

পরে নলিনী বলিল, দেখ আসিয়া, আমার ধারণা এই স্বাধীনতার সংগ্রাম বা জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান ভাইগণ তেমন যোগ দেন নাই। তোমার নিজের কি মনে হয়? তুমি এসব বিষয়ে বড় কম কথা কও, কিন্তু তোমার নিজস্ব মতামত আমার জানিতে ইচ্ছা করে।

আসিয়া বলিল, তুমি একটা মস্ত জিনিসের কথা বলিলে। আমি জবাব দিলেও তুমি হয়ত আমাকে বুঝিবে না, তোমার সঙ্গে হয়ত অনেক জায়গায় মতভেদ হইবে। সুকুমারবাবু জ্ঞানীলোক, তিনি আমাদের আলোচনায় যোগ দিন, আমাদের পক্ষে ভাল করিয়া বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইবে।

নলিনী বলিল, বেশ, উনি মধ্যস্থ থাকুন।

আসিয়া বলিল, দেখ, আমি গোড়ায় একটা কথা বলিয়া রাখি।

বাঙ্গালার মুসলমান বড় দুঃখী, বড় দয়ার পাত্র। হিন্দুর তুলনায়, তারা দরিদ্র এবং শিক্ষার আলোক তাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। অথচ তারা স্বভাবভীরু নয়, তারা একটা বড় সভ্যতার অধিকারী বলিয়া অভিমানী। তাদের নিকট হইতে ইংরাজ রাজত্ব লইয়াছে বলিয়া তারা রাজার জাতি বলিয়া গর্ব্ব পোষণ করে। জাতির দুই বাহু, হিন্দু ও মুসলমান। দক্ষিণ হস্ত সবল থাকিয়া বাম হস্ত দুর্ব্বল হইলে মানুষের কায চলে না। কিন্তু হিন্দুরা এই জাতির দেহগত দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করে নাই এবং দরদ দিয়া ইহার উপায় চিন্তা করে নাই। হিন্দুরা অগ্রসর হইয়া এতদিন শিক্ষার সুযোগে সরকারের সাহায্য লাভ করিয়া নানা বিষয়ে উন্নত হইয়াছে, এখন কিছুদিন মুসলমানকে সে সুযোগ, সুবিধা ও সাহায্য ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় না? বড় গাছের আওতায় পড়িয়া চারাগাছের দুরাবস্থা হয়, তখন বড়র ডালপালা কাটিয়া দিয়া ছোটকে বাঁচাইতে হয়। চিত্তরঞ্জন মুসলমানের আসল দুঃখ বুঝিয়াছিলেন এবং সেজন্য একটা 'প্যাক্ট' বা আপোষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেখ, হিন্দু-মুসলমান বহু শত বৎসর পাশাপাশি এক দেশে থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে বুঝিবার চেষ্টা কম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তাহার মূলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ সন্দেহ, ঈর্ষা ও ঘৃণা বর্ত্তমান। হিন্দু যখন শিক্ষায় ও দেশসেবায় অগ্রসর এবং জাতীয় উন্নতির দায়িত্ব লইয়াছে তখন তাহাকেই প্রথম বুঝিতে হইবে আসল গলদ কোথায়। ইহার জন্য হিন্দুকে মুসলমানের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সংস্কার জানিতে হইবে। দেখ, হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের পর্ব্বসংখ্যা অল্প, তথাপি মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্মগুলি সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতা শোচনীয়।

মহরমের ইতিহাস কি, একমাস ধরিয়া ঈদের উপবাস কেন, দুইটি ঈদ ও তাহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ—কয়জন শিক্ষিত হিন্দু জানেন ?

সুকুমারবাবু। ঠিক বলিয়াছ। দুইটি জাতির পরস্পর আন্তরিক মিলনের জন্য—পরস্পরের সভ্যতা ও কৃষ্টির (culture) ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ইহার জন্য পাঠ-মণ্ডলী (study circles) গঠন করা দরকার এবং হিন্দুদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত।

আসিয়া বিবি। আমি অসহযোগ বা আইন-অমান্য-আন্দোলন ভাল বা মন্দ, সেকথা তুলিয়া তর্কের পথ দেখাইব না। তবে ইহা মানিয়া লইতেছি যে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগিতেছে এবং জাতিহিসাবে আমরা স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজলাভের ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু দেশের দুইটি বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরাগ ও সম্প্রীতি দেশসেবার প্রথম সোপান; আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহেলা করিতেছি। চিত্তরঞ্জনের বহুকষ্টলব্ধ প্যাক্ট এখন তুলিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিরাগ জন্মাইতেছে। তারা স্বদেশী আন্দোলনে নামে নাই। তারা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগ দেয় নাই। তারা ইহার সার্থকতায় বিশ্বাস করে না। আমরা জানি নিরস্ত্র জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টের প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না। আমরা হিংস্র হইলে গভর্ণমেণ্ট রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে পারে এবং তখন দমননীতি চালনা করিলে হয়ত আমাদের স্বরাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা অকালে নির্ব্বাপিত হইতে পারে। স্বরাজ, মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত হিংসা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা পাওয়া যায় না—পৃথিবীর বিরাট বিপ্লবের ইতিহাসগুলি ইহার সাক্ষ্য দিবে।

সুকুমারবাবু বলিলেন, ঠিক কথা। ভক্ত কবি বলিয়াছেন,

"স্বরাজ শুরু আত্মা হতেই, অন্তরেতে মুক্তি চাই.—
অসির বলে, মসীর বলে, পেশীব বলে মুক্তি নাই।"

পশুবলে স্বরাজ লাভ হইবে না; যদি হয়, ক্ষমতা রামের নিকট হইতে রহিমের নিকট চলিয়া যাইবে, ফলে প্রকৃত গণতন্ত্র আসিবে না।

নলিনী বলিল, ঠিক বুঝিলাম না। ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে আসিলেই মঙ্গল; ইহার মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকে কেন?

সুকুমারবাবু। ঠিক ভেদবুদ্ধির কথা নয়—অথচ যা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু গোড়ার কথাগুলা আগে বুঝা দরকার। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, নানা ভাষা বর্ত্তমান; ইহা একতা-সাধনের এক বিষম অন্তরায়। সেজন্য এদেশে অল্প চেষ্টায় বা অল্প একতায় নেশন গড়া বা জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা আয়ত্ত না হইলে—কেবল ইংরাজ চলিয়া গেলেই আমরা অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। যদি হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সর্ব্বদা আত্ম-কলহ করে তবে কিরূপ স্বরাজ লাভ হইল? আর 'ইংরাজ চলিয়া গেলেই—বা আজ স্বাধীনতা পাইলেই—আমরা কতক্ষণ সে অবস্থা রক্ষা করিতে পারিব? স্বায়ত্তশাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধি-বিধান বটে; কিন্তু স্বরাজ—স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন হইতে মহত্তর। স্বরাজ অর্থে—সকল অবস্থাতেই স্বাধীন জাতির নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বাদ-বিসম্বাদ থাকিবে না; জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অবাধ প্রয়াসই স্বরাজ-সাধনা; পূর্ণ স্বরাজই জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আসিয়া বিবি। ঠিক কথা। এইজন্য গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা পরিহার

ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন,। এইজন্য চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমানের আপোষ বা মিলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। দেশবাসীগণ এমনই অন্ধ যে তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী ও উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। যতদিন না হিন্দু মুসলমান শিখ জাতিগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া—বিদ্বেষ ও ঈর্ষা ভুলিয়া—দেশপ্রেমে মিলিত ও একতাবদ্ধ হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোন আশা নাই। আমাদিগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া স্বরাজ লাভ করিতে হইবে।

নলিনী। স্বাধীনতা না চাহিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া স্বরাজ ? এ কি রকম কথা ? এ শুধু হাসির কথা নয়, এতে লজ্জা ও মর্ম্ম-বেদনা আছে। স্বাধীনভাবে পরস্পরযুক্ত হওয়া একটা আদর্শ হইতে পারে, পরাধীন ভাবে অন্যের লাঙ্গুলে বদ্ধ থাকা বরদাস্ত হয় না।

সুকুমারবাবু। বিষয়টি ধৈর্য্যের সহিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বিবেচনা করা উচিত। লর্ড মেকলে বহুবৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষার সূচনা করেন ; তারপর ক্রমশঃ আমাদের সম্মুখে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ইংরাজের কাছে আমাদের ঋণ অস্বীকার করিলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা হইবে। হয়ত বৃটিশ শাসনের দোষ-ত্রুটী থাকিতে পারে কিন্তু এই একচ্ছত্র শাসনে বিস্তর সুবিধাও হইয়াছে। মহা ভারত—"মহাভারতের" যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। আমি Pax Britannicaর নিছক সুখ্যাতি করিতে বসি নাই। ভারতের ভাগ্য অন্য কোন প্রবল প্রতিবেশী দেশের সহিত যুক্ত হইলে কি হইত তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। আজ ইংরাজী ভাষা, শিক্ষিত সাধারণের ভাষা হইয়াছে ; ইহা নানাজাতির উত্থান-পতনের

ইতিহাস আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ভারতের ভাবের মরাগাঙ্গে জোয়ার লাগিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ফলে ছাপাখানা, টেলিগ্রাফ, রেডিও ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দেশ-বিদেশের খবর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। এক ভারতেই ইংরাজী ভাষার সাহায্য বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে লেখার দ্বারা নানাদেশের নানাজাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলিতেছে। আমাদের দেশের মনীষিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য দেশ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচিয়াছে। জগতের প্রগতি পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে—তাঁহারাই ভগীরথের মত শঙ্খধ্বনি করিয়া ভাবগঙ্গার প্রবাহ টানিয়া আনিতেছেন। তাঁহারা জগতের সভায় ভারতের স্থান নির্দ্দেশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভারতের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন জগত-সভায় উপস্থিত করিয়া ভারতের জন্য একটা সম্মানজনক আসন পাইতে চান। তাঁহারা দেশের দুর্ব্বলতা দরিদ্রতা দুঃখদুর্দ্দশার কথা জানেন; তাঁহারা দেশের একতার অভাবের কথা বুঝেন। কিন্তু আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। ভারতের বাহিরেও ক্ষুদ্র জাতিদের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও বিরোধ আছে; তাহাদের সমস্যা ভারতের অনুরূপ। বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার সহিত মানবজাতির বিভিন্ন শাখাজাতিগুলির পরস্পর মিলনের নিকট-সম্বন্ধ আছে। ভারতে যদি একতাবন্ধন দ্বারা জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে বিরাট মানবজাতির অন্তর্গত খণ্ড খণ্ড পরস্পরবিরোধী অন্যদেশের জাতিগুলির ভবিষ্যমিলনও দিবাস্বপ্নে পরিণত হইবে। তাহা শুধু আমাদের নহে—সারাজগতের দুর্ভাগ্যের কথা। এখন আমাদের নানা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাণী। সেই সর্ব্বত্যাগী নির্ভীক শক্তিধর পুরুষ বলিতেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার

চেয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বরাজসাধনা উচ্চতর ব্যবস্থা, মানবজাতির মহামিলনের আশা সফল হইবে এবং 'মহামানবের সাগর তীরে' ভারতের উপযুক্ত দীক্ষা মিলিবে। তিনি আশা করিতেন, ইংরাজের সাহায্যে বিশ্বকবির কল্পনা সার্থক হইবে—

'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

*

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

এসোহে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন,
ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।

মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্রকরা
তীর্থ-নীরে ;
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।'

সুকুমারবাবুর আবৃত্তি থামিলে তিনজনে বিহ্বল হইয়া কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী প্রথমে কথা কহিল ; বলিল, মহান ভাব !...কিন্তু তাঁহারা স্বরাজের কি রকম গোড়া পত্তন করিতে বলেন ?

আসিয়া উত্তর দিল—কেন, শুন নাই ? চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থাপরিষদে অভীষ্ট-লাভ করিবার পরেও দেশের অবস্থা দেখিয়া বলিতেন, আমাদের এবারকার উদ্যোগ আয়োজন বুঝি বা নিষ্ফল হইল। গান্ধীজীর গঠনমূলক পদ্ধতির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বলিতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেশী দরকারী। বলিতেন, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। শেষকালে বলিয়াছিলেন, আজ জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমি স্থির বুঝিয়াছি পল্লীসমাজেই ভারতের জীবন, পল্লী সংগঠনেই ভারতের মুক্তি। রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া স্বরাজের গোড়া পত্তনের জন্য দেশের কায করিতে উৎসুক ব্যক্তির কখনও কাযের অভাব হইবে না। স্বরাজ সাধনায় চট্ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না, উহা আলাদিনের প্রদীপের মত চমকপ্রদ ব্যাপার নয় ; উহার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, সুদীর্ঘ আত্মত্যাগ, অসীম ধৈর্য্য, সাম্য, মৈত্রী ও উদার প্রেমের প্রয়োজন। যে যাহার আপন শক্তির

মধ্যে দেশের গঠনমূলক কাযে হাত দিক—দেখিবে স্বরাজস্বর্গ আস্তে আস্তে আপনি নামিয়া আসিবে।

নলিনী আসিয়ার কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। সুকুমারবাবু মাথা নীচু করিয়া লাঠির আগায় বেলাভূমির বালিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন।

৪০

আফিম ফুলের খুন-খারাপি রঙ

আসিয়া একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, এবার তোমায় একটা কথা বলিব, নলিনী দিদি। তোমার চোখে স্বরাজ লাল টকটকে আফিম ফুলের বাহার লইয়া ফুটিয়া উঠিল, তার খুন-খারাপি রঙ হামেশা দেখিয়া তোমার স্নায়ু উত্তেজিত হইল, তার উন্মাদনা আফিম-নির্যাসের মত রক্তে মিশিয়া তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া নানা দুঃস্বপ্ন দেখাইল, পরে তোমাকে সশরীরে একেবারে ধ্বংসের পথে পাঠাইয়া দিতেছিল। তোমার পার্শ্বচর বন্ধু নিরঞ্জন তোমাকে সাবধান করে নাই, তোমাকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া পরম শত্রুর কায করিয়াছে। সে অবিবাহিত একক যুবা, তুমি স্বামীপুত্রবতী ভদ্রমহিলা—ইহা সে জানিত। তাহাকে কোনক্রমে মার্জ্জনা করা যায় না। সে তোমার জীবনপথ হইতে সরিয়া যাওয়ায় তুমি এখন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতেছ। তুমি একটা মরীচিকা, একটা আলেয়ার পিছনে দৌড়াইয়া বিষম ভুল করিয়াছ। আমার মনে হয়, নলিনী দি, এইসব হাঙ্গামায় তোমার যে কয়টা দিন কাটিয়াছে তাহা বিফলে গিয়াছে, বরং তাহাতে তোমার নানা রকম ক্ষতি হইয়াছে।

নলিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। সুকুমারবাবু লাঠি নাড়া বন্ধ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া যেন একটা উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

নলিনী বিষণ্ণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। সেইজন্য কখন কখন দুঃখ হয়। আবার সময় সময় ভাবি, অনুতাপ করিব কেন? ইহা ত আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। নূতন অভিজ্ঞতা হইতে যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি ও নব জীবন লাভ হয়, আসিয়া বিবি।

কথায় কথায় সন্ধ্যা অতীত হইল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্র দিগ্‌বলয় হইতে সমুদ্রে উজ্জ্বল কিরণ প্রতিফলিত করিতেছিল। পাখীরা কুলায়ে ফিরিয়া গিয়াছিল। বেগে বায়ু বহিতেছিল। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস নিসর্গের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

আসিয়া বিবি বলিল, মাপ কর, নলিনী দি, আমি তোমার অনুভূতিগুলিকে থ্রিল (thrill) বা রোমাঞ্চ উপভোগের সৌখীন রীতি বলিয়া অপমান করিব না, হয়ত তোমার উপলব্ধিগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা আছে তার সম্মান করা উচিত। পরে নলিনীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিল, কিন্তু কি মূল্য দিয়া এই অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি কিনিয়াছ তাহা কি আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে? তোমার জীবনের অনেক কথা ত আমি জানি; সুকুমারবাবুর সামনে আমাদের কোন কথা গোপন করা উচিত হইবে না। তবু তুমি উপযুক্ত মূলধন লইয়া জীবনের বেসাতি আরম্ভ করিয়াছিলে। সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়াছিলে, অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছ, কৈশোরে ও যৌবনে উচ্চ শিক্ষার সুবিধা পাইয়াছ। তোমার বিবাহ হইলে তুমি রূপবান গুণবান প্রেমময় স্বামী পাইয়াছ, পরে কোলে স্নেহময় পুত্র পাইয়াছ। তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ; সমাজে তোমার মানসম্ভ্রমের অভাব ছিল না। তুমি উদারমতি স্বামীর সৌজন্যে নিজ ইচ্ছামত চলিতে ও নিজ মত

অনুযায়ী কায করিতে সম্মতি ও সুবিধা পাইয়াছিলে। তুমি অন্তঃপুর ছাড়িয়া প্রথমে শিক্ষা ও সমাজসেবার কাযে নামিলে; তোমার সুখ্যাতি হইল। পরে তুমি রাজনীতির মৌতাতে ও সস্তা হাততালির নেশায় মাতিয়া উঠিলে। ক্রমে ক্রমে তুমি রাজনৈতিক ঘোলা জলে ঝুঁকিয়া পড়িলে এবং ঘূর্ণী পাকে পড়িয়া হঠাৎ তলাইয়া গেলে। প্রথমে তোমার স্বামী তোমার সাহায্য করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; পরে, তুমিই স্বীকার করিয়াছ, তাঁহাকে তুমি অধিকতর বিপদের দিকে টানিয়া লইতে সাহস কর নাই। তাঁহার মঙ্গল-চিন্তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি—সেইদিন হইতে তোমাদের ছাড়াছাড়ির সূত্রপাত হইল। তুমি তাঁহাকে আরও টানিয়া লইলে না কেন—কিংবা তুমি নিজে ফিরিলে না কেন? এইরূপে তুমি তাঁহার সঙ্গে যোগ হারাইলে এবং তিনি তোমার সকল কথা জানিতে না পারায় তোমাকে কখন্ বা কোথায় সাহায্য করা বা পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিলেন না এবং তুমি প্রকৃতই তাঁহার উপদেশ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে। পরে তুমি ধাপে ধাপে নামিতে থাকিলে; তাহার আর বিস্তৃত বর্ণনায় কায নাই। তোমার স্বামীর সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইল। তুমি গৃহের প্রতি টান হারাইলে, গৃহস্থালির কায-কর্ম্ম অবহেলা করিতে লাগিলে, স্বামী-পুত্রের কষ্ট দেখিলে না, তাহাদের অভাব-অভিযোগ বুঝিলে না, প্রেমময়ী গৃহিণীর কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া স্বামী-পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনকে সেবা ও ভালবাসা দিলে না। তুমি যে দুঃখ তাঁহাদিগকে দিয়াছ, যে দুঃখ আপনি পাইয়াছ, তাহার তুলনায় তোমার অভিজ্ঞতা ব জ্ঞানলাভের মূল্য কতটুকু?

৪৭

ফিরে এস

আসিয়া বিবির তিরস্কারে নলিনী বিরক্ত হইল না। কথাগুলি তাহার মনে গভীর ক্ষোভ জাগাইল। সে ধীরে ধীরে তিক্তস্বরে বলিল, ঠিক বলিয়াছ, আসিয়া, আমার আসল দুঃখ বোধ হয় এইখানে। আমার অভিজ্ঞতা হইল, 'নিতুই নব' অনুভূতি পাইলাম, সকল সংস্কার ত্যাগ করিলাম; কিন্তু কৈ, আমার পরিপূর্ণতা আসিল না। আমার শুভযোগ আসিল না। আমার মনের বিকাশ এতটুকু হইল না। যেন চক্ষুর অন্তরালে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি দলিত করিয়া একটা তাণ্ডব নৃত্য হইয়া গেল। এই অনুভূতিতে, এই স্মৃতিতে একটুও মাধুর্য্য নাই, ইহা যেন ব্যর্থতার একটা হাহাকার।

তারপর নলিনী একটু থামিয়া যেন নিজমনে বলিতে লাগিল, তবে অনুতাপ করিব না বলিয়া আমি ত জীবনের নূতন পৃষ্ঠা উল্টাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত নই।...কিন্তু আর কি আমি পূর্ব্ব জীবনে, নিজ গণ্ডির মধ্যে, নিজ অধিকারে ফিরিতে পারিব?... আমার ইচ্ছা থাকিলেও পুলিশ কি তাহা হইতে দিবে?

আসিয়া বলিল, কেন পারিবে না, দিদি? তুমি সত্যই বিপ্লবের সকল সংস্রব ছাড়িলে পুলিশ কেন তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে? তুমি নূতন জীবন আরম্ভ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ তোমার কাছে মুচলেকাও না চাহিতে পারে। উচ্চ শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষণ হওয়া উচিত, সকল

অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লওয়ার—আদর্শের সহিত বাস্তবের আপোষ করিবার—ক্ষমতা। ইহা লোহাকে ইস্পাত করিয়া দেয়, সোণায় সোহাগা যোগ দিয়া সোণার স্থিতিস্থাপকতা ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সেকালে প্রফুল্ল অবস্থাবিপর্য্যয়ে 'দেবী চৌধুরাণী' সাজিয়া স্বদেশী ডাকাতি করিতে নামিয়াছিল। পরে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল—সে ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। যখন সে ফিরিতে চাহিল তখন তাহার প্রকৃত বাধা ঘটে নাই। তাহার কৃত অপরাধের জন্য তাহাকে লৌকিক নিয়মানুসারে দণ্ড লইতে বাধ্য করা হয় নাই। যখন সে কার্য্যগতিকে বাহিরের পথ ছাড়িল তখন ঘরে তাহার দুই সতীন বর্ত্তমান। নারীজাতির এই বিষম বাধা সত্ত্বেও প্রকৃত শিক্ষা ও সংযমের জোরে সে ঘরে ফিরিয়াছিল এবং ঈর্ষাশূন্য হইয়া সতীনদের সঙ্গে সমভাবে স্বামীর অঙ্কভাগিনী হইয়াছিল। তবে তাহার মনে এক অপরূপ রঙ ধরিয়াছিল, তাহার চোখে এক মধুর ঘোর লাগিয়াছিল। সে রঙ, সে ঘোর—প্রেমের অঞ্জন। প্রেমের প্রলেপে সকল লাঞ্ছনা, সকল ব্যথা, সকল গ্লানি দূর হয়, হৃদয়ে নবশক্তি লাভ হয়। এখন তোমার সেই দুর্লভ প্রেমের সাধনা চাই। তোমার গুণবান স্বামী একনিষ্ঠ, তোমার কোল জুড়িয়া পুত্র বর্ত্তমান। তোমার ঘরে ফিরিয়া নিজ অধিকার বুঝিয়া লইতে বাধা কি? তোমাকে স্বামী পুত্র ডাকিতেছে, তুমি তাহাদের স্নেহময় বন্ধনে ধরা দিয়া তোমার আর্ত্ত হৃদয়ে প্রলেপ দাও, তোমার সকল ব্যথা জুড়াও। তুমি নিজেকে সকল অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ হইতে সরাইয়া লইয়া, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দু সমাজে—প্রেমময় উদার স্বামীর পাশে—আপন গৃহস্থালিতে—সম্মানজনক আসন করিয়া লইতে পারিবে। তুমি নূতন করিয়া নিজ গৃহ হইতে সেবাধর্ম্ম সুরু করিতে পারিবে, স্বামীপুত্র লইয়া নব নব গঠনমূলক কার্য্যের সূত্রপাত করিতে

পারিবে, ক্রমে ক্রমে তুমি বৃহত্তর ক্ষেত্রে অভিনব মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার কার্য্য বিস্তৃত করিবে। আমরা নারী, আমরা সমাজশক্তি, তাহার উপর আমরা শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছি; আমরা ঠিক পথে চলিয়া কার্য্যের প্রসার বাড়াইয়া একটা নবীন জাতি গড়িবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পারি।

নলিনীর হৃদয় আশা ও আকাঙ্ক্ষায় কাঁপিতেছিল, তাহার চোখ ভিজিয়া চন্দ্রালোকে চকচক করিতেছিল; সে ধরা ধরা গলায় বলিল, উনি কি আমার শ্রীহীন অতীত ভুলিয়া গিয়া, আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া, আমাকে উঁহার পাশে স্থান দিবেন? উনি জ্ঞানী বুদ্ধিমান বলিষ্ঠ সদাশয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমি ভুল করিতে চাহিলেও উনি কেন আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন না, উনি কেন আমার বারবার পদস্খলন দেখিয়াও আমাকে বিপথে ছাড়িয়া দিলেন, উনি কেন আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিলেন না? আমি শিক্ষিতা নারী মনে করিয়া হয়ত আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উঁহার তুলনায় আমার শিক্ষা কতটুকু, আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি কত অসার!—নলিনী উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, উনি কেন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেন না, অবাধ্য দেখিলে উনি কেন আমাকে কঠিন দণ্ড দিলেন না?

আসিয়া বিবি নলিনীর কথার ধরণ দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। নলিনী অনুতাপ করিবে না বলিয়াও এখন যে ভাবে আক্ষেপ করিল তাহাতে সে নিজ দৌত্যের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল।

সুকুমারবাবু নলিনীর অনুযোগ ধীরভাবে শুনিলেন এবং শান্ত স্বরে বলিলেন, নলিনী, তুমি বৃথা মনস্তাপে কষ্ট পাইতেছ। তোমার কি হইয়াছে যে তুমি এত ব্যাকুল হইয়াছ? আমি প্রথমে তোমাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছি এখনও তুমি আমার

তাহাই আছ এবং আমার পাশে তোমার সেই আসন চিরদিন থাকিবে। মনে আছে, আমি তোমার সঙ্গে স্বদেশী কাযে প্রথমেই দুঃখভোগ করিয়াছি? আমাকে তুমি সঙ্গে টানিলে হয়ত তোমার সঙ্গে সমানভাবে আরও দুঃখভোগ করিতাম। যখন তুমি একেলা তোমার মনোমত পথে গেলে তখন আমার তোমাকে কোন কথা বলার সময় হয় নাই। আমি নিজে হইতে তোমাকে কোন কথা বলিতে গেলে কায হইত না। তোমাকে ধরিয়া রাখা বা বাঁধিয়া রাখিবার কথা—ছেলেমানুষি বা অভিমানের কথা। এখন তুমি নিজে হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন তুমি স্বচ্ছন্দমনে থাকিতে পারিবে। তোমার জন্য আমার দুয়ার চিরকাল খোলা—আগেও খোলা ছিল, এখনও থাকিবে। তুমি মনের সব কুণ্ঠা, সকল গ্লানি জীর্ণ বস্ত্রের মত ফেলিয়া দাও, শান্ত ও সমাহিত হও, আমার পাশে শক্তিরূপে এস, আমার পুত্রের প্রকৃত মাতা হও, গৃহলক্ষ্মীরূপে আমার সংসার উজ্জ্বল কর, কল্যাণীর মত আমাদের সংসারে বরাভয় দাও। তোমার সাহস, তোমার প্রেরণা, তোমার কর্ম্মশক্তি প্রচুর; তুমি এই সংসার আপন করিয়া লও, ইহাকে সঞ্জীবিত কর, ইহাকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদিগকে সার্থক কর, ধন্য কর, পুণ্যময় কর।

সুকুমারবাবুর এই প্রেমময় আহ্বানে, এই শ্রদ্ধানিবেদনে, এই নারীপূজায়—নলিনী ও আসিয়ার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিল এবং সুকুমার বাবুর সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। সুকুমারবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিতে গেলে সে মৃদু হাসিয়া বলিল, এ একটা সংস্কার, আমার সকল দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর।

আসিয়া মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিল। পরে ভাববিহ্বল কণ্ঠে

কহিল, লক্ষ্মী! তুমি এই সংস্কার লইয়াই অচলা হইয়া থাক। আজ আমার চাঁদীপুর আসা সার্থক হইল। সুকুমারবাবু আমার গুরু স্থানীয়, নলিনী দি আমার ভগ্নির বাড়া। অনেক দুঃখের পর তোমাদের মিলন দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইলাম। আর আমরা পুলিশকে ভয় করি না। আমার দুঃখের রাত্রি আসিলেও আমি এক মহান ভাবে হৃদয় ভরিয়া লইয়াছি, উহাই আমাকে সান্ত্বনা দিবে। এবার আমরা নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিব। আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়িব না। আমার দুর্বৎসরটা তোমাদের সেবা করিয়া এবং খোকা ও খুকিকে লইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দিব।

সুকুমারবাবুর হৃদয় দুইটি নারীচিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়া বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভাবাবেগ সংযত করিয়া লঘুস্বরে বলিলেন, তোমরা কি পাগলামি করিতেছ। চল, বাড়ী ফিরি, অনেক রাত্রি হইয়াছে।

চাঁদ তখন মধ্যগগনে উঠিয়াছে, হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছিল, সমুদ্রের জলে লক্ষ মাণিক জ্বলা, কল্লোলের বিরাম নাই।

শেষ